INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly not in the Assembly House. Tripura on Thursday, the 22nd December, 1983. at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, all other the Ministers, Deputy Speaker and 41 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্ব উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৩, অ্যাডমিটেড। রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৩।

প্রশ্ন

১। বিগত বন্যায় সাব্রুম মহকুমায় কতটি ঘর ভেংগে গেছে, ভেসে গিয়েছে তার সংখ্যা এবং এ যাবত কত টাকা সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের দিয়েছেন তার পরিমাণ ?

২। উক্ত বন্যায় সাব্রুম মহকুমায় গবাদি পশুর মৃত্যুর সংখ্যা কত এবং উক্ত ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কোনরূপ সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না ?

৩। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের ঐ সাহায্য সরকার থেকে পাবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বিগত বন্যায় সাব্রুমে মোট ১৫৮টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং এ যাবত মোট ৪৫০০০ টাকা বন্যা দুর্গতদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। সাব্রুম মহকুমায় মোট ৬১টি গবাদি পশু বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে অথবা মৃত্যু হইয়াছে এবং এ যাবত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২,৭০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মাত্র ১৫৮টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে কতটি ঘর ভেসে গেছে আর কতটি ঘর ভেংগে গেছে এবং ভেংগে যাওয়া ও ভেসে যাওয়ার জন্য সরকার কত টাকা করে সাহায্য দিয়েছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীখগেন দাস :— ১৫৮টি ঘরের মধ্যে ৯টি ঘর নষ্ট হয়ে গেছে এবং ১৪৯টি ঘর আংশিক নষ্ট হয়েছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরের জন্য আমরা ২,০০০ টাকা এবং পার্টলি ডেমেজ যে ঘরগুলি হয়েছে সেগুলির জন্য ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি যে একটা এলাকাতেই ২৬টা ঘর নষ্ট হয়েছে ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করেছেন, সেটা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার : — শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৫, অ্যাকমিটেড। টৌরিজম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৫।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার আকাশবাণী কেন্দ্রে মনিপুরী বিষ্ণু প্রিয়া ও মৈতেই এই দুই সম্প্রদায়ের দুইটি ভাষায় সাংস্কৃতিক ও সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কোন যোগা যোগ করেছিলেন কি ?

১। করে থাকলে উক্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার জানতে পেরেছেন কি ?

৩। জেনে থাকলে তাহা কিরূপ ?

উত্তর

১। হঁ্যা। ২। হঁ্যা।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ— কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্ত বটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন যে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলা ও ত্রিপুরী ভাষায় সংবাদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া একক চ্যানেল বিষিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে দিল্লী ও কলিকাতা থেকে সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার আরও জানিয়েছেন যে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন ভাষাভাষীয় জনগোষ্ঠী রয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে মনিপুরী বিষ্ণু প্রিয়া ও মৈতেই সংখ্যা অন্যান্য গোষ্ঠীর চেয়ে কম হওয়ায় আপাততঃ এই অনুষ্ঠান আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্রে থেকে চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীতরণী মোহন সিংহা :— সাপ্‌লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরায় কত সংখ্যক মনিপুরী, বিষ্ণু প্রিয়া ও মৈতেই ভাষাভাষী লোক হলে পরে, এটা চালু হবে ?

শ্রীঅনিল সরকার :— এটা কেন্দ্রের ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ১৮। ইনফর-মেশন, ক্যালচারের এবং টৌরিজম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কয়টি দৈনিক ও কয়টি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র রয়েছে ?

২। সরকারী বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিগত আর্থিক বছরে (১৯৮২-৮৩ইং) কোন দৈনিক সংবাদপত্র সবচেয়ে অধিক অর্থ লাভ করেছে।

৩। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮০ইং সনের ১৫ই নবেম্বর পর্য্যান্ত কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকে সর্বাধিক প্রতিবাদ পেশ করতে হয়েছে ?

উত্তর

১। মোট ১২টি দৈনিক ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২টি সাপ্তাহিক সহ ৩১টি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র চালু রয়েছে।

২। ত্রিপুরা দর্পণকে বিগত আর্থিক বৎসরে (১৯৮২-৮৩ইং) সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

৩। দৈনিক সংবাদ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৩৮ অ্যাডমিটেড। ইনফরমেশন, কালাচারেল এবং টোরিজম ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৩৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কবে নাগাদ প্রেস ক্লাব গঠিত হয়েছে ?

২। বর্তমানে এ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা কত ?

৩। ঐ ক্লাবের ঘর নির্মাণের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ?

৪। বর্তমানে ঐ ক্লাবের ঘরটা কাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ?

উত্তর

১। ৩০শে জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং সনে

২। মোট ৪,২৩,১০০,০০ টাকা এই ব্যাপারে খরচের নির্মিত সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

৩। প্রেস ক্লাবের সদস্য সংখ্যা এখনও নেই। তবে প্রেস ক্লাবের প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সংখ্যা ৮ জন।

৪। ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই প্রেস ক্লাব কবে নাগাদ হস্তান্তরিত করা হবে, দায়িত্ব দেওয়া হবে -

শ্রীঅনিল সরকার :— প্রেস ক্লাব ঘর নির্মিত হয়েছে এবং তার দ্বার উদ্ঘাটনও হয়েছে। এখন প্রেস ক্লাবের সদস্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সভ্যদেরকে দিয়ে একটা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটা নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, ঘর তৈরী ও দ্বার উদ্ঘাটনও হয়েছে, কিন্তু এই প্রেস ক্লাবের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন ? তার কারণ কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— ৩০শে জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং সনে প্রেস ক্লাব গঠিত হয়েছে। তারপর সভ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, নির্বাচন হবে, এই সব কাজ যতটুকু সময়ের দরকার ততটুকু সময়ই লেগেছে। বিলম্বের কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে নির্বাচনের কথা বললেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি জানতে চাইছি, নির্বাচনের জন্য কোনতারিখ ঘোষণা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :— এ ব্যাপারে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে ওরাই তারিখ ঠিক করবেন এখন আর এটা আমাদের কোন ব্যাপার নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— কবে নাগাদ এই কমিটি গঠণ করা হয়েছে এবং এই কমিটিতে কারা আছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :— এই সম্পর্কে ভিন্ন প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে। তবে যে প্রিপারেটরি কমিটির কথা বলা হয়েছে তাতে নিম্ন বর্ণিত লোকদের নিয়ে করা হয়েছে।

১।	শ্রীঅনিল সরকার	(মন্ত্রী)	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রীঅমিয় দেবরায়	(সাংবাদিক)	সদস্য,
৩।	শ্রীমিলন দে সরকার	(সাংবাদিক)	সদস্য,
৪।	শ্রীগৌতম দাস	(সাংবাদিক)	সদস্য,
৫।	শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী	(সাংবাদিক)	সদস্য,
৬।	শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য	(সাংবাদিক)	সদস্য,

এবং পৌরসভার কাছ থেকে যেহেতু আমরা জায়গা নিয়েছি, সেহেতু তাদেরও দায়িত্ব আছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রীঅমল দাসগুপ্তকেও সদস্য করা হয়েছে। আমরা কমিটি করে দিয়েছি, তারাই ঠিক করবেন সব কিছু।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ভিন্ন প্রশ্ন করলে তারিখ জানান হবে। কিন্তু কাদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছ তা তিনি বলেছেন। কাজেই এখানে তারিখের ব্যাপারে কেন ভিন্ন প্রশ্ন হবে তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বুঝিয়ে বলবেন ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এর আগেই মাননীয় মন্ত্রী বলে দিয়েছেন, ভিন্ন প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনারায়ণ দাস।

শ্রীনারায়ণ দাস :—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৭।

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮৩ ইং সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কতগুলি এল, এ, কেস করা হইয়াছে, (সাব ডিভিশন হিসাব) ; এবং

২। ঐ এল, এ, কেসগুলি কতগুলি নিষ্পত্তি হইয়াছে ও সরকার পক্ষ কতটিতে জয়ী হইয়াছেন,

৩। বর্ত্তমানে কতটি কেস সুপ্রিম কোর্টে আছে এবং ঐ কেস বাবত সরকার পক্ষ কত টাকা খরচ করিয়াছেন,

৪। ঐ কেসগুলি কোন অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয় কিনা,

৫। যদি হয়ে থাকে তার কেস পরিচালনায় আইনগত যোগ্যতা কতটুকু ?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরায় মোট ৩০৩টি এল, এ, কেস করা হইয়াছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল)

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

সাব্রুম	৯টি
বিলোনীয়া	১৫টি
উদয়পুর	৪৫টি
অমরপুর	১০টি
	৭৯টি

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

সদর	১২৩টি
সোনামুড়া	৬টি
খোয়াই	—
	১২৬টি

উত্তর

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

কৈলাসহর	২৯টি
ধর্মনগর	৬৯টি
কমলপুর	—
	৯৮টি

২। মোট ১৫০টি কেসের নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং ২৮টিতে সরকার পক্ষ জয়ী হইয়াছেন।

৩। বর্ত্তমানে সুপ্রীম কোর্টে এ ধরনের কোন কেস নাই।

৪) ও ৫) এল, এ, কেসগুলি সরকার নিযুক্ত এডভোকেট দ্বারা পরিচালিত হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রীঅনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করে না দেওয়ার জন্য আগরতলায় শক্তিশালী দূর দর্শণ সম্প্রসারণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না,

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

২। প্রশ্ন উঠে না

প্রশ্ন

৩। উক্ত টি. ভি. ষ্টুডিও নির্মাণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের সচিব গত ২৮,১০,৮৩ ইং তারিখে রাজ্য সরকারকে কোন চিঠি দিয়েছেন কিনা,

উত্তর

৩। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

৪। দিয়ে থাকলে ঐ চিঠির বিষয় বস্তু কি ?

উত্তর

৪। চিঠির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :— দেশের ৭০ শতাংশ লোকের ঘরে টি, ভি, সংকেত পৌছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে টি, ভি, সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের এক বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগরতলার বর্ত্তমানে চালু সল্প ক্ষমতা সম্পন্ন টেন্সমিটারের পরিবর্ত্তে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ট্র্যান্সমিটার বসানোর প্রস্তাব আছে।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে এই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্র্যান্সমিটারের জন্য একখণ্ড জমি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবও ত্রিপুরার মুখ্য সচিবের কাছে এ ব্যাপারে অবিলম্বে বিভিন্ন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলেন।

দূর দর্শণের মুখ্য বাস্তকার শ্রীমদন মোহন কিছু দিন আগে আগরতলা গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সমাহর্তা ও অন্যান্য রাজস্ব আধিকারিকরা যে সব স্থানের কথা বলেছেন সেগুলি পরিদর্শন করেছেন। ঐই পরিদর্শনে দেখা গেছে যে আগরতলায় বিশালগড় রোড সংলগ্ন

বাধারঘাটে অবস্থিত একটি ৭—৬৪ একর ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী তিন একরের একখণ্ড জমি এই ট্র্যান্সমিটার বসানোর উপযুক্ত। এই ভূখণ্ডের সরকারের মালিকানা সম্পর্কে সম্ভবতঃ সন্দেহের অবকাশ আছে। কেন না, রাজ্য সরকার যদিও মনে করেন জমিটি সরকারী কিন্তু একজন বেসরকারী লোকও ঐ জমির মালিক বলে দাবী করছেন। যাই হোক ঐ ব্যক্তি নাকি জমিটি বিক্রী করতে সম্মত আছেন।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় চান যে ঐ জমিটি অধিগ্রহণ করে দূরদর্শন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হোক। সংশ্লিষ্ট সমাহর্তা জমিটি অবিলম্বে অধিগ্রহণের ব্যবস্থা নিতে সম্মত হয়েছে।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সচিব এই চিঠিতে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে এই মর্মে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন স্বয়ং জমিটি অবিলম্বে অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশাসনকে বোঝান যাতে জমিটি তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় এবং কাজ আরম্ভ করা যায়। মুখ্য সচিবকে আরো জানান হয় যে অন্যান্য রাজ্যগুলিও টি, ভি, কেন্দ্রের জন্য জোর দাবী তুলেছেন। কাজেই উক্ত জমিটি তাড়াতাড়ি পাওয়া না গেলে টি, ভি, কেন্দ্রটি হয়তো অন্য কোন রাজ্যে স্থাপন করতে হতে পারে।

এই ট্র্যান্সমিটারটি সমস্ত খরচ তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় বহন করবেন—রাজ্য সরকারের বহন করতে হবে না।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, চিঠির বিষয় বস্তু হতে দেখা যায়, রাজ্য সরকারকে জায়গাটি দিতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ঐ জায়গার মূল্য কত এবং জায়গা অধিগ্রহণের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে জায়গা দেখা হয়েছে তার মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকার বলছেন, এটা খাস জমি। কিন্তু এক বে-সরকারী ব্যক্তি বলছে, তার জমি। তবে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সবতোভাবে সাহায্য করতে রাজ্য সরকার প্রস্তুত আছেন, এ কথা আমি হাউসকে জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :— স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

শ্রীখগেন দাস :— স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া বাজারে সুপার মার্কেট স্থাপনে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। থাকিলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে ?

উত্তর

১। রাজস্ব দপ্তরের রাজ্যের কোথাও সুপার মার্কেট করার স্কীম নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :— ১৯৮১ ইং সনে তেলিয়ামুড়ায় ৩,২৮৫৫ একর জমি এ ব্যাপারে খাস করা হয়েছিল তা সত্য কি ?

শ্রীখগেন দাস :— জমি আদায় করে পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়েছিল। পরে এগ্রি মার্কেটিং প্রভিউসকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, ঐ জমি কখনোই সুপার মার্কেট করা হবে বলে গ্রহণ করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার ও শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমতিলাল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৫৫ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৫৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। তপশীল জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন এ পর্যন্ত কতগুলি তপশীলি পরিবারকে সাহায্যের অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছেন,

২। কর্পোরেশন থেকে তপশীলি পরিবারদের জন্য কি কি আর্থিক সাহায্য করার পরিকল্পনা রয়েছে,

৩। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের সমস্ত ব্যাঙ্ক এখনও এই কর্পোরেশনের সুপারিশ অনুসারে ঋন দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

৪। রাজ্যের সর্বত্র তপশীল জাতিভূক্ত মানুষের মধ্যে এই সুযোগ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। ৫৫২টি পরিবার।

২। তপশীলি জাতিভূক্ত গরিব পরিবার সমূহকে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজের জন্য কর্পোরেশন, ব্যাংকের সহায়তায় পরিবার পিছু সর্বাধিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋন দিতে পারে। তন্মধ্যে প্রান্তিক অর্থ হিসাবে ২৫ শতাংশ ঋন কর্পোরেশন থেকে এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ ঋন সহযোগী ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়।

৩। হ্যাঁ, রাজ্যে বর্ত্তমানে ১১টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি সমবায় ব্যাংকের মধ্যে এপর্য্যন্ত ৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও একটি সমবায় ব্যাঙ্ক কর্পোরেশনের সুপারিশ অনুসারে ঋন দিতে রাজি হয়েছে।

৪। হ্যাঁ।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লমেণ্টারী স্যার, যদি কোন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ এই সুযোগ সম্প্রসারণে সম্মত না হয়, তাহলে ঐ অঞ্চলে তপশীলি জাতিভুক্ত ঋণের জন্য অন্য কোন ব্যাঙ্ককে সেই জায়গায় ঋণ দেওয়ার জন্য সুযোগ দিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—প্রধানতঃ গ্রামীন ব্যাঙ্ক এগিয়ে আছে এবং ত্রিপুরায় গ্রামীন ব্যাঙ্কের ৫০টির মত শাখা আছে। আমরা যদি তাদের বিশেষভাবে সহযোগিতা করি তাহলে ত্রিপুরায় তপশীলি জাতির একটা ভাল অংশ এই ঋণের সুযোগ পাবে। ত্রিপুরায় গরীব মানুষকে ঋণ

দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলি অনেকটা কনজারভেটিভ, এটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। গ্রামীন ব্যাঙ্ক এগিয়ে আসার পর দেখা গেছে যে তারা যে ঋণ দিচ্ছে তা তারা ফেরৎও পাচ্ছে। যারা এখনও এগিয়ে আসে নি, তাদের আমরা কনভিন্স করার জন্য চেষ্টা করছি এবং আশা করছি শেষ পর্য্যন্ত সবাই রাজী হবে। এছাড়া আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ত্রিপুরায় ১৭টি ব্লক আছে এবং ১৭টি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে ৩ হাজার পরিবারকে কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক-এর ঋণ অন্যান্য সুযোগের আওতায় নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকে ঘিলাতলীতে ৫০ শতাংশ সিডুয়েল কাষ্ট আছে। কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঋণ নেওয়ার যে সুযোগ আছে, সেই সুযোগ আমরা গ্রহণ করেছি। যেহেতু তারা কো-অপারেটিভ সভ্য সেইহেতু তাদের এই কর্পো-রেশনের ঋণ নিতে হলে তাদেরকে আরও শেয়ার বাড়াতে হবে, নাহলে এই ১০ টাকার ঋণ পাওয়া যাবে না। সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যারা ল্যাম্পস, প্যাক্স বা কো-অপারেটি-ভের সভ্য সেখানে ৫ ভাগের বেশী যদি সিডুয়েল কাষ্ট বা সিডুয়েল ট্রাইবস্ হয় তাহলে ল্যাম্পস, প্যাক্স বা কো-অপারেটিভের সুযোগ পাবে এবং হয়তো অনেক সময় কিছু দেরী হতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যাপ্লিমেণ্টার স্যার, সিডুয়েল কাষ্ট বা সিডুয়েল ট্রাইবসরা অনেকে কুটির শিল্প বা গাড়ী কিনার জন্য ঋণ চান। কিন্তু ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বা আদার ব্যাঙ্ক তাদের সরাসরি বলে দেয় যে তাদেরকে ঋণ দেওয়া যাবেনা। যার ফলে তারা কুটির শিল্প বা অন্যান্য কিছু করার সুযোগ নিতে পারে না। শহরে যারা আছেন তারাই এর সুযোগ পান। কাজেই ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন যেগুলি আছে এগুলি এ্যাকটেনশন করতে পারা যায় কিনা এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনোবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, ব্লক ভিত্তিক এটা করা হচ্ছে ব্লকের গ্রামগুলির জন্য। শহরে খুব বেশী যচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সমীর দেব সরকার ।

শ্রীসমীর দেব সবকার :—কোয়েশ্চান নং ৬২ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৬২ স্যার।

প্রশ্ন

১) খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কর্তৃক প্রচারিত টাউন হলের ভিত্তি প্রস্তর কবে স্থাপিত হয়েছিল,

২) বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত হলটির কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে,

৩) খোয়াইবাসীগণ কবে নাগাদ ঐ হলটি ব্যবহার করতে পারবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত টাউন হলটির ভিত্তি-প্রস্তর ১৯৮১ ইং সনের মার্চ মাসের নয় তারিখে স্থাপন করা হয়।

২। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত খোয়াই টাউন হলটির ছাদ পর্য্যন্ত নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে, তদুপরি হলটির মেঝে ও দরজা জানালার কাজ সম্পুর্ণ হইয়াছে।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইলে যতশীঘ্র সম্ভব হলটি জন সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এ পর্যন্ত টাউন হলটি নির্মাণের ব্যাপারে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির হাতে কত টাকা দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমার — স্যার সরকার পক্ষ থেকে এ পর্য্যন্ত ৫.৫০ লক্ষ টাকা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির হাতে দেওয়া হয়েছে। আর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি পি,ডাবলিউ,ডির কাছে এ পর্য্যন্ত ৬ লক্ষ টাকার উপর দিয়েছে। এখনও কমপ্লিট করতে প্রায় আরও ২ লক্ষ টাকার দরকার হবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই টাউন হলটির সীট সংখ্যার বাড়ানো, ইলেকট্রিসিটির সুযোগ সুবিধা বাড়ানো ও ষ্টেজটিকে কালচারেল অনুষ্ঠানের উপযোগী করে তোলার জন্য কিছু মোডিফিকিশানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে সরকার কতগুলি গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, সবকিছুই টাকার সংগে সম্পর্ক যুক্ত। আর মোডিফিকেশানের দরখাস্ত এসেছে কিনা আমি বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৮৪ স্যার।

শ্রীখগেন দাস :— কোয়েশ্চান নং ৮৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জামের ডপর আরোপিত বিক্রয় কর প্রত্যাহারের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হবে,

৩। ক্রীড়া সরঞ্জামের উপর আরোপিত বিক্রয় কর হইতে গত পাচ বছরে লব্ধ অর্থের পরিমান কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় বিক্রয় কর এ্যাকট ১৯৭৬ অনুযায়ী ক্রীড়া সরঞ্জাম বিক্রয় করের আওতায় পরে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

প্রশ্ন

১। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কমিটিগুলির নির্বাচন সম্পন্ন করতে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা,

২। না নিয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

৩। কবে নাগাদ কমিটিগুলির নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলির কার্য্যকালের মেয়াদ তিন বৎসর। নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলির প্রথম তিন বৎসর কার্যকালের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর, উক্ত কমিটি সমূহ দ্বিতীয়বার আরও তিন বৎসরের জন্য পুনর্গঠন করা হয়। কাজেই নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলির বর্ত্তমান কার্যকালের মেয়াদ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের পুনর্গঠনের প্রশ্ন উঠে না।

৩। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এখনও কোন সময় সূচী নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে নোটিফায়েড এরিয়া অর্থরিটির উল্লেখ করেছেন আমরা সেখানে দেখছি দুর্নীতির আখড়া........

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি তো দুর্নীতির আখড়া দিয়ে শুরু করতে পারেন না, স্পেসিফিক ভাবে বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— এই ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণ বিশেষ করে নোটিফায়েড এরিয়ার জনসাধারণ বার বার আবেদন করেছেন এবং সরকারকে বলেছেন। গতকালও এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রের প্রতি সত্যই যদি আস্থাশীল হয়ে থাকেন তাহলে এই নোটিয়াফায়েড এরিয়া অথরিটির নিবাচন নিয়ে এত তালবাহানা করছেন কেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত দৃড়তার সঙ্গে বলছি আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে এই নোটিফায়েড অথটিরিটি ছিল না, এমন কি আগরতলায় মিউনিসি-প্যালিটির নির্বাচনও ২৩ বছর বন্ধ ছিল এবং বামফ্রণ্ট সরকার অত্যন্ত গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে চলেন, তার জন্য আমরা ওয়েষ্টবেঙ্গল থেকে এই নোটিফায়েড এরিয়ার যে সমস্ত

কর্মসূচী সেটা এনেছি এবং এখন যেটা আমাদের দরকার সেটা হলো বর্তমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সেটা আমরা কনসিডার করবো। সেকেণ্ডলি রুলস্ তৈরী করতে হবে সেটা এখনও হয় নি। কাজেই. বামফ্রণ্ট সরকারের যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে জনগণের প্রতি।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নির্বাচনের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন সেই কমিটি কবে গঠন করা হবে এবং কোন কোন সবা-ডিভিশনে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, সংশ্লিষ্ট নাগরিকগণের ন্যূনতম নাগরিক চাহিদা পূরনের উদ্দেশ্যে প্রথম বামফ্রণ্ট সরকার বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৩২ইং (যাহা এই রাজ্যে বলবৎ হইয়াছে) এর ৯৩ (ক) ধারা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের ৯টি মহকুমা শহরকে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত শহরগুলির মধ্যে ধর্মনগর, কৈলাশহর, উদয়পুর এবং বিলোনীয়া শহরকে ১৯৭৮ইং সনে অপর শহরগুলিকে যথা কমলপুর, খোয়াই, সোনামুড়া, অমরপুর এবং সাব্রুমকে ১৯৭৯ইং সনে নোটিফায়েড এরিয়ারূপে ঘোষণা করা হয়।

নোটিফায়েড এরিয়ার কার্য্য পরিচালনার জন্য উপরোক্ত আইনের ৯৩ (খ) ধারা অনুযায়ী সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তি সহ ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি করিয়া কমিটি তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত কমিটিগুলির কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রচলিত আইনানুযায়ী যথাক্রমে ১৯৮১ইং এবং ১৯৮২ইং সন হইতে পরবর্ত্তী ৩ বৎসরের জন্য সরকার নূতন কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কমিটিগুলির ৪টির কার্য্যকালের মেয়াদ ১৯৮৪ সনের অক্টোবর মাসে এবং বাকী ৫টির ক্ষেত্রে ১৯৮৫ইং সনে উত্তীর্ণ হইবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি এটাকেও বর্ত্তমানে সিলেকশ্যান সিষ্টেম আছে তার পরিবর্ত্তে নির্বাচন ব্যবস্থা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? আর একটি সাপ্লিমেণ্টারী হলো, এই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্টে পরিণত করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, যখন সময় হবে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট এখনই করার মতো অবস্থা হয়নি।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লমেণ্টারী স্যার, এই যে নোটিফায়েড এরিয়ার কথা বললেন সেই নোটিফায়েড এরিয়াতে কোন মিটিং-এর সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানো কিংবা সদস্য হিসাবে থাকার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটা নমিনেটেড বডি এবং কার্যকাল রয়েছে, তাই এটা এখনই বিচার্য্য বিষয় নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—এডমিটেট কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা শহরের দুই নং রুট থেকে টি, আর, টি, সি বাস প্রত্যাহার করে তুলে নেওয়া হয়েছে।

২। যদি সত্য হয় ইহার কারণ কি ?

৩। সর্ব্বমোট কতদিন ঐ রুটে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু ছিল,

৪। ঐ রুটে কয়টি বাস প্রত্যহ চলত ?

৫। টাউন বাস হিসাবে চলাকালে ঐ রুটে টি, আর, টি, সি সর্ব্বমোট কত টাকা সংগ্রহীত করেছে ; এবং

৬। এই সংগ্রহ দেনিক কত টাকা ?

উত্তর

১। সাময়িক ভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে।

২। কনট্রাক্টারের অভাব বশতঃ কিছুদিন পূর্ব্বে ২-৯-৮২ইং বর্ত্তমান কনট্রাক্টারের দপ হইতে ট্রাফিক সুপারভাইসর পদে প্রমোশন দেওয়া হয়। সেই জন্য কনট্রাক্টারের অভাব বশতঃ সাময়িকভাবে এই সার্ভিস তুলে নেওয়া হয়েছে। কনট্রাক্টারের অফার দেওয়া হইয়াছে। পুনঃ নিয়োগ করিয়া যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি এই সার্ভিস চালু করা হইবে।

৩। সর্ব্বমোট ৭৯৩ দিন সার্ভিসটি চালু ছিল।

৪। প্রতিদিন গড়ে ২ (দুইটি) করিয়া বাস চলাচল করিত।

৫। সর্বমোট টাকা ২, ২৭,৪ ৪০-৭০ পয়সা (দুই লক্ষ সাতাশ হাজার, চারশত চল্লিশ টাকা সত্তর পয়সা) মাত্র।

৬। দৈনিক গড়ে ২৮৬-৫৫ পঃ (দুইশত ছিয়াশি টাকা পঞ্চান্ন পয়সা) মাত্র।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন টি. আর, টি সি ২নং রুটে সাময়িক ভাবে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন, এটা কবে নাগাদ চালু হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, খুব তাড়াতাড়ি আমরা চালু করবার চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন কনট্রাক্টারদের প্রমোশন দেওয়া হয়েছে, আবার তিনিই বলেছেন গড়ে দুটি বাস চলত। কাজেই একজন কনট্রাক্টার হলেও একটা বাস চালানো যেত। কারণ এই রোডটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রোড কাজেই এটা যুক্তি সঙ্গত হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, কনট্রাকটারদের এই টাউন রোডে দুজন করে না দিলে অসুবিধা হয় টাকা কালেকশ্যান করতে। আমাদের এখন সর্টেজ আছে। আমরা কিছু অফার ছেড়েছি বাস কনট্রাকটারের। তাই বলছি তাড়াতাড়ি চালু করবো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ও শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৭।

শ্রীখগেন দাস :— কোয়েশ্চান নং ১০৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কয়েকটি পণ্যের উপর সরকার আরও অতিরিক্ত বিক্রয় কর চাপিয়ে দিচ্ছেন ?

২। সত্য হইলে ঐ পণ্যগুলির নাম ?

উত্তর

১। এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাতত নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১১৭।

শ্রীখগেন দাস :— কোয়েশ্চান নং ১১৭।

প্রশ্ন

১। বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বগাফা ব্লক অন্তর্গত দেবীপুর গাঁওসভার কত পরিবারকে গৃহ নির্মাণ বাবত ১৫০০ টাকা হারে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল,

২। ইহা কি সত্য যে, সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারদের মধ্যে অনেকের ঘরবাড়ী আদৌ নষ্ট হয় নাই ?

উত্তর

১। মোট ২১টি পরিবারকে।

২। এই রকম তথ্য সরকারের কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৯ স্যার।

শ্রীখগেন দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৯।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগে বিগত বন্যায় রিলিফ বাবদ কত সংখ্যক পরিবারকে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে,

২। উক্ত দুইটি বিভাগে বাড়ীঘর তৈয়ারীর জন্য সরকার যে সাহায্য দিয়েছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পেয়েছে কিনা ;

৩। যদি না পেয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ উপরিউক্ত বিভাগের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সকল পরিবার সাহায্য পাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সোনামুড়া বিভাগে ৮৭৩৭ পরিবারকে মোট ১৬, ১২, ৯২৫ টাকা বিভিন্ন খাতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

এবং

উদয়পুর মহকুমার ২৯৩১৪ পরিবারকে মোট ৪০,৩৪,৬০৩ টাকা বিভিন্ন খাতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের সাহায্য বণ্টন চলিতেছে এবং শীঘ্র সম্ভব সাহায্য দেওয়া শেষ হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীরসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, সোনামুড়া বিভাগে বন্যা ত্রাণের জন্য সরকার যে সাহায্য দিয়েছেন, তাতে ক্ষতিগ্রস্থ ছাড়াও অনেকে টাকা পেয়েছেন এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ যারা অনেকে বাকী রয়েছে। সাব ডিভিশনাল অফিসারের তা তদন্ত করেছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীখগেন দাস :— প্রথম প্রশ্নের উত্তর জানা নাই।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্ট প্লেইস করেছিলনে, তাতে বলেছিলনে এই রকম যদি বাতিল পড়ে থাকে তাহলে উনি দরখাস্ত করতে পারেন। দরখাস্ত পেলে পরে অফিসার তদন্ত করে দেখে নিশ্চয়ই কনসিডার করবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যারা অতিরিক্ত টাকা পেয়েছেন, আর যারা অত্যন্ত গরীব এখনও টাকা পায় নাই, তাদের জন্য কি অ্যাক্শান নেওয়া হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২১৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২১৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা—সিমনা লাইনে বাস যাত্রীদের যথেষ্ট ভীড় থাকা সত্বেও ঐ লাইনে সিমনা বাস সিণ্ডিকেটকে নূতন বাসের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না ;

২। যদি সত্য হয় তবে আগরতলা সিমনা বাস সিণ্ডিকেটকে নূতন বাসের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হবে কি ?

৩। উপরোক্ত লাইনে পুরাতন বাসগুলিকে রিপ্লেইস করিয়া নূতন বাসের পারমিট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৪। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তার ব্যবস্থা করা হবে ; এবং

৫। না দেওয়া হইলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। সিমনা বাস সিণ্ডিকেটের নামে পারমিটের কোন দরখাস্ত এ যাবত পাওয়া যায় নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

৩। যখন বাস রিপ্লেইসমেন্ট-এর দরখাস্ত পাওয়া যায়, তখন এস, টি, এ, তা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৪নং ও ৫নং উত্তর ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সিমনা বাস সিণ্ডিকেটে বাস রিপ্লেইস করার জন্য কতগুলি এই পর্য্যন্ত দরখাস্ত পড়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, সিমনা বাস সিণ্ডিকেটের নামে কোন পারমিট ইস্যু করা হয় না। কোন প্রেয়ারও নাই কন্‌সিডারেশনেরও প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার জানা মতে সিমনা বাস সিণ্ডিকেট এবং কোঅপারেটিভ বাস সিণ্ডিকেট তার তরফ থেকে এই পর্য্যন্ত রিপ্লেইস করার জন্য ৬ খানা দরখাস্ত পড়েছে, সেটা রাজ্য সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তাদেরকে রিপ্লেইসের অর্ডার দেওয়া হচ্ছেনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগরতলা বাস সিণ্ডিকেটের নামে পারমিট ইস্যু করা হয়। কারণ, আগরতলা বাস সিণ্ডিকেটের সংগে গভর্নমেন্টের অ্যাগ্রিমেন্ট থাকে, কিন্তু সিমনা বাস সিণ্ডিকেটের সংগে কোন অ্যাগ্রিমেন্ট নাই। কাজেই সিমনা বাস সিণ্ডিকেটকে পারমিট দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসেনা।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রিপ্লেসের যে দরখাস্ত করেছে যে গাড়ী মালিক, সিমনা সিণ্ডিকেটের গাড়ীর মালিক, ব্যাক্তিগতভাবে তার সংখ্যা কত ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই তথ্য আমার কাছে নাই

মিঃ স্পীকার :— শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৫।

শ্রীখগেন দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৫।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিহীনদের, গৃহহীনদের অ্যালটমেণ্টের কাজ ৩০,৯,৮৩ইং এর মধ্যে শেষ হয়েছে কিনা,

২। না হলে, তা কবে নাগাদ শেষ হবে,

৩। কেন্দ্রীয় বন আইনের ফলে ঐ অ্যালটমেণ্ট দিতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিনা ?

৪। এই বাধা দূরীকরণের জন্য রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। না মহাশয়।

২। অ্যালটমেণ্টের কাজ চলেছে। তবে কবে নাগাদ শেষ হবে আপাতত বলা সম্ভব নয়।

৩। হ্যাঁ মহাশয়।

৪। এই আইনের ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা দূরীকরণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অ্যালটমেণ্টের কাজ চালু রাখার জন্য রাজ্যের "সংরক্ষিত বন" সংক্রান্ত ১৯৫২ইং সনের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এই আইন যখন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা করেন ১৯৮১ সনের নভেম্বর মাসে, সেপ্টেম্বর মাসে ৮২তে সেটা ইমপ্লিমেনটেশানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২৫শে অক্টোবর ফরেষ্ট করজারভেশান অ্যাক্ট ১৯৮০ পেশ করেন। আমার যতটুকু স্মরনে আছে এই ব্যাপারে বিধানসভায় বামফ্রন্ট সরকার একটা প্রস্তাব পেশ করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনটাকে বাতিল করার জন্য এবং রাজ্যের হাতে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য। এই ব্যপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে লেখালেখি করেছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী যে কথা বলেছেন সেটা মারাত্মক। যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া ফরেষ্ট রিজার্ভ বন অন্য কোন উদ্দেশ্য ব্যবহার করতে পারবেনা রাজ্য সরকার। কি মারত্মক কথা। আমি এই বিধানসভায় আর একটি তথ্য দিতে চাই যে এ,ডি,সি, এরিয়াতে যে ভিলেইজ আছে তাতে ৪৬৩ টা রেভিনিউ ভিলেজ পড়েছে। ৮৭২টা রেভিনিউ ভিলেজের মধ্যে এ,ডি,সি যেটা পাহাড় অঞ্চল তাতে ৪৬৩টা পড়েছে। তার এলাকাটা হল ৭ হাজার ১৩২ ৫৬ স্কোয়ার কিলোমিটার। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা উল্লেখ করেছেন এই আইনের ফলে ট্রাইবেল্সদের ইণ্টারেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ সেখানে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে না। সেখানে একটা বালোয়ারী সেণ্টার খুলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের পারমিশান লাগবে, রেলওয়ে লাইন আনতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের পারমিশান লাগবে, জলের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে গিয়ে ব্যারেজ বসাতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের পারমিশান লাগবে, যদি ছোট ছোট মাছের চাষ করার পরিকল্পনা করা হয় তাহলে পরে কেন্দ্রীয় সরকারের পারমিশান লাগবে। যাতে করে আমাদের অ্যলট-মেণ্টের কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইন সেটা ইমপ্লিমেণ্ট করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হাতে অধিকার দেওয়া হবে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মন্ত্রীসভার একটা সিদ্ধান্ত ছিল ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভূমিহীনদের অ্যালটমেণ্টের কাজ শেষ করা। কেন্দ্রীয় বন আইনের মধ্যে সেগুলি আছে তাছাড়া যেগুলি তার বাইরে আছে তাদের এই সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীখগেন দাস :—মামনীয় স্পীকার স্যার, কতগুলি অসুবিধার জন্য আমাদের কাজের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে গেছে। আমরা যে গতিতে কাজটা শুরু করেছিলাম তাতে ৫৯০টি গাঁওসভা নিয়েছিলাম ৮০০ রেভেনিউ ভিলেজের মধ্যে। তাতে ৪০১টা গাঁওসভার বুজারতের কাজ শেষ হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে বুজারতের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখনই এলটমেণ্ট দেওয়া হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৮০ সালে রাইয়ট হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় যায়া জরিপের

কাজ করছেন তাদের যেতে অসুবিধা হয়েছে। তা এখনও আমরা পুরোপুরি রিভাইভ করতে পারিনি। প্রথমতঃ অভিজ্ঞ আমিনের জন্য অসুবিধা হচ্ছে। যাদেরকে নূতন নেওয়া হয়েছে তাদেরকে ফেইস বাই ফেইস ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। তারজন্য আমাদের এখানে একটি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট আছে। সাধারণ ক্ষেত্রে বুজারতের কাজ শেষ যার যার নামে এলটমেণ্ট যাবে তাদের নামে পঞ্চায়েত থেকে এপ্রোভ করে দিতে হবে। আমাদের অফিসাররা বলেছেন যে, অনেক সময় পঞ্চায়েত মিটিং ডাকতে দেরী হয় তারজন্যও কিছু দেরী হয়। তদুপরি এ, ডি, সি, এলাকায় কিছু রেসট্রিকশন আছে তারজন্যও কিছু দেরী হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যেসব জায়গায় জরিপের কাজ শেষ হয়েছে সে সব জায়গায়ও এলটমেণ্ট হচ্ছে না। এস, ডি, ও, অফিস থেকে ল্যাণ্ড এলটমেণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে দেরী করান হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এ, ডি, সির বাহিরে যেসব জায়গা আছে সে সমস্ত জায়গায়ও ল্যাণ্ড এলটমেণ্ট যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হয়নি। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে পুনঃ জরিপের কাজ হয়েছে সেখানে এলটমেণ্ট চলছে। যেখানে যেখানে হয়নি সেখানে এস, ডি, ও, এলটমেণ্ট দিচ্ছেন। এছাড়াও আমাদের কতগুলি কমিটি আছে ফেইস বাই ফেইস। শহরের মধ্যে ৮ কিলোমিটারের মত যেসব জায়গা আছে সেখানেও কমিটি আছে। এস, ডি, ওকে নির্দেশ দেওয়া আছে যেখানে বুজারতের কাজ শেষ হবে সেখানে এলটমেণ্ট দিয়ে দিতে।

শ্রীসমর চৌধুরী —সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কৈলাসহর, কমলপুর, উদয়পুর প্রভৃতি জায়গায় বুজারতের কাজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ল্যাণ্ড লেসরা এলটমেণ্ট না পাওয়ায় আই আর, ডি, সি, এবং এ রকম সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনায় যেখানে ব্যাঙ্কের ফিন্যান্স করার কথা ছিল এবং এখনও আছে সেটা কার্য্যকরী করা যাচ্ছেনা কারণ ব্যাঙ্ক ডকুমেণ্ট চাইছে। এলটমেণ্টের কাজের জন্যই এই অসুবিধা হচ্ছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস মাননীয় :— স্পীকার স্যার, এটা তদন্ত করে দেখব। এই ধরণের হলে কি করা যায় সেটাও দেখব।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এই সভায় যে কেন্দ্রীয় বনায়নের ফলে অনেক কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। সেটার স্বার্থে অনেক জায়গা দরকার সে জায়গা পাওয়া যাচ্ছেনা। এমন কোন নজির দেখাতে পারবেন যে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যেসব প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি সেগুলির ১ টারও উত্তর আমরা এখনও পাইনি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টরি স্যার, এইযে ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের এলটমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে সেটা শুধু এ, ডি, সি, এরিয়ার বাহিরে না ভিতরেও দেওয়া হচ্ছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ, ডি, সিং, এরিয়ার বাহিরে ও ভিতরে উভয় ক্ষেত্রেই আছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যেসব লোকালয় রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে আছে এবং রাজভের্র মধ্যে যে কিছু কলোনী গড়ে উঠেছে তাদের জরিপের কাজ হচ্ছে না এই আইনের জন্য ? জরিপের কাজ শেষ করে কত পরিমাণ জমি এই রিজার্ভ থেকে নেওয়া দরকার, যদি জরিপের কাজ করতে কোন বাধা না থাকে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি এখানে একটা টিম পাঠাতে যাতে এখানেই বসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আমাদের অনেক কলোনী আছে রিজার্ভের্র মধ্যে। মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা যেটা বলেছেন যে কিছু কিছু লোকালয় আছে রিজার্ভ ফরেষ্টের সেটা ঠিকই, বিশ্রাগঞ্জের কাছে কিছু কলোনী আছে। যে ক্ষেত্রে হাউজকে আশ্বাস দিতে পারি যে জরিপের কাজ যতশীঘ্র সম্ভব শেষ করা হবে কেন্দ্রীয় টিম আসার আগে।

সৈয়দ বসতি আলী :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার কিছু পরিমাণ বন ভূমির উপর কেন্দ্রীয় বন আইন রয়েছে, থাকলে তার কারণ কি ? ইহা কি সত্য যে বন ভূমির ব্যাপক অপচয় হচ্ছে।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ হল এটা কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন। দ্বিতীয়তঃ মাননীর মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় বনায়ন আইন রক্ষা করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে সদর মহকুমার বিশ্রামগঞ্জের ঝুমিয়া পুনর্বাসন স্কীমে রাবার প্ল্যানটেশনে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে বেশ কিছুদিন যাবৎ বেশ চেষ্টা করা সত্ত্বেও জুমিয়াদের নামে এলটমেণ্টের কাজ শেষ করা হয়নি, তারজন্য জুমিয়া রিহেবিলাইটেশনের কাজ শেষ হচ্ছেনা ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এস, ডি, ওকে বলা হবে।

শ্রীধীবেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মোহনপুরের তারাপুর গাঁওসভায় বেশ কিছু পরিবার বাড়ীঘর করে আছেন, ভূমিহীন হিসাবে পুনর্বাশন পাওয়ার ব্যাপারে তারা এস, ডি, ওর কাছে গত ৩ বছর যাবৎ দরখাস্ত করছেন কিন্তু পুনর্বাসন পাচ্ছেন না। তারা কি কারণে পাচ্ছেন না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলতে পারি যে এই কলোনিগুলোতে যারা আছেন তাদের অধিকাংশেরই অন্য কোথাও না কোথাও বাড়ি রয়েছে। তবে এক জায়গায় তিন বৎসর বাস করলে সেটা তাদের নামেই এলোট হয়ে যায়। তবে এখানে যে রাবার বাগানের কথা বলা হচ্ছে সেটা নিকটবর্তী রাবার বাগানের বা চা বাগানের কিনা সেটা আমরা

দেখছি।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্ন (*) বিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্র টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" & "B")

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজ একটি নোটীশের উপর মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'টি, আর, টি, সি, র বাস কণ্ডাকট্টাকদের একাংশের কর্ম বিরতির ফলে গত ২০ ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন বাস রুটে টি, আর, টি, সি, সার্ভিসে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ইং তারিখ দুপুর ইহতে টি, আর, টি, সি, কৃষ্ণনগর বাস ডিপোতে বাস কনডাক্টারগণ কর্মবিরতি আরম্ভ করেন। তাদের বক্তব্য ছিল যে, বিভিন্ন রোটে ট্রাফিক সুপারভাইজার বা এনফোরস্‌মেণ্ট অফিসাররা যেভাবে তাদের বাসে ভ্রমনরত যাত্রীদের টিকিট চেক করেন এবং কনডাকটারদের টিকিট কোরস্‌সেল করাতে বাধ্য করেন এবং কনডাকটারদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন এতে তাদের আপত্তি আছে। তাদের আরো বক্তব্য হলো যে, কোন কোন রুটে অত্যধিক যাত্রী ভীড থাকার ফলে কনডাকটারদের পক্ষে যথা সময়ে টিকেট কাটতে পারেন না। সেই ক্ষেত্রে সুপারভাইজারগন যাতে তাদের টিকিট কেটে দিতে সাহায্য করেন এবং তারা যেন এই ব্যাপারে কনডাকটারদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

এই কর্মবিরতির ফলে আমাদের নিম্নোক্ত বাস সার্ভিসগুলি বাতিল করতে হয় :—

১৯, ১২, ৮৩,—আগরতলা-খোয়াই-রুটে ১১টি সার্ভিসের মধ্যে তিনটি বাতিল করতে হয়।

২০, ১২, ৮৩,—আগরতলা-খোয়াই রুটে ১১টি সার্ভিসের মধ্যে ৫টি বাতিল করতে হয়।

আগরতলা-কমলপুর সার্ভিসের ৩টির মধ্যে ২টি বাতিল করতে হয়।

২১, ১২, ৮৩ইং—আগরতলা-খোয়াই রুটে ১১টি সার্ভিসের মধ্যে ১টি বাতিল হয়। আগরতলা-কমলপুর রুটে ৩টি সার্ভিসের মধ্যে ১টি বাতিল হয়। বটতলা ডিপোতে কোন সার্ভিসই বাতিল হয় নাই।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং দুপুর হইতে ২১, ১২, ৮৩ইং পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর ডিপো হইতে এবং ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বটতলা ডিপো হইতে যেসব সার্ভিস চালানো হইয়াছে (বটতলা ডিপোর কনডাকটাররা ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তথাকথিত আন্দোলনে যোগ দেয়)। উক্ত সব সার্ভিসেই কনডাকটারের পরিবর্ত্তে বিকল্প কর্মচারীর সাহায্য চালানো হইয়াছে।

উল্লেখ থাকে যে গত নভেম্বর মাস হইতে এই করপোরেশন এ বিভিন্ন রুটের ট্রাফিক সুপারভাইজার ব্যতিরেকেও লাইন চেকিং-এর জন্য একজন এনফোরস্মেণ্ট অফিসার এর নেতৃত্বে একটি এনফোরস্মেণ্ট উইং গঠন করা হয়।

এনফোরস্মেণ্ট অফিসার বিগত ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন রুটে টি, আর, টি, সি,র বাস চেক করিয়া ১০৮৮ জন বিনা টিকিটে ভ্রমনরত যাত্রীদের টিকেট কাটাইয়া দিয়াছেন। এনফোরস্মেণ্ট উইং এর উক্ত অভিযানের ফলে বাস কনডাকটারদের একাংশ কৃষ্ণনগর ডিপোতে বিনা নোটিশে বে-আইনীভাবে, যাত্রী পরিবহনে অসুবিধা সৃষ্টি করে করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ বন্ধ করে দেন। এই রকম পদক্ষেপ জনস্বার্থের পরিপন্থী ও উদ্দেশ্য-মূলক।

বিগত ২১, ১২, ৮৩ইং তারিখে (বিকেলে) টি, আর, টি, সি,র জেনারেল ম্যানেজারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের আলোচনায় ইহা আশ্বাস দেওয়া হয় যে. বাসে অত্যধিক ভিড়ের সময় ট্রাফিক সুপারভাইসার বা এনফোরস্মেণ্ট উয়িং এর অফিসারেরা উপযুক্ত তদন্ত ক্রমে ফোসডয়েল উয়ে বিলে লিখিবেন। বাসে অত্যধিক ভিড় থাকিলে ট্রাফিক সুপারভাইজর টিকেট কাটায় বাস কণ্ডাক্টারদের সাহায্য করবেন। উক্ত আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল ম্যানেজার একটি স্মারকপত্র ইস্যু করিলে কণ্ডাক্টাররা ২১, ১২, ৮৩ইং হইতে কাজে যোগদান করেন।

স্যার এটা একটা সমস্যা যে, আমাদের এই টি, আর, টি, সি, প্রতি বছরই লোকসানে চলছে। গত বছর ৭২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছিল। এই বছর এই ক্ষতির পরিমান ১ কোটি টাকার উপর হইবে বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুরাতে রেলওয়ে না থাকায় যাত্রী সাধারণের কথা বিবেচনা করে এই ক্ষতি স্বীকার করেও টি, আর, টি, সি, চালু রাখা হচ্ছে। সুতরাং আমি মাননীয় সদস্যদের এবং ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন রাখছি যে তারা যখন বাসে ভ্রমন করবেন তখন তারা যেন পয়সা দিয়ে কণ্ডাক্টাদের নিকট থেকে টিকিট চেয়ে নেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, এই ভাবে প্রায়ই কিছু সংখ্যক কণ্ডাক্টাররা ট্রেড ইউনিয়নের রীতি নীতি বিসর্জন দিয়ে কর্ম বিরতি পালন করে বাস সার্ভিসে বাধার সৃষ্টি করেন ?

দ্বিতীয়তঃ ট্রাফিক সুপারভাইজার যখন রুটে বাস চেক করেন তখন তারা দেখতে পান যে বাস কণ্ডাক্টাররা যাত্রীদের নিকট থেকে টিকেটের পয়সা নিয়েও তাদের কোন টিকেট দেন নি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্পিকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা ঠিক। এ রকম মাঝে মাঝে হয়। তবে আমরা যতটুকু পারি যাতে বাস সার্ভিসের কোন বিঘ্ন না ঘটে তার চেষ্টা করি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—যখনি কোন বাসকে ইনটারসেক্ট করবেন তখনি দেখবেন যে দুটো ষ্টপেজের মধ্যে যে প্যাসেঞ্জার উঠেছে তাদের টিকিট একজন কণ্ডাক্টারের পক্ষে কাটা সম্ভব কিনা এবং অবস্থাবিবেচনায় তারা ইচ্ছাপুর্ব্বক বা অন্য কোন উদ্দ্যেশ্যে ইচ্ছা করেই সেটা করেন কিনা এবং এই যে ১৯ দিনের হিসাব আমি পেয়েছি, টি, আর, টি, সি, শ্রমিক কর্ম্মচারীদের প্রতি আদাদের কোন বৈরী ভাব নেই এবং এই যে ১০৮৮ জন টিকেটহীন যাত্রী পেয়েছি তাতে কর্মচারীদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলেন নি। শুধু দুটি ক্ষেত্রে—ধর্ম্মনগর থেকে তেলিয়ামুড়া পর্যন্ত টিকিট কাটা হয়নি। সেখানে উনারা ভাবতে পারেন যে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এই রকম দুটি ক্ষেত্রে হয়েছে। তা সত্বেও আপত্তি আসছে। সুতরাং আমরা আশা করি টি, অর, টি, সি, এর কর্মচারীরা এই রকম একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করবেন না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে টি, আর, টি, সিতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে এবং তাঁরা এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমি জানতে চাই যে বিনা ভাড়ায় যাত্রী বহনের জন্য কত ক্ষতি হয়েছে বা ক্ষতির জন্য কোন কারণ আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা বলা এক্ষুনি সম্ভব নয়। তবে ক্ষতি হচ্ছে। তবে সারা ভারতেই একস্পেট হরিয়ানা, সব রাজ্যেই এই রকম ক্ষতি হচ্ছে। তবে আমাদের এ ানে বেশী হচ্ছে, এটা ঠিক।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, একটা ষ্টপেজের থেকে আর একটা ষ্টপেজের মধ্যে তারা যাত্রী নেন। কিন্তু যখন টিকিট কাটতে চান যাত্রী তখন বলা হয় যে যেখানে নামবেন সেখানে কোন ষ্টপেজ নেই। কাজেই টিকিট কাটতে দুই টাকা দিতে হবে। সেখানে যাত্রীদের টিকিট না দিলে এক টাকা লাগে। কিন্তু যেখানে ষ্টপেজ নেই বলেছিল সেখানে তখন ষ্টপেজ দিয়ে দেয়। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—যারা বোনাফায়েড প্যাসেঞ্জার, দূরের যাত্রী, তাদের রিকোয়েষ্ট সত্বেও যদি কোন কোন কনডাক্টার এইরকম করে থাকেন, সেই সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এটা আমরা দেখব। তবে চট করে যে এটা বন্ধ করে দেওয়া যাবে এটা বলা মুস্কিল। তবে আমাদের লোকসানটা. যেটা সুধীর মজুমদার বলেছিলেন, সেটার বিশেষ কারণ হচ্ছে যে বারে বারে তেলের দাম বাডানো হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক, সেজন্য রাজ্যের মত ভাড়া আমরা বাড়াতে পারিনা। সেজন্য লোকসানটা বেশী হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— এই টি, আর টি, সি, কনডাক্টরদের হঠাৎ করে কর্মবিরতির ফলে আগরতলা হতে গণ্ডাছড়া এবং আগরতলা হতে রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—আগরতলা থেকে রাঙ্গামাটি রাস্তাটা খারাপ। যার জন্য এটা বন্ধ আছে। আর গণ্ডাছড়া পর্যন্ত রাস্তা ভাল আছে। কিন্তু হঠাৎ এই রাস্তায় উগ্রপন্থীদের আক্রমণ হওয়ার উইদাউট সিকিউরিটি আমরা বাস চালাতে পারছি না। তবে আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীতামুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাচ্ছেন যে এনফোর্সমেন্ট উইংস এর সুপারিশে দুই জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। সেজন্য শ্রমিক ধর্মঘট করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার প্যাসেঞ্জারকে কিভাবে কি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে সেটার নোট নেওয়া হয়েছে। আর কঠোরতর ব্যবস্থা যেটা নেওয়ার কথা সেটা আমরা চিন্তা করে দেখছি কি করা যায়। জনসাধারণের সহযোগিতা পেলে সমস্ত জিনিষ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—আমরা লক্ষ্য করেছি যে খোয়াইয়ে যে সমস্ত বাস চলে সেগুলি প্রায় তিন তলা হয়। উপর তলা, মধ্য তলা এবং নীচের তলা। এভাবে যদি লোকজন হয় তাতে প্রয়োজনীয় ভাড়া নেওয়ার কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক যে এই রুটে যত বাস থাকা দরকার তত বাস আমরা দিতে পারছি না। তবে দুইজন করে কন্ডাক্টার দেওয়া আমাদের সম্ভব হবে না। তবে যখন ভীড় থাকে তখন সেইসব জায়গায় আমরা চেষ্টা করে দেখব।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—

১) শ্রীমতিলাল সরকার :— '১২ই ডিসেম্বর '৮৩ রাত্রে মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অগ্নি সংযোগ করা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয় বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি ২৬শে ডিসেম্বর এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদারের কাছ থেকে আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো —" গত ৭শে অক্টোবর উদয়পুর শহরে দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা ভারতের গণতান্ত্রিক এক যুব ফেডারেশনের কর্মী সুনীল সূত্রধরের খুন হওয়া সম্পর্কে"। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এইসম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়া সম্পর্কে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার আমি ২৬শে ডিসেম্বর এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার কাছ থেকে আজ আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"কমলপুর মহকুমার মাণিকভাণ্ডার এলাকার জনৈক কৃষ্ণ দেববর্মা গত ২৮,১১,৮৩ইং তারিখে নিখোঁজ হওয়া এবং ১২,১২,৮৩ইং

তারিখে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"। আমি এই নোটিশটির উপর সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২৬শে ডিসেম্বর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

'গত ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩ইং অমরপুর বাজারের একাংশ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—গত ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং অমরপুর বাজারের একাংশ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে—গত ৬,১২,৮৩ইং রাত্রি আনুমানিক ১০-৫০ মিঃ অমরপুর বাজারের পেছনের দিকের শ্রীখগেন্দ্র কুমার সাহার রান্না ঘর হইতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নি নির্বাপক সংস্থার কর্মীগন রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ও রাত্রি ৪—৩০ মিঃ সময়ে আগুন আয়ত্বে আনে। এই অগ্নিকাণ্ডে ১৫টি দোকান সম্পূর্ণ ও ৩টি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। তাহা ছাড়া ২টি গুদামও ৩টি বসত বাড়ী এবং শ্রীনীল মোহন সাহা নামীয় এক ব্যক্তির বসত বাড়ীতে অবস্থিত অমরপুর তথ্য কেন্দ্রটি ও এস,ডি,পি আর,ওর, অফিস সম্পুর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমান প্রায় ৭,২৬,১১৬ টাকা।

শ্রীখগেন্দ্র সরকারের দোকান ইনসিওর করা ছিল। তাহাকে ছাড়া ২২ জন ব্যক্তিকে প্রত্যেককে ২০০ টাকা হিসাবে মোট ৪, ৪০০ টাকা খয়রাতি সাহায্যে দেয়া হইয়াছে।

বীরগঞ্জ থানায় ৭,১২, ৮৩ইং তারিখে ১৯১ নং জি, ডি, এন্ট্রি মূলে কেইস দেওয়া হইয়াছে। পুলিশী তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ২০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি করে তাদের ২০০ টাকা করে পেমেন্ট করা হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যাচ্ছে তাদের ২০, ১২, ৮০ইং তারিখ সেই টাকা পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ দিনের জাগরণে শুধু ব্যবসায়ীদের দোকানই নয় সেই সঙ্গে বসত বাড়ীও আগুনে পুড়েছে বলে তারা গৃহহীন অবস্থান আছে। তারা বার বার এস, ডি, ও এবং বি, ডি ও, র কাছে গিয়েও কোন সাহায্য পান নাই—তারপর ১৩/১৪ জন অনেক চেষ্টার পর তারা টাকা পেয়েছেন তার কারণ কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার যদি তাই হয়ে থাকে। কারণ আমার সরকার থেকে জি. আর, দেওয়ার পর গরীব অংশের মানুষদের যাদের আরও সরকারী আথিক সাহায্যের দরকার তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় আর যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তাদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে সাহায্য করা হয়। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে অমরপুরে ৩ বার অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, ফলে অনেকেই তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারে নাই, সেজন্য সরকার ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ মুকুব করেছেন। এর পরেও আরও বেশী টাকার ঋণ আছে তাদের সেই ঋণের টাকা পুরোপুরি না হলেও যাতে কিছু টাকা রেহাই দেওয়া যায় তারজন্য সরকার চিন্তা করছেন। কাজেই যারা অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের প্রতি সরকার সব সময়েই সহানুভূতিশীল এবং যদি এ ক্ষেত্রেও এসেসমেণ্ট করে দেখা যায় যে, তাদের আরও সাহায্যের দরকার তাহলে সরকার নিশ্চয় বিবেচনা করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা অমরপুরে যখনই অগ্নিকাণ্ডে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই এফেক্টেড মানুষদের সরকারী সাহায্য পেতে দেরী হয়, কোন কোন সময় ৩ মাস ৪ মাস সময় লেগে যায় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে সরকারী রিলিফ দেওয়ার একটাই নীতি সরকারের রয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গত ৬ই ডিসেম্বর অমরপুরে যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে জনৈক খগেন্দ্র সাহার রান্না ঘর থেকে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই তথ্য ঠিক নয়, উক্ত খগেন্দ্র সাহা অমরপুর বাজারে থাকেনা এবং অমরপুর বাজারে তার কোন রান্না ঘর নাই—জনৈক সতীশ সরকারের রান্না ঘর থেকে আগুন লেগেছিল এবং এর ফলে অনেকগুলি দোকান প্রচার দপ্তরের অফিস ঘর পুড়ে গিয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমিতো বলেছি যে তদন্ত কাজ চলছে মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব তাঁর কাছে যে সব তথ্য আছে সেই সব তথ্য দিয়ে তিনি যেন তদন্ত কাজে সাহায্য করেন।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে খগেন্দ্র সাহার কোন বসত বাড়ী অমরপুর বাজারে নাই এবং আমার আর একটা প্রশ্ন হল, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে সব দোকান ঘর পুড়েছে—বিনোদ দাস, উমেশ দাস, সুবল সিং, তপন সাহা, অভিজিত কর—এই লোকগুলি অত্যন্ত গরীব। এর মধ্যে তপন সাহা এ পর্য্যন্ত সবাই যদি সে ৫ টাকা বিক্রি করে তাহলে, সেই ৫ টাকা থেকেই তার সংসার চালাতে হয় এই রকম অবস্থায় এই পরিবারগুলি কিভাব বাঁচতে পারে সেই জন্য সরকার কি চিন্তা করছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে তপন সাহার ২৪,৩৫০ টাকা ক্ষতি হয়েছে—যদি এই এসেসমেণ্ট ভুল না হয়ে থাকে—

তাছাড়া আরও অনেক আছে যেমন, অবনী দাস, উপেন্দ্র পাল তার গরীব আমরা আবার দেখেন এসেস করে তাদের সাহায্য করা যায় কিনা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সব লোকদের ঘর পুড়ে গেছে তারা এখনও ঘর উঠাতে পারে নাই কাজেই তাদের পলিথিন শিট দিয়ে থাকার ব্যবস্থা সরকার থেকে করবেন কি না জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী স্যার, আমি বলছি যে, তাদের জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের এই ২০০ টাকা করে সাহায্য দেয়া ছাড়া আর কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— ২০০ টাকাই দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এবং কেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"গত ৯ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং সন্ধ্যায় ৭টায় আঠার বোলা (উদয়পুর) বাজারটি ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।" এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর ষ্ট্যাটমেণ্ট দেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ৯/১২/৮৩ ইং সন্ধ্যা প্রায় ৬—১০ মিঃ আঠারবোলা বাজারে এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এই সংবাদ প্রায় ৬—২০ উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক সংস্থাতে আসিয়া পৌছে এবং অগ্নি নির্বাপক সংস্থা সংগে সংগে ৫—৩০ মিঃ ঘটনাস্থলে পৌছে। আগুন আয়ত্বে আনিতে অগ্নি নির্বাপক সংস্থার প্রায় ৩ ঘণ্টা ৪০ মিঃ সময় লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯১,১৪২ টাকা। অগ্নিকাণ্ডে একটি প্যাক্স, একটি ল্যাম্পস্ ও ৪৪ টি দোকান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ দোকান মালিকদের ৪,৬৫০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ড বাজারের দক্ষিণ পূর্ব দিক হইতে সংঘটিত হয়। কিল্লা ল্যাম্পসের যে ব্রাঞ্চ আঠার-বোলা বাজারে অবস্থিত তাহা ইনসিউর করা ছিল। ইহা ছাড়া অন্য কোন ক্ষতিগ্রস্থ দোকানের ইনসিউর ছিলনা। জীবনহানি হয় নাই এবং কেহ আহত হন নাই। কিল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা সংগে সংগে ঘটনাস্থলে যায় ও তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এই ঘটনার এখনো কেহ গ্রেফতার হয় নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সংবাদ আছে কিনা যে গত ৯ তারিখ ত্রিপুরা বন্ধ ডাকা হয়েছিল এবং ১৮ বোলায় ও বন্ধ ডাকা হয়। এ' দিন বাজারে বুদ্ধদেব জমতিয়া, বীর কিশোর জমাতিয়া ইত্যাদি টি,ইউ, জে, এদের কিছু কর্মী সেখানে জোর করে দোকান খোলা রাখার জন্য চেষ্টা করে এবং ব্যবসায়ীদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলেছে যে গোটা ত্রিপুরা বন্ধ অতএব আমরাও দোকান বন্ধ রাখব। তারপরে বিকাল বেলা এসে বাজারের দোকানগুলি পুড়ায়। দোকানগুলি

যখন পুড়ে তখন সি, পি, আই (এম) কর্মী, কালী বাহাদুর জমাতিয়া, অমরেন্দ্র জমাতিয়া ও জিতেন্দ্র জমাতিয়া এরা আগুন নেভাতে আসলে টি, ইউ. জে, এসের কিছু কর্মী, যেমন বীর কিশোর জমাতিয়া, বুদ্ধদেব জমাতিয়া এরা কালী জমাতিয়াকে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে এবং ব্যবসায়ীদেরকে হোমকী ভয়ভীতি দেখায় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— বিষয়টি তদন্তাধীন। এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— ঐ' নয় তারিখে আঠারবোলা বাজারে কিছু ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন এবং কিছু দোকানপাট খোলা ছিল। ঐ দিন দুপুরে কালী বাহাদুর জমাতিয়া মদমত্ত অবস্থায় ঐ দোকানদারকে হুমকি দেয় যে তোমরা যদি দোকান বন্ধ না কর তাহলে খুন করা হবে এবং তারপরে কিছু আত্মসম্পর্ণকারী উগ্রপন্থী, যেমন গোপী জমাতিয়া, দিলীপ কুমার জমাতিয়া, প্রেমানন্দ জমাতিয়া. অসীম জমাতিয়া এরা সন্ধ্যার সময়ে বাজার পুড়ায়। ১১ তারিখ আমি আঠারবোলা বাজারে গিয়েছিলাম। সেখানে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছে যে এর আগেও গোপী জমাতিয়া এরা কার কাছ থেকে এক হাজার, কার কাছ থেকে দেড় হাজার করে টাকা চাঁদা দেওয়ার জন্য বলেছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না যে, টি, ইউ, জে, এসের মধ্যে একটা ধ্বস নেমে এসেছে ঐ আঠার বোলার কাচিগাঙ গাঁওসভায় এবং ৬৪ জন টি, ইউ, জে, এস, থেকে বেরিয়ে এসেছে। এবং তাদের মধ্যে যারা উগ্রপন্থী দলে যোগ দিয়েছিল তারাও সারেণ্ডার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। সেইজন্য টি, ইউ, জে, এস, উদ্দেশ্য-মূলকভাবে আগুন দিচ্ছে এবং তারা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না আসতে পারে সেই জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে। এই রকম একটা চক্রান্ত সেখানে চলছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এবং শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হোল :—

গত ১৮ই নভেম্বর, ১৯৮৩ইং অমরপুর মহকুমার জগবন্ধু পাড়ার প্রধান শ্রীভৃগুরাম রিয়াং এর বাসগৃহ উগ্রপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৮, ১১, ৮৩ইং তারিখ অমরপুর বিভাগের গণ্ডাছড়া থানাধীন জগবন্ধুপাড়া গাঁওসভার উপ-প্রধানের বাড়ীতে উগ্রপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমণের কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে ঐ দিনই অর্থাৎ ১৮, ১১, ৮৩ইং তারিখ রাত্রিতে জগবন্ধুপাড়া গাঁওসভার প্রধান শ্রীভৃগুরাম রিয়াং এর বাড়ীতে একদল সশস্ত্র দুবৃত্তকারী দ্বারা হামলা ও বাস গৃহে অগ্নি সংযোগের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৮, ১১, ৮৩ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে গণ্ডাছড়া থানাধীন সুরেন্দ্র চৌধুরী পাড়ার শ্রীআদিচন্দ্র রিয়াং, শ্রীরণজয় রিয়াং, খোম্যা রিয়াং আরও ৮ | ১০ জন অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী সহ দেশী বন্দুক সহকারে জগবন্ধুপাড়া গাঁওসভার প্রধান শ্রীভৃগুরাম রিয়াং বাসগৃহে হামলা চালাইয়া নগদ টাকা, কাপড় চোপড়, ৮টি টর্চ লাইট ইত্যাদি লুট করিয়া নিয়া যায় এবং বাস গৃহটি আগুন লাগাইয়া দেয় ফলে সমস্ত জিনিস পত্র সহ বাস গৃহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায়। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ৩৬,০০০ হাজার টাকা শ্রীভৃগুরাম রিয়াং সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক।

এই ঘটনায় গণ্ডাছড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫—৪৩৬ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ১ (১১) ৮৩ নথিভূক্ত করা হয়।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত গণ্ডাছড়া থানার সুরেন্দ্র চৌধুরী স্থানীয় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সম্পাদক শ্রীআদিচন্দ্র রিয়াংকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছেন। এফ, আই, আর, এ বর্ণিত অভিযুক্ত শ্রীরণজয় রিয়াং এবং শ্রীখোম্যা রিয়াং বর্ত্তমানে পলাতক আছে। পলাতক এই আসামীদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য কয়েক দফা তল্লাসী চালানো হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, গত ১৮ই নভেম্বর যখন রাত্রি ৭-৩০ এ এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে তখন এই জগবন্ধু গ্রামের যে সি, আর, পি ক্যাম্পের ইনচার্জ মিঃ মেলাগু সিং উনি প্রথমে ঘটনা স্থলে যান। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিলেন। যেমন, প্রণয় রিয়াং ও সাম্ বিশ্বাস নামে একজন অফিসার। সেখানে প্রধান ছিলেন না। প্রধানের ছেলে করমজয় রিয়াংকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কাউকে চিনতে পেরেছিলেন কিনা। কিন্তু করমজয় রিয়াং জানিয়েছে সে কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। তবে দলটি সশস্ত্র ছিল। সি, আর, পি, বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি ঘিরে ফেলে তল্লাসী করে, কিন্তু কাউকে ধরতে পারেন নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এও জানেন কি যে, এলাকাবাসীর তরফ থেকে জানান হয়েছে, আদি কুমারকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা ভুল বশতঃ হয়েছে। সে তখন তার নিজের বাড়ীতে রেডিওতে কক্-বরক সংবাদ শুনছিল। বীরেন্দ্র রিয়াং করবুক গাঁও সভার পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, নাথুর রিয়াং, করমজিয় রিয়াং, শ্যামা প্রসাদ রিয়াং আরোও অনেক ছিলেন তারা লিখিতভাবে পুলিশের কাছে দিয়েছে। আমার যে পয়েন্ট হচ্ছে, পুলিশ যখন সুপারভিশন করতে যান তখন পুলিশও জানতে পারেন এবং করমজয় রিয়াং অর্থাৎ প্রধানের ছেলে অভিযোগকারী তিনি প্রথমে কাউকে চিনতে পারেননি বলে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়; এটা কি করে হল ? পরবর্ত্তী কালে করমজয়-এর অভিযোগ ক্রমে এই আদিকুমার রিয়াংকে গ্রেপ্তার করা হল ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, আমি এটাই বুঝতে পারছি না যে, সি, আর, পি, সেখানে গেলেন কবে। আমি যিনি এফ, আই, আর, করেছেন তার কথা বিশ্বাস করব, না যিনি এখানে গল্প শুনাচ্ছেন তার কথা বিশ্বাস করব। স্যার, এটা কেমন কথা ? ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ধরা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আসামী যখন ধরা হলো, তখন টি, ইউ, জে, এস, এর লোকেরা থানা ঘেরাও করল, বাজার হরতাল করল। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

মানুষ বিশ্বাস করতে চাইছে, যাদের আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা খোঁজ হচ্ছে তারা ঘটনার সাথে জড়িত। যদি তা নাই হতো, তাহলে থানা ঘেরাও কিংবা বাজার হরতাল করার দরকার ছিলনা। নির্দোশ প্রমানিত হলে এমনিতেই ছাড়া পেয়ে যেত। কিন্তু তা না করে এই সব ঘটনাগুলি ঘটান হল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মাননীয় সদস্যকে চিঠি লিখেছি, এমন কোন কিছু কাজ করবেন না, যাতে টেনশন ক্রিয়েট করে, এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিক থেকে যাতে সমগ্র রাজ্যে শান্তি বিরাজ করে তার জন্য সরকার চেষ্টা করবেন। কাজেই এখানে যে আসামী গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা এফ, আই, আর, এর ভিত্তিতে। যদি তা করতে দেওয়া না হয়, তাহলে পুলিশ তার কর্ত্তব্য করা থেকে বঞ্চিত হবে। এটা হলে সমগ্র রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে প্রণয় রিয়াং সে টি. ইউ, জে, এস, এর লোক এবং করমজয় রিয়াং যাদের নাম বলেছে তারা সব টি, ইউ, জে, এস, এর লোক, এবং এই সঙ্গে যারা ডাকাতি করল, তাদের নিয়ে ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত সেখানে গে . । কিছু দিন আগে পুস্পরাম রিয়াং যিনি প্রধান ছিলেন তাকে যখন খুন করা হয় এবং বীরেন্দ্র ভৌমিককে খুন করা হয় এই জগবন্ধু বাজারের মধ্যে তখন আমরা দেখেছি যে, বাজারের ৫০ হাতের মধ্যে সি, আর, পি, ক্যাম্প থাকা সত্বেও সেখান থেকে কোন রকম রেসপন্স পাওয়া যায় নি। ভৃগুরাম রিয়াং উপ-প্রধান যিনি এখন প্রধানের কাজ চালাচ্ছেন তাকে খুন করতে চাওয়া হয়েছিল এবং তিনি হয়ত পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। কিন্তু তার বাড়ীর সমস্ত জিনিস লুট করা হয়েছে। যখনই গণ্ডাছড়াতে কোন ঘটনা ঘটে তখনই মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া সেখানে উপস্থিত থাকেন। ঠিক তেমনি অম্পিতে যখন সুরমনি কলই ভীমদেব বর্মাকে হত্যা করা হয়েছিল তখনও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যখনই কোন এলাকায় যান, তখনই সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখা দেয়, ওরা আতংকিত হয়ে উঠেন, আবার কি ঘটনা ঘটবে তার জন্য। এই সব কারণে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার এটা পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন হয় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ সব বক্তব্য বলা ঠিক নয়। কারণ, এটা প্রসংগিকও নয়। যেসব তথ্য মাননীয় সদস্যরা দিয়েছেন পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবেন এবং আমি আশা করব, যারা সত্যিকারের আসামী তাদের পুলিশ আরো গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ২ জন আসামী এখনও গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐখানকার পুলিশের কাছে যখন সি, আই, আর, রিপোর্ট যান, বীরেন্দ্র রিয়াং -পঞ্চায়েত সেক্রেটারী তখন তিনি নিজেই বলেছেন যে, আমি ত ওদের সঙ্গে ছিলাম, অভিযোগ যখন করা হয় তখনও আমি ছিলাম। করমজয় রিয়াংকে দিয়ে জোর করিয়ে পাখী ত্রিপুরা এবং রবি ত্রিপুরা এই এফ, আই, আর, দিয়েছে। তিনি নিজে পুলিশকে তা বলেছেন। এও বলেছেন, এই পাখী ত্রিপুরা এবং রবি

ত্রিপুরার কথাকে প্রত্যাখান করার শক্তি তাদের নেই। মিঃ স্পীকার স্যার, এইভাবে যদি বিরোধী দলের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে এই সরকারের আর এক মিনিটও ক্ষমতায় বসে থাকা উচিত নয়। এইভাবে বিরোধী দলের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এটা পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান হয় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া সি, আই, এর কথা কি বললেন, আমি বুঝতে পারিনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অমরপুরের ঘটনার কথা বলছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই বক্তব্য শ্রীজমাতিয়া আগেও একবার আমার সংগে দেখা করে বলেছেন। আমি তাঁকে বলছি যে সেই অফিসারের কোন বক্তব্য থাকলে নগেন্দ্র জমাতিয়ার কানে কানে তো বলার দরকার নেই। উনার উপরে তো আরও অফিসার রয়েছেন, আই, জি, পি রয়েছেন। তাদের কাছে তো বললে পারেন। উনি নগেন্দ্র বাবুর কানে কানে বলে দিলেন যে পাখী ত্রিপুরার কথা মত কাজ করছি। এটাতো হাস্যকর ব্যাপার। এই হাউসে দাঁড়িয়ে আমি বলছি যে ঐ অফিসারকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং এটা যদি অসত্য হয়, আমি জানিনা আপনি কি করবেন।

Mr. Speaker :— Hon'ble Membe s,

I have received one notice of Breach of privilege from Shri Rabindra Deb Barma, M. L. A. wherein he has alleaged that some Joyballav Babu, O/C, Gandacherra made insinuation, uttered abusive remarks and behaved badly with him even though Shri Deb Barma disclosed his identity to the O/C concerned, According to Shri Deb Barma this is a case of breach of privilege, but the allegation raised dose not concern with his activities as the Member of the House in connection with the business of the House. But the alleaged utterances are abusive, It is very difficult to find out *primafacie* in the case in view of above, I under Rule 191 of of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly refer the case to the Committee of privilege for investigation, examination and report to the House,

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"লেয়িং অব্ রিপ্লাই টু পোষ্টপেণ্ড কোয়েশ্চান"।

গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১-উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি" পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ এর উত্তর পদ সভায় পেশ করছি (ANNEXYRE—"C")

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আজকে যে পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করা হয়েছে সেটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিস্ লেশান্)

(সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশকর)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব্ ১৯৮৩ এ্যাজ রিপোর্টেড বাই দ্য সিলেকট্ কমিটি" যেটি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় গত ২০,১২, ৮৩ইং তারিখে সভায় উথ্থাপন করেছিলেন এবং উহার উপর আলোচনা অসমাপ্ত ছিল। আমি এখন বিলটির উপব অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকালকের অসমাপ্ত আলোচনা আমি আরম্ভ করছি। এই বিলে পশ্চায়েতকে আরও গন তন্ত্রীকরণ, তাদের হাতে আরও ক্ষমতা, টাকা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের জমিদার, জোতদার বা মহাজনদের হাতে যারা শোষিত হন, তাদের শোষণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এবং সেই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এটা একটা বড় হাতিয়ার। যে শ্রেণীগুলি শোষণ করে শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য হচ্ছে এই ব্যবস্থা। এটাই হচ্ছে আগেকার পঞ্চায়েতর সংগে এখানকার পঞ্চায়েতের্র পার্থ্যক্য। আগে হাত তোলে ভোট হত। যারা বেশী টাকার মালিক তাদের ভয়ে এই দিন মজুরের হাত তুলতে পারত না। যে মহাজন দাদন দিয়ে জুমিয়াদের কিনে রেখেছে সেকি তাদের বিরুদ্ধে হাত তুলতে পারে? কাজেই আগেকার পঞ্চায়েতের সংগে আজকের পঞ্চায়েত-এর এখানেই তফাৎ! এবং এটা বুঝতে হলে সেই জায়গায় যেতে হবে। এই সব লোক যারা পায়ের নীচে থাকত, যাদের কোন অধিকার ছিল না, সেই লোকগুলিকে আমরা টেনে এনে তাদের হাতে আমরা টাকা ও ক্ষমতা দিয়েছি। বড় লোকের প্রতিনিধিরা এটা সহ্য করতে পারছেন না। তাই তাদের গা জ্বালা করছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি নিশ্চয়ই এটা জানেন যে গ্রামাঞ্চলে যে কৃষক আছে তারা এক শ্রেণী নয়। তার মধ্যে ধনী কৃষক আছে, মাঝারী কৃষক আছে, গরীব কৃষক আছে, ভূমিহীন কৃষক আছে। এই বামফ্রন্ট সরকার যখন বলল যে ভূমিহীন কৃষকদের মজুরীটা আমরা ১০ টাকা করে দিলাম, তখন ধনি কৃষকদের গা জ্বালা করে। কারণ আগে তারা ৫ টাকায় তাদের খাটাত, আজকে তাদের ১০ টাকা দিতে হচ্ছে। এখানে যারা বড় লোকদের প্রতিনিধি রয়েছেন তাদেরও গা জ্বালা করে। কারণ তারা টাকা পয়সা খরচ করে তাদের এখানে পাঠিয়েছেন জমিদারদের, জোতদারদের পক্ষে কথা বলবার জন্য। কাজেই দুই

রকমের প্রতিনিধি আছে এবং এই হাউসেও দুই রকমের প্রতিনিধি রয়েছে,। স্যার, ধনী কৃষকের কথাও আমরা বলি। যখন আমরা বলি যে তুমি তো ফসল কর, কিন্তু ফসলের দাম তো পাওনা। সারের দাম বেড়েছে, বীজের দাম বেড়েছে, বিদ্যুতের দাম বেড়েছে. ডিজেলের দাম বেড়েছে, তোমার খরচটাও বেড়েছে কিন্তু ফসলের দাম তো বেড়েনি। তখন তারা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে আছে। এই লোকগুলি যে আমরা বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি তা নয়। তাদেরকে আমরা বলি, গরীবকে মেরো না। তোমাকে গরীব করছে কংগ্রেস (আই) সরকার, যারা দিল্লীতে বসে রয়েছে। কাজেই তোমাকেও ঐ কৃষকেদের সাথে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমরা জানি, গ্রামাঞ্চলে গরীব লোকদের বিভ্রান্ত কর'র মত লোকের অভাব নেই। তারা চেষ্টা করছে তাদের দলের টানবার জন্য, কিন্তু তাদের হাতের মুঠোয় রাখতে পারছেনা। টাটা, বিড়লার কাছে সস্তায় আঁখ বিক্রি করতে হবে, কারণ চিনি বিক্রি করে তাদের অনেক বেশী পয়সা আদায় করতে হবে, সস্তায় কার্পাস বিক্রি করতে হবে, কারণ কাপড় বিক্রি করে অনেক বেশী মুনাফা করতে হবে। কিন্তু যে আঁখ বা কার্পাস উৎপাদন করে, সেই কৃষকদের প্রতি তাদের কোন দরদ নেই। কাজেই গ্রামাঞ্চলে আমরা এই সব সংগঠন তৈরী করি। কারণ আমরা জানি, গরীব মানুষের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে সব মানুষকে ঐক্য বদ্ধ করতে হবে। যারা শোষিত, বঞ্চিত বা বিভিন্ন দিক থেকে কংগ্রেস সরকারের আক্রমণ আসে, সে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আমরা সংগঠন তৈরী করি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি বিশ্বেশ্বের পুরে আপনার বক্তব্য রাখবেন। এই হাউস অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, তাই আমি বলছিলাম, এখানে ৫ বছরে পঞ্চায়েতে কাজের মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে। আমি বলতে চাই যে, পঞ্চায়েত মূল্যায়ন এটা কতটা রাস্তা হয়েছে, কতটা ট্যাংক হয়েছে, কয়টি টিউব-ওয়েল হয়েছে, কয়টি রিং ওয়েল হয়েছে, কয়টি গাছ লাগানো হয়েছে এবং তার এসেটস্ কি তৈরী করা হয়েছে শুধু তা নিয়ে বিচার করলে চলবে না। এটা ঠিক যে, যা হয়েছে তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু আসলে যেটা বিচার করতে হবে সেটা হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত যারা শাসকগোষ্ঠী তাদের সংগ্রাম করার ক্ষেত্রেতে কতখানি গরীব মানুষকে সাহায্য করছে, সেটা হচ্ছে তার মূল ভূমিকা নিয়ে আমরা তার বিচার করি। কাজেই যে সব কথা ওরা বলছেন দারিদ্র দূর হয়েছে কিনা, দুর্নীতি দূর হয়েছে কিনা, এখানে দুর্নীতিও দূর করতে হবে, দারিদ্রও দূর হবে কিন্তু দারিদ্রের পিছনে যে শক্তিগুলি কাজ করছে, দুর্নীতির পিছনে যে শক্তিগুলি কাজ করছে তার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করে না, চীৎকার করে দুর্নীতি হচ্ছে বলে, তাঁরা আসলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় না, দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা শক্তিশালী শক্তি তারা গ্রামের গরীব মানুষরা যারা দুর্নীতির সবচেয়ে বড় শিকার তাদের অপরাধকে সচেতন না করে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের সচেতন না করে, তাদের হাত শক্ত না করে এই দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। সেই দিক থেকে আমরা দারিদ্রের বিচার করি, দুর্নীতির বিচার করি

এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আমরা সংগ্রাম করতে গরীব মানুষকে উৎসাহিত করে সংগঠিত করি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে বিল এই বিল সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলবো। প্রথম হচ্ছে, যে আমরা যুবকদের ভোটের অধিকার দিয়েছি। এর আগে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য সদস্যরা সেটা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে, যে সব কাজ আমরা হাতে নিয়েছি সেই কাজে তাদের অংশীদার করা, তবে রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁরা যে একেবারে কিছুই জানেন না তা নয়। ১৮ বৎসর বয়স হলে তারা যথেষ্ট রাজনৈতিক যে আদর্শ বা মতাদর্শ তাতে তারা প্রভাবিত হোন। সেই ক্ষেত্রেতে তাদের যাতে রাজনৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে যাতে নাকি তারা প্রয়োগ করতে পাবেন সেই দিকে তাদের সাহায্য করার জন্যই এই ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, দ্বিতীয় হলো, এই বিলের একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, আমরা এ, ডি, সি, এলাকাকে যাতে আলাদা করতে পারি এবং এ, ডি, সির বাইরের এলাকা যাতে আলাদা করতে পারি তার জন্য একটি প্রভিশ্যান রেখেছি। মোটামুটি আমরা একটা হিসাব করে দেখেছি ৬০।৬২টি পঞ্চায়েতকে হয়তো ভাঙ্গতে হবে। ভেঙ্গে যে অংশ এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে পড়বে তাকে সেখানে নিয়ে সেখানে পুনঃগঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যে সব পঞ্চায়েতগুলি বাইরে রয়েছে সেইগুলিকে আলাদাভাবে পুনঃগঠন করতে হবে। এছাড়াও দুই একটা জায়গায় বড় বড় পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দুটি করা যায় কিনা সে সব ক্ষেত্রেতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরকার দেখছেন। তবে এখনই আমরা সামগ্রিক ভাবে সব পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে চুরমার করে আবার নূতন করে করতে চেষ্টা করছি না কারণ তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন বিলম্বিত হবার সম্ভবনা আছে। কাজেই আমরা এমন কোন কাজে হাত দেব না, যাতে পঞ্চায়েতের নির্বাচন কোন রকমেই বিলম্বিত হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ইনডাইরেকট ইলেকশ্যান সম্পর্কে বিরোধী দলের লোকেরা বলেছেন। ওদের আমি বলতে চাই, নির্বাচন এখানে শুধু ভারতবর্ষে নয়, নির্বাচন যদি সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখেন তাহলে দেখবেন সমাজতান্ত্রিক দেশে একজনকে ভোট দিয়ে নির্বাচনে পাঠালে আবার তাকে বিধানসভা থেকে ফিরিয়ে নেবার তাদের একটা ক্ষমতা রয়েছে। একবার পাঠালে তাকে পাঁচ বছরের জন্য রাখতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই রকম আইন নেই। যদি তারা মনে করেন কোন বিধান সভার মেম্বার অন্যায় করেছেন, তার প্রত্যেকটি ভোটাধিকারদের স্বার্থ রক্ষিত করেছেন না, তাহলে তারা প্রস্তাব করলে সেই বিধান সভার মেম্বারদের মেম্বারশিপ খারিজ হয়ে যেতে পারে। যে মেম্বররা, পার্লামেন্টের মেম্বাররা মন্ত্রীরা যারা দুর্নীতি করে বেড়াচ্ছেন তাদের ইচ্ছা করলে ভোটাররা বলতে পারেন যে, তোমরা চলে আস। সে রকম কোন ভোটাধিকার আমাদের সংবিধানের মধ্যে রাখা হয়নি। তাই আমরা যখন এই সংবিধানকে সংশোধন করতে পারবো, যখন পঞ্চায়েতকে সেই অধিকার দিতে পারবো, সেই আনতলেব মতো বিভিন্ন মানুষ যারা দুর্নীতি করে বেড়াচ্ছে তাদের ফিরিয়ে আনার মতো ক্ষমতা দিতে হবে। কাজেই এটা না দিয়ে বলবেন ডিফেকটিভ রয়েছে, কাজেই এটা বন্ধ করতে হবে। এটা তো একটা ভাঙ্গা বেড়া, এটা তো রোখা যায় না। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা জিনিষ আমি এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে ইনডাইরেকলি আমরা সিলেকট করেছি যদি জনসাধরণকে দেওয়া যায় যারা ভোট দিয়েছেন তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহলে এটা এফেকটিভ হতে পারে। এছাড়া অন্য কোন

জিনিষ এফেকটিভ হতে পারে না অর্থাৎ প্রধানদের সরাসরি নির্বাচন নিয়ে এখানে নানারকম বক্তব্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা রেখেছেন। এখানে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, প্রধানমন্ত্রী সরাসরি ভোটে হয় না, মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ভোটে হয় না তাই বলতে চাই মাননীয় বিরোধী সদস্যদের ইচ্ছা এটাকে প্রতিরোধ করা। আর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পঞ্চায়েত যৌথভাবে কাজ করবে। মিঃ স্পীকার স্যার, গত পাঁচ বছরে আমি কিছু কিছু পঞ্চায়েতে গিয়ে বসেছি, তাদের খাতাপত্র টেনেছি ৯জন মেম্বার কিংবা ১০ জন মেম্বার তার মধ্যে ২জন কিংবা তিন জন মেম্বার প্রস্তাব রেখে চলেছেন পঞ্চায়েতের জন্য এবং সেই পঞ্চায়েতের প্রস্তাব নিয়ে বি, ডি, সিতে যায়। বি, ডি, সিও জানেন না পঞ্চায়েতের প্রস্তাব কি হলো, বি, ডি, সি থেকে কি সিদ্ধান্ত হয় সেটাও পঞ্চায়েতকে জানানো হয় না। এই যে গ্যাপ পঞ্চায়েত এবং বি, ডি সির মধ্যে গ্যাপ, এই যে এলাকার সঙ্গে পঞ্চায়েতের একটা সম্পর্ক ওটা বন্ধ করা জন্য আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করেছি যে এর মধ্যে প্রধানরা তারা যাতে বুঝতে পারেন যে তাদের কয়েক জনের ব্যাপার নয়, পঞ্চায়েতটা সমস্ত মেম্বারদের ব্যাপার, সমস্ত মেম্বারদের অধিকার আছে তার মধ্যে অংশ গ্রহণ করার এবং মেম্বাররা যাতে বুঝতে পারেন সমস্ত জনসাধারনের কথাটা পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, পঞ্চায়েত থেকে বি, ডি, সিতে নিয়ে যেতে হবে এবং বি, ডি, সি থেকে পঞ্চায়েত আনতে হবে এবং বি, ডি, সির কথা গ্রামের মানুষের কাছে যেতে হবে। এই যে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে, বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে, সেই ত্রুটিটা বোধ হয় দূর করতে পারবো। সেই জন্য বলা হয়েছে, এটারও একটা কারণ আছে কনষ্টিটিউশানের দরকার। যদিও অধিকার আছে আপনি অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন, কিন্তু তা তো হতে পারে না। একটা সেসানে একটার বেশী অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন না।

এই বিলের মধ্যে যা আছে তার উদ্দেশ্য তা না, যে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানকে সরানো যাবেনা। কোন জায়গায় যদি দেখা যায়, যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তা পালন করছেনা যথেষ্ট পরিমানে দুর্নীতি করছে, সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম কারণ দেখিয়ে তাদের সরানো যাবে। প্রধানদের সরানোই আইনের উদ্দেশ্য নয়। তারপর ফিনান্সের কথা যদি বলি পঞ্চায়েত দপ্তরকে আমরা যে টাকা দেই সেটা কিছুই না। এস, আর ই, পি, এন, আর, ই, পির কাজে যে টাকা দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এখন পঞ্চায়েত দপ্তর ব্যাঙ্ক থেকে, আদার ফিনানশিয়েল ইনষ্টিটিউশান টাকা লাগলে নিতে পারবে। এই বিলের মধ্যে তা রাখা হয়েছে। এই বিলে চাপ্টার ৩ পেইজ ৩তে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চাওয়া ক্ষমতা আছে। অন্যান্য জায়গাতে ২১ পৃষ্ঠায় সেইসবশ জায়গায় দেখবেন অফুরন্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে গ্রামকে পুনর্গঠন করার জন্য। ব্যাঙ্কগুলি সহায়ক ভূমিকা নেননা। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। গ্রামের যেসব উন্নয়নমূলক কাজ তা করার জন্য ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ফিনানশিয়েল ইনষ্টিটিউশান থেকে টাকা নিয়ে করতে পারবে। গ্রামের মধ্যে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে, এই জিনিষটা চিন্তা করেই এইটা আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে। একজন বিধায়ক বলেছেন যে, সদস্যদের জন্য বেতনের ব্যাবস্থা রাখা হয়নি। এটার দরকার নাই। প্রথমে আমাকে চিন্তা করতে হবে, আমি আমার জন্য নই,

আমি সমাজের জন্য, আমার নিজেকে এইভাবে তৈরী করতে হবে মানসিকভাবে। সমাজ চেতনার মধ্যে দিয়ে আমার চেতনার উন্মেষ হবে। সেজন্য এখানে বেতন রাখা হয়নি। যিনি প্রধান হবেন তাদের অনেক জায়গায় যাতায়াত করতে হয়, অর্থাৎ একান্তভাবে যেগুলি খরচ করতে হয় তার জন্য কিছু ভাতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মেম্বারদের ব্লকে ব্লকে ঘুরতে হবেনা। শুধু গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই এখানে বেতন ইত্যাদি পাওয়ার প্রশ্ন আসেনা। ভলান্টিয়ারি কাজ করতে হবে এই ভাবেই তাদের তৈরী হওয়া উচিত। এখানে আর একটি বক্তব্য রাখা হয়েছে তা বড় হাস্যকর। এই আইন যে চালু হয়েছে তাতে ভোটার তালিকায় সমস্ত সি, পি, এম ক্যাডাররা তাদের নাম ঢুকিয়ে দিতে পারবে। নালিশ করার কোন ক্ষমতা নাই। এটা হাস্যকর। বিধানসভায় যে পদ্ধতিতে ভোটার তালিকা তৈরী করা হয়, এটাও সেই পদ্ধতিতেই করা হবে। আলাদা কোন ব্যাপার নয়। বিধানসভার পদ্ধতিকে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস আই চ্যালেঞ্জ করেছিল যে রাতারাতি জ্যোতি বসুর সরকার লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। সুপ্রীমকোর্ট বলল, এই যদি করতে হয় তাহলে ভোটার তালিকা রাখাই ঠিক নয়। ভোটার তালিকা উঠিয়ে দিতে হবে।, ভোট বন্ধ করে দিতে হবে। প্রথমে যাবে নীচের কোর্টে, তারপর হাইকোর্টে, তারপর সুপ্রীম কোর্টে। ভোটার ১২টা। ভোট করা যাবেনা। ভোটের পরেও ত অধিকার রয়েছে। যদি কেউ অন্যায়ভাবে, দুর্নীতি করে নির্বাচিত হন তাহলে যেতে পারেন আইনের আশ্রয় নিতে। তার মেম্বারশীপ বাতিল হতে পারে। এই আইনে আছে। যেকোন নির্বাচনের মধ্যে এই অধিকার রয়েছে। বিধানসভাও আছে, পার্লামেন্টেও আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ইলেক্শান সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমরা বলেছি, আইন তৈরী করে আমরা ইলেকশান করব। মাননীয় সদস্যরা জানেন আইন তৈরী করতে গেলে তার কতগুলি বিধি লাগে। আমরা চেষ্টা করেছি আইনের সঙ্গে য তে বিধি তৈরী হয়, যাতে করে কোনরকম বিলম্ব না হয়। তারপর আছে এ, ডি, সিকে আলাদা করে, এ,ডি, সির বাইরে আলাদা করে ভাগ করতে হবে। তারপর ভোটারলিষ্ট তৈরী করার কাজ, সেটাও দ্রুত শুরু করতে চাই। মূল কথা হচ্ছে যে, আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি এইসব কাজগুলির প্রস্তুতি পরশেষ করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব নির্বাচন করার মত একটা পরিস্থিতি যাতে রাজ্যের মধ্যে থাকে, শান্তি শৃঙ্খলার পরিস্থিতি, জাতি উপজাতি, হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার যে প্রচেষ্টা সেটা যাতে থাকে। আমি অনুরোধ করছি কি বিরোধী দল কি আমাদের দিক সব অংশের মানুষের যাতে প্রচেষ্টা থাকে তাহলে এই কাজটা আমরা দ্রুত করতে পারি। বিভিন্ন গ্রামের মানুষ যারা শতকরা ৯০ ভাগ থাকে তারা যাতে তাদের ভোটাধিকার শান্তিপুর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পারেন এবং তারা যাতে বুঝতে পারেন এই নতুন পঞ্চায়েত বিল এই ত্রিপুরার রাজ্যকে কিছু দিতে পারবে। আমরা গরীব মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছি। আগামী দিনে শোষণহীন সমাজ গড়ার জন্য যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের সহায়ক ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করুন। গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে, মানুষের ঐক্যকে রক্ষার সংগ্রামে পঞ্চায়েত বিল যাতে কাজে লাগতে পারে এই দিক লক্ষ্য

রেখেই আমরা এই বিলটা এখানে উপস্থিত করেছি। আমি আশা করব, কংগ্রেস (আই) এর সদস্যরাও এই বিলটি সমর্থন করবেন।

মি: স্পীকার :—মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলের উপরে অনেক আলোচনা হয়েছে। অতএব আমি আর বেশী আলোচনা করতে চাইনা। তবে গতকাল মাননীয় সদস্য জওহর সাহা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে, এই আইনের আওতায় পঞ্চায়েতর আওতায় প্রাথমিক স্কুলগুলি সুপারভিশান বা দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিলে ভাল হত। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব এই বিলে ৪৪ ধারায় পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে। চ্যাপ্টার ৩, পাওয়ার্স এণ্ড ডিউটিজ অফ গাঁওপঞ্চায়েত এখান থেকে শুরুর করে ৪৪ ধারা পর্য্যন্ত লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। এই বিলের উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। মোট ২৫ জন সদস্য এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আমার এই বিল যথেষ্ট পরিমানে শক্তিশালী হয়েছে। বিরোধী সদস্যদের এই সম্পর্কে অন্য কোন বক্তব্য ছিলনা। শুধু তাদের বক্তব্য মধ্যে ছিল দুর্নীতি। আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই বিল দুর্নীতিতে ভরা। বিলে দুর্নীতি থাকার কথা লোক নয়। এইটা একটা আইন। বিল কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আছে, বিভিন্ন দপ্তর আছে, আইন তার আছে। অতএব আমি যে বিলটা এই হাউসে উত্থাপন করেছি সেটাকে মাননীয় স্পীকারের অনুমতি চেয়ে পাসিংএর জন্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি—' he Tripura Panchayet Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983) as reported by the Select Committee বিবেচনা করা হউক।"

আমি এখন প্রস্তাটি ভোটে দিচ্ছি।

(ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয়)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ১৪০নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে ধারাগুলি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

আমি এখন বিলের অনুসূচী (সিডুল) দুইটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচী দুইটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে উক্ত অনুসূচী (সিডুল) দুইটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল "বিলের শিরোণামটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(ভোটে বিলের শিরোণামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—"The Tripura Panchayet Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983",

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to move "The Tripura Panchaeyts Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983) as settled in the House be passed.

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—

"The Tripura Panehayats Bill, 1983 (Tripura Bill No 12 of 1983) as settled in the House be passed."

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—' The ripura State Rifles Bill 1983 (Tripura BillNo. 14 of 1983).

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মি :—Speaker s r I beg "The Tripura State Rifles Bill, 1983 (Tripura Bill No 14 of 1983) বিবেচনা করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি এখন বিলের উপর আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করা, এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীদের মোকাবিলা করা এবং অপরাধ যখন থেকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ হয়েছে তখন থেকেই দেখা দিয়েছে। এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মধ্যে যারা মুখ' তারা বিভিন্ন ভাবে অপরাধগুলি সংঘটিত করে। আগে অপরাধের মধ্যে অর্ডিনারি ক্রাইমস্ ছিল কিন্তু এখন শুধু অর্ডিনারি ক্রাইমস্ নয়, পলিটিকেল ইন্টারনেশনাল ক্রাইমস্, বিভিন্ন রকমের ক্রাইমস্ আজকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বাড়ছে। আমি কয়েকদিন আগে একখানা পত্রিকাতে লক্ষ্য করেছি, সেখানে রিপোর্ট দিয়েছে আমেরিকাতে শতকরা ৫ জন হচ্ছে ক্রিমিন্যাল। বিলাতের একখানি কাগজ বলছে, আজকে একমাত্র ক্রাইমস্-ই বাড়ছে আর অন্য সব জিনিষেরই ঘাটতি হচ্ছে। এই পত্রিকা আরও খবর দিচ্ছে যে টিনএজার অর্থাৎ যারা অল্প বয়স্ক ছেলে বা মেয়ে তারা আজকে নানা ধরণের অপরাধ-মূলক কাজ করছে। এটা আমি বলব, অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের দোষ নয়। ধনতান্ত্রিক দেশে আজকে যেভাবে প্রচার চলছে, সিনেমা ইত্যাদির মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ দেখান হচ্ছে তাতে যে টিনএজার ক্রিমিন্যাল সৃষ্টি হবে সেটাত স্বাভাবিক। আজকে আমরা ত্রিপুরাতে দেখতে পাচ্ছি, ছোট ছোট ছেলেরা নির্বিবাদে একটা লোককে খুন করে আসতে পারে। ওরা সিনেমা দেখে এসব শিখছে। সিনেমার হীরো এবং আর্টিষ্টরা যদি এয়ারপোর্টে নামে তাহলে দেখা যায় কিভাবে হাজার হাজার যুবক ওদের পেছনে ঘুরছে। কোন কোন জায়গায় এসব সিনেমা আর্টিষ্টরা রাজনীতিতে গিয়ে বেশী ভোট পাচ্ছেন। অতএব ধনতান্ত্রিক

পদ্ধতিতে এ সকল বিপদ বলে আমরা মনে করছি। তারজন্য আরও সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে, এসব অপরাধ দমন করা যাবেনা। এই ধরণের অপরাধের কোন শেষ নাই। আমরা দেখছি এখানে ধর্মের নামে অপরাধীদের উন্মাদ করা হচ্ছে। একটি ধর্মের বিরুদ্ধে আরেকটি ধর্মকে লাগান হচ্ছে। কেউ কি কোনদিন কল্পনা করেছিল যে শিখদের সঙ্গে হিন্দুদের গোলমাল হবে। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমাদের হবে। এখানে দেখছি বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন আরও কি করছেন অন্য ধর্মকে ক্ষেপানোর জন্য। আরও দেখছি জাতি উপজাতির মধ্যে গোলমাল হচ্ছে। রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দল হচ্ছে আর সে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে ওরা হাত মিলাচ্ছে, তাদের সঙ্গে জোট পাকান হচ্ছে। এই জিনিষগুলি যতই বাড়বে ততই এই বাহিনী দিয়ে রোধ করা যাবে সেটা ভাবা ঠিক নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এভাবে আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট করছে। তাদের কায়েমী স্বার্থের হাতে কাজ করে বেকাররা চাকুরী পায়না তাই লোভ দেখিয়ে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে এসব অপরাধমূলক কাজে। তাই যারা এসব করছে তাদের বিরুদ্ধে যদি শক্ত আঘাত করা না যায় তাহলে এসব আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হবে না। উন্নতি হবে এটা আশা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি লক্ষ্য করেছি যে জনসাধারণের মধ্যে যেখানে করাপশন ঢুকছে, সাম্প্রদায়িকতা ঢুকছে সেখানে এই বাহিনীগুলি দিয়েও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। আজকে পাঞ্জাবে দেখছি তাদের যেহেতু নিজস্ব বাহিনী নাই সেহেতু তাদেরকে সি, আর, পির, উপর নির্ভর করতে হচ্ছে সব ব্যাপারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, রায়টের সময়ে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাবোধ করেননি। উত্তরপ্রদেশে যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রায়ট হয়ে গেল তখন তদানিন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলতে শুনেছি যে সেখান থেকে যেন পি, এ, সি, কে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় কারণ তা না হলে নাকি সাম্প্রদায়িকতা আরো বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারে যারা বসে আছেন তারাও যদি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত না হন তাহলে কি ভাবে সংখ্যা-লঘুরা নিরাপত্তাবোধ করবেন ?

এই ধরনের কোন ঘটনা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্ভব নয়। আজকে আমরা দেখেছি যে আসামে দাঙ্গার সময়ে পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে দাঙ্গাকারীরা দা, লাঠি ইত্যাদি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে অথচ এদের কোন প্রতিরোধ করা হচ্ছে না। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই ধরনের কোন ঘটনার সমমুখীন হতে হয় নি। তবে এর কারণ আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। আমরা দেখেছি যে, কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যে সরকার পুলিসকে অমানুষে পরিণত করেছে। আমরা দেখেছি. উড়িষ্যাতে পুলিস ছাত্রদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। বিহারে হরিজন মেয়েদের উপর বলাৎকার করেছে। কিন্তু এর জন্য কি পুলিশ দায়ী ? না, তারা নয়। এদের সেই মনুষ্যত্বকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এটা দেশের পক্ষে অমঙ্গল।

আরেকটা জিনিস হলো পুলিশের স্বার্থের দিকটাও চিন্তা করা। আজকে আমি এটা বলতে পারি যে এই রাজ্যের পুলিশকে আমরা যত সুযোগ সুবিধা দিয়েছি সারা ভারতবর্ষের জন্য কোন রাজ্যের পুলিশকে সে ধরনের কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। আমরা পুলিশকে সংগঠন করে

তাদের নিজেদের কথা যাতে সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আদায় করে নিতে পারেন তার জন্য তাদের এই সংগঠন করার অধিকার আমরা দিয়েছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের নিজস্ব কোন বাহিনী নেই। আমাদের রাজ্যে মাত্র দুইটি ফোরস্ ছাড়া সি, আর, পি, এফ, বি. এস, এফ, আর, এ, সি, ইত্যাদি ফোরস্ দিয়ে চালাতে হয়। আমাদের যে দুটি ফোরস্ রয়েছে তারা অধিকাংশ সময়েই ক্রাইম ইনভেস্টিগেসনের কাজে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন অফিসারকে হয়তো কোন খুনের ঘটনার তদন্তের নিয়োগ করা হয়েছে, তখন হয়তো এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে, তাদের সেই ক্রাইম ইনভেষ্টীগেসন থেকে সেই জরুরী কাজে নিয়ে যেতে হয়। এর ফলে ক্রাইম ইনভেষ্টীগেসনে অনেক সময় চলে যায়। এর ফলে হয়তো বা উক্ত ঘটনার আসামী বা উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণাদি পাওয়া যায় না. ফলে প্রকৃত আসামী খালাস পেয়ে যায়। আমরা বিগত চিফ মিনিষ্টারসদের মিটিংএ এই প্রস্তাব তুলেছিলাম যে, ক্রাইম উয়িংকে পলিটিক্যাল উয়িং থেকে আলাদা করে দেওয়া হোক। তা হলে পুলিশকে আর ক্রাইম উয়িং থেকে অন্য উয়িং-এ নিয়ে আসা যাবে না। এ ছাড়া পুলিশ অফিসারদের বছরে অন্ততঃপক্ষে দুমাস ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হয়। এর ফলে তাদের কর্মে এফিসিয়েন্সী বাড়বে। তা ছাড়া আমাদের ত্রিপুরাতে একটি লেবরেটরি দরকার। এই লেবরেটরীতে হাতের ছাপ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে। এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আনতে হয়। ফলে অনেক সময় রিপোর্ট আসতে আসতে অনেক দেরী হয়ে যায়। এটা তদন্তে বাধার সৃষ্টি হয়। এটা যাতে ত্রিপুরাতে করা যায় তার ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আমাদের এখানে যে বাহিনী করা হচ্ছে তাতে ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষ যাতে এই বাহিনীকে নিজেদের নিরাপত্তার সহায়ক হিসেবে মনে করতে পারেন তার জন্য আমরা এই বাহিনীতে সারা ভারতবর্ষের যে কোন সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে, তিনি হিন্দু হন, মুসলমান হন, পাঞ্জাবী হোন, গাড়োয়াল হোন তাদের থেকে উপযুক্ত লোকদের বেছে নেওয়া হবে এবং ত্রিপুরাতে-ও যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক রয়েছেন তাদের মধ্যে থেকেও আমরা এই বাহিনীতে নিয়োগ করব। আমাদের ত্রিপুরাতে দুটি এথনিক গ্রোপস্ রয়েছে—এরা মূলত বাঙ্গালী এবং উপজাতি সম্প্রদায় এর লোক। এ ছাড়া অবশ্য মনিপুরী বা অন্যান্য গোপের লোকও রয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ফোর্সকে অন্ততঃ বছরে ২ মাস করে ছেড়ে দিতে হয় যাতে তারা যে ট্রেনিং নিয়েছে তা আবার যাতে তারা ঝালাই করে নিতে পারে। কিন্তু আমরা কি পারি? আমরা তাদের ২৪ ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে রাখি, কারণ কোন সময়ে কোথায় তাদের পাঠানো হতে পারে। এই ব্যবস্থা বেশীদিন চলতে পারেনা। আমরা এই যে বাহিনীটা তৈরী করছি, আমরা চাই যাতে ট্রেনিং নিতে পারেন ভালভাবে এবং আমরা যে সমস্ত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করছি তারা যাতে তার উপযুক্ত হতে পারেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই কয়েকটি কথা বলে আমি আশা করব এই যে বিলটা আমি হাউসে উপস্থাপিত করেছি সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এই যে ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস্ বিল, ১৯৮৩ যেটা আনা হয়েছে, আমি তার বিরোধিতা করছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলেন, ক্রাইম সম্পর্কে বললেন এবং ক্রাইম কিভাবে এক্সটিংগুয়িশ করা যায় তারজন্য তিনি আর একটা ষ্টেট রাইফেলস্ তৈরী করতে চান। উনি বলেছেন যে এর জন্য ফিনানসিয়াল ইনপ্লিকেশান হবে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা প্রথম বৎসরে এবং প্রতি বৎসরে তার এক্সপেনডিচার হবে এক কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা কথা আমি বলতে চাই, এই যে ক্রাইম বেড়েছে, সেটা কোন আমলে বেড়েছে? ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮৩ সন পর্য্যন্ত গত ৬ বছরের যদি আমরা হিসাব নিই তার বাকী ৩২ বৎসরের যদি হিসাব নিই তবে সেটাতো দেখা যাবে যে বামফ্রন্ট আসার পর থেকে ক্রাইম, মার্ডার, ডেকয়টি, আরসন অ্যাণ্ড লুটি সেটা কি রকমভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটে যাচ্ছে, আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, খুন হচ্ছে, কোন প্রতিকার নেই। কারণ হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তাদের দলে টানতে চায়। এই আগরতলা শহরে আজকেও রাত্রে সেকেণ্ড শো চলে না। আমি এই আগরতলা শহরে আমার স্কুল জীবন শেষ করেছি, আমি কলেজে পড়া শেষ করেছি, আমি এখানে ওকালতি করেছি, আমি রাজনীতি করেছি। কিন্তু আমি কোন দিনই শুনি নি যে আগরতলা শহরে রাত্র ১১ | ১২টার পর লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ক্রিমিন্যাল কারা তৈরী করেছে? ক্রিমিন্যাল তৈরী করেছে বামফ্রন্ট সরকার।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিলের যে উদ্দেশ্য তাতে লেখা আছে—

At Present there are two Armed Polic Battalions in Tripura. In the context of sporadic violent activities of extremist groups, trans-border crimes and other law and order problems, it has been found that the existing strength of armed police under State Government is highly inadequate to meet the requirements. It has also been felt that there should be a especially trained armed force to meet effectively the difficult situations that are faced from time to time. It is threfore, proposed to raise a Special Armed Force as part of Tripura State Police with a high degree of fighting fitness, efficiency discipline and better equipment on the lines of similar forces under other States and Government of India. A seperate enactment is also needed to set out the constitution, superintendence, duties discipline command and control over the members of this Special Force. It is accordingly, propesed that a Special Force known as "Tripura State Rifles" may be raised and an enactment made for this purpose.

2 The Tripura State Rifles Bill, 1983 seeks to achieve the above objects.

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই যে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা

বলেছেন এই সভাতে যে ল্যাচার অব ক্রাইম বেড়ে গেছে—ক্রাইমের, যে গতি প্রকৃতি, এটা পাল্টে গেছে। এটা সত্যি কথা। এটা কাদের আমলে পাল্টালো ? কারা নূতন নূতন ইনোভেশান করে পাল্টে দিয়েছে ? আমরা দেখেছি বামফ্রন্টের আমলে এক্সট্রিমিষ্ট বিজয় রাংখলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন চট্টগ্রামে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। আবার বিনন্দ জমাতিয়াকে বলেছেন 'এসো ভাই, তোমরা রেষ্ট অ্যাণ্ড রিক্রিয়েশান ভোগ করো।' আমরা দেখেছি সৈন্য দলকে যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানো হয় তখন তারা ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলে তাদের "আর এ্যাণ্ড আর" এ পাঠানো হয়। বিনন্দ জমাতিয়াকে এইভাবে বলা হয়েছে। এই যে নতুন একটা রাইফেলস্ তৈরী করছেন, সেখানে তোমরা মডার্ণ আমর্স এ ট্রেনিং নাও। বাংলাদেশ ভাল ট্রেনিং দিতে পারে না। কাজেই স্টেটের ১,২৮ কোটি টাকা খরচাতে তোমরা ট্রেনিং নাও। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে আনব, বিজয় রাংখলদের ফিরিয়ে আনব। তোমরা চলে যাবে এখানে। তার জন্য এই বিলকে সমর্থন করতে পারি না।

আমবাসা থানা লুঠ হয়ে গেল, ২৪টা বন্দুক নিয়ে চলে গেল, অগুনতি বুলেট নিয়ে চলে গেল। আমাদের ত্রিপুরা পুলিশ একটা বুলেটও খরচ করল না। এটা বলতে হবে যে এক্সট্রিমিষ্টদের সংগে এই সরকারের যোগসাজস রয়েছে।

বিজয় রাংখল চলে গেল স্ত্রী-পুত্র, সব সম্পত্তি নিয়ে চট্টগ্রাম পার হয়ে অনেক দূরে। এই সরকার এমন এফিসিয়ান্ট সি, আই, ডি, ডিপার্টমেন্ট ঠিক করতে পারলনা যে একটা একষ্ট্রিমিষ্ট রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কি করে। পালিয়ে যায় নি। তাকে প্রটেকশান করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জায়গায়, যেখানে এক্সট্রমিষ্টদের হামলা হয়েছে কমলপুর, বা অমরপুর, পরবর্তীকালে কোথা থেকে এসে এরা হামলা করে,, তাদের গতিপ্রকৃতি কি, একটা লোক হাওয়া হয়ে যেতে পারে না। পরের দিন পুলিশ গেল, কিন্তু দেখা গেল তারা হাওয়া। কম্বিং হয় কিভাবে ? একটা জায়গাকে ঘেরাও দিয়ে সেখানে কম্বিং হয়।

সেখানে কম্বিং হয়। আমরা জানি বিভিন্ন জায়গায় কম্বিংয়ের নাম করে যে প্রহসন হয়েছে—কম্বিংয়ের আগে খবর দিয়ে দেওয়া হয়। যখন ঠিক হল যে বড়মুড়াতে কম্বিং হবে তখন সেই সব একষ্ট্রিমিষ্টদের অর্থাৎ বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার মানসপুত্রদের খবর দিয়ে দেওয়া হল যে অমুক দিন বড়মুড়াতে কম্বিং হবে। তখন বামফ্রন্টের মানসপুত্ররা চলে গেল ১৮ মুড়াতে, কিছুই পাওয়া গেলনা সেখানে। কিন্তু হয়রানি হল কারা ? হয়রানী হল সাধারণ দরিদ্র মানুষ। আবার ঠিক হল যে আঠারমুড়াতে কম্বিং হবে ঠিক তার আগে সেখানে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল, তারপর ঐ মানসপুত্ররা চলে আসল বড়মুড়াতে আর ঐ দিকে আঠারমুড়াতে কম্বিং হল কিন্তু দেখা গেল যে সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই এই যে বিল 'ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস বিল এই বিলটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ যারা একষ্ট্রিমিষ্ট যারা বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার মানসপুত্র তাদের এই ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস-এর মাধ্যমে টেনিং দিয়ে ওদের হাতে আধুনিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য এই পরিকল্পনা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। যার জন্য এই বিলের নাম হওয়া উচিত ছিল 'ত্রিপুরা একষ্ট্রিমিষ্ট বিল, ১৯৮৩। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই বিধান সভায় এই বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার অনেক অপকীর্ত্তির কথা বলেছি। বলেছি কি ভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে

আইনশৃঙ্খলা পদদলিত করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি, পুলিশের মরেলকে কি ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য রাজ্যের উদাহরণ দিচ্ছেন, সেই সব রাজ্যে মানুষকে মানুষ বলে গন্য করা হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটু তাকিয়ে দেখবেন এই পুলিশ ফোর্সের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি আমরা। চিৎকার করে বলা হয়েছে এই বিধানসভায় পুলিশকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। ভাল, খুব সুন্দর কথা। পুলিশের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে কিন্তু যাদের দ্বারা নিবাচিত হয়েছেন যাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেছেন সেই শতকরা ৮৫জন, তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়নি। ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে অজয় বিশ্বাসের লিষ্টি করা যে সব লোক আছে সেই লোকদের হাতে। আর এখানে চিৎকার করে বলা হচ্ছে যে আমরা গণতন্ত্র দিয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই সব কথা বলার আগে একটু চিন্তা করা দরকার ছিল যে কি রকম গণতন্ত্র তিনি দিয়েছেন। পুলিশ এসোশিয়েশানের ভিতর যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের উপর কি ভাবে দমন পীড়ন চলছে। তাদের ডিসমিস করা হচ্ছে, তাদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে (ইণ্টারাপশান) মুখ্যমন্ত্রীর খাওয়ার অভাব নাই। আপনি এখান থেকে গেলে আপনি ঠিক খাওয়ার পেয়ে যাবেন। কিন্তু একজন পুলিশ কনেষ্টবল তাকে সাসপেণ্ড করা হচ্ছে ডিসমিস করা হচ্ছে (ইনটারাপশান) আমি আশা করি হি উইল রিপ্রডিউস মি। স্যার, পুলিশ এসোশিয়েশনের অনেকে আমার কাছে এসে বলেছে স্যার, আমাদের অপরাধ আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—যে পদ্ধতিতে উনারা ক্ষমতায় এসেছেন সেই পদ্ধতিতেই আমরা জয় লাভ করেছি। সেই লিষ্টের মধ্যে আমরা যেতে পারি নাই, এই আমাদের অপরাধ। আজকে এই হচ্ছে গণতন্ত্র আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক্টারের কথা বলেছেন—সিনেমা এক্টারের কথা—সিনেমা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এন, টি, আর,—এর সংগে বসে এত বড় একটা ফুলের মালা গলায় দিয়ে—এবং সেই মালায় তিনটা নারকেল ছিল সেই মালা গলায় দিয়ে সিনেমা একটারের সংগে ফটো তুলেছেন (ইনটারাপশান) আমি আমার কথাটা এমেণ্ডমেণ্ট করছি—সিনেমা একটার চীফ মিনিষ্টারের সংগে ফটো তুলেছেন মাননীয় স্পীকার স্যার, আর উনি বলেছেন নারী নির্যাতনের কথা। হ্যাঁ, নারী নির্যাতন হয়, কিন্তু আমরা বাস্তবে কি দেখতে পাই? জেলের ভিতর নারী নির্যাতন হয় আর সেটা হচ্ছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে-আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা ভারতবর্ষের বলে এখানে চিৎকার করছেন। (ইনটারাপশান) বলুন আপনাদের কথা শুনতে আমার খুব মিষ্টি লাগে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই সব কথা শুনে আমার একটা কথা মনে পরছে যে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—"কাদের মায়ের বড় গলা" আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই সব গলার কথা শুনে আমার খুব অবাক লাগে। যেখানে প্রকাশ্যে দিবালোকে এম, এল, এ, খুন হয় (ইণ্টারাপাশন—ভয়েস—বিধানসভায় গুণ্ডা নিয়ে আসে) উনাকে বলতে বলুন

কাজেই এই যে বিল এটা হচ্ছে ত্রিপুরা একট্রিমিস্টদের ট্রেনিং দেবার জন্য এবং তাদেরকে যে বেতনভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং বোর্ডারস যারা তাদেরকে সেগুলিতে প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই এই যে অবস্থা এই অবস্থাতে এই বিলকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, দি ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস বিল দেখে মনে হয়েছিল এটাকে সমর্থন করা দরকার। কিন্তু আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনে বুঝা গেল যে, এটা ত্রিপুরার মানুষের সর্বাংগীন উন্নয়নের জন্ত এই বাহিনী গঠন করা হয়নি। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এই বিল করা হয়েছে। এরকম বিল অন্য জায়গায়ও হয়েছিল, যেমন নাগাল্যাণ্ডে সিক্স রাইফেলসও নাগাল্যাণ্ডের এক্সট্রিমিসটদের দিয়ে গঠন করা হয়েছিল। এই যে তৃতীয় বাহিনী, এটাকে পঞ্চম বাহিনীও বলা যায়। কারণ যারা জাতির শত্রু, জাতিতে জাতিতে শত্রুতা করে সেটা ৫ম বাহিনী। কাজেই, ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলকে ৫ম বাহিনী বলা উচিত। এটার উদ্দেশ্য ত্রিপুরার উন্নয়ন নয়, এটার উদ্দেশ্য হবে এ' জার্মাণ এসটেব বাহিনী যে বাহিনী গঠন করা হয়েছিল শুধু ইহুদীদেরকে ধ্বংস করার জন্য। এখানেও এই বাহিনী গঠন করা করা হচ্ছে বিরোধীদেরকে দমন করার জন্য, শাস্তি দেওয়ার জন্য। কষ্ট দেওয়ার জন্য। এটার প্রমাণ আমরা দেখেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে উত্তর প্রদেশের যে পুলিশ বাহিনী সেটা সাম্প্রদায়িক কার্য্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল যার জন্য তখনকার হোম মিণিসটার এই বাহিনীকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। পি, ই, সি, ভি,/এম. পি, এগুলিও ষ্ট্যাট কনষ্টেবল আর্মস। এগুলি যখন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেনি সেখানে ত্রিপুরা ষ্ট্যাট রাইফেল শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এটা আশা করতে পারিনা। এই সমস্ত ফোর্স নিজ নিজ এলাকায় সাম্প্রদায়িক অ্যাকটিভিটিসের সহিত জড়িয়ে পড়ে। ত্রিপুরার এই আর্মস ফোর্সও নিরপেক্ষ থাকবে না এবং ত্রিপুরার মানুষের মঙ্গল করবে, এটা আশা করতে পারিনা। দাঙ্গার সময়ে আমরা দেখেছি এই পুলিশ বাহিনীর নগ্ন চরিত্র। এ মহারানীতে ৬জনকে বেরনেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছিল। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে জগবন্ধু পাড়ার ব্যাপারে এফ, আই, আর নিয়ে হৈচৈ করা হয়েছিল। আপনার নামে, দশরথবাবুর নামেও তো এফ, আই, আর হয়েছিল তখন আপনারা বলেছিলেন যে এই এফ, আই, আর মিথ্যা। আপনারা ভাবেন যে আপনারা ভাল আর সবাই মিথ্যা। আমাদের পার্টির একজন আংচলিক সেক্রেটারী সে কি একজনের বাড়ীতে গিয়ে আগুন লাগাতে পারে? রাজনীতি যারা করে তারা দায়িত্ব নিয়েই করে। যেমন আপনারা করেছেন। সেলেমা পুলিশ ক্যাম্প রেইড হল, কিন্তু এরেস্ট করা হল ধুমাছড়া থেকে আমাদের আঞ্চলিক সেক্রেটারীকে। এগুলি হচ্ছে পুলিশের সাজানো কেস। পুলিশ ভাল করতে গিয়ে খারাপ করছে। কাজেই এই বিলের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই রকম যে, বাহিরটা জামা দিয়ে ঢাকা কিন্তু ভিতরটা কুৎসিত কাল। কাজেই এটাকে সমর্থন করতে পারিনা। এই ষ্ট্যাট রাইফেল এখানে নূতন নয়। এর আগে মহারাজার আমলে এখানে এরকম বাহিনী ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বাহির থেকে লোক আনা হবে. এটাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিনভাগের দুই ভাগ লোক আনা হবে. শুধু সেখানকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য। এখানে এস. সি এবং, এস টি, প্রাক্তন সৈনিক এদের চাকুরীর জন্য কোন প্রোভিশন রাখা হয়নি। এখন বলা হচ্ছে বাহির থেকে লোক আনা হবে। তাহলে কি ত্রিপুরার লোক খারাপ?

ত্রিপুরায় লোক খারাপ হলে এত দরদ দেখাচ্ছেন কেন ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, তিনি কি এফ. আই, আর এর মত কাজ করতে পারবেন না ?

নিশ্চয়ই তা করবেন এবং এটা আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, জুনের দাঙ্গার সময় ঐ রসিরাম বাবুর বিরুদ্ধে যে এফ, আই, আর হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে কেন নেওয়া হয়েছে। কাজেই, পুলিশ তাঁদের খেয়াল খুশীর উপর কাজ করছে। বাদল দেববর্মার বিরুদ্ধে এফ, আই, আর, করা হয়েছিল, তাকে এরেষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় প্রতিদিন কমরেডরা বিবৃতি দিতেন, ঐ বাদল দেববর্মা তাদের সঙ্গে ছিল। এই করে করে এফ. আই, আর, প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সাজান এফ আই, আর. আমাদের বিরুদ্ধেও সাজান হয়েছিল। আমরা সাজাই নি। আপনারাই সাজিয়েছিলেন। এই সব সাজান এফ, আই, আর, দেখে, ত্রিপুরার মানুষ শংকিত। ত্রিপুরায় মানুষকে আরো অশান্তির দিকে ঠেলে দেওয়াই হচ্ছে আপনাদের মূল লক্ষ্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, আপনার সময় শেষ। মাননীয় সদস্য আপনি আরো সংক্ষেপ করুন। অনেক বেশী সময় আপনি নিয়েছেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমি এক মিনিট বলে শেষ করব। স্যার, এই যে বিল আনা হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। এখানে কতজনকে নিয়ে সেকশান হবে, কত সেকশান নিয়ে প্ল্যাটুন হবে, কত প্ল্যাটুন নিয়ে কোম্পানী হবে তা পরিষ্কার নেই। যদিও সৈনিকের সঙ্গে পুলিশের এবং পুলিশের সঙ্গে আধা সামরিক বাহিনীর ডিফারেন্স আছে। আমি নিজেই এন, সি, সি, তে ছিলাম, আমি তা জানি। এখানে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা রাখা হয় নাই, এখানে যদি তা পরিষ্কার ভাবে লিখা থাকত, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হত। এখানে যে সমস্ত ধারা এবং উপধারা আছে তা টেকনিক্যাল ব্যাপার এবং আর্মির প্রতিটি বাহিনীতে একই রকম থাকে, এটার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু আমার প্রতিবাদ হচ্ছে, ইণ্টারন্যাল ধারার বিরুদ্ধে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি 'দি ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস বিল, ১৯৮৩ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮৩) এর বিরোধিতা করছি। আমরা বামফ্রন্টের গতিশীল প্রশাসন এবং গণমুখী প্রশাসন এই দুটির জ্বালায় অস্থির। ত্রিপুরার মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এই সব কারণেই যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁদের এই বামফ্রন্টের আমলে আক্রান্ত হয়েছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবেদনের দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি না, ত্রিপুরায় এক্জিস্টিং পুলিশ ফোর্স আছে কি না, তাদের কোন ফিটনেস্ আছে কি না ? নাকি অলক্ষ্যে প্রশাসনের একটা হাতছানি আছে, কয়াপশন দেখলেও কলম স্তব্ধ করে রাখবে, বন্দুকের আওয়াজ বেরুবে না ? এখানে আমরা যতই চিৎকার করি না কেন, হাত তুলে ভোট অগণতান্ত্রিক—যদিও ব্যালটিং ভোট বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, হাত তুলে ভোট নিয়ে তখন জীবন ও মান সম্মানের এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু আজকে ব্যালটিং ভোটের মাধ্যমে জীবনের নিরাপত্তা নাই। জন প্রতিনিধি আক্রান্ত হচ্ছেন। এটা খুবই পরিতাপের বিষয়, লজ্জার ব্যাপার। তাই বলছিলাম,গণমুখী প্রশাসন এমনই। মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনার ভাষণে বলেছেন, তাঁরা পুলিশকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন, সমিতি করার অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু আমরা পত্র পত্রিকার মারফৎ জানতে পারলাম, যারা সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের হাতে এখনও ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। শুনেছি, মুখ্যমন্ত্রীর দলের লোকেরা হেরে গেছেন বলেই তালবাহানা চলছে। যারা নির্ব্বাচিত হয়েছেন, তারা তাঁর সমর্থক নয় বলেই কি যোগ্যতা নেই ? মিঃ স্পীকার স্যার, তাদের ফিটনেস্ আনার মত ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে রাখা হয় নি। সেই জন্যই আমরা এই বিল দেখে শংকিত হয়েছি। কাজে কাজেই এই বিল ত্রিপুরার জনসাধারণের রক্ষার কারণে হবে না। তাই বলতে হয়,

'পরিত্রাণায় কেডারম

বিনাশায়চ বিরোধীনাম

খুন সন্ত্রাস স্থাপনার্থায়

সম্ভবামী সমূলে বিনশেঃ।'

মি. স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে হাউসের সামনে 'দি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস্ বিল, ১৯৮৩ উত্থাপন করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে ২।৪টি কথা বলছি। এই ধরনের রাইফেলস্যের প্রয়োজনীয়তা হঠাৎ কেন দেখা দিল এই প্রশ্ন অশোক বাবু করেছেন এবং অন্যান্যরাও করেছেন। আমাদের এখানে যে অর্থনীতি গড়ে উঠেছে যার ফলে হাইয়ার এবং লওয়ার এই দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই সব কারণে এমন সব লোক পাওয়া যায় যারা বঞ্চিত হতে হতে সঠিক রাস্তা না পেয়ে হতাশায় চলে যায় এবং এই হতাশাগ্রস্ত লোকদের দিয়ে বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে সাম্প্রদায়িকতা-বাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি হয়ে যায়। এখন বিনন্দ জমাতিয়াকে নিয়ে বড় বেশী কথা বলছেন। কিছু দিন আগেও যখন আমরা বলতাম, বিনন্দ জমাতিয়া মানুষ খুন করছে, সম্পত্তি লুট করছে তখন আপনারা তার আপত্তি জানাতেন। এখন আমাদের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় ভাল হতে পারছে। কিন্তু আপনারা তো সেদিনও বলতেন, এরা সব সোনার টুকরো ছেলে, ভাল ছেলে, টি, ইউ, জে, এস-এর লোক। যখন টি, এন, ভি, তে, বিচ্ছিন্নতাবাদ চলছে তখনও আমরা বলেছি। শ্রীমতী গান্ধী থেকে শুরু করে সবাই যদিও ওরা মদৎ দিতেন তথাপি প্রকাশ্যে বলতেন দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে। শ্যামাচরণ বাবুরা তখন বলেছিলেন, ওরা ভাল ছেলে। কিন্তু এই ধরনের কাজে সমাজের মধ্যে ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায়।

এই ব্যাধি এমনিতেই সারবেনা, সমাজ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ছাড়া। এই শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা যতদিন থাকবে তা চলবে। মানুষের সম্পদ ইত্যাদি রক্ষা করতে গেলে পাহারা-দার নিশ্চয়ই রাখতে হবে এবং তার শক্তি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করতে হবে। এই বৃদ্ধি করার প্রয়োজনেই এই বিলটাকে এখানে আনা হয়েছে। কোন শান্তিপ্রিয় মানুষ বা কোন রাজ্য এটা চাইতে পারে না। কিন্তু যেখানে টি, ইউ, জে, এসের লোকেরা নানা রকম অসামাজিক কার্য্যকলাপ প্রতি-নিয়ত চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তারা শান্তিপ্রিয় নাগরিকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, যেখানে

স্কুল ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, এই সমস্ত কার্য্যকলাপগুলিতো নিশ্চয়ই কেউ চাইবে না। তাই একটা পুলিশ সংগঠনের প্রয়োজন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অসামাজিক কার্য্যকলাপ যে হারে বেড়েছে তাতে, অপরাধ প্রবনতা যে ভাবে বেড়েছে তাতে এই পুলিশ বাহিনী দিয়ে কুলুচ্ছেনা। এবং কুলুচ্ছেনা বলেই একটা শক্তিশলী সংগঠনের প্রয়োজন যাদেরকে এই সব কাজে ব্যবহার করা যায়। এই প্রয়োজনের দিক থেকে এই বিলটাকে আজকে হাউসে আনতে হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন ক্রাইম বেড়ে গেছে এবং কখন বেড়ে গেছে ? বামফ্রন্টের আমলে, এই ক্রাইম কার আমলে বেড়েছে এটা এখানে নির্ভর করেনা। মাননীয় সদস্য এটা বুঝতে পারছেন কিনা আমি জানিনা। হতে পারে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটা দাঙ্গা হয়েছে, এবং তাতেই উনি বলেছেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বেড়েছে। আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লীতে সবচেয়ে বেশী খুন হচ্ছে, সবচেয়ে ডাকাতি হচ্ছে, সবচেয়ে বেশী নারী নির্যাতন হচ্ছে দিল্লীতে। সুতরাং এটা কোন আমলে হচ্ছে ? এটাতো শ্রীমতী গান্ধীর আমল। সুতরাং উনারা বুঝতে চেষ্টা করেন না রোগটা কোথায়। কংগ্রেস রাজত্ব যেখানে থাকবে, অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদিন পর্য্যন্ত থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সব থাকবে। এটাকে আটকে রাখা যাবেনা। কিন্তু আমরা ত্রিপুরাতে এটা অনেকটা আটকে রেখেছি। আমি বলতে পারি, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর যদি কোন দায়িত্বশীল বিরোধী দল এখানে থাকত, তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে ত্রিপুরাতে এই সব সংগঠিত হতে পারতনা। দুঃখের বিষয় তারা সে দায়িত্ব পালন করছেন না। কংগ্রেস আমলে তো খুন হয়েছিল। তা না হলে দীলিপ, তরুন, অরবিন্দরা উদয়পুরের গৌরাঙ্গ দাসেরা কোন সময়ে প্রাণ হারিয়েছিল ? সে সময়ে আমরা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিলাম। ফলে জীবন জিবীকার জন্য আমরা লড়াই করেছি। কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি, ছাত্র যুবকদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। সবই আমরা করেছি গণতান্ত্রিক ভাবে। কিন্তু উনারা পুলিশকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কৃষকদের উপর, সেই যুবকদের উপর তারা গুলি চালাত। এই ছিল কংগ্রেস আমলের অবস্থা। স্যার উনারা নিশ্চয়ই জানেন যে উগ্রপন্থী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সৃষ্টি হয় নি। শ্যামাচরণ বাবুদেরকে আমি একটু পেছনের দিকটা দেখতে বলছি। গত বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা দ্রাউ কুমার রিয়াং তো সাংক্রাক দলের নেতা ছিলেন এবং শচীন বাবুরই তো শিষ্য ছিলেন। এই সমস্ত উগ্রপন্থীতো উনারাই সৃষ্টি করেছেন। এই সব সৃষ্টি করে চেষ্টা করছেন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা যায় কিনা। উপজাতি যুব সমিতির প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা রাজ্যে এ, টি, পি, এল ও, টি, এন, ভি সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ তখন একটা পদ্ধতিতে তারা এই সমস্ত করতেন। স্যার, মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন—প্রশাসনের ঠেলায় উনার মতো বুড়ো মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। স্বাভাবিক। কারণ তারা তো চান পুলিশ গুলি করে সাধারণ মানুষকে মারুক। যেমন মেরেছেন মহারাণীতে। বিনা দোষে জীবন জীবিকার প্রশ্নে যারা আন্দোলন করে তাদেরেই তারা মেরেছেন। মানুষ জীবন জীবিকার জন্য লড়াই করবে সেটা তো তারা চান না। তাইতো মনোরঞ্জন বাবু এখানে বসে আপশোষ করছেন। উনার মাথার চুল পেকেছে, চামড়া ঢিলে হয়েছে, সেই জন্য আগের মত আর ছোটাছুটি করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারেন না। কাজেই উনার নাভিশ্বাস উঠারই কথা। স্যার,

আজকে যাতে মানুষ শোষিত, বঞ্চিত হতে না পারে তার জন্য একটা প্রটেকশানের দরকার, তার জন্যই দরকার একটা শক্তিশালী সংগঠনের। উনারা বলছেন পশ্চিমবাংলা থেকে লোক আনা হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, পশ্চিমবাংলা কি ভারতবর্ষের বাইরে ? ত্রিপুরার কোন ছেলে যদি বাইরে চাকরী করতে যায়, তা হলে কি উনারা বলবেন যে, বাইরে চাকুরী করা যাবে না ? ভারতবর্ষের সৈন্য বাহিনীতেতো সমস্ত ভারতবর্ষের লোক আছে। আসামের বাহিনীতেতো ত্রিপুরার লোক আছে। সি, আর, পিতে ত্রিপুরার লোক আছে। উনারা যে বিচ্ছিন্নতা-বাদের, প্রাদেশিকতাবাদের মদত দিচ্ছেন সেটা তাদের মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেছে। কাজেই তারা যাতে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে, গণতন্ত্র যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্যই এই বিলটাকে হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে। আমি হাউসের মাননীয় সদস্য-দের কাছে অনুরোধ করছি ত্রিপুরায় একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে এই বিলটাকে যেন সবাই সমর্থন করেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস্ বিল, ১৯৮৩ উত্থাপিত হয়েছে, কতগুলি কারণে আমি এই বিলের বিরোধীতা করছি। আমি বুঝতে পারছি না, এই বিলটাকে এখানে উপস্থাপন করে ত্রিপুরার মানুষকে কেন অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন, সে বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে পুলিশ বাহিনী আছে সে বাহিনী উনার বক্তব্য অনুসারে সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। উনার বক্তব্য অনুসারে এই পুলিশ বাহিনী দুর্নীতির চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে।

অথচ এই পুলিশ বাহিনী ? উনারা আবার গণতন্ত্রের কথা বলছেন যে পুলিশ তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে সংগঠন করার জন্য, তাদের জায়গা দেওয়া হয়েছে অফিস ঘর করার, তাদের জন্য অফিস ঘর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো, এটা যদি সঠিক হতো আর সত্যিই তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটাকে যদি মানা হতো তাহলে তো সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তো তাদের ইউনিয়নের হাতে ক্ষমতা অর্পন করে দিতেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে বরং সমস্ত প্রশাসনটাকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য থেকে দেখছেন বলে এখানে আমাদের জনসাধাণরকে চরম দুরবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। উনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই ব্যাটালিয়ানের জন্য বাহির থেকে লোক আনার কথা বলা হয়েছে। বাহির থেকে লোক আনা হোক তাতে আপত্তি নেই কিন্তু বাইরে থেকে লোক তো ত্রিপুরা রাজ্যে জুট মিলের জন্যও আনা হয়েছে, তার অবস্থা আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ? অর্থাৎ যোগ্য লোককে না নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দলীয় লোকগুলিকে ওখানে ঢুকানোর জন্য, পিছনের দরজা দিয়ে নিয়ে এখানকার প্রশাসনকে আরও বেশী করে কলুষিত করার জন্য চেষ্টা চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, এটা শুধু এখানে নয়, এই হাউসের মধ্যেও দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন দায়িত্বশীল লোক, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ লোক, তিনি বিরোধী দলের লিডারও ছিলেন, তিনিও এখানে অশ্লীল কথা বলেছেন খুনী,

ক্রিমিন্যাল ইত্যাদি। এইগুলি কি বলা যেতে পারে ? মিঃ স্পীকার স্যার, অর্থাৎ এখানে সমস্ত প্রশাসনকে কলুষিত করার জন্য, এখানকার মানুষকে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এবং পুলিশ বাহিনীকে দলীয় সংগঠনে পরিচালিত করার জন্য, সাধারণ মানুষের উপর দমন-পীড়ন আরও বেশী করে চালাবার জন্য এই বিল হাউসে আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীজহর সাহা :— আর এক মিনিট স্যার, মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি আশা করবো, যে বিল এখানে আনা হয়েছে সেটা যেন প্রত্যাহার করা হয়। এবং আইন-শৃঙ্খলার কথা আপনারা যেটা বলেন সেটা যদি সত্যই হতো তাহলে এই যে পুলিশ বাহিনী যেটা আছে যারা আজকে কাজ করছে বিভিন্ন জায়গায় যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্য থেকে তাদের সঠিকভাবে পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ভালই হতো। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কখনও কখনও তাদের উপর পরোক্ষ ভাবে চাপ আসছে। যারা সঠিক ভাবে কাজ করতে চায় তাদের বিভিন্ন জায়গায় বদলী করা হবে দুর্গম এলাকাতে নতুবা সাসপেনসান দেওয়া হবে এই ভাবে তাদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। সেই জন্যই আমি আশা করবো যে, এইগুলি না করে প্রশাসন যাতে সঠিকভাবে চলে সে দিকে লক্ষ্য করার জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, প্রশাসনকে সচল করার কথা বলা হচ্ছে, গণমুখী করার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এই হাউসের মধ্যে আমরা দেখেছি বিরোধীদের প্রতি কটুক্তি বাক্য ছাড়া হচ্ছে। তার জন্য আমি আশা রাখব, সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই বিলকে প্রত্যাহার করার জন্য এবং যে বিল হাউসে এসেছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার। আপনি ৬ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস্ বিল, ১৯৮৩—এই সভায় উপস্থাপন করেছেন আমি এই বিলের বিরোধীতা করে আমার বিরোধী নেতা শ্রীঅশোক বাবু যা বলেছেন তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে চাই। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রাইফেলস গঠনের উদ্দেশ্যে এখানে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন কাজ বেড়েছে এবং উগ্রপন্থীদের তৎপরতা বেড়েছে, এগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য এই যে স্টেট রাইফেলস্ গঠন করা হয়েছে। যদিও উনার বক্তব্যে তিনি এটা এই উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তার পেছনে আর একটা উদ্দেশ্য আছে সেটাই আসল উদ্দেশ্য। মিঃ স্পীকার স্যার আমরা কি দেখেছি ? দেখছি যখন এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এসেছে তখন বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা সে দিন বলেছিলেন যে আমাদের পুলিশ লাগবে না, জনসাধারণের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে, জনসাধারণকে দিয়েই আমরা এই প্রশাসন চালাব। সেদিন আমরা দেখেছি, তাঁরা পারসন্যাল সিকিউরিটি পর্য্যন্ত রিফিউজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজকে কি দেখছি বিরাট পুলিশ বাহিনী তাঁদের সামনে, পিছনে থাকতে হয়। শুধু তাই নয় এই রাজ্যের পুলিশ বাহিনী দিয়ে এটা সম্ভব নয়। সেটা যখন সম্ভব নয় তখন আমরা দেখেছি, সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সেই জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যারা তাদের মনে নিরাপত্তা বোধ জাগ্রত করার জন্য তো এটা করা হচ্ছে

না। ক্রাইম বাড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে, দিল্লীতেও ক্রাইম আছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়ও ক্রাইম আছে। আমি স্বীকার করছি, ক্রাইম সেটা সমাজের একটা অঙ্গ, ক্রাইম থাকলে সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ক্রাইমকে কি ভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। দিল্লীতে যদি ক্রাইম করা হয় সেখানে মোকাবিলা করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে যখন ক্রাইম হচ্ছে সেখানে ক্রাইমকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। পুলিশকে সেখানে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে, পুলিশের উপর পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে রাখা হচ্ছে সেটাই আজকে আমরা এখানে দেখেছি। সেটা যদি করা না হতো এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সত্যিকারের যদি সিনসিয়ার হতেন, এই ক্রাইমকে মোকাবিলা করার জন্য নিশ্চয়ই সেটা করতে পারতেন। আমরা কি দেখেছি? দেখছি আগরতলা শহরে ডাকাতি শুরু হয়ে গেল "ডাকাত ডাকাত", "ডাকাতি ডাকাতি", পুলিশও সেটা মোকাবিলা করছে না। কি করবে জনসাধারণ, জনসাধারণ তা বাঁচতে চায়? জনসাধারণ যখন এগিয়ে এল এই ডাকাতের মোকাবিলা করার জন্য নিজেরা ডিফেন্স গড়ে তুলল তখন মুখ্যমন্ত্রী এসে বললেন, আজ থেকে ডাকাতি হবে না, আর ডিফেন্সের প্রয়োজন হবে না। সত্যি কথা মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি বন্ধ হয়ে গেল। কি বুঝতে হবে? আমার মনে হয়, ডাকাতরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিল "আমরা ডাকাতি করবো", মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন "তোমরা ডাকাতি কর"। আর মুখ্যমন্ত্রী যখন বললেন, ডাকাতি করো না তখন ডাকাতি বন্ধ হয়ে গেল। আমরা মনে করছি না এই কথা তিনি বলেছেন কিন্তু কার্য্যকারণে আজকে সেটাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মনে করেন। খুন-খারাপি চলছে, এম, এল, এ, খুন হচ্ছেন, শুধু আমাদের এম, এল, এ, নয়, শাসক দলের এম, এল এরাও খুন হচ্ছেন। কেন? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সেই মামলা তুলে নিলেন কেন, সেই অপরাধীর সাজা হল না কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানতে পারলো না কেন সেই গৌতম দত্তের হত্যাকারী কে? সেই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এতবড় অপদার্থ নয়, আপনি বুদ্ধিমানের মতো যে কাজটা করছেন, আমরা সেই ইনভেষ্টিগেশানের রিপোর্টে কি ছিল।

আমরা জানি ইন্‌ভেষ্টিগেশান করেছেন। আমরা তাই এই সম্পর্কে এই হাউসে প্রডিউস করার জন্য বলছি। প্রকৃত খুনী কে সেই জিনিসটা জনসাধারণ জানুক। প্রকৃত খুনী কে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সেই সাহস নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের মধ্যে দেখেছি তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে জনবিক্ষোভ গড়ে উঠেছে। সুতরাং সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য, রাজনৈতিক দলকে দমন করার জন্য, কংগ্রেস (আই)কে দমন করার জন্য, টি, ইউ, জে, এস, কে দমন করার জন্য তাই এই বাহিনী। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে উদ্দেশ্যে আমরা এই দায়িত্ব নিয়ে এসেছি বিধানসভায়, জনসাধারণের কাজ করার জন্য। সুতরাং যতদিন না পর্য্যন্ত আমরা নিশ্চিত হব যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য এই বাহিনী, সাধারণ মানুষের খুন খারাপি বন্ধ না করে, নারীদের বলাৎকার, নির্য্যাতন বন্ধ না করে ব্যবহার না করে মন্ত্রী এম, এল, এ, ও তাদের ক্যাডারদের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহার করা হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত আমরা এই বিলটিকে সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরা ষ্টেইট রাইফেলস বিল, ১৯৮৩ যে পেশ করেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিল ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে অপরাধ সৃষ্টি করেছেন, অপরাধ করেছেন, এই বিল তাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের দেশে এইখানে যে সমাজ চলছে সেটা হচ্ছে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। সেই শ্রেণীর মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্র একটা শ্রেণীর হাতে থাকে। যার হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র থাকে সেই শ্রেণী তার বিরোধী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সেই রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। আমাদের দেশে এই রাষ্ট্রযন্ত্রটা আছে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া, জমিদারদের হাতে। ফলে সেখানে কলে-কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট বা আন্দোলন হয় সেখানে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করা হয় তাদের বিরুদ্ধে। যেখানে ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তখন কংগ্রেস সরকারের পুলিশ সেই জোতদারদের পক্ষে দাঁড়ায়, ক্ষেতমজুরদের রক্ত মাটিতে ঝরায়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কি দেখেছি ? বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যদিও এইখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সেখানে একটা রাজ্যে সমাজতন্ত্র আসতে পারেনা। উপজাতি যুব সমিতিরা যতই স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান দিক না কেন তা দিয়ে ধনতন্ত্রের অবসান হবেনা। একই দেশ, সেই দেশের মধ্যে একটি রাজ্যে, এইখানে বামফ্রন্ট আসার পরে পুলিশের পক্ষে একটি নতুন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই। চা বাগানে শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করে, তখন দেখা যায় সেখানে পুলিশ মালিকদের পক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়না, শ্রমিকদের উপর নির্যাতন করেনা। পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ভারতবর্ষের চিত্রে কি দেখি, দেশের মধ্যে গরীব মেহনতী মানুষের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার জন্য, তাদের সমিতি, সংগঠন করার অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার জন্য, তাদের ঐক্যকে ভাঙ্গবার জন্য, তার বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়। আর যেখানে পুলিশকে ব্যবহার করতে পারেনা সেই কাজের জন্য বুর্জোয়া, জমিদাররা তাদের প্রাইভেট আরমির ব্যবস্থা করে থাকেন। অপসংস্কৃতিকে ঢালাওভাবে রেখে যুবকদের বিভ্রান্ত করা হয়। তার উদাহরণ হল অপসংস্কৃতি ভরা সিনেমা, বিভিন্ন উপন্যাস। সেই উপন্যাসের ভিতর দিয়ে শিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষাই বেশী থাকে। এইভাবে অপসংস্কৃতিকে ঢালাও ভাবে সাজিয়ে রেখে যুবকদের মানসিকতাকে বিকল করে দেওয়া হয়। তাদের বুর্জোয়া জমিদারদের প্রাইভেট আরাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বোমা, পিস্তল, ইত্যাদি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুলিশ বাহিনীকে ঢালাওভাবে কায়েমী স্বার্থের পক্ষে যারা কাজ করছেন, যারা জাতিতে জাতিতে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রস্তাব আনছেন তারা তা সমর্থন করতে পারছেন না। তাদের ঐ প্রাইভেট আরমি দ্বারা, তাদের হাতে বলি হয়েছে রসরাজ চক্রবর্ত্তী, তাদের হাতে বলি হয়েছেন কালিদাস দেববর্মা, গৌতম দত্ত। তারপর দেখা গেল উপনির্বাচনের আগে চড়িলামে তাদের প্রাইভেট আরমি কি বিশৃংখলা ও খুন খারাপী সৃষ্টি করেছিল। কাজেই এই বিল কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, এই বিল মানুষের নিরাপত্তার জন্য। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে পুলিশের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য কোন নিদর্শন আছে কি ? কিন্তু ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলায় আর্দালী প্রথাকে উঠিয়ে

দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কি দেখেছি পুলিশের মধ্যে উস্কানী দিয়েও তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করা যায়না। কিন্তু কংগ্রেসের রাজ্যগুলিতে দেখা যায় পুলিশ শাসক শ্রেণীর উস্কানীর বিরুদ্ধে লড়ছে। তাই অধ্যক্ষ মহোদয়, ন্যূনতম ক্ষমতার অধিকার যে দেওয়া হয়েছে পুলিশকে তা কংগ্রেস আমলে ছিলনা। কংগ্রেস আমলে তা ছিলনা। আমরা কি দেখেছি ? পুলিশের জীবনের মান উন্নয়নের কোন চিন্তা করেন নাই। তারা নিজেদের কাজে সবসময় ব্যবহার করেছেন। আর একটা জিনিস তার জন্য তাদের অন্যভাবে পয়সা রোজগার করত। ওভারলোড হয়ে যখন গাড়ী আসত তখন বাঁশ টাঙ্গানো হত, তাও মাসের শেষের দিকে। তখন দেখা গেছে গাড়ীর ড্রাইভার ডান হাতটা জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে যেত তখন বাঁশ উঠে যেত। এইভাবে পুলিশরা আলাদা পয়সা রোজগার করত। কিন্তু এখন বামফ্রন্ট সরকার এসে তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন ত্রিপুরায় রাইফেলস্ বাহিনীর জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখে পাঠানো হয়, তখন স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে রাজ্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে তোমরা এখন সি, আর, পি, বাহিনী পাবেনা, তোমরা নিজেরা পুলিশ বাহিনী গড়ে তোল। এই যখন কেন্দ্রীয় সরকার কথা, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হয়ে কথা বলার যুক্তিটা কোথায় তাদের, এইটা বুঝতে পারছিনা। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যে পুলিশ বাহিনীর মান উন্নয়নের জন্য কিছু করছেন তা অস্বীকার করার উপায় নাই। পুলিশ বাহিনী শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

শ্রী মতিলাল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি দেখতে পাচ্ছেন না সেই যে উগ্রপন্থীর একটা বিরাট অংশ যারা পরিচালনা করতেন তাদের হাত থেকে বামফ্রন্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে জীবন যাপন করতে চাইছেন। তাদের আর তারা ধরে রাখতে পারছেনা। "আমরা বাঙালী" দল আজকে সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্তির পথে। তখন নিশ্চয়ই ক্যগ্রেস-ই দল চিন্তিত। উপ-জাতি যুব সমিতির যার মধ্য দিয়ে জন্ম, "আমরা বাঙালীর" যে চরিত্র সে সব আজকে বিধান সভায় তথ্য সহকারে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারজন্য আজকে কংগ্রেস-ই দল উষ্মা প্রকাশ করছেন। কংগ্রেস-ইর পচা-গলা আজ বেরিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই বিলটিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া। আপনি আপনার বক্তব্য ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ত্রিপুরা স্ট্যাট রাইফেলস্ বিল তুলেছেন আমি সেটাকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করি। গত যে মূল বাজেট হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছে পুলিশ বাজেটকে স্ফীত করা হয়েছে। যারজন্য আমাদের উন্নয়নমূলক কাজে টাকার সংকুলান হচ্ছেনা। কাজেই উনি যদি আরও টাকা পেতেন তাহলে আরও কয়েকটি এরকম রাইফেলস্ বিল আনতেন। এটা অত্যন্ত উদ্বেগ জনক। বামফ্রন্ট সরকার এখানে ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক পুলিশ খাতে বরাদ্ধ বাড়িয়ে চলছেন। পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে তাদের কব্জায় আনার জন্য এটাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই বিল যদি কার্য্যকরী হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে

বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিরোধীদলগুলি বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর কোন গণতান্ত্রিক কর্মী স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করতে পারবেনা। তাদের উপর যে পুলিশী অত্যাচার চলছে তা আরও তীব্র হয়ে উঠবে। এই বিল যদি সমর্থন করি, তাহলে জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হবে। এটার পট-ভূমিকা যদি আমরা দেখি যে বিগত ৬ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এর কি ভূমিকা ছিল। আমরা দেখেছি পুলিশকে দিয়ে বিরোধীদলকে শায়েস্তা করা। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কেইস সাজান। তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করা এটাই ছিল পুলিশের কাজ। এখানে একস্টি মিষ্ট নাম করে কত জনকে হত্যা করা হয়েছে তা আপনার মাধ্যমে স্যার যাচাই করতে বলব। এই পুলিশকে শুধু বিরোধীদলকে শায়েস্তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। সরল বিকাশ চাকমাকে খুন করে সি, পি, এমের গুণ্ডারা সেখানকার শ্যামল সাহার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। এমনকি একজন গাঁও প্রধানের বাড়ীতেও যদি গুণ্ডারা আশ্রয় নেয় তাহলেও তাদের বাড়ীতে ঢুকার কোন সাহস পুলিশের নাই। সি, পি, এমের শুধু সমর্থক হলেই তার নামে কোন কেইস করলে তা কার্য্যকরী করার কোন ক্ষমতা কি পুলিশের আছে। এই হচ্ছে বামফ্রণ্টের অবস্থা। এরপর যদি এই ত্রিপুরা রাইফেলস্‌ নামে আরেকটি দল গঠিত হয় তাহলে বিরোধীদের কি আর কোন উপায় থাকবে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—শেষ করছি স্যার, যারা গ্রামের লোক তারা জানে কারা দোষী আর কারা নির্দ্দোষী। যারা দোষী তাদের কোন সেণ্ট্রাল জেলে পোরা হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এমন অনেক ধারা তৈরী করা হয়েছে যাতে গ্রামের লোকেরা গাঁওপ্রধানের কথায় উঠবেন আর বসবেন। সমস্ত বিরোধী দলকে গ্রেপ্তার করার জন্য এই ত্রিপুরা রাইফেলস গঠন করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এটা গণতন্ত্র বিরোধী. এটা ত্রিপুরার অগ্রগতির বিরোধী। এত টাকা খরচ করে এই বিল আনা হয়েছে যে, ত্রিপুরার স্বার্থে, জন-স্বার্থে আসবে না। তাই এই বিলকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৪, ১৯৮৩ ইং তাতে যে ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস এর গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে বিলটিকে সমর্থন করতে পারিনা। কারণ আমি প্রথমে আশা করেছিলাম যে এই ব্যাটেলিয়ন খুললে আমাদের ত্রিপুরার বেকার ছেলেরা নিয়োগ হবে। কিন্তু আজকে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্যদের ভাষণ শুনে এটা উপলব্ধি করলাম যে এই বাহিনী প্রতিহিংসামূলক করা হচ্ছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে এই বিলটিকে সমর্থন করব, কিন্তু যেহেতু তাতে একটা তিক্ত প্রতিহিংসা রয়েছে এই বিলের পেছনে তাই সেটাকে কোনমতেই সমর্থন করতে পারলামনা। আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে বিডিসির সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হবে, কিন্তু নোটিফায়েড এরিয়াতে কোন নির্ব্বাচন না করে সেখানে সিলেকসান করা হল। আজকে আমরা দেখছি যে বামফ্রণ্ট সরকার নিজেরা আইন তৈরী করছেন আর অন্যদিকে নিজেরা সেই আইন ভঙ্গ করছেন। উদয়পুরে কিছুদিন আগে ১৪৪ ধারা জারি হয়া হয়েছিল অথচ আমরা দেখছি যে বামফ্রণ্টের সমর্থকরা সেই আইন ভঙ্গ করেছে।

অথচ পুলিশ কিছুই করেনি। আজকে পুলিশের ক্ষমতাকে খর্ব করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের যে ক্ষমতা আগে ছিল সে ক্ষমতা যদি খর্ব্ব না করা হতো তবে আর নতুন কোন ব্যাটেলিয়ন খোলার প্রয়োজনীয়তা ছিলনা।

এই গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি ঘটনায় মাননীয় সদস্য শ্রীসমরবাবুর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের জবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেসান-এর সময় তখন পাইনি। যে ঘটনা ঘটেছিল বেজিমারা সেই ঘটনার প্রকৃত আসামীকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সমরবাবু বলেছেন যে, ঘটনার আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয় ৬ তারিখ। সুতরাং এই ভাবে যদি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয় তাহলে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বলে আর কিছুই থাকবেনা। কালকের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে আমি বুঝতে পেরেছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে স্বয়ং মাননীয় স্পীকারের নিকট নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার জন্য বলেছেন। কারণ জনসাধারণ আজকে বামফ্রন্টের এই নীতির জন্য তিক্ত বিরক্ত। তাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজেও তার নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারছেন না। আর তিনি কিভাবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবেন? তাই আমি বলব যে এই অবস্থায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

সুতরাং এই বিলকে আমি কোনমতেই সমর্থন করতে পারিনা। বিলটিকে অসমর্থন করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতি গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস গঠনের জন্য ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১৪, ১৯৮৩ এর এখাকে এনেছেন এটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারিনা। কারন এর আগে ত্রিপুরাতে যে দুইটি ব্যাটেলিয়ন রয়েছে সে ব্যাটেলিয়নগুলির কাজকর্ম দেখে মনে হয় যে, ত্রিপুরাতে আর কোন নতুন পুলিশ ব্যাটেয়িনের প্রয়োজন নেই। এই ফোর্স গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেস (আই) এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে সায়েস্তা করা। কারণ আমি দেখেছি যে গত নির্বাচনের পর যখন কংগ্রেস (আই) সেখানে জয়লাভ করে তখন সেখানে যে পুলিস ফাঁড়ি ছিল সেটাকে তুলে নিয়ে আসা হয়। আমি বার বার সরকারের নিকট আবেদন করেছি যাতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য সেখানে ঐ পুলিস ফাঁড়িটি বসানো হয়। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেন নি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আগে কংগ্রেস আমলে মন্ত্রীরা যখন কোন কোন পুলিশ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য রাখতেন তখন বর্ত্তমানে যারা ট্রেজারী বেঞ্চে রয়েছেন তারা সমালোচনা করে বলতেন যে মন্ত্রীদের রক্ষার জন্য এত পুলিশ কোন দরকার হয় না। অথচ এখন আমরা দেখতে পাই যে শুধু মন্ত্রীদের জন্য নয়, এম, এল, এ, দের এমন কি গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধানদের বাড়ীতে পুলিশ ফাড়ি বসানো হয়েছে। তাদের যাতায়াতের সময়ে পুলিশ দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আজকে আমরা দেখি যে স্বয়ং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীরই নিরাপত্তা নেই। তিনি আজকে চড়িলামের উপর দিয়ে যেতে পারেন না, জনগণ তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেয়, সেই কমলপুরে তিনি যাবার পরে সেখানকার ছেলেরা তাকে গালিগালাজ দিয়েছিল,

ধর্মনগর যখন তিনি যান সেখানেও ছেলেরা তাকে গালিগালাজ করেছিল। তেলিয়ামুড়ার ডাক বাংলায় তিনি আর যেতে পারেন না। কারণ জনগণ তার উপর ভীষণ খেপে রয়েছেন।

আজকে এখানে যে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আনা হয়েছে পুলিশের খাতে তা যদি এই খাতে অযথা ব্যয় না করা হতো তবে জনগণের অনেক উপকার হতো। আর ত্রিপুরাতে যে দুটি ব্যাটেলিয়ন রয়েছে সে দুটি ব্যাটেলিয়নই ত্রিপুরার শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। সুতরাং এখানে যে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

যদি এই বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে না যায় তাহলে ভোটে পাশ করে কি লাভ হবে? উনাদের পুলিশ দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কোন কাজ হবে না। তারপর বিভিন্ন জায়গায় যে খুন সন্ত্রাস লেগে আছে পুলিশের কি দোষ বলব? যদি খবর দেয় অমুখ জায়গায় খুন সন্ত্রাস হচ্ছে, বাজার লুঠ হচ্ছে. আগুন লাগিয়েছে তখন ফোনে বলে দেবে ওরা আমাদের লোক, খবরদার তাদের ধরবে না। তখন দারোগা বাবু কি করবেন। কলম গুটিয়ে বসে থাকেন। কারণ বেশী বাড়াবাড়ী করলে তাদের ট্রান্সফার হবে, সাসপেসান্স হয়ে যাবে। কাজেই এই বিল আমি সমর্থন করতে পারি না। এই ব্যয় যদি জনগণের স্বার্থে করা হত তা হলে আমি সমর্থন করতে পারতাম। তাই এই বিলটাকে আমি পুরোপুরি বিরোধিতা করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীবিমল সিন্‌হা।

শ্রীবিমল সিনহা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে এই দি ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস বিল, ১৯৮৩ বিলটি এনেছেন, আমি এটাকে সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলনেতা অশোকবাবু বলেছেন, এই বিলটির নাম হওয়া উচিত দি ত্রিপুরা এক্সটিমিষ্ট প্লেনিং অ্যাকট, ১৯৮৩। এই কথা তারা বলতে পারেন। এটা তাদের কাছে নুতন নয়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের আই, জি, পি, গফুর সাহেব যখন বি, এস, এফ,—এর কমাণ্ডেন্ট ছিলেন এবং ডি, আই, জি, ছিলেন তখন নাগাল্যাণ্ডের সাদাক অঞ্চলে ১১১ নং বি, এস, এফ ব্যাটেলিয়ান কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট ঠিক এই রকম ভাবে উগ্রপন্থী নিয়ে গঠন করেছিল। কাজেই উনার মনে মনে ধারণা এখানেও এরকম ভাবে বোধ হয় একটা কিছু হতে যাচ্ছে। সে জন্য উনারা আতংকিত হচ্ছেন। কাজেই এটা নূতন কথা নয়। এর ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবর্ষের নর্থ ইষ্টার্ণ জোনে তাদের অবহেলা এবং উপেক্ষার ফলে এক্সট্রীমিস্টদের আন্দোলন গজিয়েছে এবং সেই জন্যই তিনি এটা বলছেন। কাজেই উনার পক্ষে এই বিলটার এই ভাবে নামা করণ করাটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন যে বিজয় রাংখলকে বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি করেছে। বিজয় রাংখলকে পুলিশী প্রহারায় বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। এটা উনি ধারণা করতে পারেন। এই সমস্ত উগ্রপন্থীর ইতিহাস, বিশেষ করে নর্থ ইষ্টার্ণ জোনের ইতিহাস যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখব। ঠিক এমনি করে উগ্রপন্থী নেতা জাফর ফিজো নাগাল্যাণ্ডের মধ্যে যখন অবহেলিত জনগণের জন্য বামপন্থী সংগঠন গড়ে তুলছিলেন তখন পণ্ডিত নেহেরু তাকে ঠেলে দিয়েছিলেন লণ্ডনে, তাঁকে স্মাগল করেছিলেন তিনি নিজে ওলনে। কাজেই সেই দৃষ্টান্ত আছে।

এটা নুতন কিছু নয়। তারপর মিজোরামের সেই লালডেঙ্গাকে বাংলাদেশের মাধ্যমে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন ১৯৬৮ সালে এবং সেখান থেকে তিনি যখন দিল্লীতে আসেন, ইন্দিরা গান্ধী তখন তাকে বহু উপঢোকন দিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের ঐক্যকে দুর্বল করার জন্য, ভারতবর্ষের সংহতিকে টুকরো টুকরো করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আজকে এই ঘটনা যারা করে তারা মনে করতে পারে যে বিজয় রাংখলকে বামফ্রন্ট পুলিশ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে চট্টগ্রামে। এই বিজয় রাংখলই বলুন, উপজাতি যুবসমিতিই বলুন, তাদের জন্ম কংগ্রেসের কোলে। সুখময় বাবুই বলুন, শচীন বাবুই বলুন ওরাহ তো তাদের টাকা পয়সা দিয়ে এমারজেন্সীর সময়ে বলেছেন বামপন্থী শক্তিকে দুর্বল করার জন্য। আজকে ট্রাইবেল যুবকেরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে, ঐ পথ ভ্রাতৃঘাতি পথ। ঐ পথ গণতন্ত্র হত্যার পথ। আজকে তাদের সাথে ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন সরলপদ জমাতিয়া এবং আরও অনেকে। যুব সমিতিকে বিশেষ স্কুলে ট্রেনিং দেবার যখন প্রথম সিদ্ধান্ত হয় এই নগেন্দ্র জমাতিয়া সহ উগ্রপন্থী-দের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কংগ্রেস (আই) এর পক্ষ থেকে তখন তারা সেই ট্রেনিংটা পায়। দরকার হলে আমি প্রমাণ করে দেব (ইন্টারাপশান)। প্রমাণ করতে পারব সুধীর বাবু। আপনারা দেশটাকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চান, আমরা চাই জোড়া লাগাতে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিনন্দ জমাতিয়ার সারেণ্ডার নিয়ে উনারা আতংকিত। অনেক বক্তব্য রেখে গেছেন। আমি এইসব কথা নিয়ে কিছু লতে যাচ্ছি না। আজকে যদি এই ষ্টেট রাইফেলস্ গঠন হয় তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে নিরাপত্তা নেই তারা বলছেন। আমিও স্বীকার করি যে, নিরাপত্তা নেই। আজকে নিরাপত্তা কিভাবে থাকবে? আজকে মাননীয় কংগ্রেস (আই) দলের বিধায়করা যদি অস্ত্র নিয়ে, বাহিনী নিয়ে বিধানসভার মধ্যে আসেন, এই পবিত্র বিধানসভায়—যে বিধানসভাকে মহাত্মা গান্ধীর কথাতেই বলুন, ডঃ আম্বেদকারের কথাতেই বলুন, পবিত্র বিধানসভা, পবিত্র জায়গা এটা (ইণ্টারাপশান), তারাই এটাকে শুয়োরের খোঁয়াড়ে পরিণত করেছেন, তারাই এইখানে চেয়ারটাকে নিক্ষেপ করেছেন। এই ধরণের ঘটনাই প্রমাণ করে যে, নিরাপত্তা নেই। আজকে অশোক বাবু বলছেন এম, এল, এ, নিহত হচ্ছে। এম, এল, এ, তো সাধারণ ব্যাপার। আমরা কত কষ্টে স্টিফেন সাহেবকে রক্ষা করলাম. তিনি একজন সর্বভারতীয় নেতা কংগ্রেস (আই) এর। তিনি হাওয়াই জাহাজ থেকে আসতে পারলেন না। আপনাদের বাহিনী হাতে গদা নিয়ে নৃত্য আরম্ভ করলেন। কাজেই আপনারা যদি পরিকল্পনা করেন এই দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাবেন তাহলে স্টেট রাইফেলস্ দরকার।

অশোকবাবু বলেছেন, কংগ্রেস ৩০ বছর এইরকম করেনি। আমরা বলব বামফ্রন্ট আমলে এটা হয়েছে। আমরা বলব এই কারণে যে, ৩০ বছর আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন এবং মানুষ শোষিত হয়েছে। সুতরাং মানুষের কণ্ঠকে আপনারা স্তব্ধ করে দিয়েছেন এবং শোষিত মানুষেরা ভদ্র। সেজন্য তারা আপনাদের চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

যখন আপনারা ক্ষমতা হারালেন তখন ডেগার নিয়ে আক্রমণ করেন। ঐ মান্দাইয়ের ঘটনা এটা কংগ্রেস আমলের ঘটনা নয়। সেখানে কয়েক শত মানুষ খুন করা হল। এটা বামফ্রণ্টের আমলেই হয়েছে। এবং সেটা কেন করা হল? না, যে ত্রিপুরায়

রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করতে হবে। ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন আনার জন্য এই খুনের চক্রান্ত করা হল—কি প্রয়োজন ছিল এর? এত রক্ত পিপাসার কোন প্রয়োজন ছিলনা। যখন দেখা গেল যারা শোষিত জনগণের হাতে ক্ষমতা এসেছে তারা শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার একটু সুযোগ পাচ্ছে তখনই তারা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই যে মাননীয় বিরোধী দল নেতা বললেন যে, এখানে পুলিশ এসোয়িশানের কিছু লোক উনার কাছে ঘিরে বিভিন্ন কথা জানিয়েছেন। কিন্তু আমি নাম করে বলতে পারি, ঐ মান্দাইয়ে যারা বন্দুক নিয়ে বসেছিল যারা ঐ সময় সাহায্য করেছিলেন তারাই আজকে এই পাল্‌টা পুলিশ এসোশিয়েশান করেছেন। (ইণ্টারাপশান—ভয়েস—পাণ্টা এসোশিয়েশান করেনি) কাজেই, আজকে এই যে বিল এসেছে সেটাকে সমর্থন জানিয়ে বলছি যে, এই বিলের দ্বারা ত্রিপুরার সন্ত্রাস দমনের জন্য ত্রিপুরার সমাজবিরোধীদের স্তব্ধ করার জন্য সহায়ক হবে। এই বলে আমি বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— শ্রীসমর চৌধুরী

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে এখানে যে সব কথা বলা হয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এইগুলি হতে বাধ্য। স্যার, আগামী সম্প্রতি পার্লামেন্টের কিছু তথ্য তুলে ধরছি। দিল্লীতে ৮২-৮৩ সালে ৮৩৩ জন মারা গিয়েছেন। সেই তথ্য দিয়েছেন বেঙ্কট সাহেব। ১৩৪ জন মারা গিয়েছেন খুন হয়েছে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। স্যার, এটা ঠিক কোন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই ভাবে মানুষ মরতে পারেনা এবং দেখা যায় যখন এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই সব সমাজবিরোধীরা শক্তিরা একত্রিত হয়ে এ'সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা ঐসব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি আসতে আসতে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিতে বাধা দেওয়ার জন্য অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করে আসছিল এবং এটা শুধু জঙ্গলেই নয় সমতলেও এটা চলে আসছিল—ঐ বিশালগড়ে আমরা দেখেছি বন্দুক, রামদা নিয়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে। এবং সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি চড়িলামে আমরা সেটা দেখেছি বিলোনীয়ায়, আমরা লক্ষ্য করেছি উদয়পুরে। কাজেই এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে হলে এই ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস বিলের দরকার আছে। স্যার, আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের বিরোধী দল নেতা এবং টি. ইউ. জে এস. র মাননীয় সদস্যরা কিছু বক্তব্য রেখেছেন। আমি উনাদের জিজ্ঞাস করতে চাই যে উনাদের নিজেদের দলের মুখ্যমন্ত্রীগণ নিজেদের রক্ষার জন্য কি না করছেন। (ইণ্টারাপশান) এই সব রাজ্যগুলিতে কি অবস্থা চলছে? উঁরাই আবার খুনের কথা বলছেন। স্যার, পাঞ্জাবের অবস্থা কি সেই পরিস্থিতি নিয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু আইন শৃংঙ্খলার প্রশ্নে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, গত বিধান সভার নির্বাচনের সময় কংগ্রেস (ই) প্রেসিডেণ্ট অশোক বাবুর উপর বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ চালান হয়েছিল, এমন কি তাঁর বাড়ীতেও আক্রমণ চালান হয়েছিল। এবং সেখানে দেখা গিয়েছে যে বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইতে

হয়েছিল এবং বামফ্রন্ট সরকার আর্মড পুলিশ দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এই হয়েছে স্যার, কংগ্রেসের চেহারা। স্যার, আমরা দেখেছি যে, এই বিধান সভায় এম, এল, এ, র সার্টিফিকেট নিয়ে এসে চেয়ার ছুড়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খুন করতে চায়, এই হচ্ছে কংগ্রেসের চেহারা। স্যার, আমরা আরও দেখেছি গত বিধান সভার নির্বাচনের আগে ধর্মনগরে রাইফেল নিয়ে এসেছিল—একটা দুইটা নয়—আর আমাদের মাননীয় মন্ত্রী দশরথ দেব যিনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নেতা যিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কৃষকের নেতা যিনি সমগ্র ত্রিপুরার জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা তাঁকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেটা কি কোন গোপন কথা ? কারা করেছিল সেই সব ? শ্রীমতী গান্ধী একটার পর একটা জনসভা ত্রিপুরায় করে গেলেন, একবারও তিনি প্রতিবাদের একটা কথাও বলেননি। আমরা দেখেছি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ লস্কর এসেছিলেন, তিনি আরও বেশী উস্কানী দিয়ে গেলেন যাতে আরও বেশী খুন খারাপী করা হয়। স্যার, নির্বাচনের আরও ইতিহাস আমি জানাচ্ছি,—বিলোনিয়া থেকে মনোরঞ্জন বাবু এসেছিলেন তিনি কংগ্রেসের টিকিট পেলেন না আর অমরপুরে জওহর সাহা কি করলেন ? এখান থেকে যখন কংগ্রেসের নমিনি পাঠান হল তখন তাকে কিডন্যাপ করা হল (ইন্টারাপশান—ভয়েস –চালিয়ে যান, চালিয়ে যান) আমরা এখানে একসিট্রমিষ্ট সৃষ্টি বন্ধ করেছি।

এই গত বিধানসভার ইলেকশনে, পার্লামেন্টের ইলেকশনে যখন সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ত্রিপুবার সিক্স সিডিউল চালু করার পক্ষে ঠিক সেই সময়ে দেখা যায় বিরোধী দলের নেতা অশোক বাবু তার বিরুদ্ধে। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবুরা বলছেন যে, ষষ্ঠ তপশিল এখানে চালু হতে দেব না। উগ্রপন্থী কারা সৃষ্টি করেছে ? যারা সৃষ্টি করেছেন তারা দেখছি এক সুরে এক গলায় এখানে চীৎকার করছেন। এই কংগ্রেস উপজাতির সর্বনাশ করেছেন। কাজেই আমি মনে করি এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যেভাবে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে এবং উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে যেভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কোণঠাসা করার জন্য চেষ্টা করছে সেখানে এই ষ্টেট রাইফেল বিল বামফ্রণ্ট সরকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করবে। এই জন্য এই বিলকে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলের উপরে মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের বক্তব্য শুনেছি। আমি জানি না যারা সন্ত্রাসবাদী, সাম্প্রদায়িক বা বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে কাজ করছে। সেই শক্তি ছাড়া আর কেউ এই বিলকে ভয় পান কি না। যারা শান্তির স্বপক্ষে এবং জাতি-উপজাতি সব অংশের মানুষকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, এই বিল থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে, ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর থেকে এই সন্ত্রাস বাড়ছে। আমি তাদেরকে পাঞ্জাবের দিকে তাকাতে বলছি।

কংগ্রেস সেখানে রাজত্ব করছে এবং তারপরে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। সেখানে সমস্ত পুলিশ মিলিটারীকে নামানো হয়েছে :— সেখানে কয়টা অস্ত্র এই

পর্য্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ? কয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ? সেখানে যদি এই পেছনে আমেরিকান সি, আই, এর, এজেন্ট থাকে তাহলে ত্রিপুরায় থাকবে না কেন ? ঐ চড়িলাম ও বিশালগড়ে যা চলছে তার পেছনে সি, আই, এর এজেন্ট থাকতে পারে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে এটা সীমান্ত এলাকা, প্রায় চার দিকে বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে ঢুকছে, সোভিয়েত এমব্যাসী পর্য্যন্ত সেখান থেকে চলে যাচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে সি, আই, এর এজেন্টরা সংক্রিয়। ডিঘেনসে সি, আই, এর, এজেন্ট বিধানসভায়, ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী অফিসের মধ্যে সি, আই, এর, এজেন্ট, সজাগ থাকতে হয়। সি, আই, এ কিভাবে খুন করে সেটা মুর্খরাও জানে। তারা যারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে. তাদের সংগঠন আছে। এই সমস্ত সি, আই, এর এজেন্টদের সম্পর্কে শ্রীমতি গান্ধী সতর্ক করে থাকেন। সেখানে আমরা সতর্ক করলে গায়ের মধ্যে লাগে কেন ? মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বুঝতে হবে এই সমস্ত ঘটনা সময় বিশ্বে এবং দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি জাতীয়তাবাদী শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিনন্দ জমাতিয়া নাকি আতংক সৃষ্টি করেছে। এই বিনন্দ জমাতিয়া, টি, এন, ভি ও টি, ইউ জে, এস, একশোরও বেশী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গণ মুক্তি পরিষদের সি, পি, আই (এম) এর সদস্যকে খুন করেছে। আজকে সি, আই, এর এজেন্ট হিসাবে এখানে যারা কাজ করছে, যারা ইলেকশন বন্ধ করার জন্য কাজ করছে বিশালগড়, চড়িলামে, তারা খুন খারাপি করছে কেন ? শান্তিপ্রিয় মানুষ আতংকগ্রস্ত হওয়ায় কোন কারণ নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য খুব বেশী দীর্ঘ করব না। এখানে পার্সোনেল সিকিউরিটি সম্পর্কে বলেছেন আমাদের মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু। শ্রীমতি গান্ধীর জন্য কত লোক লাগে ? তিনি তো সবচেয়ে জনপ্রিয়। শ্রীমতী গান্ধী কোথাও গেলে সেখানে ১৫ দিন আগে জানিয়ে দিতে হয় এবং সেখানে হাজার হাজার লোক লাগে। শ্রীমতী গান্ধীর জীবনের মূল্য আছে আর রাজ্যের মানুষের জীবনের মূল্য নাই ? এই বিধানসভায় বকসিস পাবেন না। যে সিকিউরিটি চাবে তাকে দেওয়া হবে। অশোক বাবু চাইলে দেওয়া হবে, সুধীর বাবু চাইলে দেওয়া হবে। যে কোন লোক শ্রীমতী গান্ধীর রক্তের চেয়ে তাদের রক্তের দাম কম নয়। এখানে বকসিস দেওয়া হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার. এখানে ডাকাতির কথা বলা হয়েছে। সমস্ত এন্টি-সোসিয়েল বাংলাদেশের গুণ্ডা এখানে আনা হয়েছে। রাত্রিতে লোক বের হতে পারে না। আমি দিল্লী থেকে এসে যখন এই অবস্থা দেখলাম তখন এই সমস্ত অ্যান্টি সোসিয়েল এলিমেন্টসদেরকে ধরার ব্যবস্থা করি। সঙ্গে সঙ্গে দেখি সব বন্ধ হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য জমাতিয়া বলেছেন, আরো টাকা খরচ করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে চাই, আমরা সি, আর, পি, এফ-এর জন্য টাকা খরচ করছি, আমরা খরচ করছি আর, এস, এর জন্য। আমরা যারা রাজ্যের ক্ষমতা চাই, তারা রাজ্যের মধ্যেই সেটা করছেন। আর যারা চান, কেন্দ্রের স্বৈরাচারী হয়ে সি, আর, পি, দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করে ফেলুক, রাজ্যের অধিকারকে বঞ্চিত করুক তাদের কথা আলাদা। কেন্দ্র বিভিন্ন রাজ্যে সি, আর, পি, বাহিনী ও পুলিশ অফিসার পাঠিয়ে ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে চাইছে, তখন তো তার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন কথা শোনা যাচ্ছে না। এটাতো গণতন্ত্রের লক্ষণ নয়। এই ভাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় না। শ্রীমতী গান্ধী মুখে বললে ত. আর

গণতন্ত্র হয় না। রাজ্যের অধিকারকে মুখে বলে শক্তিশালী করা যায় না। মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে রসিক বাবু বলেছেন, রাজ্যের থেকে কেন নেওয়া হবে না, কেহ কেহ বলেছেন, পশ্চিমবাংলা থেকে নেওয়ার জন্য আনা হয়েছে, আবার কেহ কেহ বলেছেন, সি, পি, এম, ক্যাডার দিয়ে করানোর জন্য এটা আনা হয়েছে। একটা লাইন ঠিক করুন আপনারা। এক এক জন এক এক রকম বললে তো চলবে না। আমি এখানে বলতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্য যে ভাবে গঠিত তাতে পাহাড়ী এবং বাঙালী দু'টি অংশ আছে। এমন একটি বাহিনী গঠন হবে যেখানে উভয় অংশের মানুষ থাকবে। এখানে পশ্চিমবাংলা থেকে আনার কথা বলা হয় নি। পশ্চিমবাংলা থেকে আনার কোন প্রশ্নই উঠে না। এখানে প্রচুর বাঙালী আমাদের আছে। অবাঙালী রাজ্য থেকে লোক আনা হবে। যেমন রাজস্থান থেকে, গাড়োয়াল থেকে কিংবা পাঞ্জাব থেকে লোক এনে বাহিনীকে শক্তিশালী করব। এটা আমাদের নীতি। আমরা অনেক বার বলেছি, আপনারা না চাইলেও করব। ট্রাইবেলদের নেওয়া উচিত, ট্রাইবেলদের মনে আস্থা অর্জন করার জন্য, ট্রাইবেলদের সংখ্যা আনুপাতিক হওয়া উচিত আস্থা অর্জ্জন করার জন্য, অফিসারদের মধ্যে তাদের নেওয়া উচিত তাদের মনে আস্থা অর্জ্জন করার জন্য। ওদের ভাল না লাগলেও করতে হবে। কারণ, এইখানে এমন একটা সরকার আছে, যারা উভয় অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান। কিছু অবান্তর কথা এখানে আনা হয়েছে, পুলিশ এসোসিয়েশান সম্পর্কে। কিন্তু পুলিশ এসোসিয়েশানের নির্বাচন কবে হলো সেটা আমরা জানি না। কংগ্রেস (আই) অফিসে হয়ে থাকলে আলাদা কথা। পুলিশ এসোসিয়েশনের যে নিয়মাবলী সেটা এখনও আলাপ আলোচনার মধ্যে রয়েছে, সেটা এখনও তৈরী হয় নি। কিন্তু অশোক বাবু এবং মজুমদার সাহেব নির্বাচন করে দিলেন। তাদের অফিসে যদি সাংগাঠনিক নির্বাচন হয়ে থাকে, তাহলে তো আমরা সেটা মেনে নিতে পারি না। এটার সঙ্গে তো সরকারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এর পরেও হাউসে অনেক কাজ আছে। কাজেই এই বক্তব্য রেখে আমি শেষ করছি এবং আশা করব, এই বিলটি সর্বসম্মতি ক্রমে এইখানে গৃহীত হবে।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura State Rifles Bill, 1983 (Tripura Bill No. 14 of 1983) বিবেচনা করা হউক।"

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ২২নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছে "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার স্যার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল :—

The Tripura State Rifles Bill, 1983 (Tripura Bill No. 14 of 1983)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Sri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House, 'that the Tripura State Rifles Bill, 1983. (Tripura Bill No. 14 of 1983) be passed.'

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

'The Tripura State Rifles Bill, 1983 (Tripura Bill No. 14 of 1983). পাশ করা হউক।,

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— The Tripura Bilding

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— 'The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Second Amendment Bill, 1983 (Tripura Bill No 16 of 1983) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় এল, এস, জি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Sri Baidyanath Majumder — Mr. Speaker Sir, I beg to move that. 'The Tripura Buildings (Lease and Rent control) (Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 16 of 1983) be taken into consideration'.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কি বিলটির উপর কোন বক্তব্য রাখবেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এটা একটা ছোট অ্যামেণ্ডমেণ্ট। ১৯৭৫ সালে এখানে এই ত্রিপুরাতে এই ল্যাণ্ড কন্‌ট্রোল বিল হয়েছিল। তার পরে ১৯৭৮ এর কোন একটি সময়ে ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে লিখলেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যারা কাজ করে তারা কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বদলী হয়ে যান। তাদের যদি কোন নিজস্ব বাড়ী থাকে, তাহলে কখনো কখনো সেই বাড়ী ভাড়া দিয়ে দেন। কিন্তু দেখা গেছে, রিটায়ারমেনটের পরে অথবা কোন কারণে অফিসার বা কর্মী যাদ মারা যান, তাহলে তাদের বিধবা পত্নীরা সেই বাড়ীর দখল নিতে গেলে সময়মত দখল নিতে পারেন না। এই সব কারণে একটি বিল থাকার দরকার। এই ব্যাপারে ফাষ্ট অ্যামেণ্ডমেনট করলাম ১৯৮২ সালে। কিন্তু সেই অ্যামেণ্ডমেনে কয়েকটা মিসি

হয়ে গিয়েছিল। সেইটুকুই শুধু অ্যামেণ্ডমেনট করতে চাইছি। ২য় অ্যামেণ্ডমেনট যেখানে হবে সেটা অ্যামেণ্ডমেনট বইতে সেকসন (১২) তে আছে।

2. In clause (b) of sub-section (11A) of Section 12 of the Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Act, 1975.

(1) after the words 'becomes a landlord of any premise' and before the words 'on the ground that' the words 'shall be entitled to recover pessession of such premises' shall le inserted.

তারপর আরেকটা জায়গায় একটা শব্দ ইনসার্টেড হবে। সেটা হচ্ছে— after the words 'shall include' and before the word 'or' the word 'her' shall be inserted. এই হচ্ছে স্যার আমার এমেণ্ডমেনট।

মিঃ স্পীকার :— এই এমেণ্ডমেনটের উপর আর কোন আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় এল, এস, জি, মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো 'The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) (Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 16 of 1983). বিবেচনা করা হউক।'

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং ও ২ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক ধাবাগুলি বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো…' বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য হউক'।

(বিলের শিরোনামটী ভোটে দেওয়া হয় এবং উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— 'The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) (Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 16 of 1983)'. পাশ করার জন্য প্রস্তার উত্থাপন। আমি মাননীয় এল. এস, জি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Baidhyanath Majumder :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 16 of 1983) be passed.)"

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় এল, এস, জি, মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Buildings (Lease and Rent Control) (Second Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 16 of 1983) পাশ করা হউক।"

(আলোচ্য বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৩শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮৩ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 4.

Name of M. L. A. :—Sri Sunil Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গাড়ী চালাবার উপযোগী রাস্তা থাকা সত্বেও সাব্রুম থেকে বনকুল ও শিলাছড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় যাত্রীবাহি কোন গাড়ী চলাচল না করার কারণ কি ?

২) সাব্রুম থেকে বনকুল ও শিলাছড়ি পর্য্যন্ত গাড়ী চালাবার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩) থাকিলে তাহা কবে নাগাদ বাস্তবে রূপায়িত হবে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী।

১) সাব্রুম হইতে বনকুল পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চলিতেছে। বনকুল হইতে শিলাছড়ি পর্য্যন্ত রাস্তার অংশ বিশেষ বাস চলাচলের অনুপযুক্ত বিধায় বর্ত্তমানে বাস সার্ভিস চালাইবার পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 21. To

Name of M L.A :—Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

"প্রশ্ন"

১) প্রয়োজনীয় সংখ্যক T R T.C বাসের অভাব থাকায় কমলপুর মহকুমার যাত্রী সাধারণ যে অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহা দূরীকরনের জন্য কবে পয্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস উক্ত মহকুমায় দেওয়া হইবে ?

"উত্তর"

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী —পরিবহন মন্ত্রী।

১) আগরতলা হইতে কমলপুর তিনটি এবং ধর্মনগর হইতে কমলপুর একটি করিয়া বাস সার্ভিস প্রতিদিন যাওয়া আসা করে। এক্ষনই TRTC বাস বাড়ানো সম্ভব হইতেছে

না। তবে আগরতলা হইতে কমলপুর পর্য্যন্ত বেসরকারী বাস সার্ভিস শীঘ্রই চালু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 25

Name of the Member : Shri Rudreswar Das. M.L A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) বর্তমান বছরে (১৯৮৩ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত) সেলস ট্যাক্স বাবৎ সরকারের কত টাকা আদায় হয়েছে ;

২) ইহা কি সত্য যে এই আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ পূর্বতন বছর থেকে কম ; এবং

৩) যদি সত্য হয় ; তবে ইহার কারণ কি ?

ANSWER

Minister In Charge Of The Revenue Department : Revenue Minister.

১) মোট ১,৪৯, ৫৯, ৭৭৭. ৬৬ টাকা।

২) গত বৎসরের আগষ্ট মাসের তুলনায় এই বৎসর ঐ সময়ে ১, ৬২, ৫৬৭ টাকা কম আছে, কিন্তু নভেম্বর মাসেই আদায় গত বৎসরের তুলনায় ৪৫,২৪,৮৯৭, ৬৩ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ।

৩) মাসিক ভিত্তিতে আদায়ের তফাৎ হইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 29.

Name of M. L. A. :— Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Departmen be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) কমলপুর মহকুমা থেকে আগরতলা বা কৈলাশহরে টেলিফোন বা ট্রাঙ্কলে যোগাযোগ করা যে যায় না ;

(২) ইহার কারণ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি এবং অবগত থাকিলে কারণগুলি কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী

(১) ও (২) কমলপুর হইতে আগরতলা, কৈলাশহর বা অন্য কোন স্থানে Trunk Telephone লাইনে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা আছে। তবে এই যোগাযোগ কমলপুরের সাথে সরাসরি করিবার ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক Trunk Call-ই আগরতলা ও তেলিয়ামুড়ার মাধ্যমে কমলপুরের সাথে যুক্ত করিতে হয়।

ইহা সত্য যে কমলপুর Trunk Telephone দ্বারা প্রায়সঃ যোগাযোগ করা যায় না।

Admitted STARRED QUESITNO NO. 36

Name of the Member :— Shri Nagendra Jamatia, M.L.A.

Will the Hon' ble Minister in-charge of the Rovenue Dopartment be pleased to state :

(১) পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের মাধ্যমে ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে কতজনকে হাউসিং লোন দেওয়া হয়েছে ; এবং

(২) ঐ লোনের মোট কিঁ পরিমাণ টাকা আদায় করা হয়েছে (১৯৮৩ সনের ৩১শে অক্টোবর হিসাব) ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE OF THE REVENUE DEPARTMENT : REVENUE MINISTER.

(১) বিগত ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে L I.G.H স্কীমে মোট ৩৮ জনকে ১,১৪ ০০০ টাকা প্রথম কিস্তি হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ৩৮ জনকে মোট ২,৭৫,৫০০, টাকা দ্বিতীয় কিস্তি হিসাবে দেওয়া হইয়াছে এবং ২৬ জনকে মোট ১,১০,৫০০, টাকা তৃতীয় কিস্তি হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

(২) ঐ লোনের টাকা তৃতীয় কিস্তি বিলির ২৪ (চব্বিশ) মাস পরে পারিশোধের জন্য যোগ্য হবে।

Admitted Starred Question No. 39.

Name of M. L. A :—Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleassed to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে বে-সরকারী মালিকাধীনে কয়টি বাস ও মিনি বাস আছে ;

২) রাজ্য সরকার বাস অথবা মিনিবাস ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা দিচ্ছেন কি ?

৩) যদি দিয়ে থাকেন তাহলে অসুবিধাগুলি কি কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :--পরিবহন মন্ত্রী।

১) ১৫৮টি বাস ও ২৯টি মিনিবাস আছে।

২) উপজাতিদের জন্য বাস এবং মিনিবাস ক্রয়ের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নাই। সকলকেই পারমিটের ভিত্তিতে বাস বা মিনিবাস চেসিস সংগ্রহ করিতে হয়।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 74.

Name of the Member :—Smti. Gita Choudhury. M. L. A,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be plesed to state :

১) ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর ব্লকে কৃষ্ণজয় রিয়াং পাড়ার শ্রীমতি নয়ন্তী রিয়াং সাত (৭) দিন অনাহারে থাকার পর গত ৩রা নভেম্বর ৮৩ইং মারা যান ?

৩) ইহাও কি সত্য যে বি ডি ও কে জানানো সত্বে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

৩) সত্য হইলে ৩রা নভেম্বর ৮৩ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় ঐরূপ অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা কত ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF THE RVENUE DEPARTMENT : REVENUE MINSTER

১) না ইহা সত্য নহে।

২) ইহাও সত্য নহে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 99

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে অমরপুরের মহকুমা শাসকের অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার ও কর্মচারীর অভাবে স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

২) সত্য হলে সরকার তার প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা নিবেন কি ?

ANSWER

Minister in-charge of the Revenue Department :— Revenue Minister.

১) অমরপুর মহকুমার দুজন অফিসার ও কয়েকটি কর্মচারীর পদ খালি আছে সত্য, তবে তাহাতে কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে না।

২) খালি পদগুলি পূরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 113.

Name of M. L. A. :— Sri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা-গণ্ডাছড়া রুটে বে-সরকারী সংস্থাকে ঐ রুটে বাস চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১) উক্ত রুটে বে-সরকারী বাস চালানোর কথা এস, টি, এ, এখনও বিবেচনা করে নাই।

Admitted Started Question No. 132.

Name of the Member :—Shri Rasik Lal Roy. M. L. A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। সোনামুড়া নটিফাইড এরিয়ার খাস ভূমিতে যারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে তাদের ঐ দখলিকৃত ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

২। থাকিলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :— Revenue Minister.

১। হ্যাঁ, মহাশয়।

২। মৌজা পুনঃ জরিপের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মৌজার বুজারত কার্য্য শেষ হওয়ার পর প্রত্যেক দখলকারীর বিষয় বিবেচনা করিয়া আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 134.

Name of M. L. A. :— Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে বোরাখাঁ পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করিবার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত চালু করা হইবে। এবং

৩। যদি পরিকল্পনা না থাকে তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। বর্ত্তমানে এই রুটে অমনি বাস সার্ভিস চালাইবার বিষয়ে S. T. A এখনও বিবেচনা করে নাই। তবে ২ (দুই) টি এফ, সি মেটাডোর টাইপ গাড়ী চালানোর জন্য পারমিটের অফার দেওয়া হইয়াছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। বর্ত্তমানে রাস্তাটি অমনি বাস চলাচলের উপযোগী বলিয়া এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 159.

Name of M. L A : Sri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে কাঞ্চনমালা বাজার পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি বাস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং

২। যদি থাকে তবে কবে থেকে চালু হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—160.

Name of the Member—Smt Gita Choudhury.

Will the Minister In-Charge of the Fisheries Deptt. be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য মৎস্য দপ্তরে ১৯৭৮ হইতে ৮২ সনের মার্চ পর্য্যন্ত এন, আর, ই, পি খাতে ১০ লক্ষ টাকার কোন হিসাব নাই ;

২। সত্য হইলে সরকার এই টাকার হিসাব নিকাশের কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?

A N S W E R

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 163.

Name of M.L.A :—Sri Makhan lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Transport Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১) আগরতলার কৃষ্ণনগর T R T C বাস ষ্টেশন থেকে রোজ ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর ও খোয়াইতে কতটি যাত্রীবাহি বাস ছাড়া হয়।

২) এর মধ্যে গড়ে প্রতিদিন কতটি বাস অর্ধরাস্তায় অকেজো হয়ে পড়ে।

৩) ইহা কি সত্য যে ন্যূনতম যন্ত্রপাতী ঐ সকল বাস গাড়ীতে না থাকায় অনেকগুলি বাস সামান্য মেরামতের জন্য আটকা পড়ে যায় ; এবং

৪) যদি সত্য হয় ঐ সকল বাসগুলিতে ন্যূনতম যন্ত্রপাতী রাখার এবং মেরামত করার ব্যবস্থা রাখা হবে কিনা ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী।

১। আগরতলা কৃষ্ণনগর IRTC ষ্টেশন হইতে রোজ নিম্নে উল্লেখিত যাত্রীবাহি বাস ছাড়া হয় :—

ধর্মনগর—৩টি
কৈলাশহর—১টি
কমলপুর—৩টি
খোয়াই—১১টি

২। গত নভেম্বর ১৯৮৩ইং হইতে ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ পর্য্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ০.০৫৯টি বাস পথিমধ্যে বিকল হইয়াছে।

৩। সার্ভিস বাস রাস্তায় কোথাও বিকল হইলে ছোট খাটো মেরামতি করিয়া যাহাতে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানে পৌছাইতে পারে সেইজন্য TRTC এর তেলিয়ামুড়া, আমবাসা ও কুমারঘাট ষ্টেশনগুলিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেকানিক আছে।

৪। তদুপরি এই অবস্থার আরও উন্নতিকল্পে বাসগুলির সাথে Tool Box দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Admitted Starred Q. No. :—165

Name of the Member ;— Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে তথ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত ?

২। কল্যাণপুরের উপতথ্য কেন্দ্রটিকে তথ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

মোট ৩০ (ত্রিশ) টী।

আপাতত : নাই।

Admitted Starred Question No. 174

Name of M. L. A. :— Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে শিলচর পর্য্যন্ত বাস সার্ভিসের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না;

২। থাকিলে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আগরতলা হইতে শিলচর বাস সার্ভিস চালু করার ব্যবস্থা নিবেন কি না?

উত্তর

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। বর্ত্তমানে টি, আর, টি, সির আগরতলা হইতে শিলচর পর্য্যন্ত বাস সার্ভিসের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 184.

Name of M L A :— Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় মোটর শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে কি না; এবং

২। যদি না হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর :— ত্রিপুরা সরকার গত ৭।৯।৮৩ ইং তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে উত্তর ত্রিপুরার বাগবাসাতে বে-সরকারী শ্রমিকদের জন্য আনুমানিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করিবে। স্থান নির্বাচন করিয়া Plan Estimate হইলে কাজটি আরম্ভ করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 187.

Name of M. L. A :— Sri Manik Sarkar.

Name of Minister— Minister-in-charge of L. S. G. Deptt.

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌরসভা এলাকায় মোট কয়টি লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্সা আছে ;

২। লাইসেন্স বিহীন রিক্সা শহরে আছে কি না ;

৩। যদি থাকে তবে তার সংখ্যা কত এবং এদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌরসভা এলাকায় লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্সার সংখ্যা মোট ৩২৪১ টি।

২। হ্যাঁ।

৩। লাইসেন্স বিহীন রিক্সার সঠিক সংখ্যা জানা নাই। লাইসেন্স বিহীন বিক্সার মালিকদের বিরুদ্ধে আগরতলা পৌরসভা কর্তৃক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Admitted Starred question No. 189.

Name of M. L. A :— Sri Manik Sarker.

Name of Minister :— Minister-in-charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌরসভা এলাকায় পানীয় জলের সুযোগ সম্প্রসারণে পৌরসভাকে কি কোন বে-সরকারী সংস্থা থেকে ঋণ নিতে হয়েছে ;

২। যদি হয়ে থাকে তবে কোন সংস্থা থেকে এবং এর পরিমাণ কত ও সর্ত্ত কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আগরতলা পৌর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প রূপায়নের জন্য এল. আই, সি কর্তৃপক্ষ আগরতলা পৌর সভাকে ১৯৭৬ ইং সনে ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭৮ ইং সনে ৩২-৫০ লক্ষ টাকা একুনে মোট ৪২-৫০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছিল। অতঃপর এল, আই, সি কর্তৃপক্ষ ১৯৮২-৮৩ ইং সনে আগরতলা পৌর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প সম্প্রসারনের জন্য মোট ৮৩ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। উক্ত ৮৩ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রথম কিস্তি বাবদ মোট ৪২ লক্ষ টাকা আগরতলা পৌরসভাকে প্রদান করা হইয়াছে।

ঋণের শর্ত্তাবলী এইরূপ :—

১। আগরতলা পৌরসভা ঋণের টাকার আসল অথবা সুদের প্রদেয় কিস্তির টাকা সময় মত দিতে না পারলে রাজ্য সরকারকে উক্ত কিস্তির টাকা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার পত্র দিতে হইবে।

২। রাজ্য সরকারকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা রূপায়ণে ঋণের টাকার অতিরিক্ত সম্যক অর্থ রাজ্য সরকার বহন করিবেন।

৩। রাজ্য সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে আগরতলা পৌরসভা পানীয় জলের জন্য

প্রদেয় করের হার এই প্রকল্পটিকে আর্থিক দিক হইতে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য পরিবর্দ্ধন করিবেন।

৪। উক্ত ঋণের জন্য বার্ষিক শতকরা ৮½ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে। এই ঋণের টাকার সুদ প্রতি বৎসর ১লা মে এবং ১লা সেপ্টেম্বর দিতে হইবে। এই ঋণের টাকার সুদ নির্দ্ধারিত তারিখে প্রদান করিতে না পারিলে একই হারে যুগ্ম সুদ দিতে হইবে।

৫। এই ঋণের টাকা সম পরিমাণ ২২০টি কিস্তিতে দিতে হইবে।

Admitted Starred Question No. 215

Name of M. L, A. :—Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Ministar-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা—সিমনা লাইনে বাস যাত্রীদের যথেষ্ট ভীড় থাকা সত্ত্বেও ঐ লাইনে সিমনা বাস সিণ্ডিকেটকে নূতন বাসের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না।

২। যদি সত্য হয় তবে আগরতলা—সিমনা বাস সিণ্ডিকেটকে নূতন বাসের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হবে কি ?

৩। উপরোক্ত লাইনে পুরাতন বাসগুলিকে Replace করিয়া নূতন বাসের পারমিট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৪। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তার ব্যবস্থা করা হবে এবং

৫। না দেওয়া হইলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহণ মন্ত্রী ।

১। সিমনা বাস সিণ্ডিকেটের নামে পারমিটের কোন দরখাস্ত এ যাবত পাওয়া যায় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

৩। যখন বাস Replacement এর দরখাস্ত পাওয়া যায় তখন S. T. A. তাহা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

৪) নং ও (৫) নং প্রশ্নের উত্তর—৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 233.

Name of M.L.A—Smti Ratna Prava Das,

Name of Minister—Minister-in-charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১। আগরতলা ও শহর সংলগ্ন এলাকায় গত ৪ বৎসর ধরে জল সাপ্লাইয়ের হাউজ কানেকশনের জন্য আবেদনকারীগণকে জলের হাউস কানেকশন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২। যদি করে থাকেন তবে কবে পর্য্যন্ত এই সব এলাকায় হাউস কানেকশন দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ও ২। হাঁ। আগরতলা পৌর এলাকার বসবাসকারী বিগত ৪ বৎসরের আবেদনকারী গনকে অগ্রাধিকার ও জল সরবরাহকারী সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে ও জল সরবরাহের ক্ষমতার কানেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা ধার্য্য পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা পৌরসভা কর্ত্তৃক হাউস কানেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা ধার্য্য করা সম্ভব নহে।

পৌর এলাকাধীন কোন কোন স্থানে এখনও জলে সরবরাহ সম্ভব হয় নাই। ঐ এলাকায় জল সরবরাহ বারানোর জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হইয়াছে। আগামী কিছু সময়ের মধ্যেই ঐ সকল স্থানে জল সরবরাহ করা সম্ভব হইতে পারে।

Admitted Starred question No. 243.

Name of the Member : Smt. Ratna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fisheries Department be Pleased to state : -

১। ইহা কি সত্য সম্প্রতি কতিপয় ব্যক্তির বাধাদানের ফলে কমলপুর মহকুমার মহারানী থেকে ধলাই নদীর যে ছড়াটি মিশেছে সেই স্থানে মৎস্য জীবিরা মাছ ধরতে পারছেনা।

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত জলাতে মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

A N S W E R

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question no. 251

Name of the Member—Shri Sudhir Ranjan Majumder, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কতটি মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল ?

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন কোন শহরে কতটি দেশী ও বিদেশী মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব।

ANSWER

Minister in Charge of the Revenue Dpartment : Revenue Minister

১। দেশী মদের দোকানের লাইসেন্স —৩৫টি

বিলাতী মদের দোকানের লাইসেন্স—১৯টি

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ইং সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১০ (দশ)টি বিলাতী মদের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। এর মধ্যে আগরতলা শহর এলাকায় ৮টি, বিশালগড়—১টি ও রানীরবাজার ১টি।

দেশী মদের লাইসেন্স কেবল মাত্র—১ (একটি)টি দেওয়া হইয়াছে শান্তিরবাজারে।

Admitted Starred Question no. 254

Name of the Member : Shri Buddha Deb Barma, M, L, A,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১। কেন্দ্রীয় সরকারের সমিক্ষক দলের হিসাব মতে ১৯৮৩ইং সনের বন্যায় মোট ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কত ?

ANSWER

Minister in Charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের রাজ্য সরকারের কাছে কোন ক্ষয় ক্ষতির বিবরণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন এবং তাহার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করিয়াছেন।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 2

Name of the Member :—Subodh Chandra Das. M L A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন বিভাগে কতজন ভূমিহীন ও কত গৃহ-হীনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে (১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত) ; এবং

২) ঐ বন্দোবস্ত প্রাপ্তদের মধ্যে কতজন তপশীল জাতি ও কতজন তপশীল উপ-জাতি ভুক্ত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister in charge of the Revenue Department : Revenue Minister

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নিয়ে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ।

১লা জানুয়ারী ১৯৮৩ইং হইতে অক্টোবর ১৯৮৩ইং পর্যন্ত ভূমিহীনদের ভূমি বণ্টনের হিসাব ।

মহকুমার নাম	মোট সংখ্যা	তপশীল উপজাতি	তপশীল জাতি	অন্যান্য
সদর	১১৭২	২৩,	২১৫	৭১৮
খোয়াই	৭৭১	১৮,	২১২	৩৭২
সোনামুড়া	২১০	১১	২৪	১৭৪
কৈলাসহর	১২৭৫	১৭,	১৫০	৯৪৬
কমলপুর	১৬৪৪	২১,	৫৫৫	৮৭২
ধর্মনগর	২৮৩	৫,	৮৮	১৪৫
উদয়পুর	৩১৫	১০,	৬৭	১৪৫
অমরপুর	৮৯	৮,	৩,	
বিলোনীয়া	৭৪৬	১০,	১৫৬	৪৮১
সাব্রুম	১৮		১৮	

১লা জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং হইতে অক্টোবর ১৯৮৩ইং পর্য্যন্ত গৃহহীনদের ভূমি বণ্টনের হিসাব :—

মহকুমার নাম	মোট সখ্যা	তপশীল উপজাতি	তপশীল জাতি	অন্যান্য
সদর	৬২৮	৫৯	১৭২	৩৯৭
খোয়াই	৩৪৩	১০৭	৮৫	১৫১

সোনামুড়া	৫৫	৩	১৬	৩৬
কৈলাসহর	৩৩৩	৩৪	৮০	২১৯
কমলপুর	২৬৭	৮৮	৫২	১২৭
ধর্মনগর	২০০	৪	২০	৭৬
উদয়পুর	১৫৮	৭৮	১৮	৬২
অমরপুর	১৩৪	৯	৪৭	৭৮
বিলোনীয়া	৪২০	৯৯	৫০	২৭১
সাব্রুম	৮১	১৮	১০	৫৩

১লা জানুয়ারী ১৯৮৩ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং পর্য্যন্ত ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ভূমি বণ্টনের হিসাব :—

মহকুমার নাম	মোট সংখ্যা	তপশীল উপজাতি	তপশীল জাতি	অন্যান্য
সদর	৭৯৪	২০২	১৪২	৪৫০
খোয়াই	৪৭৯	২০০	১০১	১৭৮
সোনামুড়া	১৫৫	৭	৩১	১১৭
কৈলাসহর	৬৪৪	১১৭	১৬০	৩৬৭
কমলপুর	৫৩০	৩০	৪০০	১০০
ধর্মনগর	২০৮	১৪	৪৬	১৪৮
উদয়পুর	৪৯৩	১০০	২৩৬	১৫৫
অমরপুর	২৫০	২৫৪	—	
বিলোনীয়া	৯০৫	১৫১	২২৬	৫২৮
সাব্রুম	—	—	—	—

Admitted as Unstarred Question No. 12.

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarker,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে চলতি আর্থিক বৎসরে লোকরঞ্জন শাখার, পল্লী বেতার গোষ্ঠী এবং উপতথ্য কেন্দ্রগুলির জন্য অক্‌-টোবর মাস পর্যন্ত কন্টিজেন্সী অনুষ্ঠান পরিচলনা, গাড়ী, ও আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ, কত টাকা ব্যয় হয়েছে ? (৩১ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

ত্রিপুরা রাজ্যে চলতি আর্থিক বৎসরে লোকরঞ্জন শাখা, পল্লী বেতারগোষ্ঠী, উপ-তথ্যকেন্দ্রগুলির জন্য কন্টিজেন্সী বাবদ যে খরচ হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হইল (৩১ শে অক্টোবর ৮৩ ইং পর্য্যন্ত)

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	পল্লীবেতারগোষ্ঠী	লোকরঞ্জন শাখা	উপ-তথ্যকেন্দ্র
১।	সদর	টাঃ ১,১০০.০০	টাঃ ৪,১৪৫.০০	টাঃ ১,২৯০.৯০
২।	সোনামূড়া	টাঃ ৫২০.৪০	টাঃ ১৩৭৫.০০	টাঃ ৫৬৫.০০
৩।	খোয়াই	টাঃ ১,৩২০.০০	টাঃ ৩,০৭০.০০	টাঃ ৬৭৫.০০
৪।	উদয়পুর	টাঃ ২৪৫.০০	টাঃ ১,৫৮৫.০০	টাঃ ৫৬০.০০
৫।	বিলোনীয়া	টাঃ —	টাঃ ৬৭০.০০	টাঃ ১০.০০
৬।	অমরপুর	টাঃ ১৩০:০০	টাঃ ৫১০.০০	টাঃ ৩৬০.০০
৭।	সাব্রুম	টাঃ —	টাঃ ৩৬৫.০০	টাঃ —
৮।	কমলপুর	টাঃ ২৪০.০০	টাঃ ৬৯৫.০০	টাঃ ৫৫৫.০০
৯।	কৈলাশহর	টাঃ ৫৬৫.০০	টাঃ ৪৮০.০০	টাঃ ৮২৫.০০
১০।	ধর্মনগর	টাঃ ৪৪০.০০	টাঃ ৭৭০.০০	টাঃ ২০০.০০
	সর্বমোট—	টাঃ ৪,৫৬০.০০	টাঃ ১৩,৯৫৫.০০	টাঃ ৫,০৪০.০০

Admitted Untarred Question No. 21

Name of the Member : Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Afsairs and Tourism Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন,

২। স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলি সরকারের তথ্য কেন্দ্র ও উপতথ্য কেন্দ্রের জন্য কত কপি করে কেনা হয় ?

৩। ১৯৭৮ জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ ইং ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত ঐ পত্রিকাগুলি রাখার জন্য মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে।

৪। উপরোক্ত সময়ে তথ্য ও উপতথ্য কেন্দ্রের জন্য যুগান্তর, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, ষ্টেটসম্যান কতটি করে কেনা হয়েছে ?

উত্তর

আর্থিক সচ্ছলতার জন্য সরকার ত্রিপুরা থেকে বে-সরকারী ভাবে প্রকাশিত চালু থাকা ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলি তথ্য ও উপতথ্য কেন্দ্রগুলির জন্য ক্রয় করে থাকেন। ঐ পত্রিকাগুলিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে।

ক) স্থানীয় সমস্ত পত্র পত্রিকাগুলির (এক) কপি করে প্রত্যেক তথ্য কেন্দ্রের জন্য কেনা হয়।

খ) উপতথ্য কেন্দ্রগুলির জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে দৈনিক দেশের কথা, দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পণ ও সাপ্তাহিক দেশের কথার প্রত্যেকটির ৪০৯ কপি করে কেনা হয়।

মোট টাকা ৫,০৮,৮৪৯'৯৯ পয়সা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নে বর্ণিত সময়ে তথ্য ও উপতথ্য কেন্দ্রের জন্য যুগান্তর, অমৃতবাজার, ষ্টেটসম্যান নিম্নলিখিত হারে কেনা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	তথ্যকেন্দ্র	উপতথ্য কেন্দ্র
১।	যুগান্তর	৫৮,৮৫২ কপি	৪০,৭৮০ কপি
২।	অমৃতবাজার	৫৮,৯৬৮ ,,	১,২৪১ ,,
৩।	আনন্দবাজার	৬০,০২০ ,,	৩৩.৩২০ ,,
৪।	ষ্টেটসম্যান	৬১,৩৪৮ ,,	২,৮৯০ ,,

Admitted Unstarred Question No 22.

Name of M, L, A, :— Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ১৯৭৮ জানুয়ারী থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৮৩ পর্য্যন্ত TRTC এর বিভিন্ন ওয়ার্কশপে কতগুলি চুরির ঘটনা ঘটেছে।

খ) এতে সরকারের কত টাকা মূল্যের সম্পদ হারানো গিয়েছে এবং

গ) এ গুলো তদন্তের পর দোষীদের বিরুদ্ধে সরকার কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী : পরিবহনমন্ত্রী।

ক) ১৯৭৮ইং জানুয়ারী হইতে ১৮ই নভেম্বর ১৯৮৩ইং পর্য্যন্ত TRTC এর বিভিন্ন ওয়ার্কশপে মোট ৬১টি চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

খ) অনুমানিক মোট ১,৩০,১৬০ টাকা মূল্যের সম্পদ হারানো গিয়েছে।

গ) প্রতিটি ঘটনা পুলিশী তদন্তের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তদন্তের রিপোর্ট অনুরূপ :—

কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ

১) চার্জশীট—৩টি

২) চূড়ান্ত রিপোর্ট—২৬টি

সিটি বাস ডিপো, কৃষ্ণনগর

১) চার্জশীট—১টি

২) চূড়ান্ত রিপোর্ট—১৯টি

Admitted Un-Starred Question No. 23

Name of the Member : Shri Sunil Kumar Choudhury, M, L, A,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। গত এক বৎসর পূর্বে লুধুয়ার কত সংখ্যক লোককে অন্য গাঁওসভাতে জমি এন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে এবং তৎসঙ্গে সাক্রম এস, ডি, ও অফিস থেকে উক্ত ভূমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য নগদ ১০০০.০ (একশত টাকা) ও ৭৫০.০০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

২। যদি তাহাদের ভূমি এন্টমেণ্ট দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহারা ঐ ভূমিতে প্রকৃত পক্ষে গৃহ নির্মাণ করিয়াছে কিনা।

৩। না করিয়া থাকিলে কারণ ?

A N S W E R

Minister in Charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১) ২) ও ৩) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Un-Starred Question No. 25

Name of the Member :—Shri Tarani Mohan Sinha. M. L A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state. :

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত (১৯৮৩ইং ৩১শে অক্টোবর) কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি ?

২) যদি দিয়ে থাকেন তবে কোন্ কোন্ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কি প্রকারের সাহায্য দিয়েছেন (দফাওয়ারী হিসাব টাকার পরিমাণ সহ) ?

A N S W E R:

Minister In Charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১) ও ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Un-Starrred Question No. 40

Name of the Member :—Shri Manik Sarker, M.L A

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be Pleased to State :

১) রাজ্যে রেকর্ডভূক্ত মোট বর্গা চাষীর (Share croper) সংখ্যা কত ;

২) এদের মধ্যে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩র অক্টোবর পর্য্যন্ত কতজন ;

৩) বর্গা স্বত্বের প্রশ্নে অমীমাংসিত বিরোধের সংখ্যা কয়টি ;

৪) আদালতে বিচারাধীন বিরোধ নিস্পত্তির প্রশ্নে সরকার থেকে বর্গাদারদের কোন রূপ সাহায্য করা হয় কি ?

A N S W E R:

Minister In Charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১) ২) ৩) ৪) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Ndmitted Starren Question No. 49.

Name of the Member :—Shri Jahar Saha M L. A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Minister be pleased to state.

১) ১৯৭৮ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ইং সালের ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে কত পরিমাণ বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২) উক্ত জমি উদ্ধারের ফলে কত পরিবার অ-উপজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; এবং (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

৩) কত পরিবার উপজাতি পরিবার উপকৃত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪। অমরপুর মহকুমায় বে-আইনী জমি হস্তান্তরের ফলে কতটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কে এখন পর্যন্ত ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয় নাই। এবং

৫। ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপুরণ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

Minister-In-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১) ২) ৩) ৪) ৫) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 51.

Name of the Memer :—Sri Jahar Saha M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ১৯৭৭ই থেকে ১৯৮৩ ইং সনের ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত অমরপুর মহকুমার কোন কোন গাঁওসভায় কত পরিমাণ ভূমিহীনদের খাস ভূমির দখলকার মালিকানা স্বত্ব (Allotment) সরকারী ভাবে জরিপ করা সত্বেও বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছেনা ?

২। উক্ত খাস ভূমির দখলদারদের মালিকানা স্বত্ব (Allotment) না দেওয়ার কারণ কি ?

৩। কবে নাগাদ উক্ত ভূমি হীনদের দখলকৃত খাস ভূমির মালিকানা স্বত্ব (Allotment) প্রদান করা সম্ভব হবে ?

ANS ER

Minister In Charge Of The Revenue Department : Revenue Minister.

১) ২) ৩) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No 55.

Name of the Member :—Sri Jahar Saha M L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ১৯৮৩ইং সনের আগষ্ট মাসের বন্যায় অমরপুর মহকুমায় কোন গাঁওসভায় কত পরিবারের ঘর পূণ ক্ষতি এবং কত পরিবারে ঘর ক্ষতি হয়েছে ?

২) উক্ত মহকুমায় কত পরিবারের গবাদি পশু ক্ষতি হয়েছে ?

৩) ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী গবাদি পশু ক্রয় করিবার জন্য আর্থিক দেওয়া হয়েছে কিনা ?

৪) না দেওয়া হয়ে থাকলে কারণ কি ৫) এবং কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-In-Charge Of The Revenue Department Revenue Minister

১) ২) ৩) ৪) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Unstarred Admitted Question No. 20. 1 (postpond)

Name of Member Sri Shyama Charan Tripura M. L. A.

Will the Minister-in-charge of the Home Departmen be pleased to

refer to the Adminitted Starred Question No. 126 replied in the house on 29.3.82 and state—

১। ১৯৮০ ইং সনের জুনের দাঙ্গার সময়ে ত্রিপুরা সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থায় যে সব কর্মচারী গ্রেপ্তার ও বরখাস্ত হয়েছিল তাদের নাম ঠিকানা, দপ্তর ও পদের নাম এবং

২। এদের মধ্যে যাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে তাদের নাম, ঠিকানা, দপ্তর ও পদের নাম।

Answer

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakroborty, Chief Minister, Tripura

১ নং ২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৮০ ইং জুনের দাঙ্গায় ১৮ জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাদের মধ্যে ১ জন শ্রীজ্যোতিলাল দেববর্মা কনেষ্টবলকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৩২ জনকে পুনরায় স্ব স্ব পদে পুনবহাল করা হইয়াছে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তাদের পুনবহালের প্রশ্ন বিবেচনাধীন আছে।

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	কর্মচারীর নাম
১।	টি, আর, টি, সি	শ্রী টিকেন্দ্র দেববর্মা, হেলপার
২।	ডিষ্টিক্ট ও সেসন জজ, দক্ষিণ ত্রিপুরা।	শ্রী হরিকলই, এল, ডি, সি।
৩।	ডিরেক্টার হায়ার এডুকেশান	শ্রী দেবেন্দ্র দেববর্মা, ৪র্থ শ্রেণী।
৪।	,,	শ্রী হৃদয় দেববর্মা, ৪র্থ শ্রেণী।
৫।	শিল্প বিভাগ	শ্রী বুধিরাম দেববর্মা, ৪র্থ শ্রেণী।
৬।	,,	শ্রী সুবোধ দেববর্ম্মা, নাইট গার্ড।
৭।	উপজাতি বিভাগ	শ্রী রমেন্দ্র সাংমা, চেইনমেন।
৮।	,,	শ্রী বীরাতন রিয়াং ড্রাইভার।
৯।	পি, ডাব্লিও, ডি	শ্রী বামনচন্দ্র দেবমা; ইউ, ডি. ক্লার্ক।
১০।	বন বিভাগ	শ্রী সূর্য্যকুমার রিয়াং, ফরেষ্টার।
১১।	কো-অপারেটিভ	শ্রী অখিলরাই দেববর্মা, এল, ডি, ক্লার্ক
১২।	,,	শ্রী সোনাকান্ত দেববর্মা, কোঃ ইন্‌ভেষ্টিগেটার।
১৩।	ডি-এম-সাউথ	শ্রী দশরথ দেববর্মা, ওয়ার্ক এ্যাসিটেন্ট।
১৪।	পুলিশ বিভাগ	শ্রী মহেশ দেববর্মা, কনেষ্টবল নং ৬৬২১।

১৫।	,,	শ্রী নন্দলাল ,, ,, নং ৬৩৬৮।
১৬।	,,	শ্রী বুধি ,, ,, নং ৬৮১।
১৭।	,,	শ্রী মনিন্দ্র ,, ,, নং ৮৬৮।
১৮।	পুলিশ বিভাগ	শ্রী বিশ্বমণি ,, ,, নং ১৭৮।
১৯।	,,	শ্রী কার্ত্তিক ,, ,, নং ৪৮৪৪।
২০।	,,	শ্রী মাথুরাম ,, ,, নং —
২১।	,,	শ্রী রতন ,, মেকানিক।
২২।	,,	শ্রী মঙ্গল ,, কনেষ্টবল নং ৪৪৬৯।
২৩।	ডিরেক্টর স্কুল এ্যাডুকেশ	শ্রী খগেন্দ্র দেববর্মা, কক্‌বরক শিক্ষক।
২৪।	,,	শ্রী প্রমান ,, শিক্ষক।
২৫।	,,	শ্রী এট্‌লী সাংমা, ,,
২৬।	,,	শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা, ,,
২৭।	,,	শ্রী দেবসাধন জমাতিয়া, ,,
২৮।	,,	শ্রী সঞ্জয় দেববর্মা ,,
২৯।	,,	শ্রী সুচেন্দ্র ,, ৪র্থ শ্রেণী।
৩০।	পঞ্চায়েত বিভাগ	শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা, পঞ্চায়েত সেক্রটারী।
৩১।	,,	শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা, ,,
৩২।	,,	শ্রী মঙ্গল দেববর্মা. ,,

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Friday. the 23rd Decmber 1983 at 11 A. M.

Present

Shri Amarendra Sharma Speaker in the Chair the Chief minnister the Dy Chief minister all other Ministers the Deputy Speaker and 41 Members.

Starred Questions & Answers

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা এবং মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার। এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি উপজাতি এলাকা স্বশাসিত সদস্য শ্রীরাখাল বন্ধু সাহা ছাওমনু টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত ময়নামা গাঁওসভার প্রধান হিসাবে মাসিক ভাতা নিচ্ছেন,	১। হ্যাঁ, সরকার অবগত আছেন।
২। অবগত থাকলে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে?	২। বিষয়টি আইনগত দিকে থেকে পরীক্ষা হচ্ছে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী রাখাল বন্ধু সাহা নির্বাচনের পর ১৯.১০ ৮৩ইং পর্য্যন্ত তিনি প্রধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রধানের দায়িত্ব কারও উপর অর্পন করেন নি এবং ১৯৮৩ইং মার্চ মাস পর্য্যন্ত তিনি

প্রধানের সাম্মানিক ভাতা গ্রহন করেছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—স্যার, এটা তো বলা হয়েছে এবং এখানে স্বীকার করা হয়েছে বিষয়টি আইনগত দিক থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, স্বশাশিত জেলা পরিষদের সদস্য হিসাবে যারা নির্বাচিত হন তাঁরা এই প্রধানের টাকা পাওয়ার অধিকারী কিনা, এটা আইন-সঙ্গত কোন বাধা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, আমি এই সম্পর্কে আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে, স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইনে এই বিধান আছে যে, যে কোন ব্যক্তি জেলা পরিষদের সদস্য, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত থাকলে উক্ত সদস্য অফিসারের পদের জন্য গণ্য হবেন না। কাজেই আইনগত দিক থেকে বিষয়টি পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী, শ্রীমতি লাল সরকার, শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েচ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গঙ্গালিয়াতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি.	১। আপাততঃ নাই।
২। বড়মুড়া গঙ্গালিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অগ্রগতি কি,	২। গঙ্গালিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না। বড় মুড়া কেন্দ্রর সাবষ্টেশান তৈরী, অফিসঘর তৈরী, আবাসিক স্থান তৈরী ও আনুসাঙ্গিক কাজ এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বানিজ্যিক মন্ত্রনালয় থেকে প্রযোজনীয়" ইম্পোরট্ লাইসেন্স" পাওয়া গেলে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে পাকাপাকি-ভাবে আদেশ দেওয়া হবে।
৩। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছেন কি ?	৩। হ্যাঁ, কিয়ৎ পরিমান অর্থ পাওয়া গেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১ (এক) কোটি ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দক্ষিণ ত্রিপুরাতে যেখানে নাকি বিদ্যুতের চরম

সংকট দেখা যাচ্ছে সেখানে গজালিয়াতে সর্বাধিক গ্যাসের চাপ থাকা সত্বেও গজালিয়াতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র না করার কারন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, বড় মুড়া গ্যাস থেকে প্রথম দুইটি ইউনিট ক্লিয়ারেন্স পেতে অনেক সময় লেগেছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং ফাইনালি এখনও আমরা ইম্পোর্ট্র লাইসেন্স পাইনি। কাজেই এটা স্থাপন করার পর পরবর্ত্তী সময়ে আমরা দেখবো।

শ্রীমানিক সরকার :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখলাম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যখনই কাগজ কল স্থাপনের প্রশ্ন নিয়ে আলোপ-আলোচনা চলছিল তখনই কয়লা সংকটের কথা কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছিল এবং সেটাকে মোকাবিলা করার প্রশ্নেই এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাস- ভিত্তিক স্থাপনের প্রশ্ন এসেছে। তখন জানা গিয়েছিল ১০ (দশ) মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম ২টি কেন্দ্র সেখানে স্থাপন করা হবে। এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে একটির জন্য মাত্র কিছু টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং তাও নির্দারিত সময়ের অনেক পরে। আর একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে কি হলো, এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং টাকা পেতে বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এখানে আমি পরিপূরকটা পড়ে দিচ্ছি তা হলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গজালিয়া তৈল ও প্রকৃতিক গ্যাস কমিশন থেকে, গজালিয়াতে গ্যাস পাওয়া যাবে বলে এখনও কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। গ্যাস প্রাপ্তির" সম্ভাব্যতা" ওয়াকিবহাল করার জন্য রাজ্য সরকার গ্যাস কমিশনকে অনুরোধ করেছেন।

১। গজালিয়াতে একটি মাত্র কূপের কাজ চলছে। এ দিক চিন্তা করে রাজ্য সরকার গ্যাস কমিশনকে ঐ এলাকায় আরও কূপ খনন করা যায় কিনা এর সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন। যদিও বিষয়টি একান্তভাবে গ্যাস কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত।

যাই হউক, যদি তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন প্রয়োজনীয় গ্যাস পাওয়া যাবার বিষয় অবহিত করে তবে এর অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে সেখানে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হবে। গ্যাসের নূন্যতম চাহিদা দৈনিক ৪০,০০০ কিউবিক মিটার।

২। বড়মুড়া :—

বড়মুড়ায় বর্ত্তমানে দুটি ২ + ৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণ" ইউনিট" স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে, প্রথম ইউনিটের কাজ ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস নাগাদ শেষ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়টি ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ শেষ করা যাবে। দুই ইউনিট চালু হলেও একটি 'মজুত' হিসাবে থাকবে। গ্যাস কমিশন

আরও গ্যাস পাওয়া যাবে বলে আশা করছে। যদি পাওয়া যায় তবে যাতে ৩টি ইউনিটই চালু করা যায় তার চেষ্টা করা হবে। তিনটি ইউনিট চালু হলে মোট ১০ মেগাওয়াট নিয়মিত উৎপাদন হবে কারন এটিকে "মজুমদা" হিসাবে রাখতে হবে।

বড়মুড়ায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ হিসাবে জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে। "সাবষ্টেশন" তৈরী অফিস ঘর তৈরী, রাস্তাঘাট তৈরী, কর্মচারীদের আবাসিক স্থান তৈরী প্রভৃতি কাজ এগিয়ে চলছে।

এই প্রকল্প স্থাপনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিলম্বিত হওয়ায় এর অগ্রগতি কতকাংশে ব্যহত হয়েছে; যথা -ক) প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদনে দেরী খ) এখনও পর্যন্ত "ইমপোরট" লাইসেন্স না পাওয়া এবং গ) ফলে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে আদেশদান স্থগিত থাকায়।

কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প দপ্তর থেকে ইদানিং বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদন পাওয়া গেছে। তবে এখনও বানিজ্যিক মন্ত্রনালয় থেকে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে "প্রয়োজনীয় আমদানী অনুমতি" তথা "ইমপোরট লাইসেন্স" পাওয়া যায়নি।

কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প দপ্তর এ ব্যপারে তাদের অনুমোদন সহ আমাদের আবেদন পত্র বাণিজ্যিক মন্ত্রনালয়ের নিকট পাঠিয়েছে।

১৯৮২ সালের গোড়ার দিকে উক্ত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। দেশের তথা বিদেশের ও কয়েকটি সংস্থা তাদের দর পেশ করেছিল। রাজ্য সরকার সেগুলি যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের (সেনট্রাল ইলিকট্রিসিটি অথারিটি) নিকট প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য পেশ করেছিল। ফ্রান্সের "মেসার্স হিস্পানো সুইস" নামক একটি সংস্থার দরপত্র চুড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হয়। যার অনুমানিক মূল্য প্রায় ৬কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ও রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে বিষয়টি "এমপাওয়ার্ড কমিটিতে" পাঠানো হয় প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদনের জন্য এমনি পরিস্থিতে "মেসার্স ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যাল্স" নামক একটি দেশীয় কারিগরী সংস্থা তাদের দরপত্র পেশ করে যদিও উক্ত সংস্থা প্রথমে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এই যুক্তিতে এমপাওয়ার্ড কমিটি উক্ত সংস্থার দরপত্র বিবেচনার জন্য সুপারিশ করে পাঠান। যাই হউক রাজ্য সরকার শেষ পর্যন্ত উক্ত সংস্থার কাছ থেকে "জেনারেটর" নামক যন্ত্রটি কিনবে বলে সম্মতি জানায় কারন এতে অন্ততঃপক্ষে ৬০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি যথা ২টি "টারবাইন" একটি "জেনারেটর"অনান্য

মুখ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ফ্রান্স থেকেই আমদানী করা হবে। ভারত সরকারের আমদানী নীতি অনুযায়ী যদি রাজ্য সরকারকে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনার জন্য আমদানী শুল্ক দিতে হয় তবে উক্ত প্রকল্পের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত ৪.৬৩ কোটি টাকার পরিবর্তে ১২.৫ কোটি টাকা লাগবে। আর যদি আমদানী শুল্ক না দিতে হয় তবে আনুমানিক ৯.৬ কোটি টাকার মধ্যেই করা যাবে বলে আশা করা যায়। টাকার পরিমান পুনর্নির্ধারনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৫ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৫

প্রশ্ন

১। প্রস্তাবিত খোয়াই নদীর উপর চাকমা ঘাটের জলবিদ্যুৎ বাঁধের মঞ্জুরীকৃত ব্যয় বরাদ্দ কত?

২। ১৯৮৩ ইং সনের ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের কত পরিমান ব্যয় হইয়াছে এবং কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে?

৩। কবে পর্যন্ত এই বাঁধ নির্মানের কাজ সম্পন্ন হইবে, এবং

৪। প্রস্তাবিত এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। কিছুই নয়।

২। উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭২।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭২

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের জয়শ্রী (কাঞ্চনপুর) বাজারে পশু পালন দপ্তর কোন সাব সেন্টার মঞ্জুর করেছেন কি?

২। মঞ্জুর করা হয়ে থাকলে তাহা কবে পর্যন্ত চালু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ১৯৮১—৮২ সালে ধর্মনগর বিভাগের জয়শ্রী বাজারে একটি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র অনুমোদন করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রটি চালু করার সব রকম চেষ্টা হইলেও, ঠিকঠিক ভাবে চালু এই বৎসর না হইতে পারে। এমতবস্থায় আগামী বৎসর চালু করা হইবে।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর ব্লক বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পশু পালন দপ্তরের সাব সেন্টারে সংখ্যা। কম সেই ব্লকে নতুন করে আর কোথায় কোথায় সাব সেন্টার স্থাপন করা হবা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— এই তথ্য আমার হাতে নাই।

মি :— স্পীকার শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৭

প্রশ্ন

১। বগাফা ব্লক অন্তর্গত গ্রামীন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পে শীঘ্রই নারাইফাং পাড়া গ্রাম অনর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হতে পারে, এবং

৩। যদি না থাকে ইহার কারন ?

উত্তর

১। গ্রামীন বৈদ্যুতিকরন প্রকল্পের আওতায় ঐ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। কিন্তু উপ জাতি অধ্যুষিত এলাকায় সম্প্রসারন করা হয় নাই।

২। উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা। তবে আমরা এটা দেখছি, নারাইফাং সাব সেন্টার করার জন্য তার খানিকটা দূরে একটি পাড়া আছে, আমরা দেখছি।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— সাবপ্লিমেন্টারী স্যার, নারাইফাং পাড়ায় একদিকে বগাফা ব্লক, আর একদিকে বি, এস, এফ, ক্যাম্প। সব জায়গায় হয়েছে মাঝখান এই পাড়াটা বাদ পড়ে আছে। এই ব্যবস্থা যত শীঘ্র করায় কোন পরিকল্পনা সকারের আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার আমরা ত বলেছি আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কম পক্ষে কত পরিবার বসবাস করলে পরে একটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : আমরা আর, ই, সির যে ফলো করছিনা। গ্রামবাসী যেখানে কম থাকে সেখানেও আমরা বিদ্যুৎ পেঁছাই। কনজিউমার পাই বা না পাই আমরা পেঁছাই। তবে আমরা কনজিউমার খুব কম পাই। কারন গ্রামের মানুষ বেশীর ভাগই গরীব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা বলেছেন যে চতুর্দিক ইলেকট্রিফিকেশান হয়েছে মাঝখানে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা যেটা সেটা বাদ পরে আছে। ইলেকট্রিক দপ্তর বিভিন্ন জায়গাতে এইভাবে ট্রাইবেল অঞ্চল বাদ দিয়ে সমস্ত জায়গায় ইলেকট্রিফিকেশান করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ট্রাইবেল অঞ্চলকে বাদ দিয়ে য়েকটিফিকেশান করার কারন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : মাননীয় সদস্য যে কথা বলেলেন আমাদের এইরকম কোন ব্যাপার নাই। আমরা যতটা পারি ইলেকট্রিফিকেশান করতে করছি। কনজিউমার পাই পাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনারায়ন দাস

শ্রীনারায়ন দাস- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য মেলাঘর থেকে কদমতলী পর্য্যন্ত রাস্তাটির একটী সেতু ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে উহা মেরামতের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। উপরোক্ত রাস্তাটিতে ইট বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

৪। যদি থাকে তবে কবে উপরোক্ত কাজগুলি আরম্ভ করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। আপততঃ নাই।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ, স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতি গীতা চৌধুরী

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭১।

১৭১

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭১।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটড কেয়েশ্চান নাম্বার ১৭১।

১৭৩

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য দুনীতির অভিযোগে ১৪ জন গাঁও প্রধানকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে,

২। কি কি দুর্নীতির দায়ে তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে,

৩। এইরূপ অভিযোগ আর কোন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে আছে কিনা এবং

৪। থাকিলে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। না, সত্য নহে ।

২। প্রশ্ন আসে না ।

৩। প্রশ্ন আসে না ।

৪। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার ; কোর্টে কেইস হল তারপরেও কি এটা দুর্নীতি নয় ? এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটাত এভাবে প্রশ্ন হতে পারে না। কার বিরুদ্ধে কি কেইস হয়েছে সেটা দেখলে পরে বলতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১৩

মিঃ স্পীকার :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২১৩।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২১৩।

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত বোরাখাঁ গাঁও-সভার প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ সরকারের নিকট আছে কিনা ?

২। থাকিলে উক্ত অভিযোগ সত্বেও তার নামে শূকর চাষের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে কিনা ?

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত প্রধানের ছেলে শ্রী নীলকণ্ঠ দাস বোরাখাঁর অধিবাসী না হওয়া সত্বেও তাকে মোরগ চাষের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। না ইহা সত্য নয়। বোরাখাঁ গাঁও-সভার এলাকাবাসী হিসাবেই অনুদান দেওয়া হয়েছে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে বোরাখাঁর প্রধান যিনি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন তার ছেলেকে শূকর চাষের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে সেটা প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তি বিধান হবে কিনা ? প্রধানের নামে শূকর চাষের ঋণ দেওয়া হয়েছে সেটা প্রমাণিত

হলে শাস্তি হবে কিনা ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, তদন্তে যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই যে বোরাথাঁর প্রধান দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সত্বেও গত ১ বছর ধরে প্রধান হিসাবে কাজ করছেন তার জন্য কেন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেকের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ থাকতে পারে কিন্তু অভিযোগ দায়ের করলেই যে শাস্তি প্রাপ্ত হবে এমন কোন আইন নাই। এনকোয়ারীর পরে কোন লোকের বিরুদ্ধে স্প্যাসিফিক দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তার অবশ্যই শাস্তি হবে আর যদি দুর্নীতি প্রমানিত না হয় তাহলে নিশ্চই খালাস পাবে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, গত বিধানসভায় বোরাখাঁ প্রধান সহ যে ৬০ জন প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের লিষ্ট ছিল সেখানে এই বোরাথাঁর প্রধানের নামও যে ছিল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে অভিযোগ অনেকের বিরুদ্ধেই থাকতে পারে তাতেই যে সে দোষী এমন কোন কথা নাই। কিছু লোকের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে দুর্নীতি প্রমানিত হলে তাদের শাস্তি হবে। কিছু কিছু প্রধানকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, কাউকে শো কজ করা হয়েছে। সরকারের যে পদ্ধতি আছে সে অনুসারে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

শ্রী জওহর সাহা :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই বোরাখাঁ গাঁও সভার প্রধানের ছেলে নীলকণ্ঠ দাসের নাম পঞ্চায়েত রেজিষ্টারে নাই সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, নীলকণ্ঠ দাসের নামে পঞ্চায়েত রেজিষ্টার আছে কি নাই সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আসে নাই।

শ্রী জওহর সাহা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, রেজিষ্টারে নাম আছে কিনা সেটা ছিল আমার প্রশ্ন।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এভাবে প্রশ্ন আসতে পারেনা।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২০৭।

মিঃ স্পিকার :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২০৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২০৭।

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমায় রাঙ্গামাটি মৌজায় ১০২৪ নং খতিয়ানের ৬০৪ / ১৮৭১ নং দাগের জোত নাল ভূমির উপর পূর্ত্তদপ্তর কোন রাস্তা নির্মাণ করেছেন কিনা ?

২। উক্ত জোত ভূমিতে রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি গ্রহণের জন্য কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি ?

৩। না দেওয়া হলে তাহার কারণ এবং কবে নাগাদ দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। রাঙ্গামাটি গাঁও-সভার প্রস্তাব অনুযায়ী দেববাড়ী যাওযার রাস্তাটি সংস্কার করা হয়। ঐ রাস্তাটির কিছু অংশ উল্লিখিত ভূমির উপর দিয়ে আংশিকভাবে গিয়াছে।

২। যেহেতু পূর্ত্তদপ্তর কোনও নূতন রাস্তা তৈরী করে নাই পূর্ত্তদপ্তর কর্তৃক উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার. এই যে ১০২৪ নং খতিয়ানের ৬০৪। ১৮৭১ নং দাগের জমির উপর পূর্ত্তদপ্তর যে রাস্তা করেছে সে জমির যে মালিক তাকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়াটা কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক কিছু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যখন কাজ করি তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করি না। ১ নম্বর, ২ নম্বর সে রাস্তাটা আগে থেকে ছিল সেটি আমরা শুধু সংস্কার করেছি। সারা ত্রিপুরায় যত রাস্তা করা হয়েছে তার ৫০ পার্সেন্টের উপর সংস্কার করা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় নূতন রাস্তা করতে আমরা ল্যাণ্ড এক্যুইজিশান আমরা করি কিন্তু এই রাস্তাটি সংস্কার করার ব্যাপারে গাঁওপ্রধান লিখিতভাবে জানানোর পরই করা হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে গাঁওপ্রধান লিখিতভাবে দিয়েছেন বলেই হয়েছে। আমি জানতে চাই এই জমিটি কি গাঁওপ্রধানের না যাদের দাগ নাম্বার ও খতিয়ান নম্বর দেওয়া হয়েছে তাদের। শুধু গাঁও-

প্রধানের লিখিত দেওয়ার উপরই কি রাস্তা করা যায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের আরও ভাল করে শোনা দরকার। এটা এম, এম. বি, স্কীম এ ধরণের রাস্তা করতে জমি-জায়গা গ্রামবাসী দেন এবং তারজন্য আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণও দিই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যখন রাস্তাটি মেরামত করা হয় তখন জমির মালিক বাধা দিয়েছিল কিনা? বাধা দিয়ে থাকলে বাধা দেওয়া সত্বেও এই প্রধান যে জোর পূর্বক জমিটি দখল করেছিল সেটা ঠিক কিনা আর যখন রাস্তাটির মেরামতের কাজ আরম্ভ হয় তখন জমির মালিকের সঙ্গে সম জোতা হয়েছিল কিনা এবং তারপরই সরকারের কাছে সাবমিট করা হয়েছিল কিনা ?

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ২৪৭।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টারর্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৭।

প্রশ্ন

১। বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেব রবি ফসলে সাহায্য করার জন্য কি ধরনের পরি-কল্পনা দেওয়া হয়েছে, এবং

২। কোন বিভাগে কত পরিবার কৃষককে কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের রবি ফসল উৎপাদনে সাহায্য করতে যে সব বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে তাহা এইরূপ,

ক) বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সার কীট নাশক সহ গম বীজ ডাল বীজ, তৈলবীজ, শীতকালীন সব্জীবীজ, আলু বীজ, আখের বীচন, মিষ্টি আলুর বীচন এবং বোরো ধানের প্রায় ৮১,২৪৯টি মিনিকিট বিতরন।

খ) শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে ২৯০ মেট্রিক টন গমের বীজ বিতরন,

গ) কিলোপ্রতি ৩০ পয়সা ভর্তুকীতে ৪০০ মেঃ টন আলু বীজ বিতরন।

২। যেহেতু বীজ সার ইত্যাদির বিতরন শেষ হয় নাই সেই হেতু এই সংখ্যা এখনই দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি

বিগত বন্যায় যে সকল কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের সাবসিডিয়ারী রেটে আরো বেশী করে আলু এবং গমের বীজ সরবরাহ করা হবে কিনা কারন এখন তো আলু এবং গম চাষের সিজন রয়ে গেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :--মাননীয় স্পীকার স্যার, গত বছর আমরা ৬৮০ মেঃ টন আলুর বীজ সংগ্রহ করেছিলাম কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করবার জন্যে কিন্তু গত বছর সব আলুর বীজ কৃষকরা নেননি ফলে আমাদের কৃষি দপ্তরকে কম রেটে সেটা মার্কেটে বিক্রি করতে হয়েছিল। এ বছর আমরা ৫০০ মে: টন আলুর বীজ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা নেই। আমরা সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গ শিলং হইতে আলুর বীজ সংগ্রহ করি। কিন্তু এই বছর দেখা যায় যে ঐ এলাকার আলুর মধ্যে নানা ধরনের রোগ দেখা দিয়েছে। ফলে আমরা অরুনাচল প্রদেশ হইতে আলুর বীজ সংগ্রহ করি। অরুনাচল প্রদেশ আমাদের প্রথমে ৫০০ মেঃটন আলুব বীজ সরবরাহ করবে বলেছিল। কিন্তু তারা পরে ৬৮০ মেঃটন আলুর বীজ আমাদের দেয়। এই কারনেই এবার আমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা বীজ কৃষকদের দিতে পারিনি

দ্বিতীয়তঃ আমরা কিছু কিছু বীজ যেমন গম ধানের বীজ আমরা কৃষকদের দিতে পারি যেহেতু উহার চাষের সময় এখনো রয়ে গেছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় সার এবং ঔষধ পাচ্ছেনা। এই সার এবং ঔষধ যাতে কৃষকদের যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া যায় তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের যে সার এবং ঔষধ সরবরাহ করেন কয়েকটি করপোরেশন। এই করপোরেশনগুলি গভার্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়ার আণ্ডারটেকিং। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত সার এবং ঔষধ এই করপোরেশনগুলি সরবরাহ করে কিন্তু অনেক সময় তারা ঠিক সময়ে আমাদের সরবরাহ করে না। আবার সার এবং ঔষধ পাবার পর সেগুলি রাজ্যে আনার জন্য রেলওয়ের ওয়াগন পাওয়াও যায়না। সে কারনে কৃষকদের আমরা সময়মত সার এবং ঔষধ সরবরাহ করতে পারিনি। তবে এখন আমাদের হাতে সব সার এবং ঔষধ এসে গেছে। সুতরাং আমরা উহা কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করব।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে আলুর বীজ এবং গম বীজ দফায় দফায় দেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা গেছে যাদের প্রয়োজন নাই তারাও এই বীজ পেয়েছে আবার যাদের প্রয়োজন আছে তারা অনেকসময় প্রয়োজন মত বীজ পায়নি।

আবার রাজনগর ব্লকে কৃষকরা তাদের প্রয়োজনমত সার ও ঔষধ পাননি, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বীজ সরবরাহ করবার সময়ে বিডিসি এবং পঞ্চায়েতকে বলেছি যে তারা এই বীজ এবং সার নিয়ে গিয়ে কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করতে পারেন। কোন কোন জায়গায় অবশ্য বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম হয়েছে। তবে আমরা সে ব্যাপারে তদন্ত করছি।

দ্বিতীয়তঃ সার এবং ঔষধ আমাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ রয়েছে।

শ্রী তরনী মোহন সিংহ। সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এখনো বরো ধানের চাষের যথেষ্ট সময় রয়েছে। কৃষকদের যাতে যথেষ্ট পরিমাণে বোরো ধানের বীজ সরবরাহ করা হয় তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওরা হবে কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বুরো বীজ সংগ্রহ করার জন্য ইতিমধ্যে যেহেতু তারা বাইরে থেকে বুরো বীজ সংগ্রহ করে না, কিছু ডেমনস্ট্রেশান ছাড়া, সেই কারণে লোকেল পারচেজ যাতে করতে পারে এবং স্থানীয় লোকেরা যাতে সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যে জায় গায় বীজ পাওয়া যাবে না তারা যেন দপ্তরকে জানায় যাতে বীজ সরবরাহ করা যায় এবং স্থানীয় লোকেরা যাতে বীজ সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য আমরা একটা কমিটি করেছি

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—আমাদের তেলিয়া মুড়া ব্লকে মটর এবং বাদাম বীজত চাষীরা পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদর এই বীজগুলি সরবরাহ করার চেষ্টা করবেন কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—আমি আগেই বলেছি রাজ্যের প্রায় ৯০ ভাগ বীজ বাইরে থেকে আনতে হয়। আমাদের রাজ্যে বাদাম বীজ হয় না। আমরা গুজরাটে আগাম টাকা দিয়েছিলাম। এবারও ন্যাশন্যাল কর্পোরেশনকে জানিয়েছিলাম। তারা বলেছে তারা পারবে না। সেজন্য অন্য স্কীমের মাধ্যমে যাতে কাভার করা যায় সেজন্য আমরা বলে দিয়েছি।

শ্রীনকুল দাস ঃ—আলুবীজ এ বছর এবং বিগত বছরে সংকট ছিল এবং ভবিষ্যতে সংকট হবে না একথা বলা যায় না। কৃষকেরা ঠিকমত আলুবীজ সংরক্ষিত করে রাখতে পারে না। কাজেই, কোল্ড স্টোরেজের কাজ কতটুকু করেছেন এবং এই ব্যাপারে কতটা উদ্যোগ নিয়েছেন?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—বীজ সংরক্ষণের এখানে অসুবিধা আছে। একটি না এ বেসরকারী কোল্ড স্টোরেজ ছিল এখানে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোল্ড স্টোরের

গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে একটি দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোরাতে। সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউস কোলড স্টেরেজ, এছাড়া কো-পারেটিভ দপ্তর থেকে কোল্ড স্টোরেজের কাজ, আমরা আশা করছি, আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে করতে পারব।

শ্রীজওহর সাহা :—গত বন্যায় যে সকল কৃষকের আমন ফসল নষ্ট হয়েছে তাদের ৫০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কত পরিবারকে ৫০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এটা স্যার, খারিফ প্রোগ্রামের উপর, রবি প্রোগ্রামের উপর নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১।

প্রশ্ন

১। যে ৫৯ জন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল তাদের সে সব অভিযোগের তদন্ত হয়েছে কিনা ?

২। হয়ে থাকলে কতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩ইং পর্যন্ত কতজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

৩। ১৯৮৩ইং সনের জুলাই থেকে ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩ইং পর্যন্ত আরো কতজন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে ?

উত্তর

১। না, এখনো সমস্ত অভিযোগের তদন্ত শেষ হয় নাই।

২। এ পর্যন্ত ১টি ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং তাহাকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

৩। ১৯৮৩ইং সনের জুলাই থেকে ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩ইং পর্যন্ত আরো দুইজন প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—যে কয়জন দূর্নীতিগ্রস্ত প্রধানের অপসারণের কথা বলেছেন তারা কোন গাঁওসভার এবং কোন দলের ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—কড়ইমুড়ার হরি দত্ত।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী ঃ—কোন্ দলের লোক ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ—আগে জানতাম উনি নির্দল বলে জিতেছেন। পরে কংগ্রেসের কাজ করেছেন বলে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।

শ্রী জহরলাল সাহা :—তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত চলছে বলেছেন। কবে

পর্যন্ত প্রধানদের বিরুদ্ধে এইসমস্ত তদন্ত রিপোর্ট আসবে।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ—এটা ডেফিনিট করে বলা সম্ভব নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, যেসমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে সেই সম্পর্কে প্রধানদের সাসপেণ্ড করা হয়েছে কিনা? কারণ আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রধানদের সাসপেনসান করা হয়। এই ক্ষেত্রেও তাদের সাসপেনসান করা হবে কিনা এবং যাদের অপসারণ করা হয়েছে তাদের বেতন ভাতার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ—এই তদন্তের মধ্যে সাসপেনসানের কোন রিপোর্ট নেই। কারণ আমি বলেছি ৫৯ জনের মধ্যে ৮ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত করে কিছু পাওয়া যায় নাই। একটি মাত্র ক্ষেত্রে গাঁও প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। বাকী ৭টি ক্ষেত্রে এমন কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারিনি যাতে তাদের সাসপেনসান করা যায়।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—এই ৮টা গাঁও সভার নাম বলতে পারেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ—সেইভাবে প্রশ্ন করা হয় নাই।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— ৫৯ জন প্রধান যারা, তারা কোন্ কোন্ দলের?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ— তার হিসাব বলা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯।

প্রশ্ন

১। বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত—বিলোনীয়া মহকুমার কাঠালিয়াছড়া দেবীপুর রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা, এবং

২। নেওয়া হয়ে থাকলে কবে পর্যন্ত এই কাজ হাতে নেওয়া হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫০।

প্রশ্ন

১। বিগত বন্যায় সারা রাজ্যের কোন বিভাগের কত পরিমান রাস্তা ভেঙ্গে

২। এইসব রাস্তাঘাট ভেঙ্গে টাকার অংক কত ক্ষতি হয়েছে ?

৩। এই ক্ষতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কত টাকা পাওয়া হয়েছে এবং কত টাকা আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পাওয়া গিয়াছে ?

উত্তর

১। বিগত বন্যায় ভাঙ্গা রাস্তাঘাটের বিভাগ ভিত্তিক (পূর্ত বিভাগ) হিসাবের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

পূর্ত বিভাগের নাম		কি.মি. পরিমান
১। আগরতলা ডিভিসন নং ২	...	৪ কি.মি.
২। আগরতলা ডিভিসন নং ৪	....	১৪.২০ কি.মি.
৩। নর্দান ডিভিসন	...	৯.১৫ ,,
৪। কাঞ্চনপুর ডিভিশন	...	৪.০০ ,,
৫। কুমারঘাট ডিভিসন		১৫.০০ ,,
৬। আমবাসা ডিভিসন	...	৭.০০ ,,
৭। তেলিয়ামুড়া ডিভিসন	...	৪৭.৫০ ,,
৮। সার্দাণ ডিভিসন নং ১	...	১৩.৭৮ ,,
৯। সাদার্ণ ডিভিসন নং ২	...	১৮০.০৫ ,,
১০। অমরপুর ডিভিসন	..	১৩৪.৮০ ,,
	সর্ব্বমোট :	৪২৯.৪৮ কি.মি.
		অর্থাৎ ৪২৯ কি.মি.

২। রাস্তাঘাট ভাংগার দরুন মোট ৩,২২, ৩০০, টাকার ক্ষতি হয়েছে।

৩। এই ক্ষতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মোট ২,৩২,০০ লক্ষ টাকা চাওয়া হইয়াছে এবং আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে মোট ১২৬,০০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—এই যে রাস্তাগুলি ভেঙেগেছে সেগুলি সাময়িক ভাবে মেরামত কর করা যাবে। মূল রাস্তাগুলি বর্ষা এলেই ভেঙে যাবে। এ জায়গাগুলিকে মেরামত করার জন্য পারমানেন্ট কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমি বলেছি দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা আমরা দাবী-করে ছিলাম, পেয়েছি এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। কাজেই সব কিছুই এখুনি করা যাবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে যখনি বন্যা হয় আমরা যুদ্ধকালীন হিসাবে হাতে নিই। বিলোনীয়ায় মুহুরী ব্রীজটা এবং কমলপুরের একটা ব্রীজ আমরা মেরামত করতে পারিনি এবং

অতি অল্প সময়ের মধ্যে মেরামত করা হয়েছে অনেকগুলি—যেমন কাকুলিয়া, মহারানী ইত্যাদি। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন গ্যারন্টি করে যে কোন রাসতা ভাতবে না, এটা সম্ভব নয়, কারণ ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ হলে ভেঙ্গে যায়।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তেলিয়ামুড়া—মহারানী রাস্তাটি গত বন্যায় বিরাট অংশ নষ্ট হয়েছে এটা একটা গুরুত্ব পূর্ণ্য লাইন—কাজেই এটাকে চালু করার ব্যাপারে সরকার গুরুত্ব দেবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটার সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়ার সুবিধা হত যাক এই রাস্তাটি টোট্যালী নষ্ট হয়ে গেছে এবং এজন্য নূতনকরে জায়গা একুয়ার করার প্রশ্ন জড়িত আছে। আমরা চিন্তা করছি কি করে এই সব রাস্তা করা যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তেলিয়ামুড়া থেকে রাংগামাটি ভায়া অম্পি রাস্তায় একটি ছাড়ার উপরের ব্রীজ অনেক দিন যাবত নষ্ট হয়ে পরে আছে এবং সেই রাস্তা আরও ২/৩টি ব্রীজ আছে। সেগুলি ট্যামপরারী ভাবেও রিপেয়ার করে টি, আর, টি সি, এবং ট্রাক চলাচলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই ব্যবস্থা করেবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আমরা এই সব রাস্তাগুলি মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছি আমাদের কাজ চলছে সবগুলি রাস্তাই চালুকরা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিলোনীয়ার মফিজ মিঞার খাট হইতে বল্লামুখা ঈশানচন্দ্রনগর রাসতাটি মাননীয় পুর্ত্ত মন্ত্রী নিজেও সেটি দেখেছেন যে পশ্চিম পাহাড় থেকে দৈনিক হাজার হাজার লোক এই রাসতা দিয়ে চলাচল করে এই কথা চিন্তা করে এই রাসতাটি মেরামতির ব্যবস্থা তড়ান্বিত করনে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার জবাব আমার একটাই নির্দিষ্ট রাস্তা সম্পর্কে আলাপ প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সোনামুড়া কলমখেত এলাকায় যে বাঁধ ছিল সেই বাঁধ গত বন্যার ফলে ভেঙ্গে গিয়েছে সেখানে সামান্য কিছু টাকা খরচা করে মেরামত না করার ফলে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে এই কথা চিন্তা করে এই বাদের মেরামতির ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিত পারব।

মিঃ স্পীকার : শ্রীকেশব মজুমদার

শ্রী কেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ২৩৮

শ্রীঅনিল সরকার :- কোয়েশ্চান নং ২৩৮

প্রশ্ন	উত্তর
১. ত্রিপুরার কাগজ কল সংস্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অনুমোদন মিলেছে কি ?	না।
২. মিলে থাকলে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে ?	প্রশ্ন উঠে না
৩. মিলে না থাকলে তার কারন কি ?	ভারত সরকার তাহার সর্বশেষ চিঠিতে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন যে তাহারা রেল মান এক এবং পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের সাথে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আলোচনা করছেন। প্রথমত—লামডিং-বদরপুর মিটারগজ লাইনের বিকল্প একটি নূতন রেল লাইন সংস্থাপন। দ্বিতীয়তঃ—বড়মুড়া সঞ্চিত গ্যাস ভাণ্ডারের পরিমাণ এবং উহার অর্থনৈতিক উপযোগীতা প্রভৃতি নিয়া আলোচনা করছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—স্যার আমার প্রশ্ন ছিল, ত্রিপুরার কাগজকল সম্পর্কে আর মাননীয় মন্ত্রী জবাবে জানালেন যে ভারত সরকার রেল মন্ত্রক এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সংগে আলোচনা করছেন।

আমার প্রশ্ন ছিল কাগজকল সম্পর্কে সেই কাগজ কলের কি হল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার এটা এই রকম প্রশ্ন নয়। মাননীয় স-স্যার হয়তো ভুলে গেছেন-দুইটা প্রশ্নই আমরা তুলেছিলাম। একটা হল ত্রিপুরাতে কয়লা নাই। কাগজকলের জন্য প্রচুর কয়লা প্রতিদিন আনতে হবে। আর একটা হল কাগজ তৈরী হলে সেই সব কাগজতো আর আগরতলা মার্কেটে বিক্রী করে শেষ করা যাবে না কাজেই সেগুলিকে আমাদের বাইরের বাজারে পাঠাতে হবে। কাজেই কয়লার যে প্রয়োজন সেটা আমরা গ্যাস দিয়ে কতখানি মেটান যায় সেটা আমরা ও. এন. জি. সি. থেকে সরকারী ভাবে না হলেও বেসরকরী ভাবে জানতে পেরেছি। আমাদের প্রতিদিন ৩ লাখ মিটার গ্যাস সরবরাহ করতে পারবেন আর আমাদের দৈনিক প্রয়োজন হবে ৪০ হাজার মিটার। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল—

সেটি হল রেলের ব্যবস্থা। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার-এর মতামত হল যে মিটার গেজ লাইনে এটা হতে পারে না এর জন্য দ্রুত গেজ লাইনের দরকার। এবং সেজন্য এন. ই. সি. এর কাছে যোগাযোগ করা হয়েছে এটা হয়েগেলে ত্রিপুরার সমস্যা মোটামোটি মিটে যেতে পারে। এটার সাথে রেলওয়ের প্রশ্নটা এই জন্যই জড়িত এবং এই কাজের জন্য এখান থেকেও উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এবং এটা হয়ে গেলে ছোটখাটো ভাবেও আমরা কাজটা আরম্ভ করে নিতে পারি। কেন ধরুন আমাদের যদি দৈনিক ৩০০ টন কেপাসিটি থাকে তাহলে প্রথমে আমরা ১০০ টন দিয়ে কাজটা আরম্ভ করতে পারি। কাজেই কাগজ কল অপেক্ষা করতে পারে না সেটা আমাদের অবিলম্বে চাই এই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিবরনটি তুলেছি এবং আরও তুলব। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের কাছে আমাদের প্রজেকটারকে আপগ্রেড করার জন্য নেওয়া হয়েছে। এটা ১৯৭০ সালে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং এখন আমাদের মাননীয় সদস্য এর আমলেই স্বুরু হয় এবং তারপর একটা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং আমাদের দাবী হল যে কাগজ কল আমাদের চাই। কারণ নাগালেণ্ডে হচ্ছে অরুনাচলে হচ্ছে—অরুনাচল যেখানে রাস্তা করার জন্য লোক পাওয়া যায় না সেখানে ইনার লাইন আছে বাইরের কোন লোক সেখানে যেতে পারে না সেখানে কাগজ কল যাচ্ছে এবং আমাদের ত্রিপুরাতে আসছে না তাতে আমাদের ত্রিপুরার লোক ক্ষুব্ধ হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে অরুনাচলে কাগজ কল হউক এটা আমরা চাই না। অরুনাচলে হউক কিন্তু নট এট সি কষ্ট অব ত্রিপুরা। উনারা চাইলে অরুনাচলে কেন আকাশেও করতে পারেন—সেখানে সংপেসেও এই সব জিনিষ করা যায় ইচ্ছা করলে চন্দ্রেও করা যেতে পারে এই যুগে সেই সব জায়গাও করা সম্ভব। যেখানেই হউক সেটা যেন আমাদের কষ্টে না হয়। আমদের রাজ্যে এখন ৮০ হাজার বেকার আছে তাদের স্বার্থে এবং রাজ্যের অর্থ নৈতিক স্বার্থে আমাদের রাজ্যে কাগজের কল দরকার। এবং এই কাগজ কল হলে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে ২০ হাজার লোক বিভিন্ন ভাবে কর্ম সংস্থানের সুযোগ পাবে এবং হাজার হাজার ট্রাইবেল যারা বাঁশ বিক্রী করার সুযোগ না পেয়ে বাংলা দেশে বাঁশ বিক্রী করছেন তারা এখানেই বিক্রী করতে পরবেন। কাজেই এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পাবি না।

যেহেতু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই জন্য এটার আলোচনার দরকার। গত ৯ই ডিসেম্বর এখানে সর্বাত্মক বন্ধ পালন করা হল তার মধ্যে এটা একটা প্রধান দাবী ছিল যে কাগজ কল স্থাপন করতে হবে। এর মধ্যে দিল্লীতে একটা মিটিং হওয়ার কথা আছে

সেই সময়েতে এই দাবী উপস্থিত করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। সমস্ত তার কি চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়েছে। লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

(ANNEXURE—"A")

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই যে এখন এই ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত গাড়ী বন্ধ হয়ে আছে চলছে না ডিজেলের অভাবে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই, উপস্থিত আছেন, তার কারণ কি জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উত্তর দিচ্ছি। এটা সম্পূর্ণ অসত্য, প্রচুর ডিজেল এখানে মজুত আছে। কাল রাত্রে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে কোন গাড়ী যে কোন ডিপো থেকে ডিজেল নিতে পারে। এখন ত্রিপুরায় ডিজেলের কোন অভাব নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য রতি মোহন জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আজ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং উদয়পুর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসে অনুমানিক রাত ১১টায় কতিপয় সমাজ বিরোধী গুণ্ডাদের হামলা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি উথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আগামী ২৬শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেব

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—সম্প্রতি মেলাঘর গাঁওসভা এলাকাগুলিতে টিউবওয়েল মেরামত ও নূতন টিউবওয়েল বসানোর কাজ বন্ধ থাকার ফলে পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি আমি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ –মাননীয় স্পীকার স্যার, আগামী ২৬শে ডিসেম্বর আমি বিবৃতি

দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আজ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"গত ১৫ই ডিসেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "চনদননগর" স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর যে ভারতীয় গ্রামটি বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ আয়োজন চলেছে—সংবাদ প্রসংগে।" মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষটি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ না পারেন পরবর্ত্তী তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, চনদন্নগর একটা গ্রাম যেটা কমলপুর বড়সুরমা ও মরাছড়ার একটা অংশ। এটা ১৩৫.৪৭ একরস নিয়ে গঠিত একটা এলাকা। গত সার্ভে সেটেলমেনট অপারেশনের সময় এই এলাকাটাকে এভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দিকে সোনারাইছড়া ও অপর দিকে আরেকটা ছোট ছড়া এর নাম জানা নেই। এই সম্পর্কে হাউসের সামনে জানাচ্ছি যে মহারাজার আমলে আসাম ও ত্রিপুরার বাউনডডারী সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন সুপারিনটেনডেনট অব সার্ভেস, আসাম, মিঃ কে, কে, কর। তাঁর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনিই আসাম ও ত্রিপুরার সীমানা নির্ধারণ করে-ছিলেন। এটা করতে পাঁচ বছর সময় লাগে। মাঝখানে তিন বছর সময় (১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত) নষ্ট হয়েছে, যুদ্ধ ইত্যাদি ছিল। তিনি এবং গ্রিড একত্রে দুইজন ম্যাপ তৈরী করেন। এই ম্যাপটাকে বলা হয় "করগ্রীড ম্যাপস"

পার্টিশনের পরে ঠিক হয়, ত্রিপুরা এবং সিলেটের মধ্যে যে সীমানা সেটাও এই করগ্রীড ম্যাপ অনুসারে নির্ধারিত হবে। সে অনুসারে এই সীমানা নির্ধারিত এখন এই জায়গাটা বাংলা দেশে পড়ে। সীমানা নির্ধারিত হবার পরে চন্দননগর বলে পরিচিত এই জায়গাটি বাংলা দেশের মধ্যে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশে যাবে। উভয় অংশেরপ্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেছেন। অর্থাৎ ফাইন্যালি ডিসিশান হয়ে গেছে, চন্দননগর বাংলা দেশে যাবে। তার ফলে এটা আমরা পাচ্ছিনা। তবে কবে অর্পন করা হবে তার তারিখ এখনও ঠিক হয় নাই। এই রকম সীমানা নিয়ে আরো কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। বিলোনীয়া চরের সীমানা নির্ধারন পুরোপুরি এখনও হয়নি। যার ফলে চরটা আমরা এখনও পাইনি। আমরা বলেছি, আগে এই চর বাংলা দেশ আমাদের হাতে অর্পন করলে তার পরে এই যে চন্দননগর গ্রামটি সেটি যেন অর্পন কর হয়। এই গ্রামে ৫৯ টি পরিবার রয়েছে, যার লোক সংখ্যা হচ্ছে,

৩৭১ জন। এই যে জমির এগ্রিমেন্ট সেই এগ্রিমেন্ট অনুসারে বলা হয়েছে, ঐ এলাকার মধ্যে যারা বসবাস করেন তারাও বাংলা দেশের কিংবা ভারতবর্ষের নাগরিক হতে পারেন। এই ৫৯টি পরিবার বাংলা দেশের নাগরিক হতে আগ্রহী নহেন। তারা ভারতবর্ষের নাগরিক হতে চান। সেই ক্ষেত্রে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি. আমাদের সরকারের দায়িত্ব হবে, তাদের বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং বিকল্প জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই ব্যাপারে আমরা ভারত সরকারের অ্যাক্স্টারন্যাল অ্যাফেয়ার্সের যে মিনিষ্টি তাঁকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি, এই ৫৯টি পরিবার ভারত-বর্ষের মধ্যে রি-সেটেলড্ হতে চায়। জেলা শাসক; উত্তর ত্রিপুরাকে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব তৈরী করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, যারা যারা এর ফলে বাংলা দেশ থেকে উচ্ছেদ হবেন তাদের সম্পর্কে পুনর্বাসনের যে পরিকল্পনা বা প্রকল্প আছে তা তৈরী করতে। এই প্রকল্প অনুসারে যে যে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে তাতে আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা লাগবে। অবশ্য এটা ১৯৭৯ সালের হিসাব। হয়ত এখন তার চেয়ে বেশী লাগবে। এই সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে সবরকম ব্যবস্থা নেবেন। যখন এই এলাকাটা চুড়ান্তভাবে বাংলা দেশের হাতে অর্পন করা হবে।

শ্রী বিমল সিন্হা:—এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, চন্দননগর গ্রামটি বাংলা দেশে যাবে। কিন্তু এই চন্দননগর গ্রামটি সম্পর্কে ১০৫ বৎসরের দলীল এখনও আছে যা স্বাধীন ত্রিপুরার আমলে সম্পাদিত দলিল। এখনও চন্দননগর গ্রামের অধিবাসীগন রাজ্য সরকারকে খাজনা দেয় এবং তারা এখনও ভারতবর্ষের নাগরিক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, এখনও চন্দনগর গ্রামটি অর্পণ করা হয়নি বাংলা দেশেকে। কাজেই অর্পণ করার আগেই কি করে বাংলা দেশের মনু বিভাগেরে এস, ডি, ও, এবং কমলগঞ্জ থানার ও, সি, বাংলা দেশের বর্ডারের মধ্যে বি, ডি, আর, দিয়ে গ্রাম বাসীদের বাধ্য করে বাংলা দেশের মধ্যে মিটিং করার জন্য এবং সে চেষ্টাও তারা করেছে। শুধু তাই নয়. চন্দন নগর গ্রামের লোকদের বলছে. মনু বিভাগের গাঁয়ে গিয়ে তাদের বাজার করতে হবে, হাট করতে হবে, ইণ্ডিয়া বাজারে তারা যেতে পারবে না। এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রশ্ন। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, করগ্রিড যে এগ্রিমেন্টের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। বরং আমরা বলতে পারি সুর্মা বাগানের অনেকগুলি সেক-শানে কয়েক লক্ষ চারা আমাদের ভারতবর্ষের ভূমির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। ১৯৭০ ইং এর কিছু আগে বা পরে মাননীয় সুখময় বাবু যখন মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন ঠিক ঐ সময়ে এই

চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আমাদের ভূখণ্ডটাকে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যের লোকদের সম্পূর্ণ ঘুম পাড়িয়ে, চন্দননগর লোকদের ঘুম পাড়িয়ে হস্তান্তর করা হয় এবং সেই সম্পর্কে ঐখানকার মানুষরা এখনও বাংলা দেশে যেতে অনিচ্ছুক। এই মানুষগুলোর মৌলিক একটা অধিকার, তাদের বাঁচার অধিকার এটাকে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যে—হস্তান্তর করেছেন তা অবৈধ। কাজেই এই সম্পর্কে অর্পণ করার আগে তা বাধা দেবার জন্য কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইখানে আমার বিবৃতিতে আমি সামান্য একটি সংশোধন দিচ্ছি। মিঃ কে, কে, কর তিনি সুপারিন্টেনডেণ্ট সার্ভে অব আসাম মন-তিনি হলেন সুপারিন্টেডেণ্ট সার্ভে অব ত্রিপুরা। আর মিঃ এইচ, এস, গ্রিড-তিনি সুপারিন্টেডেণ্ট সার্ভে অব আসাম হবেন। আমি দুঃখীত এই সংশোধন করার জন্য। মাননীয় সদস্য এখানে ২টি প্রশ্ন তুলেছেন। হস্তান্তর এখনও কার্য্যকারী করা হয়নি। অর্থাৎ ফিজিক্যাল পজেশান দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে বাংলা দেশ যদি কিছু করে থাকেন বে-আইনী ভাবে করেছেন। নিশ্চয়ই এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাক্স্টারন্যাল অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্ট্রীর কাজে জানাব। আর ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, যে বাউণ্ডারীর কথা তিনি এখানে বলেছেন সেটা রাজ্য সরকারের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমরা এ ব্যাপারেও এর আগে বলেছি একটা ছড়া এখানে আছে যা ভুল বশতঃ কাগজে পত্রে দেখান হয়েছে তাতে সেটা বাংলা দেশে পড়ে। তবে এর কোন সংশোধন কেন্দ্রীয় সরকার করবেন কিনা সেটা রাজ্য সরকারের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখলেন সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই কৈলাশহরের চণ্ডিপুর কনষ্টিটিউয়েন্সির শামরুল গাঁও সভার অন্তর্গত শামরুলমুখ গ্রামের উত্তর দিকে মনু নদীর অপর প্রান্তে আমাদেব ভারতবর্ষেব প্রায় ১০/১৫ একর জমি বাংলা দেশের লোকেরা জোর জবরদস্তি করে ভোগ করছে এবং ভারতীয় জনসাধারণের জমি হওয়া সত্বেও তারা সেটা দখল নিতে পারছে না সে ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন কিনা এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমাদের বর্ডারে বি, এস, এফ, রয়েছে এই সব দেখবার জন্য। এখন মাননীয় সদস্য এটা যদি আরো কনক্রিটলি দেন, তাহলে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাক্সট্রারন্যাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এটা ফেরৎ নেবেন কিনা

বা সংশোধন করবেন কিনা তা তিনি জানেন না। আমি এই হাউসের কাছে অনুরোধ করতে চাই, লীডার অব দি হাউসের কাছে অনুরোধ করতে চাই, যাতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেতন করা হয় জায়গাটি ফিরিয়ে আনার জন্য। আমাদের ত্রিপুরা সরকার সেখানে ইলেকট্রিক কানেক্ট নিয়েছেন, পি, ডাব্লু ডি-এর কন্সট্রাকশন হয়েছে, লাইন চলে গেছে, ঘরে ঘরে লাইন গেছে, ইণ্টারন্যাল কানেকশন পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই লাইনটাকে কানেক্ট করার সময় বাংলা দেশের বি, ডি, আর, সেখানে থেকে আমাদের রাজ্য সরকারকে অবজেকশান দিয়েছে বি, এস, এফ'-এর মারফতে যে, এই গুলি বন্ধ করতে হবে, লাইন টানা চলবে না; কনষ্ট্রাকশান বন্ধ করতে হবে, কেননা এই জায়গা তাদের বলে। অর্পণ করার আগেই এই রকম দাবী সেখানে চলছে কাজেই এই সব বন্ধ করার দাবী যাতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাখেন মাননীয় মুখমন্ত্রীকে আমি এ ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এখানে দুটি প্রশ্ন জানা হয়েছে। একটি হচ্ছে, সমগ্র ব্যবস্থাকে যাতে পাল্টানো যায়। মাননীয় সদস্যরা জানেন, অনেক ডিসপুটেড লাইন ভারতবর্ষে আছে, যেমন ভাগলপুর-এর একটি এলাকা খোয়াইযে, একটা এলাকা ছিল, জলেয়ায় ছিল, বিলোনীয়ার মুহুরীর চর নিয়েও এখনও বিরোধ চলছে। অনেকটা গিভ এ্যাণ্ড টেক-এর ভিত্তিতে এলাকাগুলি বণ্টন করা হয়েছে। কোন জায়গা ওরা ছেড়ে দিয়ে গেছে, যেমন খোয়াইয়ে বিত্তাবিল, জলেয়ায়ও ছেড়েছে, তেমনি আমাদেরও হয়তো কোনটা ছাড়তে হয়েছে। যদিও সমগ্র রিপোর্টটি আজকে আমার হাতে নেই, তাহলেও বণ্টন ব্যবস্থা এইভাবে হয়েছে এবং এটাকে পাল্টানোর অর্থ হচ্ছে যে বিত্ত্যৎগুলি আছে সেগুলিকে আবার নিয়ে আসা। সেটা সম্ভব হবে কিনা বলা কঠিন। ২য় প্রশ্ন তিনি করেছেন, আমি জানিনা, শুনেছি আমাদের বিভিন্ন দপ্তর নূতন করে কাজ শুরু করেছে, এটা ঠিক না। এটাও ঠিক না যে এলাকাটা বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ডিফিকাল্ট প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে পজেশান নেওয়া, বিত্ত্যৎ নিয়ে যাওয়া, রাস্তার জন্য পয়সা খরচ করা। পানীয় জলের কথা আমি বলতে পারি সেখানে দুইটা টিউবওয়েল বসানো যায়, আবার সেগুলি তুলে নিয়ে আসাও যায়। কিন্তু স্থায়ীভাবে কোন রকমের ডেভেলাপমেণ্টের কাজ যাতে না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে।

শ্রীসৈয়দ রসিদ আলী :—পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এ ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন। কিন্তু লক্ষ্যনীয় ব্যাপার এই যে, কৈলাশহরে সমরুলপাড় গাঁও-সভার অন্তর্গত সমরুলমুখ এলাকাটি ভারতীয় এলাকায় অবস্থিত। আমি নিজে সেখানে গিয়েছি এবং দেখেছি সেখানে সীমান্ত পিলার

রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এলাকাটি ভোগ দখল করছে। অর্থাৎ উত্তর জেলার ডি, এম, বা এম, পি, এ ব্যাপারে কোন ব্যাবস্থা নিচ্ছেন না। যার ফলে সেখানকার জনসাধারণ সে এলাকাটি ভোগদখল বা নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারছেন না। সে এলাকটি অবিলম্বে ভারতীয় এলাকায় নিয়ে আসার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৈলাশহরে আমাদের কোন জায়গা যদি তারা দখল করে থাকে তাহলে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আমি মাননীয় সদস্যকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে উত্তর জেলার জেলা শাসককে জানানো হবে যাতে তিনি সে এলাকাটি পরিদর্শন করে তাড়াতাড়ি একটা রিপোর্ট দেন এবং তার পরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আ'কর্ষন করব।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন, নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "বিগত ১লা নভেম্বর ইছামুয়া গ্রামের অধিবাসী সুকুমার দেবনাথ দুবৃত্তগণ কর্তৃক নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ১লা নভেম্বর ইছামুয়া গ্রামে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে পূর্বে আগরতলা থানার অন্তর্গত ইছামুয়া গ্রামে এইরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তার বিস্তারিত বিবরণ আমি দিচ্ছি।

গত ১লা নভেম্বর, ১৯৮৩ ইং তারিখ বেলা প্রায় ৪টার সময় পূর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত ইছামুয়া গ্রামের জনৈক শ্রীসুকুমার দেবনাথ—পিতা মৃত নবদ্বীপ দেবনাথ; ৪৩ বৎসর বয়স তাহার অসুস্থ ভাগ্নের জন্য খাওয়ার নিয়া জি, বি, হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যান। কিন্তু তারপর হইতে তিনি নিখোঁজ।

গত ২-১১-৮৩ ইং তারিখ বেলা প্রায় ১১টার সময় ইছামুয়া গ্রামের জনৈক শ্রীধীরেন্দ্র ভৌমিক এবং নয়ানী মুড়ার তাহার অপর দুইজন সঙ্গীসহ পূর্ব আগরতলা থানায় আসিয়া উক্ত ঘটনাটি ডিউটি অফিসারের নিকট জানান। ডিউটি অফিসার তৎক্ষনাৎ ঘটনাটি থানার জেনারেল ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করেন (জি, ডি, এণ্ট্রি নং ৬৭ ডেটেড—২, ১১, ৮৩) এবং তদন্ত আরম্ভ করেন।

ইছামুয়া এলাকায় পুংখানোপুংখভাবে তদন্ত করিয়া অনেকগুলি কাটা চিহ্ন ও ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় সুকুমার দেবনাথের মৃতদেহটি পুলিশ নিকটবর্ত্তী একটি ছড়া হইতে উদ্ধার করেন।

ঘটনাটি ইছামুয়া গ্রামের শ্রী হারাধন দেবনাথের পিতা-মৃত নবদ্বীপ দেবনাথের অভিযোগমূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।২০১ ধারায় মকদ্দমা নং ৪(১১)৮৩ কতিপয় অজ্ঞাতনামা আসামীর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার গত ৪-১১-৮৩ইং তারিখ ইছামুয়া গাঁমের শ্রী আলো মিঞা ওরফে আলম, পিতা মৃত-আবদুল আজিজ এবং ৫-১১-৮৩ইং তারিখ ঐ গ্রামের শ্রী অমূল্য দেবনাথ পিতা মৃত-প্যায়ারী মোহন দেবনাথ এবং শ্রী প্রফুল্ল দেবনাথ পিতা মৃত লাল মোহন দেবনাথ নামে মোট তিন ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্টে চালান দেন। অভিযুক্ত তিন ব্যাক্তি গত ১৮. ১১. ৮৩ইং তারিখ মাননীয় এডিশানাল সেশন জজের আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পান।

গত ২৯.১১.৮৩ইং তারিখ ইছামুয়া গ্রামের নিম্নলিখিত ৫ জনও মাননীয় এডিশনাল সেশন জাজের আদালত হইতে আগাম জামিন লইয়াছে-

১) শ্রী রমনী বিশ্বস—পিতা মৃত-ফটিক চন্দ্র বিশ্বাস।
১) শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাস—পিতা-শ্রী রমনী বিশ্বাস।
৩) শ্রী চিত্ত বিশ্বাস—পিতা শ্রী রমনী মোহন বিশ্বাস।
৪) শ্রী মানিক চন্দ্র বিশ্বাস—পিতা রাধা রমন বিশ্বাস।
৫) শ্রী কাদের মিঞা—পিতা মৃত-ইয়াকুব আলী মিঞা।

তদন্তকালে আসামীদের স্বার্থে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রী সুকুমার দেবনাথ ও তাহার পরিবারেব অন্যান্য সদস্যদের ইছামুয়া গ্রামে তাদের প্রতিবেশী সর্বশ্রী রমনী বিশ্বাস, কাদের মিঞা, পরেশ পাল ও রনজিৎ পালের সহিত বিবাদ আছে। এই জমি সংক্রান্ত গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে একটি দেওয়ানী মামলা আছে।

ঘটনাটি জমি সংক্রান্ত গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুতাবশতই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিয়মান হয়। এই হত্যা কাণ্ডের পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ঘটনাটি ১লা নভেম্বরে ঘটে নাই। ঘটনাটি ১লা নভেম্বরেই রাত্রিতে ঘটেছে কিন্তু ডেড বডি ডিটেকটেড হয়েছে ২রা নভেম্বর। আমি দেখলাম ঘটনাটিতে ডাইরেকট কোন এভিডেন্সী নাই। যা আছে তা হলো সাসপেকটেড যে একটা জমি সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটা ঘটেছে। প্রকৃত খুনীকে খুঁজে বের করার জন্য ঘটনাটিকে সি. আই. ডির হাতে দেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, ঘটনাটি সি. আই. ডির হাতে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী কেশব মজুমদার :-- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর বিবৃতি থেকে দেখা গেল, শুধু তাই নয় এই হাউসে যত এই ধরনে খুন খারাপির কলিং এটেনশান এসেছে প্রতিটি কেসেই দেখা গেছে যে, হয় খুনী আসামীরা আগাম জামিন পেয়ে গেছে, না হয় কোর্টে হাজির করার পর তারা জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এই যদি ঘটতে থাকে, কোর্টে যদি এই ভাবে অসহযোগিতা করে, খুনী আসামী যদি এই ভাবে ছাড়া পেতে থাকে তাহলে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা কষ্টকর হবে। বিভিন্ন অভিযোগ শুনি বা উকিল বাবুদের কাছে যখন যাই বা আসামীদের পক্ষে যখন কেউ যান বা যারা অভিযুক্ত হয়েছে তাদের পক্ষে যদি কেউ যান ওরা বলেন যে হাকিমকে টাকা দিতে হবে। বিভিন্ন রকমের দুর্নীতির সঙ্গে ওরা যুক্ত রয়েছেন যা রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে চাই, এই ধরনের হাকিম যারা আছেন, যারা এই ধরনের কাজ করছেন, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিপন্ন করার জন্য সচেষ্টা রয়েছেন তাদের সম্পর্কে হাইকোর্টের কাছে কিছু বলা হবে কিনা যাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যাপারে তারা একটা সহায়ক ভূমিকা নিতে পারেন। এটা করবেন কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইসব সম্পর্কে এই হাউসে কোন আলোচনা হউক এটা আমি চাই না। আমি দৃষ্টি আকর্ষণীর সময়ও বলেছি, মাননীয় সদস্যরা যদি চান তাহলে গৌহাটি হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিসকে বিশেষ করে এই যে এখানে দেখা গেল আসামীরা অগ্রিম জামিন পেয়ে যাচ্ছেন, এটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশ্যান)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—

"The Tripura Agricultural produce Markets (Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 15 of 1983)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Badal Choudhuri :—Mr Speaker Sir. I beg to move before the House that the "Tripura Agricultural produce Markets (Amendment) Bill. 1983 (Tripura Bill No. 15 of 1983) be taken into Consideration.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় কৃষি মন্ত্রী আপনি বক্তব্য শুরু করতে পারেন। অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা যারা আলোচনায় অংশ গ্রহন করবেন তাদের নামের লিষ্ট দেবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে এমেণ্ডমেন্টগুলি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে বাজারগুলি আছে, যেখানে মূলত গ্রামের গরীব অংশের মানুষ এবং যারা কৃষক আজকে সেখানে মিলিত হন, তার উন্নতিয় জন্য, অগ্রাধিকারের জন্য যে প্রতিবন্ধকতা ছিল মূলতঃ সেগুলিকে দূর করার জন্য আজকে এই বিলটাকে এখানে আনা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখন প্রায় ৩১৭টি বাজার আছে। তার মধ্যে তুলনামূলক ভাবে বড় বাজার হচ্ছে ৮৪টি, অন্যান্য বাজারগুলি হচ্ছে গ্রাম্য বাজার, সপ্তাহে এক দিন বসে, সপ্তাহে দু দিন বসে। এই হচ্ছে রাজ্যের বাজারগুলির অবস্থা এবং এই বাজারগুলি বেশীর ভাগই একটা পরিকল্পনাহীন ভাবে করা হয়েছে যার জন্য তারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পান না। বিশেষ করে এই জায়গাগুলির সঙ্গে একটা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের গ্রামের মানুষের যে যোগাযোগ থাকার কথা, পরিবহন ব্যবস্থা থাকার কথা সেটা কখনই ছিল না ফলে বিশেষ করে এর সুযোগ নিতেন গ্রামের মধ্যে যারা মহাজন, জোতদার তারা। বিগত দিনের আমাদের রাজ্যের কথা যদি চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে একটা দুটা সাব-ডিভিশনের মধ্যে নয়, যারা বিশেষ করে এই সমস্ত মহাজনদের খপ্পরে পড়েছেন তাদের সমস্ত ভাল জমি সেই সমস্ত মহাজনদের হাতে চলে গেছে। এই সমস্ত গ্রামের বাজারগুলি গ্রামীন যে সমস্ত মহাজন যারা বিশেষ করে জুমিয়া গরীব অংশের কৃষক তারা যে সমস্ত জিনিষপত্র উৎপাদন করতেন সেই সমস্ত উৎপাদিত জিনিষের দাম তারা পেতেন না, বাজারগুলির মধ্যে গেলে তারা বসার স্থান পেতেন না। সেখানে বিশেষ করে একজন মহাজন সেই বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। আমরা সেখানে দেখেছি কৃষক যখন পাট উৎপাদন করতেন সেখানে ১০ টাকা করে এই পাটের মণ বিক্রি করতে হতো। কিন্তু সেই সমস্ত মহাজনরা সেই পাট বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা তারা রোজগার করতেন। কৃষকরা তার উৎপাদিত শাক-সবজি বিক্রির জন্য বাজারে আনতেন বিশেষ করে গ্রামের যে সমস্ত বাজার সেই সমস্ত এলাকার এই সমস্ত কৃষকরা শাক-সবজি উৎপাদন করতেন এবং যখন বাজারে বিক্রির জন্য তুলতেন সেখানে বাজারে বসার জায়গা পর্যন্ত তারা পেতেন না, নানাভাবে তাদের মারধোর করতেন এবং কম দামে এই জিনিষ-গুলি মহাজনদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করতেন। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেশীর ভাগই এই সমস্ত মহাজনরা তার মালিক হতেন। গ্রামের বিশেষ করে জুমিয়া গরীব অংশের মানুষ আজকে তাদের যে দৈন্য-দশা দেখছি এই গ্রামের বাজারগুলি হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় সাক্ষী। কাজেই সেদিক দিয়ে খোয়াই মহকুমার কথাই বলুন কিংবা

আমাদের বিলোনীয়ার সেই লাউগাং বাজারের কথাই বলুন এবং অন্যান্য অংশের যে সমস্ত গ্রামের বাজারগুলি আছে সেই সমস্ত বাজারগুলির মধ্যে যে সমস্ত কৃষক বা উপজাতি অংশের মানুষরা আসেন মহাজনরা তাদের নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন, তাদের গরীবআনার সুযোগ নিয়ে। সেখানকার মহাজনরা সেই সমস্ত গরীব কৃষকদের কাছে অনেক সময় সুদে টাকা ধার দিতেন। যে কাপড় হয়তো ১০ টাকায় বিক্রি হবে সেই কাপড় হয়তো তার কাছে বাকীতে ২০ টাকায় দিতেন। অথবা যেখানে লবন ৪ আনা ছিল সেখানে বাকীতে ৮ আনা তার কাছে বিক্রি করেছেন। সেই উপজাতি বা গরীব কৃষকরা সেই টাকা শোধ করতে পারতেন না, এর জন্য তাদের কাছ থেকে জমি লিখে নিয়ে গেছেন সেই সমস্ত মহাজনরা, ফলে তাদের জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে। সেখানে কৃষকরা যে সমস্ত জিনিষ উৎপাদন করতেন তার ন্যায্য দাম তারা পেতেন না, সস্তা দামে বিক্রি করতে হতো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁরা এই সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন করতেন। কিন্তু সেখানে উপযুক্ত দাম পাওয়ার যে বব্যস্থা সেই ব্যবস্থা কোন দিন গড়ে উঠে নি। এছাড়া গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ নিরক্ষর, ফলে এই সমস্ত মহাজনরা মাপের ক্ষেত্রেও কারচুপি করতেন। হয়তো যে জিনিষ ৫ কে, জি হবে তারা নানাভাবে কায়দা-কানুন করে সেই জিনিষটাকে তিন কে, জিতে নিয়ে আসতেন, কৃষকদের বুঝবার কোন উপায় ছিল না। তার জিনিষের দাম কতটুকু হতে পারে, কতটুকু সে দাম পেতে পারে এটা পর্য্যন্ত তাদের চিন্তা করায় উপায় ছিল না। শহরে গেলে কৃষক ন্যায্য দাম পেতে পারেন তার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সে জিনিষটাও তাদের সামনে কোন দিন পরিষ্কার করে বলা হয়নি। তখন এখানে এমন কটা সরকার ছিল যে সরকার ওরা নিজেরা বেছে নিয়েছেন এই সমস্ত মহাজন, জোতদার যারা গরীব মানুষকে ঠকায়, ওদের খুটি হিসাবে ব্যবহার করেন। এরা ছিলেন তাদের মূল খুটি। সেই কারণে এই যে গ্রামের গরীব অংশের কৃষক বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ যারা সেখানে প্রতিনিয়ত শোষিত হতেন, বঞ্চিত হতেন তাদের দাম নিয়ে, ওজন নিয়ে সেখানে কারচুপি করা হতো, ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হতো। এই সমস্ত জিনিষ যাতে না থাকে তার জন্য একটা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রামের গরীব মানুষের বিশেষ করে উপজাতিদের চোখের জল সেখানে ঝরেছে, অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট হয়েছে তার সাক্ষী গ্রামের বাজারগুলি। বোম্বে এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেটিংস্ এ্যাক্ট ১৯৩৯ সালে যেটা বৃটিশ আমলে তৈরী হয়েছিল ভারতবর্ষে আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬১ সালে এটাকে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই আইন কার্যকরী করা হয়নি। তারজন্য যে উদ্যোগ নেওয়া, সেই উদ্যোগও কংগ্রেস সরকার নেননি। কিন্তু এই আইনটা কার্যকরী করা তাদের পক্ষে

উচিত ছিল। কৃষক বাজারে জিনিষ এনে যদি বিক্রি করতে না পারে তাহলে সেখানে সেটা মজুত করে রাখার জন্য, বাজারে সেটা যাতে বিক্রি করতে পারে বা তার একটা দাম পেতে পারে, ওজনে যদি কোন সন্দেহ দেখা দেয় সেই ভুল যাতে সেখানে সংশোধন করা যায় তারজন্য নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে, গ্রামের মানুষ যাতে ন্যায্যদাম পেতে পারে তাঁর ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রয়েছে। আজকে আমরা সেখানে কি দেখছি? আমরা দেখছি সেই বাজারগুলি শোষনের ক্ষেত্র, গরীব মানুষকে শোষনের ক্ষেত্র সেই ক্ষেত্র হিসাবে তাদের সামনে রয়ে গেল।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দেখলাম এই রাজ্যে ৪৭ টি বাজার করেছে। ১৯৩৯ সালে যে আইনটা ছিল বোম্বের প্রডিউসার মার্কেটিং অ্যাক্ট কার্যকর করা যাচ্ছিল। এই আইনটা করতে গিয়ে ত্রিপুরাতে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের বাজার করতে গিয়ে সবচেয়ে যে প্রধান অসুবিধা সেটা কি? সেটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। যে সমস্ত ব্যবসা কেন্দ্র আছে তার সঙ্গে মহকুমার সহযোগ ব্যবস্থা না থাকলে মহকুমার তাহলে অসুবিধায় পড়তে হয়। তারপর একটা বাজার করতে গেলে জায়গার দরকার হয়ে পড়ে। আমার রাজ্যের মধ্যে যেখানে বিশেষ করে বাঙ্গালী কৃষকরা যেখানে আছেন, বেচাকেনা বেশী হয় সেই সমস্ত বাজারগুলিকে সম্প্রসারিত করতে গেলে প্রচুর অসুবিধা হয়ে পড়ে। তারপর যে একটা অসুবিধা হচ্ছে, যে সমস্ত বাজারগুলি গড়ে উঠেছে তার কোন পরিকল্পনা ছিল না। বাজারটা কোন জায়গায় করলে ঠিক হবে, যাতে রাস্তার উপরে না পড়ে, তার পড় বাজারের মধ্যে রাস্তা করা যায় কিভাবে, লেট্রিনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ভেবে তারপর একটা বাজার করা উচিত। ১৯৭৭-৭৮ এর আগে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা কি দেখতে পাই, বাজারের সংখ্যা অসংখ্য। যার উপর ভিত্তি করে কৃষকের জীবনমান সব কিছু নির্ভর করে, যার উন্নয়নের জন্য দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কিন্তু সেই সমস্ত জায়গায় দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। সেই সমস্ত জায়গায় আমরা দেখি, কোন বছর ৫০ হাজার কোন বছর ১ লক্ষ, কোন বছর দেড় লক্ষ, যেখানে কৃষির সংগে সম্পর্কিত আয়ের সূত্র হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সংগে। সেখানে কৃষকদের উন্নয়নের প্রশ্নে তাদের কল্যানের প্রশ্নে সেখান থেকে সেটাকে এনে উন্নত করার কোন প্রচেষ্টাই আমরা দেখতে পাইনি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা এই ব্যাপারে মনোযোগী হলাম, গ্রামের বাজারগুলিকে উন্নত করতে হবে, কৃষকদের উৎপাদিত জিনিষ যতটুকু পারা যায় সে ন্যায্য দর পেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ সেই

জিনিষটাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। সেই জিনিষটা বিচার বিবেচনার মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে বোম্বে প্রডিউসিং মার্কেটিং অ্যাক্ট কার্যকর করা যাচ্ছিল না। তা সবকিছু পূরন করতে পারে না। তারপর আমরা সেটাকে ত্রিপুরা অ্যাগ্রিকালচারেল প্রডিউসিং মার্কেটিং অ্যাকট, এইটার ব্যবস্থা করা ১৯৮০ সালে এইটার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাপারে অনুমোদন মিলেছে ৬.১১.৮০ইং তারিখ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মিলেছে। সুতরাং ত্রিপুরা অ্যাগ্রিকালচারেল প্রডিউসার মার্কেটিং অ্যাক্ট চালু হওয়ার পর যে সুযোগ সেই সুযোগটাকে সম্প্রসারিত করার জন্য এখানে রাখা হয়েছে। এই জিনিষটাকে রাখা হয়েছে এই কারনে যাতে আমার গ্রামের গরীব অংশের মানুষ যারা পন্য উৎপাদন করে, যারা গ্রামের গরীব কৃষকরা, পন্য উৎপাদন করেন, যারা সবই সমস্ত জিনিষগুলি বাজারে নিয়ে আসেন, এবং তারা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পান, আজকে সেখানে বাজার এলাকা কেন্দ্র করে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির হাতে নির্দিষ্ট করে ক্ষমতা দেওয়া আছে। এই কমিটি বাজারের উন্নতি করবেন। যে সমস্ত কৃষক বাজারে তাদের উৎপাদিত জিনিষ নিয়ে আসবেন, এই কৃষকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই কমিটিতে থাকবেন, সরকারী অফিসার থাকবেন। এই সব নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অফিসার নিয়ে বাজার কমিটি গঠিত হবে। যারা প্রতিনিধি আছেন তারা কৃষকদের আগে ভাগে জানিয়ে দেবেন জিনিষের দাম। তাতে যদি না পোষায় তাহলে সে পরবর্ত্তী বাজারের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। মার্কেট কমিটি হওয়ার পর আজকে সেখানে কৃষকরা যাতে তাদের জিনিষ গুদামজাত করতে পারে, সেখানে গুদাম তৈরী করা তার ব্যবস্থা আইনের মধ্যে রয়েছে। আর সবচেয়ে বেশী যে অসুবিধাটা ওজনের যে মাপটা। গরীব অংশের মানুষ যারা বাজারে জিনিষ কিনতে আসেন অনেক সময় দেখা যায় ১০ কে.জি জিনিষ চাইলে ওজনের কায়দা করে ৮ কে, জি দিয়ে দেয়। এইভাবে গ্রামের গরীব অংশের মানুষকে ঠকানো হয়। কিন্তু সেখানে যদি কৃষকের মনে কোন সন্দেহ জাগে তাহলে সে বাজারের সঙ্গেই মার্কেট অফিস থাকবে। সেই অফিসের মধ্যে গিয়ে তার জিনিষটা মাপ দিতে পারে তার ন্যায্য জিনিষ পেতে পারেন। তাতে গ্রামের মহাজন, মুনাফাখোরদের শোষণ ক্ষমতা কমে যাবে। তারা তাদের ঐ শোষণ চালাতে পারবে না। এই আইনে পরিস্কার লেখা আছে যে বাজারের মধ্যে ব্যবসা করতে গেলে, মার্কেট কমিটি লাইসেন্স ইস্যু করবেন। যারা প্রকৃতই ব্যবসা করতে চান তাদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হবে। তার জন্য কড়িয়ারা, মহাজনরা

সুযোগ পাবে না। তাদের শোষণের হাত থেকে গরীব কৃষকরা বাঁচবে। ওজনের কারচুপি যাতে না হয় তার জন্য মার্কেট কমিটির কাছে ক্ষমতা দেওয়া আছে। আজকে বাজারগুলি করতে গেলে প্রধান যে অসুবিধাটা দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও হয়ত আমরা বাজার করতে গেলাম, বাজারগুলিকে উন্নত করতে হলে, কৃষকদের পন্যের ন্যায্য দর দিতে হলে তার জিনিষপত্র গুদামজাত করতে হলে, যে জায়গার দরকার সে জায়গা আমরা পাচ্ছিনা। মাননীয় সদস্যদের অজানা নেই, গত পরশু দিন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে হঠাৎ করে একটা অর্ডার আসল যে ৭০ ভাগ জমির কোন অধিকার নাই। এইটা আগে ছিলনা। হঠাৎ করে এই আইন। সুতরাং জনসাধারণের জন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে না, কোন রাস্তাঘাট করা যাবেনা, স্কুল করা যাবে না। ৭০ ভাগ জমি বাদ দিলে কিছুই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকার চান ক্ষমতাটাকে কি ভাবে কেন্দ্রীভূত করা যায়। কাজেই কৃষি ব্যবস্থার যে পরিকল্পনাগুলি তা চালু করার ক্ষেত্রে, জনগনের উন্নয়নমুখী কিছু কাজ করতে গেলে যে জিনিষটা দরকার জায়গা তা দিয়ে কিছু হবে না। কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার যখন কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইলেন যে টাকার দরকার তার ৩ ভাগের ১ ভাগ দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন। তারা কায়দা করে বললেন তোমরা যে স্কীম করেছ তার প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠাও আমরা তা দেখে বিচার বিবেচনা করে টাকা পাঠাব। যে সমস্ত বাজার, রেগুলেটেড মার্কেট যে সমস্ত আছে. তার পরিকল্পনা সরকারের যে বিচার বিবেচনার মধ্যে আছে তার নানা উন্নয়নমূলক করতে গিয়ে, সম্প্রসারিত করতে গিয়ে আমরা যখন টাকা চাইলাম তখন সরাসরি এত টাকা দিলেন না যার দরকার লাগবে।

ইহা কৃষি দপ্তর করছে, রাজ্য সরকার করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কথা তারা বলছেন সেই কেন্দ্রীয় সরকারই ত বলেছে রাজ্যের হাতে সরাসরি টাকা দেওয়া হবেনা। আজকে তাই আমাদের মার্কেটিং অ্যাক্ট নামে এই বিল করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। যদি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সুযোগটা গ্রহণ করতে হয়। রাজ্যের কোন কাজকর্ম করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্ল্যান্ প্রজেক্ট পাঠাতে হয়। ১০। ১২ টা স্কীম আমরা কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছি। রাজ্যে গরীব অংশের যারা মানুষ আছেন যাদেরকে আমরা পুনর্বাসন দেব তার জন্য জমি খুব কম আছে। শুধু জমিতেই আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন দিতে পারব না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের টিলা মাটি ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মাটি! এখানে কাজু বাদাম, গোলমরিচ, আলু ইত্যাদি হতে পারে। এগুলির জন্য ভাল

GOVERNMENT BILL

মার্কেট আমাদের দরকার। তাই মার্কেট যদি আমরা করতে চাই তখন আমাদের বলা হয় পরিকল্পনা দিতে হবে। ১০। ১২ স্কীমের টাকা আমরা এখনও পাই নাই। এখানকার গরীব মানুষের স্বার্থে আমাদের এসব করতে হচ্ছে। আমরা অলরেডি ৪টা মার্কেটকে রেগুলেটেড মার্কেটের মধ্যে নিয়েছি। আমরা আরও চেষ্টা করছি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আলোচনা করেছি যাতে আরও প্রায় ২৮টা মার্কেটকে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজারের মধ্যে আনা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার আজকে যেভাবে তাদের পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজাচ্ছেন তাতে এই বিল না এনে বোর্ড গঠন করার ব্যবস্থা না করে আমাদের কোন উপায় ছিলনা। তারফলে আজকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারব। ব্যাংক থেকে আর্থিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল প্রড্যুস মার্কেট বিলের দ্বারা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত বোর্ড গঠন করে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে এবং যে সব কৃষকরা পণ্য উৎপাদন করেন তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। ত্রিপুরার আরও যেসব মার্কেট আছে সেগুলির উন্নতির জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার লক্ষ্য সামনে রেখে মূলতঃ এই ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেট অ্যাক্ট, ১৯৮০-র উপর এমেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে। যাতে ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পেতে পারে। আমরা আরও প্রায় ৭৫টি বাজার ইতিমধ্যে উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে এনেছি। সেখানে শেড, লেট্রিন, ইউরিনাল ইত্যাদি করার ব্যবস্থা শেষ হয়েছে। আরও ৩৪টা বাজারে যাতে শেড করা যায় তার উদ্যোগ এখন জোরদার চলছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন আমরা আরও ৯টি বাজার নিয়েছি। এ, ডি, সি এলাকায় আরও ১০টি বাজার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়া হয়েছে। গ্রামের উৎপাদিত জিনিষ যাতে দ্রুত আসতে পারে তারজন্য আরও ৩০টি বাজার এখন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন আছে। যে ৪টি রেগুলেটেড মার্কেট আছে সেগুলি হল—তেলিয়ামুড়া, বিশালগড়, মেলাঘর ও শান্তিরবাজার। এই রেগুলেটেড বাজারগুলিতে কমিটি করার জন্য রিপোর্ট আমরা তৈরী করেছি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্যও চেয়েছি। এই কাজগুলি আমরা এই আর্থিক বছরের মধ্যে যাতে করতে পারি। সে দিক থেকে আমরা আশা করি এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনা হয়েছে বাজার উন্নয়নের জন্য, গ্রামের লোকদের আরও সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানোর জন্য, যাতে মুনাফাখোরদের রোখা যায়, জোতদারদের রোখা যায়। আমি আশা করব যে, এই সুফল-

গুলি বিবেচনা করে বিরোধীরাও এই বিলে সম্মতি জানাবেন। এখানকার বাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাতে সাহায্য হয় সেই দিক থেকে সকলের সাহায্য কামনা করি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সময়ত কম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি এখন আরম্ভ করে রাখুন পরে বলতে পারবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ত্রিপুরা প্রড্যুস মার্কেট এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনা হয়েছে সেটাকে আমি সর্ব্বতোভাবে বিরোধীতা করি। এই হাউজে ত্রিপুরা মার্কেটস্ অ্যাক্ট, ১৯৮০ যখন পাশ হয় তখনও আমরা এর তীব্র বিরোধীতা করেছিলাম, এমনভাবে এর ধারাগুলি রচনা করা হয়েছে যে সেখানে গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র রাখা হয়নি। সেকশন নাম্বার ৭-এর কথাই আমি উল্লেখ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি পরে বলবেন। এই হাউজ আজ বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতবি থাকল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উনার অসমাপ্ত ভাষন আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট ৭ এ বলা হয়েছে সিক্স মেম্বরস টু বি ইলেকটেড। কিন্তু এখানে যে বিল আনা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, দি বোর্ড স্যাল কনসিষ্ট অব্ মেম্বারস, বোথ অনফিসিয়াল এণ্ড নন অফি-সিয়াল এণ্ড নো দেন সিক্স অব মোরত্থান টেন ইন নাম্বার অব হোম নট মোর দেন ফিফ্টি পারসেণ্ট সেল বি নন অফিসিয়াল।'

কাজেই প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট যেখানে ১২ জনের মধ্যে ফিফ্টি পারসেণ্ট গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের সংস্থান রাখা হয়েছিল কিন্তু এই বিলে তা সংশোধন করে সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে নির্বাচন তা উঠিয়ে দিয়ে সেখানে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থের জন্য নির্বাচনকে সম্পূর্ণ রূপে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা গণতন্ত্র বিরোধী এবং খুবই উদ্বেগ-জনক। এটাই এতই উদ্বেগজনক যে বামফ্রন্ট সরকার এই বিল দ্বারা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে তছনছ করে দিতে চাইছে। এখানে যে ফিফ্টি পারসেণ্ট নন্—অফিসিয়াল বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার রয়েছেন। এই জেনারেল ম্যানেজারকে মার্কেট সম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান এর চাইতেও

GOVERNMENT BILL

জেনারেল ম্যানেজারকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে এ, ডি, সি,তে একজন চেয়ারম্যান রয়েছেন। তার ক্ষমতা চিফ একজিকিউটিভ অফিসার অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে যে জেনারেল ম্যানেজার তিনিই হলেন সর্বেসর্বা। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার এই বিল দ্বারা গণতান্ত্রিক কাঠা-মোকে সম্পূর্ণরূপে কবর দিতে চাইছেন। নতুবা এই বিলটি এখানে আনা হলো কেন?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা ভেবেছিলাম যে এই বিলের উপর সংশোধনী আনব কিন্তু বিলটির সারা শরীরে এত ঘা যে এই বিলের উপর কোন সংশোধনী আনা যায় না।

এখানে ৩৮ (সি) (২) তে বলা হয়েছে ইনস্থা ইভেন্ট অব এনি ভেকেনসি অকারিং অন্ একাউন্ট অব ডেথ, রেজিগনেশন, রিমোভ্যাল অর আদারউয়াইজ অব মেমবার' এক-জনকে এপয়েন্ট দেবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কতদিনের মধ্যে সেটা দেওয়া হবে তা বলা হয়নি।

তাছাড়া এখানে মেমবারদের রেজিগনেশন-এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু চেয়ারম্যানকে সরানোর কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। চেয়ারম্যানের কোন দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় তারও কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

তারপর ৩৮ (এফ) (১) এ বলা হয়েছে যে 'সাবজেক্ট টু দ্যা জেনারেল সুপারিনটেনডেন্স এণ্ড কনট্রোল অব দ্যা বোর্ড এণ্ড দ্যা চেয়ারম্যান অব দ্যা বোর্ড, দি জেনারেল ম্যানেজার সেল বি দ্যা চিফ একজিকিউটিভ অথোরিটি অব দ্যা বোর্ড।

এখানে জেনারেল ম্যানেজার একজন সরকারী অফিসার অথচ তার উপর সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আমলাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই এই বিল আনা হয়েছে।

আবার ৩৮ (আই) তে বলা হয়েছে যে, 'দি ষ্টেইট গভার্ণমেন্ট রিমোভ ফ্রম দ্যা বোর্ড এনি মেমবার হো, ইন ইটস্ অপসন,

এ) রিফিউজেস টু এক্ট,

বি) হেজ বিকাম ইনকেপাবল্ টু এক্ট,

কিন্তু এটা যাতে ভোটের মাধ্যমে মেমবারস্‌কে সরানো যায় তার ব্যবস্থা রাখা হোক। ৩৮ (জে) ধারাতে বলা হয়েছে, 'ইফ দি বোর্ড ফেইলস্ টু কেরী আউট ইটস্ ফাংকসানস্ অব ডাইরেকসন্স ইস্যুড বাই দ্যা ষ্টেট গভার্ণমেন্ট আণ্ডার দিস এক্ট, দি ষ্টেট গভার্ণমেন্ট সেল হেভ পাওয়ার টু রিকনষ্টিটিউট দ্যা বোর্ড।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে ষ্টেট গভার্ণমেন্ট এর পাওয়ার-এর উপরই সব কিছু নির্ভর

করেছে। এখানে ষ্টেট গভার্ণমেন্ট ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে মার্কেট বোর্ডকে বাতিল করে দিতে পারেন।

এখানে আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে কোন বিলের উপর আলাপ আলোচনার জন্য এসেছি। কিন্তু এখানে জনগনের স্বার্থে আলাপ আলোচনা করবার কোন অধিকার কোন মেমবারদের থাকছে না। কাজেই এই বিলকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এমন একটা এখানে উল্লেখ নেই যে তাদের দাম বাড়বে না। সমস্ত জিনিষের উপর মার্কেট কমিটির চার্জ পড়বে। কাজেই দাম বাড়বে। কাজেই এই বিল যখন কার্যকরী হবে সংগে সংগে জিনিষের দাম বাড়বে।

আর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি, ১৯৮০ সালে অ্যাক্টে পরিণত হলো, কিন্তু এখনও তো কোথায়ও মার্কেট কমিটি গঠিত হয় নি। অথচ সেই মার্কেটের কতগুলি কার্যকলাপ তিনি তুলে ধরেছেন যে মার্কেট শেড় হয়েছে। কিন্তু কৃষিমন্ত্রী কি বলতে পারেন যে অমরপুরে যে সমস্ত মার্কেট শেড হয়েছে সেই গাঁওসভা গুলি সমস্ত সি, পি, এম, এর গাঁওসভা নয়? অমরপুর এতবড় একটা বাজার তার জন্য টেণ্ডার নেওয়া হলো, কিন্তু যখন আমরা শেডের জন্য আবেদন জানালাম তখন বলা হল যে টাকা ফেরত চলে গেছে। কাজেই এই যে মার্কেট উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, কোন্ মার্কেট উন্নয়ন হবে? কাজেই এই মার্কেটগুলিকে আরও উন্নতির জন্য যে রেগুলেশনের কথা বলেছেন সেগুলিতে এমন একটা বোর্ড থাকবে যাতে বিরোধীদের কোন্ কার্যকলাপ থাকবে না। কোন অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে না। সরকার একতরফা ভাবে একটা বোর্ড গঠিত করবেন এবং সেই বোর্ড সমস্ত বাজার চালাবে, এটা গণতন্ত্র বিরোধী এবং এদের একটা কথা বলারও অধিকার নেই গণতন্ত্র সম্বন্ধে এবং গণতন্ত্র নিয়ে এইরকম ছিনিমিনি খেলা চলে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব এই বিল উইথড্র করে নিন এবং গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান জানিয়ে যেন বিল আনা হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, 'দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেটস (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৩" যে বিলটা বিধানসভায় এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি। এই বিলটা এখানে যে ভাবে আনা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য তিনি এখানে যা ব্যক্ত করেছেন, এটা দেখতে জিনিষটা অত্যন্ত সুন্দর এবং এটা দেখলে মনে হবে যে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামেগঞ্জে যারা দরিদ্র কৃষক তাদের উত্পাদিত দ্রব্য

ন্যায্য মূল্যে পাবেন এবং এইযে ব্যবস্থা সেটা মানুষের কাছে আপাতদৃষ্টিতে খুব সুন্দর। কিন্তু এর গভীরে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে বামফ্রন্ট সরকার এই বিলটার মাধ্যমে নুতন শোষনের যন্ত্র এই বিলটার মধ্যে দিয়ে তৈরী করেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার বলছেন যে গ্রামে যারা কৃষক, তাদের কৃষি পণ্যের জন্য একটা মূল্য নির্ধারণ করে দিচ্ছেন এবং এই দামটা যখন বাজার দরের নীচে থাকে সরকার নিজে সেই জিনিষগুলি কিনছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে প্রতিটি পাই যারা গরীব কৃষক, যারা তাদের ঘাম ঝরিয়ে ফসল উৎপাদন করেছেন তাদের পকেটে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। কৃষকেরা অভিযোগ করেছে যে দিনের পর দিন কো-অপারেটিভের কাছে জিনিষ বিক্রি করার জন্য ধরণা দেন জিনিষ নিয়ে এসে। কিন্তু তারা কখনও বলেন বস্তা নেই, কখনও বলেন টাকা নেই। নানা অজুহাত দিয়ে জিনিষগুলি ফেরত দেওয়া হয়। কৃষকদেব টাকার দরকার। তখন আমরা দেখি গোপন পথে কানে কানে কে একজন ক্যাডার কি বললেন যে, তোমরা যদি প্রতি কুইনটাল ৫/১০ টাকা কমে দাও আমি সেটা কিনে নিয়ে যাব। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় সেই জিনিষটাই সরকার নির্ধারিত দরে সেই কো-অপারেটিভ কিনে নেয়।

বামফ্রন্ট সরকার যখন বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধি দিয়ে বাজার কমিটিগুলি গঠিত হয়েছে, সেখানে কেনা বেচার নিয়ন্ত্রন হবে। সেজন্য বোর্ড সৃষ্টি আমরা সেটা মেনে নিতাম যদি দেখতাম সেটা একটা নির্বাচিত বোড। কিন্তু সেটা হচ্ছে একটা অ্যাপয়েন্টেড কমিটি যরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন গর্ভমেন্ট।

মাননীয় সদস্য নগেনবাবু বলেছেন যে আমরা তাদের এই বিলে এমন কোন ব্যবস্থা দেখছি না যে বিরোধীদের মধ্য থেকে অ্যাপয়েন্টড হবে সেখানে তাঁদের বক্তব্য কথা হবে, সেখানে ত্রুটি বিচ্যুতির তুলে ধরার কোন ব্যবস্থাও নেই। কি করে আমরা সেই বিল সমর্থন করি? কি করে কৃষকেরা য পণ্য আনবেন তার নিয়ন্ত্রন ভার ঐ শোষকদের উপর তুলে দিতে পারি?

সেটা আমরা পারিনা। আর পারিনা বলেই এই বিলটাকে সমর্থন করতে পারিনা। তাই মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে আবেদন জানাচ্ছি, তিনি যেন এই বিলকে এমন ভাবে তৈরী করেন যার মধ্যে গনতান্ত্রিক ভাব ধারা থাকবে। কারণ আপনারাতো নিজেদের গনতন্ত্রের পূজারী বলে প্রচার করে থাকেন, কিন্তু আপনাদের গনতন্ত্র কোথায় আছে? একমাত্র (ইনটারাপশান—ভয়েস এমেণ্ডমেন্ট আনেন নাই কেন) এমেণ্ডমেন্ট আনায় দরকার পড়ে না, যেখানে প্রতিটি

মাননীয় সদস্যই এর বিরোধীতা করছে সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে আর এমেণ্ডমেণ্ট আনার দরকার করে না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে কংগ্রেস আমলে কৃষকেরা নায্য মূল্য পেত না। কিন্তু মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই বিলটাকে যে ভাবে আনা হয়েছে তার জন্ম কোথায়? বোম্বে এক্টকে পরিবর্তন করে পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস সরকার যে সমস্ত আইন রচনা করেছেন, কোপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে কৃষি পণ্য বিক্রীর ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে আমরা কি দেখতে পারছি কোপারেটিভ থেকে কৃষকদের নায্য মূল্য পাওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থা বামফ্রণ্ট সরকার কেড়ে নিচ্ছে। আজকে যেখানে সাধারণ মানুষ দুঃখ কষ্ট পা'চ্ছে সেখানে সেইসব দুস্থ মানুষদের আশ্রয় নেওয়ার কোন পরিকল্পনা দেওয়া হচ্ছে না অথচ এ বিলের দ্বারা নূতন ভাবে শোষণের যন্ত্র সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং শোষণের জন্য একটা নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করা হচ্ছে। যারা বাজারগুলির উপর মাতব্বরি করতে পারবে। এখানে আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী আরও বলেছেন যে এই সব বাজারের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং এই ভাবে সেই সব মাতব্বরদের লাইসেন্স দেওয়ার অধিকার দিয়ে তাদের টু পাইস পাওযার ব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই আমরা এই বিলকে সমর্থন করতে পারিনা। (ইনটারাপশান) কার দয়ায় আপনারা আছেন এবং কোটি কোটি টাকা আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। কাজেই আমি এই বিলকে বিরোধীতা করছি এবং মাননীয় মন্ত্রীকে এই বিলটি প্রত্যাহার করে নূতন ভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই ভাবে এটাকে তৈরী করে আনুন তাহলে আমরা সমর্থন করতে পারব এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য জহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে বিল উঠেছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। সমর্থন করতে পারি না এই জন্য যে কারন আমরা দেখছি এই বিলের মাধ্যমে বাজারগুলিকে প্রগতিশীল নামধারী কতগুলি টাউটের হাতে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে এই অব্যবস্থা এবং গনতন্ত্র বিরোধী ব্যবস্থায় এই সব প্রগতিশীল টাউটাদের নিয়ে গনতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই আমি এই বিলকে সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে যারা আজকে পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করছে এবং তারাই আজকে বাজারে গিয়ে বসার জায়গা পাচ্ছে না এবং তাদের শোষনের ন্যায় আবার এই বিল আনা হয়েছে। সে না আমি মাননীয় মন্ত্রীর নিকট আবেদন করব যে, তিনি যেন এই বিলকে সংশোধন করে আবার নূতন করে একটা বিল এই হাউসে আনেন যার মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষ আরও সুযোগ পাবে

এবং তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার আরও রক্ষা পাবে। সেই রকম একটা বিল যদি আনা হত তাহলে আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারতাম। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কংগ্রেস আমলে বি. ডি. সি. তে নমিনি করা হত কিন্তু আমি জিজ্ঞাস করতে চাই কাদের নমিনি করা হত যারা শিক্ষিত যারা শিক্ষক এই রকম লোকদেরই নমিনি করা হতো আর এখন আমরা দেখছি কি ঐ সব প্রগতিশীল নামধারী টাউটদের যাতে বাজারগুলি ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নোটিফায়েড এরিয়ার কমিটিগুলিতে সেই সব টাউটদের বসিয়ে রাখা হচ্ছে। কোন রকম নির্বাচন হচ্ছে না এইতো গনতন্ত্রের নমুনা যারা আজকে গনতন্ত্রের কথা বলে তারাই আজকে গ্রামে এবং শহরে গনতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। মাননীয় ডেপটী স্পীকার স্যার, আজকের বাজারগুলির কি অবস্থা চলেছে, অমরপুর, চেলাগাং এই সব বাজারগুলির কি অবস্থা চলেছে, সেই সব বাজারগুলিতে ড্রেনের কোন ব্যবস্থা নাই। সেই সব বাজারগুলিতে যে সব শেড তৈরী করা হয়েছে সেই সব শেডগুলি দিয়ে জল পড়ছে সেগুলিতে ফাঁটাল ধরেছে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে সেছুয়া বাজারে আজকে উপজাতি ভাইয়েরা বাজারে বসার মত জায়গা পাচ্ছে না।

এখানে এই সরকার একটা দুর্নীতির আড্ডাখানা বসিয়ে এদের ঠকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে! একটা প্রতিবাদ করার মত ব্যবস্থা এই বিলে নেই। কমিটিতে যারা আছেন তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত আছে। কাজেই এই সমস্ত কথা চিন্তা করে গ্রামের সাধারণ মানুষ, দিন মজুর এদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী এই বিল সংশোধন করার ব্যবস্থা করবেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে কত টাকার বাজেট কত ? ৫/১০ কোটি টাকার বাজেট হত। কিন্তু আজকে ২০০ কোটি টাকা মত দাবী করা হচ্ছে এবং পাচ্ছেও। কিন্তু যে টাকা দিচ্ছে সে টাকা কি সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে? উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে। সেই টাকা সাধারণ মানুষের কাজে লাগছে না। তাদের মুষ্টিমেয় কিছু লোক যারা সুযোগ সন্ধানী তাদের পকেটে যাচ্ছে। প্রতিবাদ তাদের দল থেকেও উঠেছে আজকে তাদের মধ্যেও ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে যারা বেকার তাদের সম্পর্কে এই সরকার কি দৃষ্টি ভংগী নিয়েছে? যাদের পরিবারে একজনও সরকারী চাকুরী করছে না বি. এ. এম এ. পাশ করে বসে আছে দলীয় দৃষ্টিভংগীতে তদেরকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না

কাজেই আমি আশা করব সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে মাননীয় মন্ত্রী এই বিলের সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন। এই বলে এই বিলের তীব্র বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এই বিধান সভায় যে ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রডিউস্ মার্কেট (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিলত ১৯৮৩ পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকের এই বিল সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে অন্ততঃ ত্রিপুরার ৪৫ শতাংশ কৃষক জুমিয়া যারা দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত শোষিত তাদেরকে রক্ষা করার গ্যারান্টি এই বিলের মধ্যে আছে। গতকাল এই বিধানসভায় পঞ্চায়েত বিল পাশ হয়ে গেছে। এই দুটো বিল গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে:— সন্দেহ নাই। কংগ্রেস আমলের যে পঞ্চায়েত বিল সেটা উত্তরপ্রদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছিল যার দ্বারা গ্রামের মানুষের উপর অত্যাচার নিপীড়ন করা হত। বোম্বে অ্যাক্ট, সেটাও হাওলাত করা হয়েছিল এবং সেটাতে গ্রামের মানুষের উপর যে অত্যাচার, অবিচার চলতো, গরীব ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, তাদের উপর যে অত্যাচার চলতো তার থেকে তাদেরকে রক্ষা করার মত কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ' সুদখোর মহাজন, চোরাকারবারী, বাটপার গ্রামের মানুষকে ঠকিয়েছে। আজকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা হচ্ছে এই আইনে। এই আইনটাকে তারা বলছে শোষণের হাতিয়ার। কারণ এই আইনে চোরা কারবারী, কালবাজারী, সুদখোর. বাটপারদের গ্রামের গরীব মানুষকে শোষণ করার মত সুযোগ থাকছে না। এই বিলের দ্বারা গ্রামের কৃষকরা কেনা কাঁটা মাল ওজন করার একটা গ্যারেন্টি পাবে। ত্রিপুরার কংগ্রেস আমলের ইতিহাস কি? আমি মাখন চক্রবর্ত্তী বাংলাদেশ থেকে এসেছি। এখানে অনেক প্রতিনিধিই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। এখানে একজন সদস্য আছেন শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, উনার পরিবারের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারা মহাজন। তারা মহাজনী করতেন আমি জানি। তারা বলতো যে, মা বাপ পুত মিলেও এক কেজি হয় না কার্পাসের ব্যবসা করত। আমরা তখন গণমুক্তি পরিষদ এবং আমাদের পার্টির তরফ থেকে আন্দোলন আরম্ভ করি গ্রামের গরীব মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য, এদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। এক মনের জায়গায় চব্বিশ কে, জি, চব্বিশ কে. জির জায়গায় ৫০০ এই ছিল তাদের চরিত্র। এই অবস্থা থেকে যখন আমরা গরীব মানুষদেরকে এদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য

আইন করছি তখন তাদের আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। আজকে বাজারে সাধারণ কৃষক যখন তরিতরকারী নিয়ে আসে, তেলিয়ামুড়ার প্রতিনিধি এখানে নেই, সেখানে কি অবস্থা। সেই চোরাকারবারীরা বাটপাররা ৫০ পয়সার বেশী দাম দেয় না। সমস্ত মাল ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে আসে। আজকে আলু তিন আড়াই টাকা কিলো সেখানে তারা পাচ্ছে মাত্র ৫০ প:। গত বৎসর সোনামুড়ায় ৫০ প: দরে আলো বিক্রী হয়েছে।

আজকে আমরা জানি, এই বামফ্রন্ট সরকার পাটের ক্রয়ের ব্যাপারে একটি সিষ্টেম করে দিয়েছেন। যার ফলে আজকে পাট কৃষক আগের মত ১০/২০ টাকা মূল্যে আর পাট বিক্রি করেনা। তারা তাদের পাট নিয়ে এসে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের কাছে ১০০ টাকা মণ দরে পাট বিক্রী করে খুশী মনে ঘরে যায়! মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন এই বিলের ফলে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাবে। কি সাংঘাতিক কথা! তিনি দেখতে পাচ্ছেন না. ডাল, তেল, চিনি কিংবা কেরোসিন তেলের দাম কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর আজকে এই বিল এখানে পাশ হলে চাল সবজীর দাম বেড়ে যাবে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন। এটা কোন কথা? এটা তো সর্বনাশের কথা। আমরা এখানে ত্রিপুরার ৯০ শতাংশ লোকের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। কিন্তু তাঁরা এসেছেন মাত্র ১০ শতাংশ লোকের প্রতিনিধি হয়ে। কাজেই কারা ত্রিপুরার মঙ্গল চিন্তা করবে সেটা সবাই বুঝতে পারছেন। মাননীয় বিধায়ক শ্রীসুধীর মজুমদার বলেছেন, কংগ্রেস বোম্বাই থেকে ১৯৫৬ সনে এই বিল এনে ত্রিপুরা রাজ্যে কার্য্যকরী করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন কাজ হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিলের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, তেলিয়ামুড়া বাজারেরও উন্নতি হবে। এখানে আমি তেলিয়ামুড়ার জন প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, —দেখতে পাচ্ছি, তিনি এখানে উপস্থিত নেই, তথাপি আমি বলতে চাই, কংগ্রেস আমলে তেলিয়ামুড়ার বাজারে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল তাতে কি উন্নতি সেখানে হয়েছে? সেখানে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারায় এই বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জনসাধারণকে ফাঁকি দেওয়ার কি দরকার ছিল। তাঁদের কুকীর্তি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। এর জবাব সুধীর বাবু কি দেবেন? আমি সে দিকে যাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি, এই নুতন বিলে তেলিয়ামুড়া বাজারের উন্নতির কথাও বলা হয়েছে এবং উন্নতি করার জন্য জমিও চাওয়া হয়েছে। শুধু তেলিয়ামুড়াই নয়, এই বিলে আরো ২৮টি বাজারের উন্নতি করার কথাও বলা হয়েছে। খোয়াই বিভাগের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার আছে যেমন, বেহালা বাজার, আমপুরা বাজার যেখানে হাজার হাজার উপজাতি কৃষক শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের কল্যাণে।

আমরা তাদের এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের মাধ্যমে কিছুটা রিলিফ দিতে পেরেছি। কল্যাণপুর বাজারের চাল এবং তরিতরকারী আগরতলা পর্য্যন্ত আসে। এটা একটা ইতিহাস। সেই দিক দিয়ে কেহ যদি এই বাজার উন্নতি করার জন্য আনা এই বিলের বিরোধীতা করেন সেটা তাহলে বাস্তবচিত কাজ হবে না এবং এটা আমাদের বাজার উন্নতির' সহায়কও হবে না। আজকে জুমিয়াদের তাদের জুমের ফসলের—কার্পাস, তিলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য এই বিল সহায়ক হবে এ ব্যাপারে 'কোন সন্দেহ নাই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। কৃষকরা যে জিনিস পত্র নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করে তার জন্য যদি সে ন্যায্য দাম না পায় তবে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকে কিংবা বিক্রী না করেই ফিরে আসে। এই জন্যও এই বিলের মধ্যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যদি সে বিক্রী করতে না পারে তারজন্য এই বাজারের মধ্যে একটি কমিটি থাকবে। সে সেই কমিটির কাছে তার মাল রেখে আসতে পারবে এবং এই মালের সম্পুর্ণ দায় দারিত্ব থাকবে কমিটির। পরবর্তী সময়ে সে ন্যায্য মূল্যে তার জিনিস বিক্রী করতে পারবে। এই যে চেষ্টা এটা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। তাছাড়া ওজন সম্পর্কেও এখানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখনও ওজন সম্পর্কে আমরা দেখি, ১।২।৩।৫ এই ভাবে দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে ওজন করা হয় এবং এতে অনেক ফাঁক থেকে যায়। কাজে কাজেই এই নির্বাচিত কমিটির হাতে এ ব্যাপারেও দায় দায়িত্ব থাকবে এবং তা যথেষ্ট সহায়কও হবে। বিরোধী দলের লোকেরা এই বিলের বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু তা করা ঠিক নয়। কারণ বিলটা পাশ হয়ে যখন কার্য্যকরী হবে তখনই তার ত্রুটিগুলি ধরা পড়বে এবং তা সংশোধন করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। কাজেই এখনই হায় হায় করাটা ঠিক নয়। বিরোধী দলের এই প্রচেষ্টার মূল কারণ হচ্ছে, মহাজন-জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। এখানে দাদনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, এই সরকার ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দাদন প্রথা উঠিয়ে দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ৯০ শতাংশ লোককে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে বিল এখানে আনা হয়েছে তা অভিনন্দন যোগ্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

কক বরক্

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-মাননীয় স্পীকার স্যার—মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী যে বিল তুবুমানি আবন' তৌয়াই আও কয়েকটা কক ছানা নাইঅ । অ বিল একটা বামফ্রন্ট সরকারনি কালো বিল । চাও খা কামানি বামফ্রন্ট সরকার কিসা আকল হামানো হৗনাই । কিন্তু দিনে দিনে চাও তাম' নুকথা এই ছয় বছর' বিনি যে আকল সিতারা ন তেইব মুল'নানি বাগাই অ বিল । এই বিল জন সাধারনি বিলযা । অম' জন সাধারণনি হামকৗয়াইনি বাগাই য়া। অম' আংখা এক কথায় কালো বিল।

হানাই মান অ। অর্থাৎ কালো বাজারী ন মৌথাকনানি বাগাই য়া। কালো বাজারী ন খলপনানিছে অ বিল। তিনি আনি পূর্ব বক্তা সাকা যে অ বিলনি আইন দ্বারা তাঁয় এবং মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ব অনেক কক ছাঅই থাংকা উপজাতিনি দরদী হিসাবে। অর' বিশেষ করে বনি বক্তব্যানি তিন ভাগের দুই ভাগ ন সুঅই নাইখা হানখে মুগ' উপজাতিরগনি ককমাঙ ছাঅই থাংজাক কিন্তু চাঙ তাবুক তাম' মুক ? বাজার' থাংগাই মুকখা হানখে এই বামফ্রন্ট সরকাররনি আমল' লেভী, বরগ প্রত্যেক বক্তৃতা অ-ন ছাঅ লেভী, লেভী হানাই। কংগ্রেসনি আমলনি থাইসা লেভীলে খাসাই গানা মানলাহা। কিন্তু তাবুক বরগনি আমল' চাঙ মুকখা—বামফ্রন্ট সরকার গঠন খালাইমানি পরে বরগ একটা আইন খালাই রাখা। সরকার মাই পাইনাই, বাজার' বাজার'। বাসাকথেই পাই নাই বনি একটা নির্ধারিত দাম তংগ একত্রিশ বা বত্রিশ টাকা। কিন্তু আ সময়' সাধারণ বাজার' একমন মাইনি দাম ৬০ থেকে ৭০ টাকা। হানখে অ জাগাঅ নিশ্চয় বরগ অন্য মাই ফালয়াঅই যে বরক উপজাতি বা অ উপজাতি ক্ষান' বরগনি কৃষকনি যে দ্রব্যমুল্য চাপকঅই তনাই ঠককরাই তন'।

এইভাবে চাঙ মুগঅই ফাইঅ। এবং জাগা জাগা অ মাননীয় সদস্য মাখন লাল চক্রবর্ত্তী ব অনেক কক ছাঅই থাংকা। কংগ্রেসনি আমল শোষণ খালাইকা, আহাই খালাইকা, ইরাই খালাইকা হানাই অনেক কক ছাঅই থাংকা। কিন্তু ব শোষণনি কক ছাকা ঠিক ন ব নিজে যে শোষণ খালাইমানি আ কক ছাদা সা ? আং' বন কিসা ছাংনা নাই অ। আবকি শোষণয়াদা ? ব্রাহ্মনরগ যে উপজাতি রগন ঠকক রামানি, এই যে, শুদ্ধ আবকি শোষণ অয়াদা ? ব আন' উাইসা সাকা ব্রাহ্মন খালাই অই ৪০ টা ধূতি মান লাহা ফন। সালসানি সাল' ন সে চল্লিশটা ধূতি। বনি বাছাক যাত। আর' উপজাতি রগনি বাছাক ক্ষতি ? উপজাতিরগনি এলাকা এলাকা হাবঅই নাইজাখা বেচারা হাবঅই নাইনাই উপজাতি রগন হানকা নামা নাফা থাইকা হানকে স্বর্গ থাংনাই তা ? হানখা হানখে বা কুবু কুবুই ন আংগানি তা দা ফনা ছামানি বা। হান হানই উপজাতি রগ যতন' বুমা বুফা থাইকা হানখে তাম' রানা নাঙ ? পিতিং গলা পদেরে পদ' আবরগ ব মিনি সিলবরনি অাংগা-লাক সিতলনি সে আংনা নাংনাই। ধূতি নাংনাই, মুসুক নাংনাই এই রকম ভাবে—

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—স্যার এরকম বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য

বলেছেন যে, ব্রাহ্মণের উপরে আক্রমনের জন্য। কাজেই সমাজে ব্রাহ্মণকে সমান....

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয়না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—হানখেই মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার—এরকম ভাবে উপজাতি রগণ আহাই খীলাইকা। তাবুক উপজাতি রগ্ যখন সিসাই ফাইকা যে ব-ন ঠককঅই ভুবুঅ হানাই ছাঅই মান বাইখা। উপজাতি রগনি বুমা বুফা ব স্বর্গ থাংমানি নুকলিয়া হানখেই ঠকক রাই মানলিয়া এবং কংগ্রেসনি আমল ব কীরাইখা। ওলখে বামফ্রন্ট অ থাংগীই দা কিসা কিসা ফান' লাভ আঙন হানাই এম, এল, এ, অ বাচাখা। এই ভাবে ব কংগ্রেসনি আমল' শোষন খীলাইকা। কংগ্রেসনি আমল' তেলিয়ামুড়া অ লাখ লাখ রাঙ খরচ খীলাই জাকথা বাহামখেই ন। কিন্তু তাবুক বাজার শেষ খীলাইজাকখা ঠিক ন, তাম' আংখা ? বিসা আঙ ছানা নাই অ। তাবুক বামফ্রন্ট সরকার যে জাগা বাজার শেষ খীলাইমানি মুফক্জাকখা-মুখুঙ তংখা নখা নাংতীতীই'' হা তংখা তলা অ। নবার ব কাতিয়া ছাতুং ব কাতিয়া, উাতীয় ব কাতিয়া আবখে বুবতীই ধরনের সালা ? আঙ তিনি বামফ্রন্ট সরকার ন ছাংনা নাই অ। যে বাজার শেষ খীলাইমানি আব' ছাতুঙ উাতীই ফান' কাতিয়া। মুছুক ফান' থুয়া আর, আব' কি লাখ লাখ টাবা ক্ষতি আংয়া দা ? আঙ ছাঙনা নাই অ। আবকি বামফ্রন্ট সরকারণি গর্ব ? মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার—বরগ তিনি ছাঅ যে, বামফ্রন্ট সরকার ফাইঅই বাজারনি অনেক উন্নতি খীলাই রীখা। অনেক চাঙ কালো বাজাবনি দমননি বাগীই ততারা ফাতিতীই ফাতিতীইখেই চিরিগ খকখা হানাই ছাঅ। কিন্তু চাঙ তিনি তাম' নুক ? কালো বাজারনি বন্ধনি তাম' লামা তং আঙ ছাঙনা নাই অ মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ন। অর' এই যে লামা খকমুঙ আরতীই লামা ন মাথাকনানি তাম' লাম তং অ বিল অ। আঙ তিনি যেকোন বরক খরখছা ন রমখা—তিনি ব মানাই খকখা, তিনি চিনি ছুই বস্তা খকখা আর' ছাঅই তাম' আংন'ই নাই ? য়াকার অই রাদি ব চিনি দলনি বরক হানখেই পাইলাহা। আর' যে বিরোধী দল'নি বরকৃরগ ফান' আংথাং, বামফ্রন্টনি বরক ফান' আংথাং বন শাস্তি মা রানাই। আবনি কোন' কক কীচাই। এক তরফাভাবে অর' চেয়ারম্যান ন দায়িত্ব রাই রাজাকখা। ব-ন ক্ষমতা কীরাঙ রাই বাজাক খা। এক তরফাভাবে স্বীকার খীলাইরানা নাই অ, বদা গণতন্ত্র ? নিরগ যে ছাঅ, "গণতন্ত্র প্রজেক্টটা বরক ন তাইনানি নাংগ, ছাকা থেকে তলা পর্য্যন্ত গণমুখী মা খীলাই নাই'' আব' দা'' গণমুখীনি নমুনা ? চালা কাহাম কাহাম কিন্তু মাখাঙ অ তিস্নুম্ নাংজাক।

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার'' তিনি চাঙ নুকখা যে, এই বামফ্রন্ট সরকারনি ছয় বৎসরনি নমুনা অ। তিনি যে কীতাল কীতাল বিল খীলাই অই, পূর্বনি act,

অমোঘনি act, তাম, তাম, বিদেশনিরগনি act, তুবুঅই ছাই ছাই তুইফাইকা আ তিপুরা রাজ্য অ। কিন্তু ত্রিপুরা রাজা বোম্বে রাজ্য অনেক তফাৎ। ত্রিপুরা রাজ্য বোম্বে ন বোম্বে ছাসাপ নানি অনেক দিন তংখ। তাবুকনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সমষ্যা ন সমাধান খোলাইনানি বাগাই বোম্বেনি আইন তুবুঅই আংয়া। ত্রিপুরা রাজ্যনি আইন আংনানী নাংগানী। ত্রিপুরা রাজ্যনি সমষ্যা বাই বোম্বেনি সমষ্যা একয়া। ত্রিপুরা রাজ্যনি সমস্যা বাই বোম্বেনি সমষ্যা অনেক তফাৎ। আবনি বাগাই কক কতর কতর, নিরগনি চীননি আইন, কাসিযাংনি আইন তুবুঅই অর' আংয়া। ত্রিপুরা রাজ্যনি সমস্থানছে অর' চিন্তা মা খোলাই নাই।

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, অ জাগা অ চাঁও নুকথা অ বিল' ত্রিপুরা রাজ্যনি সমষ্যবাই বোম্বেনি সমষ্যা বাস্তব বাই মিল কোরাই। হ্যাচালন যদি ন ছামপাঅই তোলাঙনা হানখে মাসামস্মু মন্ত্রী রগছে খাই থাংবাইয়ানী, আয়ুসক সক্যা অই। অতএব মাননীয় ডেপুটী স্পীকাব স্যার—ব'মফ্রণ্ট সরকার অসাক যে চালা নাইথক খোলাই অই মাছকাঙ আ পাউডারবগ ফুলঅই আঙসে চালা কাহাম হানাই তংমানি আবসে তিনি সিতারা সিজাকলাহা। বাসকাঙ অ হকিনি মারি কালাইলাহা। যে উপজাতিরগনি দরদী হান হানাই তংমানি উপজাতিরগনি বাগাই কক ছা ছাঅই তংমানি আব' তিনি খে নুকজাকলাহা। আনি কক থাইসা মুইতু আংলাহা—বামফ্রণ্ট সরকার অবস্থা বাই মিলিলাহা—একদিন এক রাজা বিদেশ' বেড়াইনানি থাংকা ফু—থাংকা হানখেন—বিদেশ, মানাই কাহাম কাহাম নুগঅই ফাইকা হানখেন' দেশ' ফাইঅই সাঅই বাফাইলাহা এমন একটা ড্রেস তৈরী মা খোলাই নাই এই ড্রেস সারা পৃথিবী অ কেব' কানয়া, চুময়া জাত। হানখা হানখে ছাবণ মানসিনাই বা সিখরকছা তাঁতী স্বীকার খোলাই খা ফু "আঙ মাননাই" হানখে থাংগাই Advance র'ঙ নাংনাই। ১০ হাজার রাঙ তোলাং গাই কথক কথক চাঅই মিলিক চরম চরম, পেতুয়া তুয়াখেই অমথাই অ ছে থক ফুলঅই তংলাহা। শেষ পর্যন্ত তাম' নুকথা—আংলিয়া-হানখা হানখেন. বুইন যতন প্রচার খোলাই রাখা মন্ত্রী ন রহর খা ফু। থাংগাই ফাইগারাদি আনি ড্রেশ আদা আংখা। থাংগাই নাইমালে আছে আংয়া। আব আংয়া। সাই রাখা অর' রাজা ড্রেসত ছালাম জাকলাহা অ দা নাঙ তাঁতী হানকা। বুক'নুগয়া বালা আঙ। অ নাঙ বুমা কাইসা বাসায়া নাঙ। আ বুফা কাইসা বাসায়ানা নাঙ। আবনি বাগাইন নুগয়া। ঠিক বুফা কাইসা বাসা হানখেসে বন নুগঅ হানাই ছাঅই রাখা হানখেবা প্রচার আংগাই থাংকা। রাজানি পোষাক এমনভাবে সানামজাকথা—বুফা কাইসা বাছা হানখেছে নুগঅ। হানাই হানখা হানখে ঠিক এরকম ভাবে রাজা থাংকা হানখে-তাঁতী তাম হানকা আগি চমমানি রিন যতন

থুকবাই নাই বদা অমতৌই বাই রাজা মৌচাঙ মৌচাঙ অমতৌই খেইসে রাজা মৌচাংগ হৌনৗই যত্তন থুক অই লেংতা খৗলাই অই ন থাংজাখা হৗনতা, বেচারা। বুই হৗনখেবা শঙ্খ, ঘন্টা তামঅই হৗনখা—অ রাজানি পোষাক নাইথক বৗলা। নাহালাই তংলাইখা। য়াংলে রাজালে লেংতাসে। ঠিক এরকমভাবে এই বিদেশনি নমুনা নাই নাই অই বিদেশনি অমতৌই—মা খৗলাইনাই হৗনৗইনাই তাবুক নিন্নগ যওন লেংতা আংগৗই থাংবাইখা। এই বামফ্রন্ট সরকারব তাবুক লেংতা, অর্থাৎ জনসাধারননি থানি এমনভাবে বরগনি বৗছকাংনি পোষাক পর্যন্ত কৗবৗইখা। তিনি বরগ জনসাধারন বুঝকঅই ছাঅই মানলিয়া। আবনি বাগৗই তিনি পাঁচ বৎসর' ৫৩ জনা এম, এল, এ, তংমানি তাবুকখে ২১ জনা কমিই থাংলাহা; আবনি কারণ আংখাবরগ কালো আইন খৗলাই মানি বাগৗই। তেইব বরগনি গদি কৗমানাই এবং এই আইন ন জনসাধারণ কোন মতে মানিই নাঅই মানয়া। চাঙ ব জনসাধারননি প্রতিনিধি, চাঙ ব আহাই ন। অ আইন ন বিরোধীতা খৗলাই অ। এবং ম জনসাধারননি বিপরীত আইন হৗনৗই খা কাতা। বরগনি অ আইন ন সমর্থন খৗলাইয়া অই আনি বৗখা বাই বিরোধীতা খৗলাই অই আনি বৗখা বাই বিরোধীতা খৗলাইঅই আনি কক অরন, পাইরৗখা। খুলুমখা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল এনেছেন সেটাকে নিয়ে আমি বক্তৃতা রাখতে চাই। আমরা ভেবেছিলাম বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসলে কিছুটা ভাল হবে আশা করেছিলাম। কিন্তু আমরা দিনে দিনে কি দেখতে পাচ্ছি? গত ৬ (ছয়) বৎসরে যা দুর্নীতি করেছিল ঠিক তার জন্যই এই বিল। এই বিল জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নয়। এটাকে আমরা এক কথায় কালো বিল বলতে পারি। অর্থাৎ কালো বাজারীকে বন্ধ করার জন্য নয়, কালো বাজারীকে আরো জোরদার করার জন্যই এই বিল। আমার পূর্ব বক্তা এই আইনের ধারা নিয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী অনেক বক্তব্য রেখে গেছেন বিশেষ করে উপজাতিদের দরদী হিসাবে। এখানে বিশেষ করে তাঁর বক্তৃতার তিন ভাগের দুই ভাগই উপজাতিদের কথাই বলে গেছেন। আমরা হাট বাজারে গেলে বামফ্রন্ট নেতাদের জন সভায় প্রত্যেকটা বক্তৃতায় শুনি কংগ্রেস আমলের লেভীর কথা। এখন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করার পর একটা আইন চালু করেছে। সরকার বাজার থেকে ধান ক্রয় করবে. বেশ ভাল কথা, কি দরে ক্রয় করবে তার কথা। নির্দ্ধারিত দাম করেছে প্রতি মণে একত্রিশ থেকে বত্রিশ টাকা কিন্তু সে সময়ে সাধারণ বাজারেই এক মণ ধানের দাম ৬০ থেকে ৭০ টাকা তাহলে নিশ্চয় বামফ্রন্ট সরকার এই

রাজ্যের জাতি উপজাতি কৃষকদেরকে উচিত দরে ধান ক্রয় না করে ঠকাচ্ছেন এই রকম আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমার পুর্ব বক্তা মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্তী কংগ্রেস আমলের শোষণের কথা অনেক বলে গেছেন। তিনি শোষণের কথা বলেছেন ঠিকই কিন্তু উনি যে কংগ্রেসের আমলে শোষণ করেছিলেন তা তো বলেননি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। এটা কিশোষণ না? ব্রাহ্মণরা যে উপজাতিদের ঠকাচ্ছেন বিশেষ করে শ্রাদ্ধের সময়ে। উনি একদিন আমাকেই বলে ছিলেন এক দিনেই উপজাতিদের শ্রাদ্ধেতে গিয়ে ৪০ (চল্লিশ) টা ধুতি পেয়েছেন। এক দিনেই ৪০টা (চল্লিশটা) ধুতি পেলে তার কত লাভ হল? আর উপজাতিদের কত ক্ষতি হল? কংগ্রেসের আমলে উপ-জাতিদেব এলাকায় গিয়ে উপজাতিদেরকে বুঝিয়েছিলেন তোমাদের মা-বাবা মারা গেলে এরপর শ্রাদ্ধ করলে তোমাদেব মা-বাবা স্বর্গবাস হবে।

তারপব উপজাতিরা ভেবেছে, হ্যা সত্যি সত্যিই হবে। এর পর উপজাতিরা সবাই মা বাবা মারা গেলে ব্রাহ্মণদের কথার মতই করেছে। এবং শ্রাদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মন-দেরকে কি কি দিতে হয়। পিতলের কলস, থাল, বাসন ইত্যাদি। তাও সিল-ভারের হলে হবেনা, সবটাই পিতলের হতে হবে। ধুতি গরু এইরকম ভাবে-

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এরকম বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যে, ব্রাহ্মনের উপর আক্রমনের জন্য, কাজেই সমাজে ব্রাহ্মনকে সম্মান······

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ভাবে উপ-জাতিদেরকে ঠকিয়েছিল। এখন উপজাতিরা সবাই সচেতন হয়েছে। তার জন্য এখন আর ঠকাতে পারছেন না। আমাদের উপজাতিদের পিতা মাতা মরলে স্বর্গে যেতে ও দেখল না তার জন্য উপজাতিরাও শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মনদেরকে নিল না। এবং কংগ্রেসের আমলও শেষ হয়ে গেল। হয়তো তিনি ভেবে দেখেছিলেন-বামফ্রণ্টে গিয়ে কিছুটা লাভ হবে কিনা চিন্তা করে পরে সি, পি, এম-এর এম, এল, এ, তে দাড়িয়েছিলেন। এভাবে তিনি কংগ্রেসের আমলে শোষণ করেছিলেন। তারপর কংগ্রেসের আমলে তেলিয়ামুড়াতে লাখ লাখ টাকা সৎ ভাবেই কিন্তু খরচ করা হয়েছে। কিন্তু এখন বামফ্রণ্টের আমলে বাজারের ঘর শেষ হযেছে ঠিকই কি লাভ হয়েছে? তার জন্য আমি কিছু বলতে চাই। এখন বামফ্রণ্ট সরকার যে জায়-গাতে বাজারের জন্য যে সমস্ত ঘর তৈরী করেছেন সে সমস্ত ঘরগুলি আমরা

দেখেছি। বৃষ্টি পড়লে ঘরের ভেতরে বৃষ্টি পড়ে, রোদ উঠলে ঘররে ভেতরে রৌদ্র উঠে। এটা কিরকম ধরণের? তারজন্য আমি বামফ্রণ্ট সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই। তারজন্য কি লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হচ্ছে না? এটা কি বামফ্রণ্টের গর্ব? তার জন্য আমি বামফ্রণ্ট সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই।
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে তারা বলেছেন বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর বাজারের অনেক উন্নতি হয়েছে।
বামফ্রণ্টের মন্ত্রীরা কালো বাজারী দমনের বিরুদ্ধে না কি তারা উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করছেন। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কালো বাজারী দমনের জন্য এই বিলে কি ব্যবস্থা আছে আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করতে চাই। এই বিলে কালোবজারী বন্ধ করার কি ব্যবস্থা আছে?
যেমন-আজকে একজন লোককে চোর ধরলাম অথবা ২ (দুই) বস্তা চিনি চুরি করে ধরা পড়ল তাকে ধরে কি লাভ হবে? ধরা পড়লেও পরে কি হবে? সে আমাদের সি, পি, এমের সমর্থক বললেই হয়। পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়, এই হচ্ছে অবস্থা। তার জন্যই আমরা বলব এসব ব্যাপারে চুরি ধরা পড়লে সি. পি, এমের সমর্থক হউক বা বিরোধী দলেরই হউক তাকে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিলে তার কোন উল্লেখ নেই। এক তরফা ভাবে চেয়ারম্যানকে বেশী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এবং এক তরফা ভাবে আমাদেরকে জোর করে স্বীকার করাতে চাইছেন। এটা কি গণতন্ত্র? আপনারাই বলেছেন-প্রত্যেক মানুষই গণতন্ত্র মেনে চলা উচিত। তারা গণতন্ত্রের কথা বলেও কি হবে? বামফ্রণ্টের মন্ত্রীদের চেহারা সুন্দর হলেও কি হবে তাদের মুখমণ্ডলেই কালী লেগে রয়েছে।
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা এই ছয় বৎসরে বামফ্রণ্ট সরকারের নমুনা আমরা দেখেছি আজকে নুতন নুতন বিল পূর্বের এক্ট(act), তমোঘের এক্ট(act,) বিদেশের এক্ট নানা রকম এক্ট এনেছে, এই রাজ্যে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য এবং বোম্বে অনেক তফাৎ, ত্রিপুরা রাজ্যকে বোম্বের মত তৈরী করতে অনেক দেরী রয়েছে। বর্তমানের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য বোম্বের আইন এনে হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের আইন হতে হবে। কারন ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা, বোম্বের সমস্যা এক নয়। এবং বোম্বের আইন, ত্রিপুরা আইন অনেক তফাৎ। তারজন্যই চীনের আইন, কার্সিয়াং-এরআইন এনে হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাকেই আগে চিন্তা করতে হবে।
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলে আমরা দেখেছি এই বিলে ত্রিপুরা রাজ্যের

GOVERNMENT BILL

সমস্যা এবং বোম্বের সমস্যা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই।

অতএব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রণ্টের মন্ত্রীদের এত চেহারা সুন্দর ছিল তা আজকে বিশ্রীর পরিচয় দিয়েছে। আগে উপজাতিদের দরদীর কথা বলেছিলেন তা আজকে জনসাধারন বুঝতে পেরেছে। আমার একটি গল্প মনে হচ্ছে, বামফ্রণ্ট সরকারের অবস্থার সঙ্গে মিল হচ্ছে গল্পটির প্রথম হল-একদিন এক রাজা বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন, বিদেশে গিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখে এলেন এবং স্বদেশে ফিরে এসে বললেন এমন একটা ড্রেস তৈরী করতে হবে এই ড্রেস যেন সারা পৃথিবীতে কেহ পরিধান না করে এরকম হতে হবে। ঢাক পিটিয়ে দিয়েছিলেন। শেষে একজন তাঁতী স্বীকার করল, আমি পারব। তারপর তাঁতী বলল-তবে অগ্রিম টাকা দিতে হবে। পরে ১০ হাজার টাকা নিয়ে গিয়ে ভাল ভাল খাবার খেয়ে স্বাস্থ্য বেশ সুন্দর হয়ে গেল, এমন কি ঐ তাঁতীর পেট ফুলে মোটা হয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত কি হল— মন্ত্রীকে পাঠানো হলো, পোষাক হয়েছে কিনা দেখে আসার জন্য। মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন হয়নি। তখন তিনি তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজের পোশাকের কি হলো। তাঁতী বললেন পোশাক তো তৈরী হয়েই রয়েছে তুমি দেখতে পাচ্ছোনা। মন্ত্রী বললেন, কই না তো, তাঁতী তখন বললেন, তা হলে তুমি এক বাপের ছেলে নও। এক বাপের ছেলে না হলে এ পোশাক দেখতে পাবেনা। এরপর নানা জায়গায় প্রচারিত হয়ে গেলো যে রাজার জন্য এমন পোশাক তৈরী হয়েছে এক বাপের ছেলে না হলে চোখে পড়ে না। তখন রাজা নিজে এলেন এবং তাঁতীকে পোশাকটা পড়িয়ে দিতে বললেন। তাঁতী তখন বললেন আপনার শরীরের সমস্ত কাপড় চোপড়ই খুলে ফেলুন। রাজা কাপড় চোপড় খুলে ফেললেন এবং তাঁতী রাজাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিলেন। তখন লোকেরা শঙ্খঘন্টা বাজিয়ে বলতে লাগলেন, বাঃ রাজার পোশাক তো ভারী চমৎকার, এদিকে রাজাতো ল্যাংটা।

ঠিক এরকম ভাবে বিদেশের নমুনা দেখে বিদেশের যে আইন সেই আইন হতে হবে, তাই আপনারা সবাই এখন উলঙ্গ। এই বামফ্রণ্ট সরকার এখন উলঙ্গ অর্থাৎ জনসাধারনের সামনে তারা উলঙ্গ।

তারা আজকে জনসাধারণকে বুঝাতে পারছেন না তার জন্যই আজকে গত পাঁচ বছরে ৫০ জন সদস্য ছিলেন এখন ৬০ জন থেকে ২১ জন সদস্য কমে গিয়েছে। তার কারন হচ্ছে গত পাঁচ বছরে তারা দুর্নীতি করেছিলেন তার জন্যই কমে গিয়েছে। আরো তাদের সদস্য কমে যাবে এবং গদিও হারাতে হবে। এই কালো আইনকে জনসাধারন কোন মতেই মানবে না এবং আমরাও জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিতে পাচ্ছি না।

তার জন্যই আমরা বিরোধীতা করছি এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী আইন বলে আমরা মনে করি। তাদের এই কালো আইনকে বিরোধীতা করেই আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এই বিধান সভায় এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস বিল ১৯৮০ যেটা এনেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। এই বামফ্রন্ট সরকার, আমার মনে হয় ভাবতে পাবেন নি বিরোধী দলের পক্ষে যে ২১ জন বিধায়ক আছেন উনারা যে সম্পুর্ণ গণতন্ত্রবাদী। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারন ভেবেছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার গনতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়েছিলে কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই বামফ্রন্ট সরকার কতটুকু গণতন্ত্র বিশ্বাসী আর কতটুকু গণতন্ত্র হত্যাকারী? আজকে বিশেষ কিছু বলে এই বিধান সভার সময় নষ্ট করবো না। তবে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা বলে গেছেন যে এই বিল এনে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যানে নির্বাচিত কমিটি বোর্ড করে জনসাধারনের কল্যানের জন্য, গরীব কৃষকের কল্যানের জন্য করা হয়েছে, শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষক আমাদের দেশে বসবাস করে তাদের কল্যানের জন্য এনেছেন। উনি বোধ হয় এই বইটি পড়েন নি। বামফ্রন্ট সরকার আজকে যদি গণমুখী নির্বাচিত কমিটি বা বোর্ড করে চালাতেন তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আজকে একটা অগণতান্ত্রিক ভাবে এই বামফ্রন্ট সরকার নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং ত্রিপুরার বুকে নুতন করে দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চলেছেন। কিন্তু আজকে দেখা যাচেছ নির্বাচন বিহীন নিজেদের খুশী মতো যে কোন দলীয় লোকের নাম ঘোষনা দিয়ে চেয়ারম্যান তৈরী করে এই গণতন্ত্র প্রিয় মানুষগুলিকে হত্যা করবার চেষ্টা চলছে। এটা আজকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এটা তো আপনারা হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন। আজকে আপনারা মজলিস করছেন? কিন্তু আমি বলতে চাই জনসাধারনের সুবিধার কথা আপনারা চিন্তা করছেন কি ?

(গণ্ডগোল)

ব্যবসা জুটিয়ে বসেছেন আপনারা, কাউকে জিজ্ঞাসা করছেন না ?

(গণ্ডগোল)

মাননীয় সদস্য মাখন বাবু বলেছেন কংগ্রেস আমলে বহু টাকা খরচ করেছেন কিন্তু বাজারের উন্নতি হয় নি। ভাল কথা, আমি স্বীকার করি। কংগ্রেস সরকার যে টাকা খরচ করেছেন সেটা সত্যি কথা, হয়তো আপনি বলছেন জিনিষটা কাজে লাগে নি। আপনারা কতটুকু কাজে লাগিয়েছেন? আসুন আপনারা সোনামুড়াতে, আপনারা অগনতান্ত্রিক ভাবে

কমিটি করছেন, আপনাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালনা করছেন। এই এষ্টিমেটের টাকা আপনারা অভারসিয়ার এবং এস. ডি,ও'কে প্রভাবিত করে কারচুপি করছেন ফলে সেই এষ্টিমেটের টাকা জনসাধারনের কাজে লাগছে না। আপনারা মার্কেট করেছেন কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ টাকা জনসাধারনের কাজে লাগছে না। আমাদের মার্কেট তো গরীব অবস্থায় ছিল কিন্তু আজকে আমরা দেখছি সেই মার্কেটগুলিকে গরীব অবস্থা থেকে আরও গরীব অবস্থায় নিয়ে আসছেন। কৃষকরা আজকে রাস্তার কিনারেও জায়গা পাচেছন না। লক্ষ লক্ষ টাকা তো আপনারা ব্যয় করেছেন প্রতিহিংসা মূলক কাজ করতে গিয়ে। কংগ্রেস সরকার যা করেছেন তা আমরা করবো না, আমরা নূতন করে গড়বো টাকার জ্বালা তো আপনাদের থাকবে না? কারন টাকা তো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে চাইলেই পাচেছন। এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারনের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবীর পর দাবী রেখে আপনারা টাকা আনছেন। খুব ভাল কথা, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যের ভাল কাজে লাগবে লাগুক, কিন্তু সেটা কি জনসাধারনের স্বার্থে লাগছে? আপনারা তো বহু সিলেকট্ কমিটি করেছেন যদি এই কমিটি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আসে তাহলে আপনারা বলেন আপনাদের সেই ক্ষমতা আছে। আবার বলছেন গরীব কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বিল এনেছেন। খব ভাল কথা, আমাদের পক্ষে ভাল হয়েছে কারন বামফ্রন্ট সরকারের মুখোশ আজকে খুলে গেল জনসাধারনের কাছে, এই ভাবে আপনারা ধরা দিয়েছেন। আপনারা গণতন্ত্রের হত্যাকারী, রক্ষাকারী নয়। আমি বলছি এই বিলটা বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভায় হাজির না করে কিছু দিন আগে পঞ্চায়েত আইন করে এক বছরের জন্য একসটেনশ্যান করেছিলেন, যেটা কংগ্রেসের রাজত্বে হয় নি, সেই ভাবে যদি মন্ত্রীসভা থেকে ঘোষনা করতেন তাহলে আরও ভাল হতো এবং নামাবলী গায়ে দেবার প্রয়োজন হতো না। আমি আশা করবো এই দেশের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারনের স্বার্থে এই বিল পাশ করবার চেষ্টা করবেন না, এই বিল প্রত্যাহার করুন, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রাখছি, সত্যিই আমি অত্যন্ত আবেগের সহিত বলছি এটা অত্যন্ত বিপদজনক ব্যাপার। কারণ, একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য মাখনবাবু বলেছেন যে আমরা গণতান্ত্রিক ভিত্তিক কো-অপারেটিভ করেছি এবং আমরা কৃষকদের সব কয়টি রাজ্যের উৎপন্ন পণ্য খরিদ করছি, ফলে এইগুলি ফরিয়াদের হাতে যাচ্ছে না। আমি সত্যিকারের প্রমান দিচ্ছি, আপনাদের রেইট ভাল কৃষকরা পাবে কিন্তু দেখা গেল আপনাদের কাছে উপযুক্ত রেটে মাল বিক্রি না করে কৃষকরা কম দামে কেন ফরিয়াদের কাছে এই সোনামুড়া মার্কেটে পাট বিক্রি করছে? তাই

বলতে হয় গোমর আছে। কারণ, এই যে কো-অপারেটিভ করে রেখেছেন, ম্যানেজার করে রেখেছেন, সেক্রেটারী করে রেখেছেন তাদের কাছে এই সমস্ত দরিদ্র কৃষকরা গোপনে রাত্রে আলাপ করে শত শত টাকা পকেটে না ঢুকালে তাদের জিনিষ বিক্রি হবে না, তাতে কৃষকদের কিছু টাকা লোকসান হচ্ছে। তাই সেই লোকসানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ৫ টাকা কম হলেও সোনামুড়া মার্কেটে ফরিয়াদের কাছে তারা বিক্রি করছে। সরকারী গো-ডাউনে তো বিক্রি করছে না। কোথায় আপনারা গরীব মানুষকে সুযোগ দিলেন ?

আপনারা মানুষকে সুযোগ দিলেন কোথায়? আপনারা সমস্ত কিছু করে দিয়েছেন। এই বিল মহা বিপদজনক। আপনারা গদীতে বসে অতি উৎসাহের সহিত বিলটিকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। আজকে আমি চাইনা এই মহা বিপদজনক বিল দেশের জন্য আসুক। আমি চাইনা ক্ষমতার অপ-ব্যবহার হোক। আজকে যেখানে আমাদের দলের বিধায়ক আছে, আমাদের সদস্য আছে, সেখানে আপনারা কাজ করতে দিচ্ছেন না। এটা সত্যি কথা। আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না। কারণ আপনাদের পকেট ভরে গেছে দালালি করতে করতে। আপনারা তা তাদের সঙ্গে শেয়ারে আছেন কি কমিটি করে বিজনেস করছেন। কিন্তু লাভটা কোথায়? লোকসান ছাড়া? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি চেষ্টা করেছিলাম, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষনের পর আমি একটু বলব। কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে মিল দিতে দেরী করছেন? এরা জানেনা। এই ত্রিপুরাতে এই সরকার কোন র মেটেরিয়েলস্ তৈরী করতে পরেন নাই। তা কি করে পেপার মিল হতে পারে? রমেটেরিয়েল্স আছে? আর যা আছে তার কোয়ানটিটি কত জানেন? আপনারা ত ৬ বৎসরে সব কিছু লুটপাট করে ফেলেছেন। আপনারা বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এখানে ত্রিপুরায় গণতন্ত্রকে প্রসারিত করতে পেরেছেন। বন্ধে যারা সারা দেননি তারা তাদেরকে পুড়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। আমি সেখানে প্রশ্ন রেখেছিলাম, বন্ধের তারিখে বন্ধ ছিল না কি খোলা ছিল? এইভাবে ত রিপোর্ট হয়। কাজেই এই যে বিল, এই বিল আমি অনুরোধ করব এই দেশের কল্যানে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এইটাকে, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের আমি অনুরোধ করব আপনারা এইভাবে অট্টহাসি না দিয়ে এটাকে বিরোধীতা করুন। যাতে আগামী দিনে এই যে ত্রিপুরার বুকে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে গেল, আপনারা যখন খুশীমত মেলাঘর মার্কেটে একটা বোর্ড করে দিয়েছেন রহিম চন্দ্রকে দিয়ে, তেলিয়ামুড়াতে করেছেন। মানুষ যাকে পছন্দ

করেননা তাকে দিয়ে করেছেন। তাতে হয় কি টাকা পয়সা লেন দেনের সময় আবার মারপিট আরম্ভ হয়েছে। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, এই বিলটাকে বিরোধীতা করুন। আপনারা বলেছেন, কৃষকদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। দেশের ৮৫ ভাগ লোক কৃষক। দেখা গেছে কৃষকদের স্বার্থে, আপনারা গ্রামে গ্রামে, যে সমস্ত কমিটি করে দিয়েছেন, আমরা দেখছি আগে ভাইস চেয়ারম্যান ছিলনা। ইদানীংকালে দেখা গেল, আরো কিছু প্রভাব যদি না দেওয়া থাকে তাহলে দেশের কাজ ঠেকানো যাবেনা। কংগ্রেস (আই)-এর যারা বিধায়ক, উপজাতি যুব সমিতির যারা বিধায়ক, আমরা সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করেছি, দলীয় স্বার্থে সেই এলাকার কাজ কর্ম কে বন্ধ করে রাখেন। তাদেরকে বুঝান যে, কংগ্রেস এলাকায় কোন কাজ করা হয়না। অনাহারে মানুষ মরছে। কেন্দ্রীয় টাকায় চলবে কি করে, আপনারা বলেন। কিন্তু আমি জানি কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দেন তার চেয়ে অনেক অনেক কম টাকায় ত্রিপুরার মানুষ বাঁচতে পারে। তারা কেবল বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেনা দিচ্ছেনা। আমি অবাক হয়ে যাই যখন একজন এম, এল, এ'কে এলাকায় খবর করতে হয় ৫৫টি গাড়ী লাগে, অফিসার লাগে। সরকারী তেল যদি এইভাবে পোড়ানো হয় তাহলে কি করে চলবে ? কেন্দ্রীয় সরকার কি ছাপিয়ে ছাপিয়ে টাকা দেবে ? কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বিলকে সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যে বিলটি হাউসে পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। মূলত: এই বিলটি একটি সংশোধনী বিল। ১৯৮৩ সনে আমরা এই বিলটিকে এই হাউসে গ্রহন করেছিলাম। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন কিছুদিন আগে পাওয়া গেছে। এখন এই বিলটিকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা সেখানে ছিল। সেই অসুবিধাগুলি দূর করতে গিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিলের মধ্যে প্রত্যেকটি এলাকায় যে নিজস্ব বাজার আছে, সেই বাজার ভিত্তিক যে কমিটি সেই কমিটিগুলি গঠন করার কথা ছিলনা। এখন ত্রিপুরা রাজ্যে সমগ্র বাজার গুলিতে যে কমিটি হবে, সেই সমস্ত কমিটিগুলি সামগ্রিকভাবে যে যোগসূত্র গড়ে তোলা বা তাদের কাজকর্মের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি সুপারভিশান করার যে প্রশ্নটা সেই দিকটা সেখানে সঠিকভাবে ছিলনা। কাজেই, প্রত্যেকটি বাজারকে ডেভোলাপ করতে গেলে তার যেসমস্ত জিনিস লাগবে, তারপর যে জিনিসপত্র সব বাজারে বিক্রী না হলে পরে অন্য বাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা, বা মফঃস্বল থেকে শহরে পাঠানোর জন্য তাহলে

নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় কমিটির দরকার। কমিটি সেখানে রাখা দরকার। সেই কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। এই দিক দিয়ে সমগ্র উন্নয়নের স্বার্থে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারও একটি সুপারিশ করেছে রাজ্য সরকারের কাছে, এই আইনটা যাতে সংশোধন করা হয়। সামগ্রিকভাবে সমস্ত জায়গাতে যাতে একটা যোগসূত্র রাখা যায়, এর সুপারভাইজ করার ক্ষেত্রে, আরও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেই অনুযায়ী এখানে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। কাজেই সেটার মধ্যে যে আশংকা তারা করছেন তার মূলতঃ কোন যুক্তি আছে তা বলা যায়না। তারপর বাজার কমিটির নির্বাচনের পদ্ধতি আছে, নির্বাচন হবে। মাননীয় সদস্যরা ইচ্ছা করলে বাজার কমিটিতে আসতে পারেন। তারপর এখানে তারা লাইসেন্স সম্পর্কে যে আশংকা প্রকাশ করেছেন তাতে আশংকার কিছু নেই। বাজার কমিটিগুলি কিছু লাইসেন্স ইস্যু করবে। লাইসেন্স যদি ইস্যু না করা হয় তাহলে বাইরে থেকে যারা মাল নিয়ে আসবে, ফরিয়ারা সেই সুযোগ পেয়ে যাবে। কাজেই যারা প্রকৃত কৃষক, তারা যাতে এই লাইসেন্স পায় তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই লাইসেন্সের দ্বারা ফরিয়া ও মহাজনদের আইডেন্টিফাই করা যাবে। কারন, একটা আইডেন্টিফিকেশানের দরকার আছে। যারা প্রকৃত কৃষক তাদের কাছ থেকেই মাল রাখা হবে, আর যারা ফরিয়া তাদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই রাখা হবেনা। আইডেন্টিফাই করার জন্যই এই লাইসেন্সের দরকার। সুতরাং তাতে তাদের আতংকের কিছু নাই। আগের দিনে এমন কোন ব্যবস্থা চালু ছিলনা, আজকে সেই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আজকে গ্রামে গ্রামে লেবারদের নাম লিষ্ট করা হয়েছে। যারা সত্যিকারের কর্মহীন লোক সেই লোকের নামে নির্ধারণ করে তার নামে কার্ড ইস্যু করা হয়। কাজেই সেই রকম প্রকৃত যে প্রডিউসার তাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য লাইসেন্সের দরকার আছে। ফরিয়াদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং তাদের এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আগের যে বাজারগুলি তা অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মত। কোন পরিকল্পনা মাফিক বাজার করা হয়নি। আজকে বাজার গুলিকে ডেভোলাপমেণ্ট করতে গিয়ে যে ল্যাণ্ড অ্যাকুখজিশানের প্রশ্ন আসে, তা যদি আমরা মনে করি ১০ লক্ষ টাকা খরচে একটা বাজার করব তাহলে দেখা যাবে সেই জায়গাটা আনতে গিয়ে আমাকে ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সুতরাং এত টাকা কোথায় ? কাজেই বাজারগুলিতে তার যে সমস্যা তা সমাধান করা যাবে না কারণ পরিকল্পনা বা প্ল্যানমাফিক ছিলনা। অমরপুরের যে চক বাজারের কথা মাননীয় সদস্য জহর সাহা বলেছেন, অমরপুরে আমাদের দীর্ঘদিনের প্রবলেম। তার কারণটি হচ্ছে অমরপুরে একটি পুকুরের পারের মধ্যে লোক বসবাস করত। আস্তে

আস্তে সেটা অমরপুরের বাজার হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে মাটি কাটা হয়েছে। এইটাকে নীচু করা হয়েছে, তারপরেও সেখানে সংকুলান হচ্ছেনা। কাজেই সেই প্রবলেম দীর্ঘদিনের। আজকে সেই কাজগুলি করতে গিয়ে আমাদের নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

এমন করে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই জিনিষগুলি হচ্ছে। আগে আমাদের সামনে কোন প্ল্যান পরিকল্পনা ছিলনা। আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার দেখছি নূতন করে সুস্থভাবে চিন্তা চেতনা করে প্ল্যান পরিকল্পনাগুলি করে চলছে। আজকে আমাদের সামনে বিশেষ করে যেটা দেখছি তাতে মনে হয় এই বিলটির বিরোধীতা করার কোন প্রশ্ন আসে না। ওদের যারা পাঠিয়েছে আর আমাদের যারা পাঠিয়েছে তাদের সকলকেই বলা হয়েছে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে। আমরা যখন কাজ করছি তখন আমাদের যারা পাঠিয়েছে তাদের জন্যই করছি। আর ওরা যখন বিরোধিতা করছে তখন ওদের যারা পাঠিয়েছে তাদের জন্যই করছে। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় তখন জোতদার, জমিদার আস্তে আস্তে আরও ফুলে উঠল। তাদের সম্পদ আরও বাড়তে লাগল। ওদের খুঁটির উপরই ত এই কংগ্রেস টিকে আছ। আমাদের দেখতে হবে কংগ্রেস কোন্ জায়গার উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই এই মার্কেট বিল যদি পাশ হয় তাহলে গ্রামের জোতদার, মহাজন, ফরিয়াদের অসুবিধা হবে। তাদের উপর আঘাত আসবে। তাই তারা এত বিরোধিতা করছেন। তাদের যদি সং ইচ্ছা থাকত তাহলে তারা অ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে পারতেন। দেখাতে পারতেন যে এভাবে নয় এভাবে হবে। শুধু উচ্চ-বাচ্য করলেন। মনে হচ্ছে এটা একটা গানের আসর। আর তালে তালে অন্যরা আসর গরম করছেন। আমি মনে করি এটা বিধান সভার ডিগনিটির পক্ষে অসম্মান জনক। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর বাবু দুর্নীতির কথা বলেন। উনি দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে যেভাবে অংকের হিসাবের মত বুঝিয়ে দিলেন যে মনে হয় এ নিয়ে উনি প্র্যাকটিস করেছেন। আজকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কারা লড়াই করবে। আমাদের মানুষকেই লড়াই করতে হবে। আমরা যারা জন প্রতিনিধি তারা এই বিধান সভায় কি দেখলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যাদের নামে ৪/৫টা করে পুলিশের কাছে কেইস আছে সে সমস্ত দুর্নীতি পরায়ন লোকদেরকে বেনামীতে পাশ দিয়ে এই বিধানসভায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্নীতি কোথায় তারা তৈরী করছেন সেটা আমাদের আগে বুঝতে হবে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় বিধায়ক যেটা বলেছেন সেটা "নো কন্‌ফিডেন্স অন দি স্পীকার।" কারণ স্পীকারই ত সে পারমিশান

দিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না।

শ্রী নকুল দাস :—আজকে সমাজের যারা অল্প বয়স্ক ছেলে আছে তাদের দিয়ে এসব করান হচ্ছে। তারজন্য শিবনাথ ফ্যাকটরিতে বন্দুক তৈরী হচ্ছে। সে বন্দুক যে বিশালগড়ে আসছে সেটা আমরা বিশ্বাস করি। আজকে যেসব খুন হচেছ সেগুলি ত তারাই করছে। আজকে আবার তারা যখন দেখতে পাচেছ যে এই বিল যদি পাশ হয়ে যায় তাহল কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের খুঁটি ভেঙ্গে যাবে। তাই আজকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে এত সোচ্চার হচেছ। গণতন্ত্রের প্রতি তাদের কোন আস্থা নাই। তাই আজকে ভারতবর্ষের মাটিতে তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ইলেকশন কমিশনারকে দিয়ে সুপারিশ করালেন যে, নির্বাচনের আগে রাজ্যসরকার গুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে ইলেকশন করান ভাল হবে। এভাবে তারা রাষ্ট্রপতি নিয়ে ক্ষান্ত নন, পুলিশ নিয়ে ক্ষান্ত নন, মিলিটারি নিয়ে ক্ষান্ত নন। আজকে তারা যে অস্ত্র তৈরী করছে সেটা কার স্বার্থে তারা তৈরী করছে? এটা কি সাধারন গরীব মানুয়ের স্বার্থে তৈরী করা হচেছ? সুতরাং আজকে সাধারন মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে এই অস্ত্রসস্ত্র কাদের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হচেছ। তাই আজকে সাধারন মানুষ এই কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচেছন। কিন্তু এই যে অবস্থা সেটার কোন মতেই পরিবর্তন সম্ভব নয় যদি না সমগ্র সমাজ ব্যাবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন না হয়। আজকে বামফ্রণ্ট সরকার যে ভাবে একটার পর পর একটা জনকল্যানমূলক প্রকল্প রূপায়ন করে অগ্রসর হচেছন তাতে এই কংগ্রেসী শাসককূল আতংকিত হয়ে পড়ছে। সুতরাং আজকে এখানে যে বিল আনা হয়েছে সেটা ত্রিপুরা গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা হবে বলেই আমি এই বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বসিত আলী

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যে ত্রিপুরা মার্কেট বিল এনেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য রাখব। এই বিলটি সংবিধানের ৩৬০ ধারামতে তৈরী করা হয়েছে এবং তাতে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ও সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ভারতবর্ষের সাধারন মানুষের কল্যান সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সংবিধান রচিত হয়। সারা ভারতবর্ষে যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত শোষিত মানুষ, তাদের মুক্তির জন্যই আমরা লড়াই করে চলছি। কিন্তু সংবিধান অনুসারে এই ত্রিপুরা মার্কেট বিল তৈরী করা

হলেও তাতে এমন কতকগুলি আইন রাখা হয়েছে যাতে করে সাধারন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গতকাল এই হাউসে যে পঞ্চায়েত বিল আনা হয়েছে, তাতে যে পঞ্চায়েতকে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে সে পঞ্চায়েতকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। গাঁওসভার যে বাজার এবং শহরতলীর যে নোটিফায়েড এলাকার বা মিউনিসিপালিটির এলাকার মধ্যে যে বাজার রয়েছে সেই বাজারের উন্নয়নের কাজগুলিকে গাঁওসভা, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি বা মিউনিসিপালিটির নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এতে আমি মনে করি যে, বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রকে ধংস করে দিতে চাইছেন। কারন আমরা দেখতে পাচিছ যে, এই বিলের মধ্যে রয়েছে যে, রাজ্য সরকার ইচেছ করলে কমিটি গঠন করতে পারেন, আবার তাদের পছন্দ না হলে সে কমিটিকে ভেঙ্গে দিতে পারেন। এতে সাধারন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিনষ্ট করা দেওয়া হলো।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে বিগত কংগ্রেসের শাসনের ৩০ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমান লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল বামফ্রন্টের শাসনে সে সীমা অনেক নীচে চলে গেছে। এতে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ বামফ্রন্টের আমলে আরো বেশী করে শোষিত হচ্ছেন। আজকে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে বামফ্রন্টের যে সকল সদস্য সাধারণ মানুষের উপর অন্যায় অবিচার করেছেন তাদের কোন কথা এখানে বলা হয়নি। আমি মনে করি যে, আত্ম সমালোচনার দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। এটা কোন সরকারের স্বার্থে নয় এটা জনগণের স্বার্থে করা উচিত।

এখানে যে বিলটি আনা হয়েছে তাতে ব্যবস্থা রয়েছে—কোন ব্যক্তিকে দোষী প্রমানিত হলে তাকে শাস্তি কমিটি দিতে পারবে কিন্তু সেই ব্যক্তি যাতে কোর্টে যেতে পারে তার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এতে আমি মনে করি যে আদালতকেও অবমাননা করা হচ্ছে। এবং আদালতের ক্ষমতাকে অনেক খর্ব করে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ রাখব যে সাধারণ মানুষ যাতে তাদের উপর অন্যায় এবং অবিচারের প্রতিবাদ করতে পারেন তার জন্য যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরো দেখেছি যে, এই ছয় বছরের বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে রাজ্যে কালো বাজারী এবং মজুতদারদের দৌরাত্ম্য আরো অনেক বেরে গেছে অথচ বামফ্রন্ট সরকার সে সব কালো বাজারীদের এবং মজুতদারদের একজনকেও তারা ধরতে পারেননি। সুতরাং এই বামফ্রন্ট সরকার যাদের স্বার্থে কাজ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে আমাদের কৃষিমন্ত্রী, ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রোডিউস মার্কেটস্ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮৩ ইং এনেছেন সেই বিলটার নাম খুব সুন্দর কিন্তু কাজটা যে কতটুকু মন্দ, সেটা একমাত্র ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ এই বিলটা যখন কার্য্যকরী হবে তখন বুঝতে পারবে। এই হাউসের মধ্যে অনেক মাননীয় সদস্যই বকক্তব্য রেখেছেন। দুঃখের বিষয় সারা ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সেই গণতন্ত্রকে আজকে আমরা দেখছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার বিসর্জন দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে গনতন্ত্র হত্যাকারী হচ্ছে এই ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার। কারণ বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে যে অপশাসন চালাচ্ছে তার দ্বারা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ এই বিলের দ্বারা উপকৃত হবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষণ রাখলেন সেটা হয়তো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবে, অ্যানাউন্স হবে। কিন্তু যে কমিটির কথা বলা হয়েছে সেটা কি ইলেকটেড হবে, না, সিলেকটেড হবে সেটা সম্পর্কে কোন অ্যানাউন্স পত্রিকায় বা রেডিওতে দেওয়া হবে না। রেডিওতে হয় তো প্রচার হবে পঞ্চায়েত বিল এই বামফ্রন্ট সরকার এনেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বক্তব্য তো রেডিওতে প্রচার হবে না। বামফ্রন্ট সরকার দেখছি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ভয় পাচ্ছেন। কেন? আমাদের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বে বরেণ্য নেত্রী। সারা বিশ্ব ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে মুখরিত। আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? গত ছয় বৎসরে আমরা দেখছি যে কিভাবে এই সরকার অপশাসন চালাচ্ছে এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোক বুঝতে পেরেছে যে এই বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। বিশালগড় চড়িলামে বামফ্রন্ট হেরে গিয়ে বুঝেছে যে আর বেশী দিন গদিতে থাকতে পারবে না। সেই জন্য আজকে গণতন্ত্রকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছেন। যে কমিটি এই বিল গঠন করার কথা বলা হয়েছে সেটা গঠিত হবে কিছু সরকারী কর্মচারী, বামফ্রন্টের কেডার, এদেরকে নিয়ে স্টেট কমিটি গঠন করা হবে। সেই কারণে এই বিলের বিরোধিতা করেছি। আমরা জানি, এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ লোকের দুর্ভোগের সময় ঘনিয়ে আসছে। আজকে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের লোক জানে যে, এই সরকারের প্রসাশন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে দেখছি আমরা, বাজারে আগুন লাগছে। ল্যাম্পস লাম এবং পেকস পেক হয়ে গেছে। পেকস এবং ল্যাম্পসকে এই সরকার তাদের কেডার দিয়ে শোষণ করছে।

আজকে আমরা দেখছি এই সরকারের কেডাররা রেশনের চাউল তুলে নিয়ে বাজারে বিক্রি করছে। জনধারণ ভাল চাউল পায়না। কাজেই এখানে যে বিল আনা হয়েছে সেটাকে সংশোধন করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। এই বলে এই বিলের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার ।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এই হাউসের সামনে দি ত্রিপুরা অ্যাগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস্ (অ্যামেণ্ডণ্ট) বিল, ১৯৮০ উপস্থাপিত করেছেন সে বিলকে আমি পুরোপুরি সমর্থণ করি। আমি কেন সমর্থন করছি সেটা পরে বলছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কেন এটার বিরোধীতা করছেন আমি সে কথাই আগে বলতে চাই। ওরা যা দেখে অভ্যস্ত বলে মনে হয়, এইখানে মার্কেটের আগে সেই ব্ল্যাক কথাটা নেই। কাজেই এই ব্ল্যাক কথাটা না থাকার জন্যই বিরোধীতা করছেন। ওরা দেখলেন না, পড়লেন না, বুঝলেন না অথচ অগণতান্ত্রিক হয়েছে বলে এখানে অভিযোগ করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের কাছে এটা অগণতান্ত্রিক হবে। কেন না, তাঁদের নেতৃত্ব যিনি দিচ্ছেন, সেই শ্রীমতী গান্ধীই সর্ব্বে সর্ব্বা। উনি যেটা ঠিক করে দেবেন সেটাই ঠিক। তিনি ঠিক করে দেবেন, কে প্রেসিডেন্ট হবেন, কে সেক্রেটারী হবেন, কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তাঁদের নিজস্ব কোন নির্ধারিত নীতি নেই। এই যে এখানে একটা বিল আনা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ চালু আছে বলেই এই রকম একটা বিল ষ্টেট লেভেলে করতে পারা সম্ভব হয়েছে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে মার্কেট প্রডিউস কমিটি বলতে কোন কমিটিই স্টেট লেভেলে আগে ছিল না। আগে যা ছিল তা হচ্ছে, একজন আমলার হাতে সমস্ত কমিটির দায় দায়িত্ব ছিল। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, নির্ব্বাচিত কমিটিগুলিও একজন আমলার হাতে বন্দী থাকতে হত। যেমন তাঁরা আছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে। কাজেই এই সব কারণে এই বিল তাঁদের কাছে অগণতান্ত্রিক হবেই এতে কোন আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ত্রিপুরা একটি আলাদা রাজ্য বলেই আজকে আমলার হাত থেকে বের করে একটা স্টেট লেভেল কমিটি করে তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত নির্বাচিত কমিটি গুলিকে। অ্যামেণ্ডণ্ট এনে কোন অধিকারই খর্ব করা হচ্ছে না। মূল অ্যাকটের মধ্যে যা ছিল সবাই আছে। মূল অ্যাকটের মধ্যে বলা হয়েছে, ৭ নাম্বার ক্লজের ৯ নাম্বার পৃষ্ঠায়, যে সব কমিটি কমিটিগুলি আছে সেগুলি তেমনি থাকবে। এগুলি আমরা অ্যামেণ্ডমেন্ট করতে চাইছি না। মিঃ ডেপুঠি স্পীকার, এই জিনিসটা যদি না থাকত তবেই অগণতান্ত্রিক হতো। এখানে এই আপত্তির কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। সেই জন্যই বলছি, মাননীয় সদস্যরা পড়লেন

না। না পড়েই অগণতান্ত্রিক হয়েছে বললেন। কোথায় অগণতন্ত্রিক হচ্ছে এটা ওরা বলতেই পারছেন না। আমি বলব, সেটা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক হয়েছে। কেন না, এখানে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন। তাতে করে মূল একটের মধ্যে যে সব মার্কেটগুলি আছে তার উপর কোন.খবরদারি করা হচ্ছে না। স্যার, এইখানে পরিষ্কার বলা আছে, মূল অ্যাকটের ৭ নাম্বার ক্লজের (এ) তে "Six members to be elected by the agricu lturist residing in the market area and holding agricultural land as ryot or under ryot in the State of Tripura." পরিষ্কার লেখা আছে

b) one member each to represent

i) the traders holding licences to operate as such in the market area; ঐ ট্রেড লাইসেন্স হোল্ডারদের মধ্যে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে তারা নির্ব্বাচিত হয়ে এই কমিটিতে আসবেন। এর পরে আছে,

ii) The Co—operative Societies operating in that market area. কো-অপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে কমিটিতে যারা যাবেন তারা সদস্য দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে যাবেন। তারপরেও আছে সমস্ত জায়গা একটি করে ইলেকটেড বডি থাকবে। পরিষ্কার লেখা আছে, elected bv the traders or as the case may be, the Societes, in the manner as may be prescribed.

কাজে কাজেই পরিষ্কার ভাবে লেখা থাকা সত্বেও এখনে এই ভাবে কেন হৈ চৈ করছেন এটা বুঝতে পারলাম না। ব্যাপারটা বুঝলেন না, না বুঝেই চেচামেচি করলেন এটাই একট অবাক লাগে। স্যার, সে জন্যই এটা অদ্ভুত লাগছে। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম, আমরা যারা হাউসে বসে আছি হাউসকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছেন। মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী সে দিন বলেছিলেন, বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, কি ভাবে লোক জড় করে এখানে এনে ভর্তি করা হয়। কিছুক্ষণ আগে যে অভিজ্ঞতা হলো, তাতে রাস্তায় হাটলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। একটা লোক কিছু না পেয়ে লাফাচেছ নাচছে। এখানেও সেই ঘন ঘন ডুগডুগি বাজিয়ে ওরা চেচাচেছ, লাফাচেছ, নাচছেন, এটাও একটা নাচন বলেই বলেই মনে হবে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা হাউসকে। না পড়লেন, না দেখলেন, না বুঝলেন, এ সব না করেই হাউসকে বসে নাচাচ্ছেন। এই করে কি হাউসের মর্যাদা রক্ষা করা যায়? স্যার, এই যে হাসাহাসি চলছে, এতে সমস্ত হাউসকে একটা তামাশায় পরিণত করতে চাইছেন। এটা একটা অসহ্য ব্যাপার। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন, ওরা মার্কেট বিল দেখে কেন আতংকিত হচ্ছেন? বামফ্রণ্ট সরকার গ্রামের গরীব মানুষের জন্য, কৃষকদের জন্য, তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই মিঃ

ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দল যে সামন্ততান্ত্রিকতাকে রক্ষা করতে চায়, গ্রামের জোতদার, মহাজনদের যে রক্ষা করতে চাইছেন তা এই বিলের মাধ্যমে করতে পারবেন না। কাজেই এই বিল তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। এই জন্যই তাঁরা এখানে চিৎকার করছেন। কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে এবং ইংরেজের ১৩০ বছরের শাসনে এই ইন্দ-কঙ্গ শাসনে কি জাতীয় কৃষক, কি উপজাতি কৃষক সমস্ত অংশের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতে পারত না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাজার বসিয়ে জিনিস পত্র নিয়ে যেত। কাজেই এই যে একটা ব্যবস্থার ওরা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ব্যবস্থাটাকে ভেঙ্গে দিয়ে আজকে নূতন নূতন সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে, বাজার উন্নত হচ্ছে। এক অংশের উৎপাদিত জিনিস অন্য অংশে যেতে পারছে। ফড়িয়া ব্যবসা কিংবা মহাজনী ব্যবসা সব কিছুই বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যার যারই ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের উপর আঘাত আনা হচ্ছে। ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স তাদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে এক মিনিট সময় দিতে হবে। কৃষকরা যাতে শোষিত না হয়, তারা যাতে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায্য দর পেতে পারে সেই জন্যই ত্রিপুরার সমস্ত বাজার না হলেও প্রথম দিকে ১৮টি বড় বাজারে উন্নতি করা হবে। তার সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের আরো বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকবে, যাতে গ্রাম্য কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আমরা দেখেছি, কংগ্রেস আমলে যেসব বাজার করা হয়েছিল তা অবৈজ্ঞানিক সিষ্টেমে তৈরী করা হয়েছিল। এর ফলে কৃষকরা বসার কোন সুযোগই পেতেন না। সমস্ত রাস্তাই বন্ধ হয়ে যেত। হাটার কোন সুযোগ ছিল না। লোকসংখ্যা আজকে প্রচুর বেড়ে গেছে। বাজারগুলিকে আরও বৈজ্ঞানিক ভাবে উন্নত করার দরকার আছে। যারা ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে, বাজারগুলিতে কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে সেগুলি দেখার জন্য একটা ষ্টেট লেভেল কমিটির প্রয়োজন আছে। তার জন্যই এখানে ষ্টেট লেভেল কমিটি গঠন করতে চাওয়া হয়েছে। এই বিলটাকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করছি এবং হাউসের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন করছি যারা এই বিলটাকে বিরোধীতা করেছেন তাঁরা বিলটাকে পড়লেন না, বুঝলেন না অথচ বিলটার বিরোধীতা করছেন, গণতন্ত্র যদি বুঝে থাকেন তাহলে আমি আশা করব বিলটাকে আপনারা সমর্থন করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর কুমার নাথ মহোদয়কে উনারা বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর কুমার নাথ :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আজকে হাউসে যে

ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেট বিল এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। বিগত দিনগুলিকে আমরা দেখেছি যে গ্রামের গরীব জনসাধারণ তাদের উৎপাদিত পন্য সামগ্রী নিয়ে বাজারে আসলে বসার স্থান পেতেন না। কি কারনে পেতেন না? কংগ্রেস আমলে বাজারগুলিতে টাউট, বাটপার, মহাজন ও চান্দিনাদের শোষণ ব্যবস্থা ছিল বলে। স্যার, চান্দিনা তোলা হলে রসিদ দেওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু রসিদ না দিয়েই তারা চান্দিনা তোলার চেষ্টা করতেন। এই ছিল তৎকালীন বাজারগুলির চিত্র এবং এই ব্যবস্থা এখনও রয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলিকে সমূলে বিনাশ করার জন্য এবং বাজারগুলিকে আরও উন্নত করার জন্য এই এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেট বিল উপস্থাপিত করা হয়েছে। গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার জন্য আজকে এই যে আইনটা আনা হয়েছে তার ফলে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা জ্বলে উঠেছেন। মাননীয় সদস্য শীবেন্দ্রবাবু যে কথা-গুলি বললেন, আমার মনে হয় গণতন্ত্র কি জিনিষ সেটাই উনি বুঝেন না। দেশের শতকরা ৮২ জন মেহনতী মানুষের কাছে গিয়ে তাদের গণতন্ত্র শিখে আশার প্রয়োজন আছে। দীর্ঘদীন ধরে যেভাবে কালোবাজারীরা, মুনাফাখররা' টাউটররা যে ভাবে গ্রামের মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছিলেন আজকে গ্রামের ৮৫ ভাগ মানুষেরা তাদের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে দাঁড়িয়েছেন এবং বিগত ৩২ বৎসর ধরে ত্রিপুরার বুকে অপশাসন ছিল, সেই অপশাসন তুলে দিয়ে ত্রিপুরাকে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষন আগে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় বলেছেন যে—এই বিলটা পাস হলে ত্রিপুরার বুকে আগুন জ্বলে উঠবে। তাহলে কি তারা আগুন জ্বালানোর জন্য রেডি? আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে আগুন জ্বলেছে, ডাকাতি হচ্ছে, সন্ত্রাস চলছে সবতো তারাই করছেন। আজকে বামফ্রণ্ট সরকারে আসার পর একটা জিনিষই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, যে মানুষগুলি এতদিন যাবৎ গণতন্ত্র সম্মত কোন অধিকার পাচ্ছিলেন না, আজকে তারা সে অধিকার পাচ্ছেন এবং তারই প্রমান স্বরূপ বামফ্রণ্টের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আগমন। আজকে ৩২ বৎসর ধরে কংগ্রেসী দালালরা ল্যাম্পস, প্যাকস্ থেকে শুরু করে কো-অপারে-টিভের মধ্যে যে দুর্নীতি চালিয়েছেন, সেই দুর্নীতির ফলে একটা জিনিষই পরিষ্কার যে আজকে তারা কোথাও গিয়ে স্থান পাচ্ছে না এই স্থান না পাওয়া ব্যাক্তি-দেরকে তারা মুখোশ পড়িয়ে এই বিধান সভায় পাঠিয়েছেন। কারণ এই আইনটা যাতে পাশ হতে না পারে তার জন্য বিরোধীতা করতে হবে তো। আমরা এখানে এসেছি শতকরা ৮২ জন মানুষের স্বার্থে, সেই নিরীহ মানুষগুলিকে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে। এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবেই সাধারণ মানুষের স্বার্থ

GOVERNMENT BILL

বিজড়িত আছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি পাবেন, বিভিন্ন সময়ে সরকার ভর্ত্তুকি দিয়েও সাহায্য করে যাচ্ছেন এবং আরও দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কেন্দ্র থেকে টাকা এনে সাধারণ মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় কবার জন্য আমরা সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, আর উনারা সেই সমস্ত কল্যাণমুলক কাজে প্রতিনিয়ত বাধা দিয়ে যাচ্ছেন। স্যার, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ না করে বিরোধী বন্ধুদের এই কথাই বলতে চাই, এই যে এগ্রিকালচারেল মার্কেটস বিলটা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেটা আপনারা পড়ে দেখুন এটার মধ্যে কি আছে। যদি দেখেন যে গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থে এই বিলে কোন কথা নাই তাহলে আপনারা এটা সমর্থন করবেন না, আর যদি দেখেন যে সত্যি সত্যিই এই বিলটা গরীব মানুষের স্বার্থেই হাউসে উপস্থাপন করা হয়েছে তাহলে আমি আশা করব, আপনারা বিলটাকে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীহরিচরণ সরকার :—মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আজকে হাউসে যে 'দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৩ হাউসে উপস্থাপন করেছেন আমি এটাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে কয়েকটা কথা আমি বলছি। গ্রামের কৃষিজীবি মানুষদের স্বার্থে এবং বাজারে যে ফরিয়া, সুদখোর মহাজন, যারা এতদিন গ্রামের গরীব মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে শোষন করে আসছিলেন, আজকের এই বিল সেই সমস্ত ফরিয়া, সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। স্যার, গণতন্ত্রের স্বার্থে এই বিল হাউসে উপস্থিত করা মাত্র কংগ্রেস (আই) ও উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার যতগুলি বিল গরীব মানুষের স্বার্থে এখানে উপস্থিত করেছেন, সবগুলি বিলের পক্ষেই তথা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে গ্রামের সাধারণ মানুষের সমর্থন এসেছে। তাই তারা ভীত হয়ে এখানে চীৎকার শুরু করে দিয়েছেন। স্যার, কামালঘাট এবং মোহনপুর বাজারে আমি দেখেছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়ও এখানে আলোচনা করেছেন যে, একটি ট্রাইবেল পরিবার স্বামী, স্ত্রী ও ছেলে এই তিনজনে মিলে তিন মন পাট বোঝা বয়ে বাজারে বিক্রীর জন্য আনল, কিন্তু ফরিয়ারা সেই তিন মন পাট ওজনে কমিয়ে এক মন করে ফেলল। এই ভাবে তারা সরলপ্রান উপজাতিদের ঠকাত।

আর আজকে তিন জনের পাট তিনমন হয়। আদিবাসীদের এই সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকিয়েছে। আজকে তাদের হাত থেকে উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য বিল আনা হয়েছে, আর মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা তার বিরোধীতা শুরু করেছেন। অবাক হতে হয় মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় এমন ভাবে অঙ্গভঙ্গি করে বক্তব্য রেখেছেন যেন এখানে কোন যাত্রা হচ্ছে।

সত্যিই অবাক হতে হয় যে, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। আজকে যে জায়গায় সেই কৃষিজীবি মানুষরা যারা পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রৌদ্রে পুড়ে, জলে ভিজে তাদের কষ্ট-উপার্জিত যে ফসল সেই ফসল যখন বাজারে বিক্রি করতে যায় তখন তাদের ফরিয়াদের কবলে পড়তে হয়। কারণ, ফড়িয়ারা ওজনে কম ধরে এবং নানাভাবে কৃষকদের উপর অত্যাচার করতেন। সেই শোষনের হাত থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য আমরা যখন চেষ্টা করছি তখন দেখা গেল মাননীয় বিরোধী সদস্যারা তার বিরোধীতা করছেন। আমি একটি গল্প বলছি. এক শিয়াল যখন নদী পার হচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করে উনি সেই গভীর জলে পড়ে গেলেন এবং তখন চিংকার আরম্ভ করলেন যে "জগৎ ডুবল, জগৎ ডুবল"। অন্য শিয়ালরা শুনে তাকে অনেক প্রশংসা করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই কি হয়েছে, তুমি যে চিংকার করছো" জগৎ ডুবল, জগৎ ডুবল"? তখন শিয়াল বললেন, আরে আমি যখন ডুবেছি তখন তো জগৎও ডুবল। মাননীয় সদস্যদের অবস্থাও ঠিক এই রকমই হয়েছে যে জগৎ ডুবলর মতো। কারণ মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আজকে চিংকার শুরু করে দিয়েছেন সেই মহাজনদের জন্য, তারা তো তাদের ভোটের জোগানদার, টাকার জোগানদার কিন্তু সেটা তো আজকে তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলেই তারা বিরোধীতা করছেন। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে তাদের কাছে আবেদন রাখছি যে আপনারা এগিয়ে আসুন বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষিত করবার জন্য যে বিলগুলি আনয়ন করেছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যেকে যে উন্নত করার ক্ষেত্রে আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহন করেছি আপনারা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করুন এবং এই বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কৃষিজাত উৎপাদন পন্যসমূহের বিপন্ন কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট বিল ১৯৮৩ এই সভায় পেশ করেছেন। এই বিলের সংশোধনিটির বিষয়টি সেটা হলো এই রাজ্যে ১৯৮০ সালের এক্টের আওতায়

যে বাজারগুলি আছে সেগুলিকে সমন্বয় সাধন করার পর বোর্ড গঠন করার জন্য সংশোধনীটা এনেছেন যাতে আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা কমিয়ে সেখানে অন্যান্য অংশের মানুষকে নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করে সেই বাজারগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শ চাওয়া এবং কৃষকদের ক্ষেত্রে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা এই ব্যবস্থা আমাদের যেগুলি আছে তাতে পৌছে দেবার জন্য বিভিন্ন নির্বাচিত মার্কেটিং কমিটিগুলিকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করার জন্য এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। আনন্দের কথা, আমরাও এটাকে সমর্থন করি। কিন্তু এই সভায় অনেকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তার বিরোধীতা করেছেন। সমর্থন করতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে হয়ে গেল, ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় একজন উপজাতি কৃষক সেই বছর তার কোন উৎপাদন হয় নি সে বাজারে এসেছিল শুধু ন্যাংটি পড়ে। বাজারের সেই যে বাজার সমিতি সেই সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য তার দাদনের টাকা তার কাছে চাইলেন, সেই টাকা দিতে কৃষক অক্ষমতা জানানোর পর তার ন্যাংটিটুকু খুলে নেওয়া হয়েছিল সেই জোলাই বাড়ী বাজারের মধ্যে। সেই সমস্ত বাজারের মধ্যে কখনও গরীব কৃষক, উপজাতি জুমিয়া তাদের বক্তব্য শোনা হতো না। ওজনের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তাদের উপর নির্যাতন চালানো হতো। আমরা দেখেছি বিশালগড় বাজারে দল বেধে আগরতলা থেকে মহাজনরা সব্জী কিনতে যান। সেই সংখ্যালঘু অংশের সব্জী উৎপাদক যারা নিজেরা বাড়ী থেকে ওজন করে আনে তারা নিশ্চিত জানে তার বাড়ী থেকে যখন জিনিস আনে, যদি আমার ওজনে কম হয় আমি বাড়ী থেকে দেব কি করে, তাই এক মন আনলে সেখানে সে আধা সের বেশী জিনিস আনে সব সময়। সেখানে ২টি বস্তা ভাগ করে এনেছিল একটিতে আধামন থেকে একটু কম সব্জী হয়েছিল, আর একটিতে বেশী হয়েছিল, বেশীটা লোপাট করে ঐ আধা মন থেকে যেটা কম হয়েছিল তার জন্য তার উপর দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছিল। তার জন্য গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ গিয়ে প্রতিরোধ করতে হয়েছে। সেই সমস্ত ফরিয়ারা যারা এককাট্টা হয়ে কৃষকদের উপর অত্যাচার করে যাচ্ছে এই কারনে আমি বলছি বিশালগড় বাজারটি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রথম রেগুলেটিং মার্কেট যে ৪টি রেগুলেটেড মার্কেট আছে তার মধ্যে। সেই মার্কেটে আমরা দেখেছি সেখানকার কংগ্রেসী নেতা যিনি এই বাজারে বেনামী প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সেখানে ভিট দেওয়া হতো কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে। কাপড়ের ব্যবসায়ী এবং ঔষধের ব্যবসায়ীকে ভিট দেওয়া হতো কিন্তু কৃষকদের তারা ভিট দিতেন না। সেই সমস্ত জায়গা ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হতো, যে জায়গা একটা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তারা সেখানে ঘর-দোয়ার করেছেন সামান্য টাকার বিনিময়ে মাত্র ৬০০ টাকা দিয়ে সেই সমস্ত জায়গার দখলী সত্ব নিয়েছেন যেটা গত ২/১ বছর আগে ২১

হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। এই ভাবেই তারা জায়গার উপর ব্যবসা করেছেন, অবৈধ ভাবে এইগুলি করেছেন আমলাতান্ত্রিকদের সহযোগিতায় এইগুলি করতে পেরেছেন। নির্ব্বাচিত যে কমিটিগুলি আছে এবং তার উপর যে বোর্ডগুলি আছে সেই বোর্ডগুলি যদি চেষ্টা করেন তাহলে এইগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। সেই জিনিষগুলি আমরা নিশ্চয়ই চাই যেখানে বলা হয়েছে সিলেক্ট কমিটি অর্থাৎ বিরোধীদের নেওয়া হবে কিনা, যদি না নেওয়া হয় তাহলে সব অগণতান্ত্রিক। সিলেক্ট কমিটি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ মতো এখানে সেই বিল আনা হয়েছে এবং বোর্ড এখানে ডইরেক্টলি বাজারকে কন্ট্রোল করবে না, বাজারকে কন্ট্রোল করবে মার্কেট কমিটি। সেই মার্কেট কমিটি মার্কেটিং সম্বন্ধে এডিট করা এবং সাইনটিফিকভাবে কি ভাবে মার্কেটিং করতে হয় সেগুলি সম্বন্ধে তাদের পরামর্শ দেওয়া। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য সুধীব বাবু বলেছেন কংগ্রেস আমলে টাকা খরচ হয়েছে। তার উদাহরণ দিচ্ছি। এই বিশালগড় বাজারে ৪টি শেড ছিল তার মধ্যে একটা ছিল দুধ উৎপাদকদের জন্য, আর একটা ছিল আলু উৎপাদকেব জন্য অন্যান্য যারা সব্জি উৎপন্ন করে এবং আর একটা ছিল মৎস্য চাষীদের জন্য। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? কেবল মৎস্য চাষীদের শেডটাই আছে, আর আলু উৎপাদকের জন্য যে সমস্ত শেডগুলি ছিল সেগুলিতে চাউল ব্যবসায়ীদের বসানো হয়েছে। সেখানে কৃষকরা কোন আসনই পায় নি। যারা ভিট পাবার কথা সেই ভিটগুলি মহাজনরা নিয়ে গেছেন, সেই সব চাউল ব্যবসায়ীদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সেডগুলির নীচে। যেখানে ৪০০ কৃষক বসতে পারতো সেখানে একজন কৃষককেও বসবার জায়গা দেওয়া হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম যখন এই জিনিষ করা হলো, আলোচনা করে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের তৎকালীন বিধায়ক কমরেড গৌতম দত্ত যখন সেই জায়গায় গেলেন তখন চাউল ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট ডেকেছিলেন এবং গৌতম দত্তের সমর্থনে বহু ব্যবসায়ী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিল, কেন তাদের আতে ঘা লেগেছিল?

কৃষকদের জন্য তারা অর্ধেকটা শেড দিতেও রাজী নয়। যদিও ধর্মঘট কৃষকরা ব্যর্থ করে দিয়েছে। সেখানে কৃষকদের জন্য নতুন করে শেইড দিতে হবে। তাদের সম্পূর্ণ ফরিয়া-দের উপর নির্ভর করতে হত। ফরিয়ারা যেভাবে বলত সেইভাবেই তারা চলত। এখন আর তার উপর নির্ভর করতে হবে না। মার্কেট অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে আমার অনেকদিন ঘুরতে হয়েছে, ১টা কাটার ব্যবস্থা করার জন্য। এই বিলের মধ্যে এই বেআইনীটাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। আর যখন অবৈধ দোকানদারেকে টিকিয়ে রাখার পেছনে কিছু অফিসার আছেন এই অবৈধ দোকানদারকে টিকিয়ে রাখার পেছনে এই অফি-

GOVERNMENT BILL

সাররা থাকেন। তারা বাজারে যান এবং বিনামূল্যে জিনিস আনেন ঐ অবৈধ দোকানদারকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এই ছিল তখনকার অবস্থা। এখন আমরা এই অবৈধ দোকানদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি বামফ্রন্ট সরকার এই আইনের মধ্যে নির্বাচন করে কমিটি গঠন করার কথা বলেছেন। কমিটি সব কিছু দেখাশুনা করবে। তাতে জনগনের প্রতিনিধি থাকবে। আগে সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে বিধায়কদের ডাকা হত। তাদের পরামর্শ চাওয়া হত। সেই পরামর্শ তারা মানতে বাধ্য নন। কিন্তু সেখানে যদি বিধিবদ্ধভাবে যদি কোন মার্কেট কমিটি করা হয় তাহলে নির্বাচিত কমিটির কথা তাদের শুনতে হবে। অ্যাডভাইজারী বোর্ড তাদের সাহায্য করবে। এইটাকে তারা বিরোধীতা করছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে মার্কেটের আগে ব্ল্যাক মার্কেট কথাটা থাকলে হয়ত তারা সমর্থন করতেন। আমরা দেখেছি এখানে যদি বামফ্রন্ট সরকার কোন জনহিতকর কাজের জন্য বিল আনেন তাতেও তারা বিরোধীতা করেন। বিরোধীতা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নাই। দ্বাপরে যেমন কানু ছাড়া গীত ছিলনা, তেমনি এখানে তাদের বিরোধীতা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তাদের কথার মধ্যে ক্যাডার ও দুর্নীতি ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। আমরা দেখেছি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া কতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। কতটা অগণতান্ত্রিক কাজ হয়েছে। কারন এখানে বিরোধী সদস্য নেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে নন—অফিশিয়েল মেম্বারদের মধ্যে তাদের নেওয়া হবে কিনা তা এই এই বিধানসভায় তাদের কাছে কমিটি করতে হবে। তাদের যদি না নেওয়া হয় তাহলে হবে অগণতান্ত্রিক, নেওয়া হলে হবে গণতান্ত্রিক। এই হচ্ছে তাদের বক্তব্য। ২৮টা বাজারকে এই মার্কেট অ্যাক্টের আওতায় আনা হবে। আমি অনুরোধ করব, শুধু এই ২৮টা নয় অন্তত: পক্ষে খাস জমিতে যে বাজারগুলি যেখানে জমির কোন সমস্যা নাই, সেই সমস্ত বাজারগুলিকে রেগুলেটেড মার্কেটের আওতায় আনতে। যাতে কৃষকদের উন্নতি হয়। ওজনের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা ধন্যবাদ সূচক। কারণ কৃষকদের ওজনের ব্যাপারে ঠকানো হয়। তারা যদি সেটা সন্দেহ করে তাহলে কাছেই মার্কেট অফিস থাকবে সেখানে সে জিনিষটা মাপিয়ে নিতে পারবে। তার সংগে সংগে ট্রেডার আছে এই বাজারের মধ্যে, তাদের সুনির্দিষ্টভাবে স্টল তৈরী করে দিয়ে আদর্শ বাজারে রূপান্তরিত করে, সমগ্র মানুষের মধ্যে সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধানসভায় যে অ্যাগ্রিকালচারেল মার্কেট বিল আনা হয়েছে আমি তাকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করে আমার বক্তব্য পেশ করছি। প্রথমে আমি বলতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক মানুষের কুৎসিৎ কাহিনী, দুর্বৃত্ত মহাজনদের, ফরিয়াদের এবং শোষণ কারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য নতুন ইতিহাসের দিকে নতুন চেতনা, নতুন অধিকারের দিকে নিয়ে যাবে, এই কথা বলেই আমি পুরানো দিনের ২-১টা কাহিনীর কথা বলব। বাজারের এক দিকে যেমন ছিল মানুষের যোগযোগের, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, জীবনের সৌভাগ্য বজায়ের ক্ষেত্র তেমনি ছিল বাজারটা ছিল মারপিটের কেন্দ্র। কিন্তু এই আইনের মধ্যে যারা প্রকৃত উৎপাদক, ছোট মাঝারী, প্রান্তিক কৃষক, যারা নিজে শ্রম করে ফসল ফলায় তারা যাতে ন্যায্য দাম পায় এবং তার বিরুদ্ধে যদি কিছু হয় তাহলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধি আছে। আমরা আগে কি দেখেছি ? ত্রিপুরা রাজ্যের যে আদিবাসী সম্প্রদায়, তাদের জিনিষ কি ভাবে ওজনে ঠকাত। তারা যখন তাদের জুম থেকে পাট নিয়ে আসত, তখন মহাজন রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত। মহাজন বলত এখানেই আমাকে পাটটা দিয়ে যাও, আর খানিকটা জায়গা আমিই বয়ে নিয়ে যেতে পারব। তখন কৃষক বলত এখানে বাটখারা নাই। তখন মহাজন বলত, বাটখারা লাগবে না, আমার হাটু পর্যন্ত হচ্ছে আধ মন, কোমর পর্য্যন্ত ১মন, আর মাথা পর্য্যন্ত হলে দেড়মন। আর সেই মহাজনের গায়ে হরে কৃষ্ণ হরে রামের নাম দিয়ে রামাবলি থাকত, অর্থাৎ সব নিয়ে ৩ মন। তারপর যখন বাটখারা আনা হত মহাজনদের কাছে তখন মেপে হয়ত হবে ১মন ২৫ সের। তারপর সন্দেহ জাগলে আবার যখন মাপা হয়, তখন হয়ত ১মন। এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আদিবাসী আছেন, সেই বাজারে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে কতবার ওজন করলে পরে হয়ত মহাজনের কাছে আমার পাটের ওজন আর একটুও থাকবে না। ১৯৫৫ সনে আমরা কি দেখেছি ? শচীন্দ্র চাকমা, দাদনের ভয়ে মানুষকে ঘরের সব কিছু বিক্রী করে তাকে দাদন দিতে হত। রঘুনাথ দত্ত, কংগ্রেসের প্রবীন নেতা, তার গদীর নীচে মেরে গরীব কৃষককে ফেলতে দেখেছি, এমন অভিজ্ঞতা আমার আছে। জরুরী অবস্থার সময় পবিয়াছড়া বাজারে হঠাৎ করে শুকরের মাংস বিক্রী করতে বারন করে দিলেন। আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ এল। বাজারের মহাজনদের বিরুদ্ধে, তাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন দেখা দিয়েছে, তখন তারা বলেছে, এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী, এরা চিনের দালাল, এরা মানুষ খায়। যদি তার পাটের দাম ২৫ টাকা চাওয়া হয়, তখন বলে দূর পাহাড়ীয়া। আর যখন

১৫ টাকা বলা হয় তখন মামা। এই ছিল সম্পর্ক। এই সম্পর্কের অবসান হবে। সেটা এখন বিচার পাবে। সেই বিচারের জন্য নির্দিষ্ট কমিটি থাকবে। সেই কমিটি বাজার উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। তাতে মহাজন, মুনাফাখোরদের সুযোগ কম থাকবে। তারা আর সেই শোষণ চালাতে পারবে না। এখন আর তার ৩ তালা দালান দেওয়ার সুযোগ নাই। আগে মানুষকে লেভীর জন্য জোর করে তার ঘর থেকে জিনিষপত্র লুটপাট করা হয়েছে। কিছুদিন আগে ঐ তাদের মনসুর আলী কি ব্যবসা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। কিছু দিন আগে কাকরোল ৫ টাকা, ৬ টাকা, মহাজনরা ৫।৬ টাকা করে বিক্রী করল। কিন্তু যখন সরকার' ষ্টল করে বিক্রী আরম্ভ করল তখন দেখা গেল ২ টাকা, ৩ টাকা। এই-ভাবে মহাজনেরা মানুষকে ঠকাচ্ছে! এখন আর মহাজনেরা এই ব্যবসা চালু রাখতে পারবেনা। আমরা বামফ্রণ্ট সরকার এসে সেখানে লাইসেন্সের ব্যবস্থা করেছি। যাতে করে মালগুলি কৃষকদের কাছ থেকে রাখা হয়, তারা যাতে ন্যায্য দাম পায়, ফরিয়া বা মহাজনদের কাছ থেকে সেই জিনিস রাখা হবেনা। যার জন্য আজকে তারা এর বিরোধীতা করছেন।

সেই মহাজনরাইত হাজার হাজার টাকা দিয়ে আপনাদের সাহায্য করে। আমি আপনাদের বিবেকের কাছে অনুরোধ করব যে কৃষকদের মধ্যে যে ৫ কে, জি, চাল বাজারে বিক্রী করতে নেয় সে কি কোন দিন কাঁকড় মিশায়? তারা সব সময়ে বাজারে যাওয়ার সময়ে ১। ২ মুঠ চাল বেশী নেয়। কিন্তু আপনাদের মহাজনরাই কে.জির নিচের সীসা তুলে মাপে কম দেয়। দিন রাত্রি যারা এভাবে কাজ করে তাদের বাড়ীতে কোনদিন দালান উঠেনা। যারা মানুষকে এভাবে ঠকায়, কম কাজ করে, তাদের বাড়ীতে হামেশা দালান উঠে। আমার কাছে অবাক লাগল শিক্ষিত হয়ে, এমন কি প্রধান শিক্ষক হয়েও অ্যাক্ট কোনটা, বিল কোনটা ধরতে পারলেন না। এমন হৈ চৈ করলেন, মনে হল যেন নাচতে আরম্ভ করলেন। আমার মনে হল, কোথায়ও বায়না করার আগে যেমন বাজিয়ে বাদ্যকার নেয় তারজন্য এসব করছেন। আজকের এই বিলকে আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃষকরা যাতে ন্যায্য দাম পায়, মহাজনদের কাছে যাতে যেতে না হয়, এই আইনের বলে যাতে বাজারে এনে প্রকৃত মূল্য পায়, তার ব্যবস্থা হওয়ায় আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—

"The Tripura Agricultural Produce Markets (Amendment)

Bill, 1983 (Tripura Bill No. 15 of 1983)" এই সভায় আলোচনার পর ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিল আমরা মানিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি, সেটার উপর মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কেন বক্তব্য রাখলেন না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ত কৃষিমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি।

(গণ্ডগোল করে বিরোধী পক্ষের সভা ত্যাগ।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো " The Tripura Agricultural Produce Markets [Amendment] Bill, 1983 (Tripnra Bill No. 15 of 1983) be taken into Considaration"

(ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয়)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৪৯নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে উক্ত বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—" বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক "।

(ভোটে বিলের শিরোণামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—" The Tripura Agricultural Produce Markets [Amandment] Bill, 1983 [Tripura Bill No. 15 of 1983] পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথথাপন। আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—Mr. Speaker sir, I beg to move that "The Tripura Agrieultural Produce Markets [Amendment] Bill 1983 (Tripura Bill No 15 of 1983)" পাশ করা হউক।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Amswers)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তিবাটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—

"The Tripura Agricultural Produce Market's [Amendment] Bill, 1983 (Tripura Bill No. 15 of 1983)" পাশ করা হোক।

ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এই সভা ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Question : 27.
(Un-Starred).

Name of Member : Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state—

১) ১৯৮৩ইং সনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে এস, আর, আই, এবং এন, আর, ই, পি,র কাজে কতগুলি জনতা শাড়ী, ধুতি ও পাছড়া বণ্টন করা হইয়াছিল (তার আলাদা হিসাব);

২) গত পূজা উপলক্ষে যে জনতা শাড়ী বণ্টন করা হয়েছিল সেগুলি সব কি ত্রিপুরার তৈরী না কি বহিঃরাজ্য থেকে আমদানী করা ?

৩) যদি বহিঃরাজ্য থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে তবে তার কারণ এবং কি পরিমাণ কাপড় আমদানী করা হয়েছিল তার সংখ্যা (আলাদা আলাদা হিসাব);

৪) ত্রিপুরার তৈরী এবং বহিঃরাজ্য থেকে আমদানীকৃত জনতা কাপড়ের মূল্যের ব্যবধান আছে কি না ;

৫) যদি বহিঃরাজ্য থেকে আমদানী করা কাপড়ের মূল্য অধিক হয়ে থাকে তবে উপরোক্ত কাপড়ের অতিরিক্ত মূল্য কত এবং ঐ ভর্তুকীর টাকা কে বহন করেছিল ?

—উত্তর—

১) ধুতি ...৫১,৩৬০ পিস্
শাড়ী ...৫১,৫৯০ "
পাছড়া ১৫,১০৫ "

২) সবগুলি জনতা শাড়ী ত্রিপুরার তৈরী নহে; পশ্চিমবঙ্গ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল।

৩) বার্ষিক চার লক্ষের বেশী শাড়ী ইত্যাদি উৎপাদনের অনুমতি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে না পাওয়ায় এবং চাহিদা উৎপাদন ক্ষমতার বেশী বলিয়া ১৭,৯৬৯ পিচ্ জনতা ধূতি ও ৬০৯৬ পিচ্ শাড়ী উক্ত পরিকল্পনায় যোগান দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ষ্টেট এ্যাপেক্স কো-অপাঃরেটিভ লিঃ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল।

৪) হ্যাঁ' ব্যবধান আছে ;

আমদানীকৃত প্রতিটি জনতা শাড়ী নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা ২'৬৫ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে এবং প্রতিটি ধূতি নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা ১০ পয়সা কম মূল্যে, মোট ১৪,৩৫৭'৫০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়িত হইয়াছে। কোনও ভর্তুকী দেওয়া হয় নাই। কাজের মজুরীর পরিবর্তে এই কাপড় দেওয়া হইয়াছে।

Admitted un—Starred Question No. 46

Name of Member :-Shri Jawhar Saha

Will the Hon 'ble Minister-in chaage of P.W.

Department (Elect) be pleased to State—

—: প্রশ্ন :—

১) অমরপুর মহকুমার দেববাড়ী গাঁওসভায় দেববাড়ী গ্রামে কবে নাগাদ বৈদ্যুতিক লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে এবং কবে নাগাদ কাজ শেষ হয়েছে ?

২) দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামটিতে বৈদ্যুতিক কানেকশান না দেওয়ার কারন কি ?

৩) মহকুমায় চেলাগাং রাস্তার মুখ থেকে চেলাগাং বাজার পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইনটি কবে নাগাদ বিধ্বস্ত হয়ে আছে ?

৪) উক্ত এলাকার জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবত আবেদন করা সত্বেও এ ব্যাপারে কোন প্রতিকার না করার কারন কি ?

৫) মহকুমায় বীরগঞ্জ গাঁও সভায়, বীরগঞ্জ, মৈলাক, বাঘাযতীন কালোনী, নজরুল ইসলাম কলোনী, নেতাজী সুভাষপল্লী, চন্দ্রশেখর কলোনী এবং সরবং গ্রামে জনসাধারণের বারবার আবেদন করা সত্বেও বৈদ্যুতিক লাইন না দেওয়ার কারন কি ?

—: উত্তর :—

১) ১৯৮১ সালের আগষ্ট মাসে কাজ শুরু হয়ে নভেম্বর '৮১তে কাজ শেষ হয়েছে।

২) গ্রামবাসীদের তরফ থেকে "কানেকশান" পাওয়ার আবেদন পাওয়া যায়নি।

৩) আগষ্ট, ১৯৮৩ইং—এর বন্যার সময় থেকে বিধ্বস্ত হয়ে আছে।

৪) বন্যার ফলে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মেরামতের কাজ দেরী হচ্ছে। মালপত্র

PAPERS LAID ON THE TABLE
[Questions and Amswers]

ও অন্যান্য অসুবিধা দূর করে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ও শীঘ্রই শেষ করা হবে।

৫) বীরগঞ্জ ছাড়া অন্য আর ৬ (ছয়) টি এলাকায় এখনও বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হয়নি।

Admitted Un-Starred Question No. 48

Name of M.L.A :— Sri Keshab Majumder.

Will the Hon 'ble Minister in-charge of the P.W.D. pleased to state :

১। উদয়পুর-সাক্রম রোড থেকে হোলাখেত হয়ে গঙ্গাছড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটির তৈরীর কাজ আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ শুরু হবে, এবং

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ কি?

উত্তর

The Minister in Chargeof the PWD. :—

Sri Baidyanath Mazumdar.

১। হ্যাঁ।

২। আর্থিক সংস্থান হইলেই কাজটি আগামী আর্থিক বছরে আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Ouestion No 52

Name of member: Shri keshab Mazumder.

Will the Hon' ble Minister in-charge of Agriculture Department be Please to state—

১। বর্তমান আমন ফসল সারা রাজ্যে কত পরিমাণ উৎপাদিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে: (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব,

২। বর্তমান বর্ষে আমন ফসলের জুতের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হয়েছে কি?

৩। যদি ধার্য্য হয়ে থাকে তবে তার পরিমান কোন বিভাগে কত ?

ANSWER

Minister in-Chaige of Agriculture [Shdri. Badal Choudhury]

১। বর্তমান বছরে যে পরিমান আমন ফসল (চাউল) সারা রাজ্যে উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে তাহার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক হিসাব এইরূপ :—

কৃষি মহকুমা	আনুমানিক উৎপাদনের পরিমান (চাউল) (মেঃ টন হিসাবে)
পানিসাগর—	১৭,০০০
কাঞ্চনপুর—	৫,০০০
কুমার ঘাট—	১৫,১০০
ছামনু—	৪,৮০০
সালেমা—	১৭,১০০
খোয়াই—	১১,৭০০
তেলিয়ামুড়া—	১৭,৩০০
জিরানিয়া—	১২,৩০০
মোহনপুর—	১০,৮০০
বিশালগড়—	২৩,৫০০
মেলাঘর—	১৯,১০০
নন্‌ব্লক—	৫০০
উদয়পুর—	২০,৫০০
অমরপুর—	৮,৩০০
গণ্ডাছড়া—	১,১০০
বগাফা—	১৫,০০০
রাজনগর—	১৩,০০০
সাতচাঁন্দ—	৮,২০০
	মোট—২২০,৩০০

২। হ্যাঁ।

৩। ১৯৮৩-৮৪ সনে আমন চাষের জমির নির্দ্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ

কৃষি মহকুমা	জমির পরিমান [হেক্টর হিসাবে]
পানিসাগর—	১১,৪০০
কাঞ্চনপুর—	৪,৪০০
কুমার ঘাট—	১১,৪০০

ছামনু—	৩,৪০০
সালেমা—	৯,৪০০
খোয়াই—	৭,৬০০
তেলিয়ামুড়া—	৯,৫০০
জিরানিয়া—	৭,৫০০
মোহনপুর—	৮,৩০০
বিশালগড়—	১৩,৯৬০
মেলাঘর—	১০,৮০০
ননরক—	৩৪০
উদয়পুর—	১১,২০০
অমরপুর—	৬,১০০
গণ্ডছড়া—	৯০০
বগাফা—	৮,৫০০
রাজনগর—	৭,৫০০
সাতচাঁন্দ—	৫,৮০০
	মোট—১,৩৮,০০০

Admitted Un-Starred Question No :—53. Name of M.L.A. :— Sri Subodh ch. Das. Will the Hon 'ble Minister in-Charge of the PWD be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ ইং সনে নর্দান ডিভিসনের অন্তর্গত কোন পূর্ত্ত মহকুমায় কতজন উপজাতি বেকার ঠিকাদার কাজ করেছেন।

২। এবং ঐ ডিভিসনের দামছড়া কৈলাসহর ধর্মনগর ১নং ও ধর্মনগর ২নং পূর্ত্ত মহকুমা দপ্তরে লিপিবদ্ধ বেকার ফার্মের নাম ও অংশিদারদের নামের তালিকা।

উত্তর

The Minister in-Charge of the PWD :—Sri Baidyanath mazumdar

১। ক) ধর্মনগর পূর্ত্ত মহকুমা নং ১ — ৫৪ জন।

খ) ধর্মনগর পূর্ত্ত মহকুমা নং ২ — ৭ „ ।

গ) কৈলাসহর পূর্ত্ত মহকুমা — ৪৮ "

ঘ) দামছড়া পূর্ত্ত মহকুমা — ১৬৮ "

২। ফার্মের নাম ও অংশিদারদের নামের তালিকা সংযোজনী' "ক" দ্রষ্টব্য।

(ANNEXURE—"A")

Name of Unemployed Firms including the name of partners working Northern Division.

ANNEXURE 'A'

Sl. No.	Name of farms	Name of partners
1	2	3
1.	M/s. R.K. Enterprise.	1) Rabindra Kr. Das 2) Smti. Lila Das 3) Laxmi Das
2.	„ Chakraborty Enterprise.	1) R. Chakraborty 2) Rima Chakraborty 3) Durlab Ch. Das
3.	„ Sastika.	1) Chanchal Majumder 2) Chandan Majumdar 3) Smti. Mira Paul
4.	„ Sini Ltd.	1) Purna Sinha 2) Nirmal Kanti Sinha 3) Mandira Sinha
5.	„ S.C. Sas & Co.	1) Sudhir Ch. Das 2) Makhan Lal Das 3) Smti. Anjali Das
6.	„ Luoky A.M.S.	1) Anwon Husen 2) Mujibuddin Choudhury 3) Miss Sura Begam Choudhury
7.	„ Sister Enterprise.	1) Smti. Priti Das 2) Ruhini Sarma 3) Khuku Rani Malakar
8.	„ Das & Das Co.	1) Gurupada Das 2) Gonesh Ch. Debnath 3) Smti. Suchitra Das
9.	„ R.D.M. Enterprise.	1) Ranjit Kumar Nath 2) Dipak Nath 3) Mukundadas Ali
10.	„ Sinha Enterprise.	1) Amiya Rn. Sinha 2) Ashutosh Sinha 3) Smti. Gita Rani Sinha

Paper Laid on the Table
Questionn & Aswer

1	2	3
11.	M/s. Asha Enterprise.	1) Ashoke Kr. Dey 2) Anima Bhattacharjee 3) Sabita Dey
12.	„ Asha Enterprise.	1) Samsul Alam 2) Bharati Sinha 3) Muktar Mia
13.	„ Mita Enterprise.	1) Sajal Bhadra 2) Debashish Bhadra 3) Abhijit Bhadra
14.	„ N.D.S. Sarupananda.	1) Nani Rn. Deb 2) Debabrata Deb 3) Subrata Deb
15.	„ Soler Enterprise	1) Ajit Kr Sinha 2) Ruhidas Sinha 3) Jyotirmoy Sinha
16.	„ Chrabak Enterprise	1) Arup Bhattacharjee 2) Suklal Datta 3. Shyamal Varm
17.	„ Montush Enterprise	1) Pranati Routh 2) Sibani Roy 3) Nitish Roy
18.	„ Udici Negam	1) Pinak Sankar Majumder 2) Chandima Majumder 3) Joysankar Majumder 4) Puraabi Majumder
19.	„ R. D. Enterprise	1) Ranjit Lal Chakraborty 2) Depali Chakraborty 3) Rajat Bhattacharjee
20.	„ K. L. Enterprise	1) Manosh Majumder 2) Kalyani Bhowmik 3) Lila Bhowmik

ANNEXURE 'A'

1	2	3
21.	" Apanjan	1) Mrinmoy Dey 2) Bibha Rani Dey (Paul) 3) Ranjit Das
22.	" Lahari	1) Ramprasad Choudhury 2) Santana Choudhury 3) Jayanti Ghosh
23.	" Driml and Enterprise	1) Amalendu Bhattacharjee 2) Rubi Sinha 3) Ashoke Sinha
24.	" Datta Roy Enterprise	1) Debashis Datta Roy 2) Amit Baran Deb Choudhury 3) Biswajit Bhowmik
25.	" Piyasa Enterprise	1) Gouri Sankar Das 2) Tara Sankar Das 3) Reba Das 4) Promotosh Das 5) Dipti Das
26.	Chakraborty Enterprise	1) Gopal Chakraborty 2) Mukti Chakraborty 3) Sakti Debi
27.	Ali & Co.	1) Md. Arjan Ali 2) Suhag Mia 3) Mukbul Ali
28.	Sinha Store Ltd.	1) Mani Lal Sinha 2) Bihari Sinha 3) Ratna Sinha
29	" Roy & Co.	1) Shyamaprasad Roy 2) Ratna Roy 3) Manik Lal Roy
30	" Panja Enterprise	1) Banitosh Panja 2) Sontosh Panja 3) Pradip Roy

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Qnestion & Answer)

ANNEXURE 'A'

1		2	3
31	"	Sinha Enterprise	1) Krishna Sinha Roy 2) Priti Sinha Roy 3) Basanti Sinha Roy
32	"	Babla Enterprise	1) Sujit Kr. Deb 2) Amulya Ch. Debnath 3) Rita Chakraborty 4) Bijita Chakraborty
33	"	Jasabanta Enterprise	1) Sarajit Sinha 2) Samarjil Sinha 3) Aruna Sinha
34.	"	Sen & Co.	1) Amal Sen 2) Ashim Bikash Dhar 3) Sukla Dey
35.	"	Sinha Emporium	1) Sachindra Sinha 2) Rana Sinha 3) Gautam Sinha
36.	"	Santi Construction	1) Rahul Bhattacharjee 2) Ramu Bhattacharjee 3) Mina Chakraborty
37.	"	Maa Enterprise	1) Pranab Kr. Roy 2) Ratan Das 3) Silpi Das
38.	"	Biswas Enterprise	1) Biman Kanti Biswas 2) Karabi Biswas 3) Krishna Choudhury
39.	"	Bhattacharjee Enterprise	1) Biman Beh. Bhattacharjee 2) Tapash Bhattacharjee 3) Rabi Bhattacharjee
40.	"	Maa Enterprise	1) Jugasankha Majumder 2) Nanda Datta 3) Suman Datta

ANNEXURE ,A,

1	2	3
41.	" Paul Trading	1) Mrinal Kanti Paul 2) Monoj Kr. Paul 3) Tosar Kanti Bhowmik
42.	" Ambitious Enterprise	1) Bishnupada Deb 2) Shibapada Deb 3) Anangapada Deb
43.	" Surichi Enterprise	1) Atika Rn. Das 2) Ashit Rn. Das 3) Nilotpal Das
44.	" Debnath Enterprise (KLS)	1) Saradindu Chanda 2) Nanigopal Debnath 3) Ajoy Choudhury
45.	" Priya Enterprise	1) Khakun Ch. Dey 2) Mondira Chanda 3) Priya Das
46.	" Surana Enterprise	1) Debashis Deb Roy 2) Sumana Datta 3) Tusti Bhattacharjee
47.	" Paul Enterprise	1) Pranab Paul 2) Monju Paul 3) Ajanta Paul
48.	" West KLS.. Enterprise	1) Sajal Kanti Shome 2) Mira Shome 3) Papri Choudhury
49.	" Purna Enterprise	1) Subhash Bhattacharjee 2) Swapan Das 3) Gopal Das
50.	Banerjee Enterprise	1) Mrinal Kanti Banerjee 2) Kumkum Chakraborty 3) Amitava Chakraborty

ANNEXURE ,A,

1	2	3
51.	M/s. C. P. M. Enterprise	1) Chanchal Kr. Kar 2) Priti Kana Dhar 3) Mukata Choudhury
52.	,, Ahamad Husan and Co.	1) Abutaher Jalaludhin Ahamec 2) Jashimuddin Ahamed 3) Arffun Hussen
53.	,, Sen Gupta Enterprise	1) Ashit Sengupta 2) Anita Sengupta 3) Goutam Bhattacharjee
54.	,, Jupiter Enterprise	1) Sutapa Dhar 2) Kanika Dutta 3) Bikramjit Gaon
55.	,, Tristhen Enterprise	1) Amalendu Sinha 2) Rubi Sinha 3) Shila Sinha
56.	,, Gani Brothers and Enterprise.	1) Nazrul Islam Gani 2) Sulemn Islam Gani 3) Biruf Rn, Acharjee
57.	,, Yenkee Enterprise	1) Debasis Sinha 2) Kalpana Sinha 3) Ruma Sinha
58.	,, Radha Shri	1) Gouranga Kr. Paul 2) Sujit Paul 3) Manindra Paul
59.	,, Agnibina	1) Jayanta Nandi 2) Madhuri Nandi 3) Himangshu Nandi
60.	,, Sen Builders Co,	1) Sumumar Sinha 2) Amiya Sinha 3) Natakumar Sinha
61.	,, Cosmopoliton Enterprise	1) Nikhil Sinha 2) Anju Sinha 3) Kalpana Sinha

Annexure 'A'

1	2	3
62)	M/s, All Enterprise	1) Chandan Sen 2) Devenjit Sen 3) Promotosh Sen
63.	,, Sathi	1) Nirmal Kr. Datta 2) Sajal Bhadra 3) Biman Rn. De
64.	Chouhdury Enterprise	1) Subhash Choudhury 2) Depali Choudhury 3) Sankar Choudhury
65.	S. M .C. Enterprise	1) Subodh Choudhury 2) Makhan Talapatra 3) Gopa De
66,	Progoti	1) Dhananjoy Sinha 2) Jhnulal Sinha 3) Mohendra Sinha
67.	Roy Enterprise (KLS)	1) Manik Lal Roy 2) Sibendraprasad Roy 3) Rama De
68,	North Tripura Enterprise	1) Balaram Dasgupta 2) Gopal Dasgupta 3) Arati Das Gupta
69.	N. M. C. Enterprise	1) Nihar Rn. Sinha 2) Manik Dhar 3) Amalendu Sinha
70.	Das and Co.	1) Subhash Das 2) Anjan Kr. Dey 3) Tandra Sen
71)	,, Taj Enterprise	1) Pannalal Choudhury 2) Arabinda Bhowmik 3) Ranobir Sinha
72.	,, Das Brothers	1) Samarendra Das 2) Pranesh Rn. Roy 3) Usha Dasgupta

PAPERS LAID ON THE TABLE
[Question & Answer]

ANNEXURE 'A'

1	2	3
73. ,,	S. R. Enterprise	1) Panthajit Paul 2) Panchami Paul 3) Durba Paul
74. ,,	Joy Shree Construction	1) Nishi Rn. Bhattacharjee 2) Ysyasree Bhattacharjee 3) Parthasarathi Bhattacharjee
75. ,,	Deb Choudhury Enterprise	1) Biplab Dey Choudhuri 2) Swapna Dey Choudhury 3) Doli Deb Choudhury
76. ,,	Mecs India	1) Dinendra Kr. Paul 2) Chandi Prasad Choudhury 3) Sujit Kr. Paul
77. ,,	Sen Enterprise	1) Pradip Kr. Sen 2) Pankaj Kanti Sen 3) Debjani Sen
78. ,,	Chitra Enterprise	1) Sankar Bhattacharjee 2) Nabadip Goswami 3) Ranada Prasad Choudhury
79. ,,	Sauvanik	1) Tribani Prasad Choudhury 2) Animesh Deb 3) Sikha Chanda (Roy)
80. ,,	Ailten Enterprise	1) Gour Mohan Sinha 2) Nebedita Sinha 3) Nirupama Sinha
81. ,,	Sinha and Co.	1. Amal Sinha 2) Shyamal Sinha 3) Ashis Sinha
82. ,,	K. S. S. and Co.	1) Kaliprasad Paul 2) Sukhendu Chanda 3) Sosanta Sekhar Choudhury
83. ,,	Ramkrisna Enterprise	1) Santosh Kr. Dhar 2) Goutami Dasgupta 3) Modhurima Chanda

ANNEXURE 'A'

1	2	3
84.	M/s. Sen Traders	1) Pranatendu Sen 2) Pranenjit San 3) Pradyut Sen
85.	„ S. M. Eenterprise	1) Panna Ghosh 2) Manika Ghosh 3) Chandrima Ghosh
86.	„ Dhar and Co.	1) Bijan Kanti Dhar 2) Swajan Dhar 3) Mrinal Kanti Das
87.	„ Sinha Brothers	1) Prasanta Sinha 2) Debojyoti Sinha 3) Amulla Sinha
88.	„ Cosmos Enterprise	1) Pran Pratim Sinha 2) Khanulal Sinha 3) Usha Sinha
89.	„ Tri-Sakti Enterprise	1) Nilmadhab Nath 2) Haripada Deb 3) Usha Dey
90.	„ Darlong Brothers	1) Liana Darlong 2) Neitina Darlong 3) Rusualiana Darlong
91.	„ Sankar Enterprise	1) Satyajit Sarkar 2) Sukla Sarkar 3) Swapan Sarkar
92.	M/s. Mithu Enterprise	1) Swapan Kr. Chakraborty 2) Jogamaga Chakraborty 3) Pranati Roy
93.	Prograsive Enterprise	1) Ajit Kr. Dab Roy 2) Usha Choudhury 3) Mira Sen
94.	„ Tridip & Co.	1) Bipul Sinha 2) Pijush dhara Deb 3) Ashim Krishna Deb

PAPERS LAID ON THE TABLE
[Question & Answer]

Annexure 'A'

1	2	3
95	M/s. Meetai Enterprise	1. Radha Kanta Sinha
		2. Ajittbabu Sinha
		3. Monon Sinha
96	,, Mahasakti Enterprise	1. Santosh Deb Roy
		2. Ranjit Das
		3. Biswajit Das
97	,, Kwality Construction	1. Jatanlal Sinha
		2. Kana Purkaystha
		3. Krishna Bhattacharjee
98	,, Krishna Enterprise	1. Ramendra Das
		2. Jyotsna Das
		3. Krishna Das
99	,, Systematised Enterprise	1. Jitendra Debnath
		2. Kamala Kanti Debnath
		3. Renuka Debnath
100	,, Netimal Enterprise	1. Sudhansu Deb
		2. Sati Krishna Deb
		3. Kaberi Deb
101	,, Goon Enterprise	1. Ashis Goon
		2. Arup Goon
		3. Sujata Goon
102	,, Sreema Enterprise	1. Pritsh Nath
		2. Nityananda Ghosh
		3. Tapas Bhattacharjee
103	,, Gay Builders	1. Niyati Bhattacharjee
		2. Pannalal Bhattacharjee
		3. Rajat Subhara Biswas
104	,, Mousami Enterprise	1. Subhas Datta
		2. Sibu Bhowmik
		3. Sabita Deb
105	,, Manimala Enterprise	1. Mrinal Kanti Das
		2. Montosh Das
		3. Gouranga Saha

Annexure 'A'

1	2	2
106	M/s. Good Luck Enterprise	1. Kumar Bhattacharjee 2. Nanda Gopal Bhattacharjee 3. Amiya Roy Choudhury
107	,, Das Sister Enterprise	1. Adhip Das 2. Sandhya Das 3. Gouri Das
108	,, Purnna Enterprise	1. Sawpan Das 2. Gopal Das 3. Mridul Kanti Das
109	,, Nath Enterprise	1) Shyamal Kanti Nath 2) Santosh Kr, Nath 3) Monmohan Debnath
110	,, National Enterprise	1) Samiran Nath 2) Nityananda Nath 3) Debendra Nath
111	,, Camalia Enterprise	1) Sanjbrata Bhattacharjee 2) Subhashish Bhattacharjee 3) Monotosh Roy
112	B, D, K. Enterprise	1) Dwijesh Bhattcharjee 2) Rabindra Ch. Nath 3) Bhupendra Kr. Das
113	,, Jagat bandhu Enterprise	1) Nirmal Kanti Nath 2) Smt, Sipra Nath 3) Smt, Debajani Nath
114	,, Youth Construction	1) Binode Behari Sarma 2) Ranga Lal Nath 3) Dilip Mahanta
115	,, Sanai Enterprise	1) Asutosh Dutta 2) Amita Dutta 3) Smt Sita Biswas (Shome)
116	,, A,G,S, Enterprise	1) Subhesh Ch, Nath 2) Ajoy Paul Mazumdar 3) Gourpada Dutta

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Annexure 'A'

1	2	3
117 ,,	Ajanta Construction	1) Hiranmoy Nath 2) Anuvha Nath 3) Rabin Das
118 ,,	Blise Enterprise	1) Dipak Rn, Nag 2) Smt, Sipra Rani Nag 3) Sri Subreta Deb
119 ,,	White Way Construction	1) Subir Ch, Deb 2) Ranjit Bhattacharjee 3) Abhijit Bhattacharjee
120	Jem Enterprise	1) Ardhendu Sekhar Nag 2) Usha Rn, Roy 3) Smti Nomita Nag 4) Bala Debroy
121 ,,	Paramount Enterprise	
122 ,,	Builder Co,	1) Depen Paul 2) Gouranga Ch, De 3) Pranab Kr, Dey
123 ,,	Ramkrishna Enterprise	1) Ajoy Bn, Nag 2) Smit Nomita Nag 3) Pranabesh Dey
124 ,,	Sarma Enterprise	1) Amiyanshu Sarma 2) Shymal Sarma 3) Janmajoy Sarma
125 ,,	Swastik Construction	1) Purnendu Bikash Dutta 2) Ashit Bhattacharjee 3) Smt, Alpana Dutta
126 ,,	Karnaudyug Enterprise	1) Jayanta Deb 2) Sudip Rn, Goswami 3) Makhan Lal Debnath
127 ,,	Deb & Co.	1) Haripada Deb 2) Kanailal Sarma 3) Nirmal Kr, Deb
128 ,,	Patriot Construction	1) Jayenta Kr, Deb 2) Smt, Bela Deb 3) Jayadratha Kr, Deb

Annexure 'A'

1	2	3
129	M/s. United Builders	1) Kanak Lal Dutta 2) Subhas Ch, Chakraborty 3) Debabrata Choudhury
130	" Three Star	1) Ramendra Kr, Bhattacharjee 2) Smti Shila Bhattcharjee 3) Smt, Santana Debi
131.	" Bashudeb Enterprise	1) Jaganmay Dey 2) Smt. Gouri Dey 3) Mridul Kanti Sen
132.	" Peramount Builders	1) Jawharlal Deb 2) Gouranga Ch, Das 3) Smti Swapan Rani Das
133.	" Fourtune Finder	1) Pranesh Ch. Pal 2) Faizur Ali 3) Md, Abdul Kadir
134.	" K. K. Enterprise	1) Abdul Kuddus 2) Faizur Ali 3) Md. Adul Kadir
135.	" Gitanjali Enterprise	1) Samiran Chakraborty 2) Narendra Chakraborty 3) Milon Chakraborty
136.	" Apex Traders	1) Bidhan Ch. Bhattacharjee 2) Smti Krishna Bhattacharjee 3) Kamalesh Chakraborty
137.	" Jaba Construction	1) Charu May Dey 2) Smti Sukumari Dutta 3) Smti Mina Kumari Sin
138.	" National Trading Enterprise	1) Animesh Deb 2) Arabinda Deb 3) Smti Tapati Deb
139.	" Pragati Enterprise	1) Phani Rn. Dey 2) Samir Rn. Bhattacharjee 3) Sohjoy Bhattacharjee

PAPERS LAID ON THE TABLE
[Question & Answer]

Annexure 'A'

1	2	3
140.	M/s, Kuntal Construction	1) Amalendu Dhar 2) Hiralal Bhattacharjee 3) Kandarpa Mohan Deb
141.	,, Advance	1) Bidhipada Bhattacharjee 2) Dilip Pal 3) Sailendra Pal
142.	,, Biswas Construction	1) Jishu Pada Biswas 2) Bhabani Banik 3) Bishnu Pada Biswas
143.	,, Mitali Enterprise	1) Pijush Rn. Pal 2) Samarjit Kr. Ghosh 3) Sandhya Rani Dey
144.	,, Mahadeb Enterprise	1) Debabrata Das 2) Jayanta Kr, Das 3) Jatindra Lal Sarma
145,	,, Klicons Enterplse	1) Makhan Lal Nath 2) Rabindra Ch. Nath 3) Arun Ch. Nath
146,	,, National Enterprise	1) Ranadendu Chakraborty 2) Dipti Chakraborty 3) Sudip Chakraborty
147,	,, Kar Enterprise	1) Subrata Purkayastha 2) Dilip Kr. Kar 3) Rajat Kar
148,	,, A, R, B, Construction	1) Ashit Baran Dey 2) Bidhan Ch. Malakar 3) Ratnamoy Dey
149,	,, Saha Enterprise	1) prasanta Saha 2) Buddha Gupta 3) Debasish Bhattacharjee
150	,, Ambitious Enterprise	1) Bishnupaad Deb 2) Sibapaad Deb 3) Rangapada Deb

Annexure 'A'

1	2	3
151,	M/s, N, G, P, Friends Enterprise	1) Pijush kanti Dutta
		2) Swapan Kr. Das
		3) Nripesh Rn Das
152,	M/s. United Enterprise	1) Nripendra Malakar
		2) Bijoy Krishna Nandi
		3) Monoj Routh
153,	,, Indra Traders	1) Sumath Kr. Dey
		2) Pradip Ch. Nag
		3) Smti Arapan Chakraborty
154,	,, Helpful Enterprise	1) Promode Ch. Pal
		2) Gouri Rani Pal
		3) Sudha Rani Paul
155,	,, Uma Construction	1) Gouranga Paul
		2) Nikhil Pal
		3) Manju Lal Paul
156,	,, Sauman Enterprise	1) Samiran Nath
		2) Subhas Ch. Nath
		3) Monoranjan Nath
157,	,, Golden Enterprise	1) Smt. Gita Roy (Deb)
		2) Smt. Lila Deb Roy
		3) Smti Indira Chakraborty
158,	,, Shrinath Enterprise	1) Dinesh Ch, Nath
		2) Sunil Ch, Nath
		3) Sudharsen Debnath
159.	,, Debnath Enterprise	1) Dilip Kr. Nath
		2) Hara Mohan Debnath
		3) Ramesh Ch. Debnath
160.	,, Sanchayita Construction	1) Kinkar Roy
		2) Smti Rikta Roy
		3) Smt. Kanak Chakraborty
161.	,, Malancha Construction	1) Pannalal Shyam
		2) Smti Mallina Shyam
		3) Mrinal Kanti Deb

PAPERS LAID ON THE TABLE
[Questions and Answers]

ANNEXURE 'A'

1	2	3
162.	M/s, Deb Roy Enterprise	1) Nirmalendu Debroy 2) Tripurendum Debroy 3) Smti. Suleka Deb
163.	" P. K. P. Enterprise	1) Pradip Kr. Aich 2) Pranmoy Kanti Aich 3) Kumud Rn. Das
164.	" Montive Enterprise	1) Biswabandu Sen 2) Smti Utpala Sen 3) Smti Silpi Sen
165.	" Super Engineering	1) Manna Roy 2) Ranjan Singha 3) Sunirmal Biswas
166.	" Doly Enterprise	1) Dilip Kr, Nag 2) Smti. Sabita Nag 3) Smti. Silpi Nag
167.	" National Builders	1 Rahda Gobinda Dey 2) Manik Debnath 3 Bisnupada Bhowmik
168.	" Mita Enterprish	1) Dipak Chanda 2) Fatik Dutta 3) Smt. Ratna Dutta
169.	" Puspak Enterprise	1) Kanailal Sarma 2) Ratna Deb 3) Dipti Nath
170.	" Mahatma and Co.	1) Kishore Tapan Bhattacharjee 2) Smti Sibani Bhattacharjee 3) Samiran Deb
171.	" Moon Enterprise	1) Ranadhir Chakraborty 2) Smti Pranati Chakraborty 3) Sri Paritosh Roy
172,	" Das Enterprise	1) Pradip Ch. Das 2) Sudhangshu Rn. Das 3) Dipti Das

ANNEXURE 'A'

1	2	3
173,	M/s, Popular Enterprise	1) Smt. Aruna Roy Choudhury 2) Basanta Roy Choudhury 3) Sajal Kanti Bhattacharjee
174,	„ Pioneer Enterprise	1) Swapan Kr. Nath 2) Krishna Sankar Choudhury 3) Gita Debi
175,	„ Paul Enterprise	1) Bidhu Ch. Paul 2) Milan Paul 3) Smt. Mira Paul
176,	„ Choudhury Enterprise	1) Shyamal Choudhury 2) Gouri Choudhury 3) Smt. Chaitali Bhattacharjee
177,	„ Paul and Deb Enterprise	1) Rana Lal Paul 2) Kalpana Rani Paul 3) Miss Lila Rani Paul
178.	„ Roy Construction	1) Debjuti Roy 2) Smti Kalpana Roy 3) Smti Anita Roy
179,	„ Rubi Enterprise	1) Chayan Choudhurty 2) Smti Bulan Choudhurty 3) Jashumati Sinha
180,	„ Tripura Repairs and Construction Corporation	1) Swapan Kr. Chakraborty 2) Sital Kanta Chakraborty 3) Madhuri Chaterjee (Chakraborty)
181.	„ Srijani Enterprise	1) Diptendu Nag 2) Smti Sikha Nag 3) Smti Jyoti Kana Debnath
182,	„ Sawasti Construction	1) Puspendu Bikash Dutta 2) Ajit Bhattacharjee 3) Smt. Alpana Dutta
183.	„ Friends Enterprise	1) Sribash Ch. Paul 2) Adwaita Debnath 3) Subrata Nath

Papers Laid on the Table
Question& Answers.

ANNEXURE 'A'

1	2	3
184.	M/s, Sandip Enterprise	1) Bidhan Dh. Dey 2) Pradip Goswami 3) Santa Dey
185,	Nabarun Enterprise	1) Parimal Nath Choudhury 2) Paresh Nath Choudhury 3) Mira Choudhury
186,	National & Co,	1) Mrinal Kanti Ghosh 2) Swapan Ghosh 3) Smti, Arpana Ghosh
187,	,, United Construction Agency	1)
188,	,, R, C, S, Co,	1, Sujit Singha Barua 2) Chitta Rn, Biswas 3) Ranadhir Namasudra
189,	,, Luna Enterprise	1) Pratul Ch, Bhattacharjee 2) Binoy Bhusan Bhattacharjee 3) Chakrapani Bhattacharjee
190,	,, Rup Construction	1) Uttam Kr, Chakraborty 2) Pradip Kr, Sinha 3) Benn Das Gupta
191,	,, S, M, G, Enterprise	1. Subodh Choudhury 2) Makhan Talapatra 3) Gupa Dey
192,	,, Design & Structure Ltd	1) Animesh Bhattacharjee 2) Biswatosh Chakraborty 3) Saswati Choudhury
193,	,, Anamika Construction	1) Ranjit Kr, De 2) Arati Bhattacharjee 3) Smrti Rani Sen
194,	,, Jugalkrishna Enterprise	1) Gopendra Kr, Das 2) Rathindra Kr, Das 3) Sukla Das

Annexure 'A'

1	2	3
195.	M/s. Purkyastha Enterprise	1) Pradip Purkayastha 2) Madhusudan Purkayastha 3) Dhananjoy Das Purkayastha
196.	„ Venous Enterprise	1) Uttam Kr, Endow 2) Nirmalendu Chakraborty 3) Binoyendra Chakraborty
197.	„ Megnalia Builders	1) Manebendra Das Choudhury 2) Sibabrata Chakraborty 3] Sankar Bhadra
198.	„ Zenith	1) Pradip Deb 2) Ranjit Kishore Roy 3) Sarajeswar Dhar
199,	„ Kanunga Enterprise	1) Ajit Deb Kanungo 2) Mira Deb Kanungo 3] Mukta Purkaysta
200.	„ Deb Enterprise	1] Rupak Rn, Deb 2] Chanda Deb 3] Silpi Deb
201.	„ Sunrise Enterprise	1] Ajit Sarkar 2] Pradip Choudhury 3] Pranati Bhattacharjee
202.	„ Project Pioner	1] Napal Ch, Gosh 2] Sukla Dey 3] Ranjana Purkayastha
203.	Minava Enterprise	1] Dipak Lal Dey 2] Ramanuj Goswami 3] Sontosh Mohan Dhar
204.	S. S. Engineer and Traders	1] Ashim Roy 2] Digesh Roy 3] Rekha Roy
205.	„ S. R. B. Enterprise	1] Sudhansu Debnath 2] Binod Behari Sarma 3] Rangalal Nath

PAPERS LAID ON THE TABLE
[Questions and Answers]
ANNEXURE 'A'

1	2	3
206.	M/s, Skylark Enterprise	1] Ashoke Saha 2] Gopal Krishna Sarma 3] Manisha Dey
207.	,, S. H. Co.	1] Susantha Nath 2] Amal Kr, Das 3] Shyamal Kr, Das
208.	,, N. S. P. Friends Enterprise	1] Guruprassana Chakraborty 2] Sabita Paul 3] Gita Datta
209	,, Das Enterprise	1] Biswanath Das 2] Biman Behari Das 3] Protima Das
210,	,, A, B, C, Enterprise,	1) Arabinda Biswas, 2) Asha Das, 3) Samarjit Chakraborty,
211,	,, Allied Construction,	1) Bidhan Rn, Dey, 2) Anita Deb, 3) Ranjit Deb,
212,	,, Narayan Enterprise,	1) Totini Mohan Debnath, 2) Madan Gopal Goswami, 3) Arun Ch, Das,
213,	,, Chakraborty Constn,	1) Gunendra Chakraborty 2] Laxmi Chakraborty, 3] Bijli Chakraborty,
214,	,, Apanjan (Dharmanagar)	1] Janarjun Sen, 2] Bikash Rn, Deb Roy, 3] Pranesh Rn, Bhattacharjee,
215,	,, Ever Green Construction & Builders,	1] Tapash Deb Nath, 2] Anil Ch, Roy, 3] Sunil Ch, Roy,
216,	,, Roy & Roy Co	1] Samiran Ch, Roy, 2] Sukesh Rn, Roy, 3] Bhagirath Roy,

ANNEXURE ,A,

1	2	3
217,	M/s, Norshing Enterprise, [Dharmanagar]	1] Anup Adhikari, 2] Ramapada Adhikari 3] Anima Adhikari,
218,	,, Roy & Roy Co,	1] Nirmal Roy, 2] Sabita Roy [Choudhury], 3] Rina Roy,
219,	,, S, S, B, D, Enterprise,	1] Dinesh Ch, Bhattacharjee,
220,	,, Elora Enterprise,	1] Madhusudan Purkayastha, 2] Jova Chand Purkaystha 3] Faizur Rahaman,
221.	,, shri Maa Enterprise	1] Bijit Chakraborty, 2] Bidhan Chakraborty, 3] Bidhut Bushan Das,
222,	,, Sukanta Enterprise,	
223,	,, Joy Enterprise,	1] Manik Lal Datta, 2] Bakul Rn, Deb, 3] Arabinda Sarma,
224,	,, Abdul Enterprise,	1] Md, Abdul Haque, 2] Abbus Salam, 3] Abdul Basir,
225,	,, Rubi Construction,	1] Nripesh Ch, Chakraborty, 2] Mira Chakraborty, 3] Bibha Baral,
226,	,, Visilent Construction,	1] Tridip Choudhury, 2] Supti Choudhury 3] Rajat Das Gupta,
227.	Madhumita Enterprise	1] Biplab Bhattacharjee, 2] Madhumita Bhattacharjee 3] Swapna Bhattacharjee

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answer)

Annexure 'A'

1	2	3
228.	M/s, Kumar Enterprise	1] Pradip Chakraborty, 2] Hinagshu Rn, Gosh, 3] Narayan Datta Roy,
229,	,, Roy Enterprise (No.11)	1] Bhanulal Roy, 2] Mita Roy, 3] Mallika Bhattacharjee,
230,	,, Roy Enterprise (No.1)	1] Subhash Ch, Roy, 2) Pradyut Roy, 3] Bimal Ch, Dey,
231.	,, Sharma Enterprise	1] Biswajit Sarma, 2] Alpana Sarma, 3] Kalpana Sarma,
232	,, Youth Construction	1] Abdul Khaleque, 2] Abdul Rahaman, 3] Fakoruddin
233.	,, Radha Madhab Enterprise	1) Sibendra Ch. Paul, 2] Manik Ch, Paul 3[Ranjit Bhattacharjee
234,	Shri Krishna Enterprise	1] Ranjit Goswami, 2] Chitta Rn, Chakraborty 3] Malati Rani Chakraborty
235,	,, K, G, Enterprise	1] Anil Ch, Roy, 2] Sima Debnath, 3] Karabi Roy,
236,	,, B, J, A, Enterprise	1] Bishnupada Biswas, 2] Jhumu Biswas, 3] Arunava Roy,
237,	, Evarst Enterprise	1] Abhijit Bhattaqharjee, 2] Amit Bhattacharjee, 3) Puradi Bhattachajee,
238,	,, Shree Nath Enterprise	1) Dilip Kr, Nath, 2) Anjali Nath, 3) Sakti Nath,

Annexure 'A'

1	2	3
239,	M/s. Suprabha Enterprise	1) Kajal Deb, 2) Nalini Kanta Deb, 3) Panchami Rani Paul
240,	,, A ,R ,C, Corporation	1) Kanti Bhattacharjee 2) Makhanlal Chakraborty 3) Bhanu Adhikari,
241,	,, A, P, T, Enterprise	1) Tapash Ch, Bhattacharjee 2) Ajanta Purkaystha 3) Projjwal Kanti Purkaystha
242,	,, Gupta Enterprise	1) Amitra Gupta 2) Krishna Gupta 3) Suvra Gupta
243.	" Dey Enterpise.	1) Timir Kanti Dey. 2) Bipul Rn. Dey, 3) Mukta Dey,
244.	" Sree Guru Enterprise	1) Bimalendu Dhar, 2) Subal Sakha Dhar, 3) Amalendu Dhar,
245.	" Chowdhury Enterprise.	1) Ramesh Rn. Choudhury, 2) Archana Choudhury, 3) Maya Bhattacharjee,
246.	" Deb & Deb,	1) Asit Deb, 2) Sulekha Ded, 3) Nagendu Bikash Deb,
247.	" Tribani Enterprise,	1) Dipankar Nath, 2) 3) Illegible,
248.	" Ram Krishna Constn.	1) Matilal Roy, 2) Mihir Lal Roy, 3) Ramapada Choudhury,
249.	" Zenith Enterprise.	1) Balaram Debnath, 2) Md. Abdulla, 3) Hemanta Kr. Nath,

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Annexure 'A'

1	2	3
250.	M/s. Flegan Enterprise.	1) Nripendra Ch. Nath, 2) Santosh Nath Choudhury 3) Bikash Ch Debnath,
251.	„ Swapnaloke Enterprise.	1) Somesh Ch. Debnath, 2) Subodh Ch. Debnath. 3) Monomohan Debnath,
252.	„ Fngineering Enterprise.	1) Padmanava Bhattacharjee, 2) Mallika Bhattacharjee, 3) Radsyam Choudhury,
253.	„ Guide Enterprise.	1) Radha Narayan Nath, 2) Ranjit Sinha, 3) Mira Debnath,
254.	„ M. M. C Enterprise	1) Mihir Kanti Roy, 2) Chitta Rn. Bhattacharjee, 3) Nirmalendu Kr. Purkayastha,
255.	„ Roy & Bose Enterprise.	1) Sibu Chandra Bose, 2) Biswajit Roy, 3) Sumitra Roy,
256	„ Mahamaya Enterprise.	1) Sudhandu Deb Roy, 2) Chandrabati Reang, 3) Gitanjali Nath,
257.	„ Roy Enterpise.	1) Arun Kanti Roy, 2) Sibani Roy, 3) Makhanlal Das,
258.	„ Chumki Enterprise.	1) Prasanta Choudhury, 2) Manjista Choudhury, 3) Sabita Bhattacharjee,
259.	„ Sandip Enterprise	1) Bidhan Ch De, 2) Pradip Goswami, 3) Santa De,

Annexure 'A'

1	2	3
260.	M/s .Dutta and Co	1) Amalendu Datta, 2) Nirmalendu Datta, 3) Paritosh Datta,
261.	" Bhowmik Enterprise	1) Nani Gopal Bhowmik, 2) Rasbehari Bhowmik, 3) Kanailal Bhowmik,
262.	" Joint Enterprise	1) Susanta Choudhury, 2) Sujata Choudhury, 3)
263.	" Star Enterprise	1) Diptendu Chowdhury 2) Ratna Chowdhury, 3) Debasish Paul,
264.	" Chakraborty Enterprise (Dmc)	1) Anshuman Chakraborty, 2) Basabi Chakraborty, 3) Apurba Krishna Chakraborty,
265.	" Saha and Banik Co	1) Gour Kishore Banik, 2) Debesh Banik, 3) Radha Madhab Saha,
266.	" K. D. N. and Co	1) Dharani Mohan Dhar [Power of Attorny]
267.	" Sunrise Corporation	1] C/O Ashoke Kr. Sarker,
268.	" Lucky Enterprise	1) Sudhyana Kr. Nath, 2) Satya Rn, Dey 3) Abdul Khalak,
269.	" Hilson Enterprise	1) Khapairam Reang, 2) Nirode Behari Nate, 3) Tribikram Nath,

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answer)

Annexure 'A'

1	2	3
270.	M/s. East Band Enterprise	1) Shyamal Ch, Bhattacharjee, 2) Sudip Bhattacharjee 3) Sujit Bhattacharjee,
271.	„ Ajanta Enterprise	1) Khandarpa Choudhury, 2) Gayatri Choudhury (Bhattacharjee) 3) Sabita Purkayastha,
272.	„ National Enterprise	1) Radha Gobinda Dey, 2) Manik Debnath, 3) Bisnupada Bhowmik
273.	„ Engineering Enterprise	1) Padmanava Bhattacharjee 2) Mallika Bhattacharje 3) Rudhramoy Choudhury
274.	„ Deb and Dey Constn	1) Bijoy Kr Deb 2) Shyamali Dey 3) Delip Dey
275.	„ A. A. & Co.	1) Narendra Nath Datta 2) Shyamal Kanti Chakraborty 3) Ajoy Kr. Chakaborty
276.	„ Bardhan and Datta Enterprise	1) Makunda Ch. Bardan 2) Jatindra Ch. Bardan 3) Pabitra Mohan Datta
277.	„ Peradise Enterprise	1) Subir Chakraborty 2) Sujit Chakraborty 3) Goutam Some
278.	„ Dhar and Co.	1) Manik Lal Dhar 2) Makul Ch, Dhar 3) Adhir Ch. Dhar
279.	„ Tripal Enerjy Construction & Co.	1)

ANNEXURE ,A,

1	2	3
280.	M/s. Kishor Brothers	1) Ramendra Kishore Bhattacharjee 2) Alpana Bhattacharjee 3) Dipak Bhattacharjee
281.	,, D. D. Enterprise	1) Radhika Rn. Das 2) Binoy Bhushan Das 3) Swapan Kr, Deb
282.	,, Talukdar Enterprise	1) Radhika Rn. Das Talukdar 2) Gouranga Das Talukdar 3) Birnendra Kr. Das
283	,, Datta Adhihary and Co.	1) Dipak Datta 2) Apurba Adhikary 3) Swapan Adhikari
284	,, Un-Employed Tribal Enterprise	1) Bighyadan Chakma 2) Sailendra Chakma 3) Joyadebi Chakma
285	,, N. C. S. and Co.	1) C/O, Nabadwip Ch. Saha
286	,, Saha Construction	1) Subhas Ch. Saha
287.	,, Joykali Enterprise	1) Susil Nath 2) Churamani Nath 3) Abinash Nath
288.	,, Bhattacharjee Enterprise	1) Tapash Bhattacharjee 2) Sumanta Bhattacharjee 3) Gouranga Bhattacharjee
289.	Ashoke Enterprise	1) Kalachan Sinha 2) Babul Ch. Debnath 3) Rabindra Kr. Sinha
290	Deb Brothers	1) Tapan Kanti Deb 2) Haripada Deb 3) Shyamapada Ded

Annexure 'A'

1	2	3
291	M/s Seemli Enterprise	1) Jahar Lal Saha (Power of Attorney)
292.	" Trayee Enterprise	1] Swapan Kr. Das 2] Shekhar Ch. Padder 3) Supta Padder
293.	" Bachew Enterprise	
294.	" Advance Traders	1) Himangshu Kusari 2) Sujit Chakraborty 3) Dulal Das
295.	" S R P Construction	1) Surendra Paul 2) Ranjit Chakraborty 3) Paresh Ch, Deb
296.	" Rajdoot & Co.	1) Amarkrishna Datta 2) Bhupati Ghose 3) Dipak Kr, Bhattacharjee
297.	" Trisul Enterprise	1, Rajendra Sinha 2) Jagadish Paul Choudhury 3) Pradip Sinha
298.	" Puspa Construction	1) Khagendra Dey Roy 2) Subhash Ch, Roy 3) Smit, Sulekha Rani Paul

Assembly proccedings

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 54

Name of member : Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be please to state -

১। ১৯৮০ইং সনে বোরো চাষের জন্য কৃষকদের বিভিন্ন প্রকার সাহায্য করার ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন; [ব্লক ভিত্তিক তার হিসাব]

ANSWER

Minister In-Charge Of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

বোরো মরশুমে ধান চাষের ব্যাপক কার্য্যসূচী দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের উৎসাহিত করার উদ্দ্যেশে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এই পরিকল্পনার অধীন কৃষি বিভাগ হইতে ২৫,০০০ পরিবারকে প্রদর্শনী চাষের জন্য বিনা মূল্যে ১০ কিলো গ্রাম উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ, প্রয়োজনীয় সার ও কীট নাশক দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়। তা ছাড়া সেন্ট্রালী স্পনসোরড স্কীম-এর মাধ্যমে ১৩০ হেক্টর জমিতে কমিউনিটি নার্সারী পরিকল্পনায় বোরো ধানের চারা উৎপাদনে ভর্তুকী দেওয়ার সংস্থান করা হয়।

কৃষিমহকুমা	প্রদর্শনী 'মিনিকিটের সংখ্যা	কমিউনিটি নাসারীর মাধ্যমে ধানের চারা উৎপাদন (হেক্টর হিসাবে)
দক্ষিন ত্রিপুরা জিলা		
উদয়পুর—	৩০০০ টি	৪ হেক্টর
বগাফা—	১৩০০ টি	৭ হেক্টর
রাজনগর—	১২০০ টি	৭ হেক্টর
সাতচাঁদ—	১৫০০ টি	৭ হেক্টর
অমরপুর—	১৭০০ টি.	৭ হেক্টর
গণ্ডাছড়া—	৩০০ টি	৪ হেক্টর
মোট—	৯০০০ টি	৪০ হেক্টর
উত্তর ত্রিপুরা জিলা		
পানিসাগর—	৫০০ টি	৯,৫ হেক্টর

PAPERS LAID ON THE TABLE
[Questions and Answers]

কাঞ্চনপুর—	৫০০ টি	১০.১ হেক্টর
কুমারঘাট—	৩,০০০ টি	১০.৫ হেক্টর
ছামনু—	১,০০০ টি	১০.০ হেক্টর
সেলেমা—	১,০০০ টি	৯.৫ হেক্টর
মোট—	৬,০০০ টি	৫০.০ হেক্টর

পশ্চিম ত্রিপুরা

খোয়াই—	১১০০ টি	৬ হেক্টর
তেলিয়ামুড়া—	১৫০০ টি	৬ হেক্টর
জিরানিয়া—	১০০০ টি	৬ হেক্টর
মোহনপুর—	৮০০ টি	৬ হেক্টর
বিশালগড়—	৩০০০ টি	৮ হেক্টর
মেলাঘর—	২৫০০ টি	৮ হেক্টর
ননরক—	১০০ টি	
	১০,০০০ টি	৪০ হেক্টর

বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ বিভাগের অধীনে সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলিতে চালু করিয়া যথাসম্ভব বেশী জমি বোরো ধান চাষের আওতায় আনা চেষ্টা করা হইতেছে।

অধিকন্তু মৌসুমী বাঁধ তৈরীর মাধ্যমে বোরো ধান চাষের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ বিভাগ হইতে বিভিন্ন জিলাকে ১৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ঐ টাকা ডি. এম-গন ও এ.ডি. সি প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন ব্লকে বিতরণ করিবেন। ১৮ লক্ষ টাকার ডি. এম ও এ. ডি. সির মধ্যে ভাগাভাগির পরিমান এইরূপ :—

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা—৪.৫ লক্ষটাকা
২। উত্তর ত্রিপুরা জিলা—৪.০ ”
৩। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা—৩.৫ ”
৪। এ. ডি. সি— ৬.০ ”

মোট—১৮.০

বানিজ্যিক ব্যাংক, কোপারেটিভ এবং গ্রামীণ ব্যাংক গুলিকে বোরো ধান চাষের জন্য কৃষকগণকে প্রয়োজনীয় ঋণদানের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No.56

Name of M.L.A :—sri Keshab Majumder.

Will the Hon 'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর—কাকড়াবন রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে যাওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত এই রাস্তা পুনঃ নির্মানের কাজ হাতে না নেওয়ার কারণ কি ?

২। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর থেকে এই রাস্তা তৈরীর জন্য এসটিমেট করে আগরতলায় উর্দ্ধতন অফিসে কয়েকবার পাঠানো হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন কারণ দর্শায়ে তা উদয়পুর অফিসে ফেরত দেওয়া হয়েছে;

৩। কবে নাগাদ এই রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

উত্তর

The minister-in-chargé of the PWD :—
Sri Baidyanath Mazumder.

১। অর্থের স্বল্পতার জন্য রাস্তার পূর্ণ সংস্কারের কাজ হাত নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

২। এস্টিমেটটি একবার প্রযোক্তিগত কারণে উদয়পুব অফিসে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল।

৩। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বর্ষে এই কাজটি হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

—•—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

THE ASSEMBLY met in the ASSEMBLY HOUSE, Tripura on the Monday, the 26th. December, 1983 at 11.00 A,M

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, The Hon'ble Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 (ten) Ministers and 32 (therty two) Members.

QUESTIONS & ANSWERS
(TO WHICH ORAL ANSWER WERE GIVEN)

মিঃ স্পীকার :—আজকের কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টারড্ কোয়েশ্চান নাম্বার-১০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১০।

প্রশ্ন

১। ধামছড়ায় (ধর্মনগর) নির্মিয়মান পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র থেকে নিকটবর্ত্তী উপজাতি অধ্যুষিত পাড়ায় পানীয় জলের সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে নিকটবর্ত্তী নিতাইনগর, হালামবতী, মনসাপাড়া, পিপলাছড়া প্রভৃতি গ্রামে ঐ প্রকল্প থেকে জল সরবরাহ করা যাবে কি?

উত্তর

১। বর্তমানে দামছড়া বাজার এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলিতে জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা আছে। পর্যাপ্ত জল পাওয়া গেলে নিকটবর্ত্তী উপজাতি অধ্যুষিত পাড়ায় পানীয় জল সরবরাহ করা হইবে।

২। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান করা হইবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রকল্পগুলি শুনেছি যে উপজাতি অধ্যুষিত এই গ্রামগুলিতে নাকি জল সরবরাহ করবার জন্যে নেওয়া হয়েছে। এই যে গ্রামগুলি রয়েছে এইগুলি প্রতিটি প্রায় দুই বা আড়াই মাইল দূরে দূরে অবস্থিত। সেসব গ্রামগুলিতে

পানীয় জল সরবরাহ করার কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : –মি: স্পীকার স্যার, এই সকল গ্রামগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ করার একমাত্র নির্ভর করবে সেখানে পানীয় জল এভেইলেবিলিটির উপর।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার এই যে উপজাতি অধ্যুষিত পাড়াগুলি রয়েছে সেখানে পানীয় জল সরবরাহ করবার জন্যে সরকার ডিপ টিউবওয়েল বসানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সেটা কার্য্যকরী করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রকল্পগুলি সার্ভের রিপোর্ট এর উপর নির্ভর করছে। তাছাড়া পানীয় জল এভেইলেবিলিটির উপর সেটা নির্ভর করছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার-১৭৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার-১৭৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, টি. এন. ভি সংগঠনের কিছু সংখ্যক নেতাদের সঙ্গে যারা এখনো আত্মসমর্পন করে নাই তাদের আত্মসমর্পনের বিষয় সরকার আলোচনা করেছেন ?

২। সত্য হলে আলোচনার ফলাফল কি এবং কবে পর্য্যন্ত তাদের আত্মসমর্পনের আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইতিপূর্বে আরেকটা সংগঠনকে এইভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আত্মসমর্পনের ব্যবস্থা করা হয়। তেমনিভাবে টি. এন. ভি র সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার ইতিপূর্বে বামফ্রন্ট সরকার আহ্বান জানিয়েছিলেন যে এরা যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ. টি. পি এল. ও. নেতারা আত্ম সমর্পন করেছেন। এই আহ্বান এখনো আছে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে টি. এন. ভি. র নেতারা যাতে স্বাবাভিক জীবনে ফিরে আসেন সেই পথ খোলা রয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু টি. এন. ভি.র সদস্য ফিরে এসে আত্মসমর্পন করেছেন। তারা এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে ছুটির অর্ডার নিয়ে কিন্তু তারপর তারা আর বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাননি। এটা খুব ভাল লক্ষণ। এরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং তারা আর সেই ভুল পথে যেতে রাজি নন।

শ্রীজওহর সাহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে, আত্মগোপনকারী গেরিলারা বাংলাদেশ থেকে আসছে যাদের প্রত্যক্ষ মদতে ত্রিপুরার স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে আলাপ করেছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার; এটা ঠিক নয় যে, এদের জন্য ত্রিপুরার স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তবে এই সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান করা হয়েছিল তখন টি, এন, ভি, গঠিত হয়নি। এ, টি, পি, এল, ও এর বিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমর্পন করেছে। এখন নতুন করে টি, এন, ভি,র সাথে আর কোন আলাপ আলোচনা করে এইরূপ আহ্বান করার কোন প্রস্তাব আছে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এটা ঠিক নয় যে, টি, এন, ভি, পরে গঠিত হয়েছে। এই টি, এন, ভি, অনেক আগেই গঠিত হয়েছিল।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা গেছে যে উপজাতি যুব সমিতির কিছু কিছু সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আত্মসমর্পন করেছিলেন। এবং গণমুক্তি পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এখনো যারা এই যুব সমিতিতে রয়েছেন তাদের সদস্যরা যাতে তাদের ভুল পথ ছেড়ে দিয়ে সঠিক পথে আসতে পারেন সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন বর্তমান প্রশ্ন উত্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্ন এখানে অ .াসঙ্গিক।

• শ্রীবাদীন্দ্র দেববর্মা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বংলাদেশ থেকে কিছু টি, এন, ভি, র সদস্যরা ছুটি নিয়ে এসে আত্মসমর্পন করেছেন, তাদের সংখ্যা কত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? দ্বিতীয়তঃ যারা আত্মসমর্পন্ করেছিলেন তাদের আত্মসমর্পনের পর দেখা গেছে যে ত্রিপুরার খুন, সন্ত্রাস এবং ডাকাতি, রাহাজানি বেড়ে গেছে। এই রকম গতকালকেও একটি ঘটনা ঘটেছে। সাউথ ত্রিপুরার বেলবাড়ীর কাছে একটি আক্রমণ সংগঠিত হয়। এই আক্রমণ কারা করেছে—টি, এন, ভি, না এ, টি, পি, এল, ও, করেছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, সংখ্যাটা আমি এখানে বলতে পারছি না। কতজন আত্ম-সমর্পণ করেছেন টি এন, ভি, এর পক্ষ থেকে। স্বাভাবিক অবস্থা অনেকখানি ফিরে এসেছে, এই কথা আমি বলেছি। তৃতীয় যেটা বলেছি বেলবাড়ীর সামনে ঘটেছে, তারা গাদা বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিল এবং ড্রাইভার যখন তাড়া করে তখন চলে যায়. এটা হতে পারে যে স্থানীয় একটা গ্রুপ করেছে। টি, ইউ, জে, এস,-এর মধ্যে যারা বিরূপ প্রতিক্রিয়াশীল তারাও হতে পারে। আঠারবাড়ীর একটা ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে

না। এটা তারই প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর সঙ্গে টি, এন, ভি, বা উগ্রপন্থীদের সম্পর্ক আছে মনে করি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : কিছুদিন আগে জেলখানায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর টি, এন. ভি, নেতাদের সঙ্গে আত্মসমর্পণ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তার ফলাফল কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার জেলখানার আমি ভিজিটকার। সেটা টি, এন, ভির, এর সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে নয়। সব এলাকার দেখেছি, অনেক কয়েদীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং চুনী কলই এর সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। কিন্তু তার আত্মসমর্পনের কথা উঠেনি। তার মামলা কোর্টে উঠেছে। বেশ কয়টা মামলা তার বিরুদ্ধে আছে। এটা কিছু কিছু পত্রপত্রিকায় সাজিয়ে গুছিয়ে লিখেছে। তবে একথা ঠিক যে চুনী কলই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময়ে বলেছে যে তিনি ভুল পথে চলেছিলেন এবং তিনি নিজেকে আত্মসমালোচনা করার মুডে রয়েছেন এটা বুঝতে পারলাম।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ ইং এর জানুয়ারী থেকে ১৯৮৩ ইং এর নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং এতে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে?

২। খননকৃত গভীর নলকূপের মাধ্যমে কয়টিতে আদৌ জল উঠেনি?

১। মোট ১৭০টি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং এতে মোট এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ বাহান্ন হাজার সাতশত আটত্রিশ টাকা (১,৭৫,৫২,৭৩৮ টাকা) খরচ হইয়াছে।

২। ৪টি।

শ্রীতরণীমোহন সিন্হা—এই গভীর নলকূপে জল না উঠার পরেও সেই পাইপ মাটির নীচে রেখে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে কাঞ্চনবাড়ীতে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এটা গভীর নলকূপ, এটার পাইপ ছিড়ে গিয়েছিল এবং লেটেস্ট খবর হলো এই শ্যালো টিউবওয়েলের পাইপগুলি নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—ধর্মনগরে জলেবাসাতে একটা গভীর নলকূপ বসানোর পর, এই নলকূপ যখন ফেলুয়ার হয়ে গেল তখন সেখানে একজন পাম্প অপারেটর দেওয়া হয়েছে। যখন প্রমাণ হয়ে গেল এটা কাজে লাগছে না তখন এই পাম্প অপারেটর দেওয়া হলো কেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটা অন্য একটা স্কীমের সম্পর্কে। কাজেই আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব।

শ্রীজওহর সাহা :—বিলোনীয়ার মতাই এলাকায় কয়টি শ্যালো টিউবওয়েল হয়েছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কয়টা চালু করা হয়েছে এবং—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা ডীপ্ টিউবওয়েলের ব্যাপার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—অমরপুরে কয়টা গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে ফর ইরিগেশান ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, ব্রেক আপ আমার কাছে নেই। তবে বলেছি, ১৭০টা করেছি।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—কুমারঘাট ব্লকের উত্তর দিকে যে গভীর নলকূপটা অচলাবস্থায় রয়েছে সেটার দরজা জানালা ভেঙ্গে পড়ছে, সেটা জানেন কিনা মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—সব হিস্ট্রি আমার কাছে নেই।

শ্রীভানুলাল সাহা :—পুরাতন রাজনগর, দেশবন্ধু কলোনী, কদম কলোনী, এস. সি আদর্শ কলোনী এবং বিশালগড় ব্লকের মধ্যে মধ্যে কিছু গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। কিন্তু এখনও সেগুলিতে বিদ্যুতের কানেকশান দেওয়া হয়নি। ফলে সেখান থেকে জলের সুযোগ কেউ নিতে পারছে না। এই ব্যাপারে কোন দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, একটা লিফট ইরিগেশান বা একটা ড্রিন্কিং ওয়ারের জন্য যে নলকূপ করা হয় (গভীর) সেটা করতে দুই থেকে ছয় বৎসর লেগে যায়। এবং এই যে কো-অর্ডিনেশান পাবলিক হেলথের সঙ্গে বা ইরিগেশনের সঙ্গে পাওয়ারের, এটা যে সব সময়ই সার্থকভাবে হয়, তা নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে হয় এবং বিদ্যুতের কিছু অসুবিধা আছে, যদিও আমরা জল সেচের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাহলে তো দেখা গেল বিদ্যুতের লাইনটা রেডি হয়েছে, কানেকশান রেডি হয় নাই। এই অসুবিধা আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাব্রুম মহকুমার শাকাইবাড়ীতে যে ডীপ টিউবওয়েল হয়ে গেল সেটা ওভার ফ্লো হয়ে যাওয়ায় সেখানে একটা বিরাট জলাশয়ে পরিণত হয়েছে এবং চায়ের পক্ষে ক্ষতি হচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি করছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, উনি কি প্রশ্ন করলেন বুঝতে পারিনি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করার সময় স্পষ্ট করে করবেন। মাননীয়া সদস্যা মহারাণী বিভু কুমারী দেবী এবং বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ২৩০

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ২৩০

প্রশ্ন	উত্তর
1. How many persons were murdered immediately after the Assembly Election of 1983, i.e. January to 30th November, 1983 ?	১২৩ জন
2. Howmany were arrested in connection with the said murder ?	৩১৩ জন

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী এই ১২৩টি মার্ডার-এর মধ্যে ক'টির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক খুন বলে সরকার মনে করেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতী রত্নপ্রভা দাস

শ্রীমতী রত্নপ্রভা দাসঃ —কোয়েশ্চান নং ২৩২

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ২৩১

প্রশ্ন	উত্তর
১। এটা কি সত্যি যে ১৯৮০ সালে পশ্চিম সিমনার সুন্দর টিলা এলাকায় লক্ষাধিক টাকা খরচ করে যে নলকূপ তৈরী করা হয়েছিল তা থেকে জল সরবরাহ করা হয় না ?	না, জল সরবরাহ হইতেছে।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর কারণ ?	প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী

শ্রীসমর চৌধুরী—কোয়েশ্চান নং ২৫৭

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ২৫৭

প্রশ্ন	উত্তর
১। চড়িলাম কেন্দ্রের বিধায়কের বিরুদ্ধে কি কি প্রকারের কয়টি অভিযোগ বিশালগড় থানায় লিপিবদ্ধ আছে ?	৪টি অভিযোগ— যথাঃ — (১) গত ৭-৪-৮৩ ইং তারিখে শ্রীমতিলাল সাহা (বর্তমান বিধায়ক) অন্যান্য ১৫/২০ জন সহ বিশালগড-এর সি, পি, আই, (এম) অফিস, শ্রীভানুলাল সাহার বাড়ী, শ্রীমনিন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীভুবন চক্রবর্ত্তীর দোকান আক্রমণ এবং পেট্রোল দিয়া অগ্নি সংযোগ (২) গত ১৭ ১০ ৮৩ ইং রাত্রি প্রায় ৭টা ৩০ মিনিট সময় শ্রী সাহা কতিপয় কংগ্রেস (আই) সমর্থক সহ চড়িলাম সি, পি, আই (এম) অফিস আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত করা (৩) গত ১৯-১০-৮৩ ইং বেলা প্রায় ১১-৩০ মিঃ সময় শ্রী সাহা একদল কংগ্রেস (আই) সমর্থক সহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া চড়িলাম শ্রীরাখাল দেবনাথের বাড়ী আক্রমণ করে বোম বিস্ফোরণ এবং বল্লমের আঘাতে শ্রীরতিরঞ্জন রায়কে আহত করা এবং (৪) গত ১৩-১১-৮৩ ইং (সম্ভবত নির্বাচনের দিন) বেলা প্রায় ১০টা হইতে ১০-৩০ মিঃ মধ্যে শ্রী সাহা ৩০/৪০ জন লোক সহ রাংগাপানিয়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট চলার সময় সি, পি, আই (এম) সমর্থক ভোটারদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ এবং সি, পি, আই (এম) পোষ্টার এবং কাগজ পত্র নষ্ট করা।

প্রশ্ন	উত্তর
২। এর মধ্যে attempt to murder এর অভিযোগ রয়েছে কি ?	না,
৩। উক্ত অভিযোগটির ভিত্তিতে উক্ত বিধায়ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শ্রীমতিলাল সাহার বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, যেহেতু তখন নির্বাচন চলছিল সেজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে ৪টি অভিযোগ বিশালগড় থানায় লিপিবদ্ধ আছে— সেই অভিযোগগুলি উদ্দেশ্যমূলক বলে সরকার মনে করেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, একটা নূতন খবর মাননীয় সদস্য দিলেন নির্বাচিত করা ভোটারদের কাজ আর পুলিশের কাজ হল অভিযোগ দায়ের করা এবং পুলিশ সেটা করেছে। এখন এইসব অভিযোগের বিচার করবেন কোর্ট। ভোটারদের দ্বারা কোন পুলিশের অভিযোগের বিচার হয় না।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিগত ১-৪-৮৩ ইং হইতে ১০-১১-৮৩ ইং তারিখের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার সংগে জড়িত এই রকম ৪টি অভিযোগ মাননীয় বিধায়ক মতিলাল সাহার বিরুদ্ধে রয়েছে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু আমি জানতে চাই গত ১-৪-৮৩ ইং প্রকাশ্য দিবালোকে বিধায়ক পরিমল সাহাকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এইসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল, এটা জানাবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা খুব দুঃখজনক যে একজন বিধায়ককে সন্ত্রাসের কাজে উৎসাহিত করা হবে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নং ৭১

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : —কোয়েশ্চান নং ৭১

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর সহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য যে প্রকল্পের কাজ সরকার হাতে নিয়েছেন তাহার কাজ শুরু হতে আর কতদিন লাগবে বলে আশা করা যায় ?	নির্দিষ্ট সময় বলা সম্ভব নয়।
২। এ' প্রকল্প কার্যকরী হলে কত সংখ্যক মানুষের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবে ?	প্রকল্প চালু হলে পর আনুমানিক ৩৩,000 জন উপকৃত হবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই প্রকল্প চালু হলে ধর্মনগর সহর এবং পার্শ্ববর্তী কত কিলোমিটার এলাকার লোক উপকৃত হবে জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার এখনও এই প্রকল্প-এর স্কীম তৈরীর কাজ চলছে এবং টাকার ব্যবস্থা হয় নাই। এজন্য প্রায় ৭ লাখ টাকা লাগবে এবং ৫.০৯ একর জমি একুইজিশান-এর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেজন্য সেকশান ৪এ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ল্যাণ্ড একুই-জিশান হলে পরে প্রশ্ন আসবে টাকা, টাকার ব্যবস্থা হলে আমরা কাজ হাতে নিতে পারব এবং এটা চালু হলে প্রায় ৩১,০০০ হাজার লোককে জল সরবরাহ করা যাবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যেহেতু এই প্রকল্পটি ২ বছর আগেই কর্তৃপক্ষ হাতে নিয়েছে এবং এটাকে শেষ করার জন্য কোন সরকারী উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না —কাজেই এই প্রকল্পটি আদৌ চালু হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমরা চিন্তাভাবনা করছি, কিন্তু বড় সমস্যা হল টাকা কোথা থেকে আসবে। এই ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছি, উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বিভিন্ন জায়গায় গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। আমাদের কমলপুরেও বসানো হয়েছে। কিন্তু কোনটাতে জল কম আসছে, কোনটা বন্ধ আছে. এগুলি চালু করার জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ? কারণ ব্লকে যে বি. ডি. সির মিটিং হয় তাতে নর্থ ডিস্ট্রিক্টের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ঐ মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন না। যার ফলে গাঁও প্রধান ও ব্লক কর্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের পক্ষ থেকে পরবর্তী কি উদ্যোগ নেওয়া হবে, সেটা জানাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি গ্রামীণ জল সরবরাহের জন্য আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা হয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করছি আমাদের যে প্রকল্পগুলি আছে সেগুলি চালু করার জন্য। চেষ্টা আমাদের আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী : মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৫৬, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৫৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ৭ই এপ্রিল '৮৩ ইং থেকে এ পর্যন্ত বিশালগড় থানায় মোট কয়টি জি. ডি. এনট্রি এবং ফার্স্ট ইনফরমেশন ডাইরী করা হয়েছে ?	১। গত ৭ই এপ্রিল ১৯৮৩ ইং হইতে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৪ ইং পর্যন্ত মোট ৩১৩টি এফ. আই. আর এবং ১০৫টি জি. ডি. এণ্ট্রি নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। উক্ত অভিযোগগুলির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	২। এফ. আই. আর-এর বর্ণিত অভিযোগগুলি তদন্ত করে অপরাধীদের ধরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি জি. ডি. এন্ট্রির ঘটনা তদন্ত করা হইয়াছে। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ৩৬টি জি. ডি. এন্ট্রির ক্ষেত্রে অভিযোগ পত্র আদালতে দাখিল করা হইয়াছে। বাকী উনসত্তরটির ক্ষেত্রে এফ আই. আর না থাকিলেও বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ পত্র আদালতে দাখিল করা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই অভিযোগগুলিতে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কতজনকে কোর্টে প্রোডিউস করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই তথ্য এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, কোর্ট থেকে জামীনে মুক্ত হয়ে কতজন বাহিরে এখন ঘুরাফেরা করছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত এবং এফ, আই, আর, করা হয়েছে, অথচ তারা পুলিশের চোখের সামনে গ্রেফতার এড়িয়ে চলফেরা করছে এবং যারা জি. ডি. আর করেছে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তুলে আনার জন্য, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিশালগড অঞ্চলে এবং চড়িলামে বিভিন্ন রকমের সন্ত্রাসমূলক কাজ চলছে। অনেকেই রিপোর্ট করেছেন ওরা থানায় যেতে সাহস পাচ্ছেন না। বিশালগড়ে কংগ্রেস (আই) কিছু সমাজবিরোধী সেখানে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। কাজেই এই সম্পর্কে সরকার ওয়াকেবহাল। এমন কি মাননীয় সদস্যরা দেখেছেন যে, খুনের আসামী তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না, বিধায়কের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কিছু সমাজবিরোধী এই হাউসে এসেছিল। এটা দুঃখজনক। আমরা চেষ্টা করছি আসামী যারা তাদেরকে কিভাবে গ্রেপ্তার করা যায়।

মিঃ স্পিকার :—শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ইনটারেষ্টেড। কোশ্চেন নং ২৫২, হোম (পুলিশ) ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশ্চেন নং ২৫২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ওয়েস্ট আগরতলা পি. এস. কেজ নং ১(৫) ৮৩ ইং ইউ/এস ৩৬৩/৩৪/৩৬৬ মামলার কুমারী দীপারাণী পালকে উদ্ধার করা হয়েছে কি না ?	১। না

প্রশ্ন	উত্তর
২। হইয়া থাকিলে দীপারানী পাল বর্ত্তমানে কোথায় আছে, এবং	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। দীপারানী পালকে যাহারা হরণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?	৩। অভিযুক্ত ৮জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তর শেষ। সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়েছে।

রেফারেন্স পিরিয়ড।

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে মাননীয় বিধায়ক শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের একটি নোটিশ আমি পেয়েছি রেফারেন্সের উপর। অদ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হল :— "সাম্প্রতিক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ৮ লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারকে দাঁড়িয়ে তার বিষয়টি সভার উত্থাপন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি সাম্প্রতিক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ৮ লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান্ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা উপজাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশনের পাঁচ লক্ষ টাকার 'খ' শ্রেণীর শেয়ার কেনার জন্য ৭/১০/'৮৩ ইং তারিখে ৩২১ নং বিল উপজাতি উপকর্ত্তা,উপজাতি কল্যাণ অধিকার পাশ করেন এবং উক্ত বিলটি শ্রীদয়াল সুন্দর দাস, এল, ডি, সি (ক্যাশিয়ার) যিনি বর্ত্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আছেন, তাকে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে উক্ত টাকা তুলে কর্পোরেশনকে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শ্রীদাস স্টাট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, আগরতলা শাখা থেকে উক্ত টাকা ১২/১০/'৮২ ইং তারিখে তোলেন। কিন্তু ক্যাশ বইয়ে (কেশ বুক) উক্ত টাকা তোলার তারিখ ৩১/৩/৮৩ ইং দেখান। তিনি উক্ত টাকা উপজাতি কল্যাণ উপ অধিকর্ত্তাকে নগদে দেখাতে পারেন নি। এতে সন্দেহ করা হয় যে শ্রীদাস উক্ত তহবিল তছরূপ করেন।

শ্রীদশরথ দেব :—শ্রীদাস ৩১-৩ ৮৩ ইং তারিখে ক্যাশ বইয়ে নগদ টাকার পরিমাণ আট লক্ষ তিন হাজার সাতশত এক টাকা নিরানব্বই পয়সা দেখান। এই তহবিল থেকে তিনি কোন টাকা বিলে করেছেন কিনা তা যথাযথভাবে তদন্ত সাপেক্ষ এবং সেই জন্য তছরূপকৃত মোট অর্থের পরিমাণ এখনই বলা সম্ভব নহে। এছাড়া আরও এক লক্ষ এক হাজার ন'শ পঁচাত্তর টাকা আঠার পয়সা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পশ্চিম আগরতলা থানায় এই পরিপ্রেক্ষিতে ৪০৯ নং আই, পি, সি, ধারা মোতাবেক ৪৫ ১১)৩ ৮৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমা দায়ের করার পর থেকে শ্রীদাস পালাতক অবস্থায় থাকেন। পুলিশ তার সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করে এবং তার সম্পত্তি ক্রোক করার পর শ্রীদাস ১৬-১২ ৮৩ ইং তারিখে আদালতে আত্মসমর্পন করেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনি এখন পুলিশ হেপাজতে আছেন।

উপজাতি কল্যাণ অধিকারের হিসাবপত্রের বিশেষ অডিটের জন্য ত্রিপুরা সরকার অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে একাউন্টেন্ট জেনারেল, ত্রিপুরাকে অনুরোধ করেছেন। উক্ত হিসাব পরীক্ষা শেষ হলে শ্রী দয়াল সুন্দর দাস এল, ডি, সি ক্যাশিয়ার কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন তা জানা যাবে।

যাদের সহযোগিতায় এই তহবিল তছরূপের ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও যথাযথ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— এই যে তছরূপ এটা তো এক দিনের ব্যাপার নয়। দেখা যায়, আদিবাসীদের উন্নয়নের নামে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় এই টাকা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তছরূপ হচ্ছে। এর ফলে তাদের উন্নতি ব্যহত হচ্ছে। এই রকম তহবিল তছরূপ শুধু মাত্র উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরেরই নয়, কাঞ্চনপুর ইন্সপেকটর অব স্কুলস

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি এখানে যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার উপরই পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন রাখুন। ইন্সপেকটর অব স্কুলসের নামে রাখতে দেওয়া হবে না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ভাবে টাকা তছরূপের ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কর্মচারীদের ভেতরে চলছে। এতে কি প্রশাসনের দুর্নীতি ধরা পড়ছে না? প্রশাসনের শৈথিল্যের জন্যই কি এই ব্যবস্থা চলছে না? কাজেই প্রশাসনতো কৌলুষমুক্ত নয়। অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারাল্যের রিপোর্টেও ধরা পড়েছে, ১৯৮১ ৮২ পর্য্যন্ত ৪ কোটি টাকার উপরে রিক্যুইজিশান

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারেলের রিপোর্টকে বিকৃতি করে যে সব বক্তব্য রাখছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এখানে যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার উপর পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান রাখুন এ জি. এর রিপোর্ট বা অন্য কোন কিছুতে যাবেন না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—এই যে রিক্যুইজিশান সার্টিফিকেট—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : আমি আবার পয়েন্ট অব অর্ডার তুলছি, মাননীয় সদস্য যদি অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে চান, তাহলে করা যাবে। তবে এখানে নয়। আপনার এই বিবৃতি সম্পূর্ণ অসত্য এবং এতে হাউসকে উত্তেজিত করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—অডিট রিপোর্ট পি এ সি. দেখবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—এই যে ৮ লাখ টাকার উপরে তছরূপ হয়েছে সেটা তো একদিনের চেষ্টায় হয় নি। এই তছরূপের পেঁছনে সরকার বা বামফ্রন্টের কিছু লোকের

হাতছানি আছে এবং পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছেন এটাই প্রমাণিত হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কোন অবস্থায়ই প্রমাণিত হচ্ছে না, বামফ্রন্টের লোক দুর্নীতি করছে। একজন অফিসার দুর্নীতি করেছে এবং সে সঙ্গে একজন কর্মচারী জড়িত আছে। সরকার সমস্ত বিষয়ই দেখছেন এবং এ ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীতাপুলাল সাহা : –মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতিতে বলেছেন, উপ-অধিকর্তা ঐ দপ্তরের টাকা তোলার জন্য রিটেন দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ঐ দপ্তরের ক্যাশিয়ার প্রণালি খরচ করেছেন কিনা তা খতিয়ে .... দেখেননি, যার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আমি এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি হলে এই ব্যাপারে আমি হাউসের সামনে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই এই জন্য যে, কোন সন্দেহ নেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং দুঃখ-জনক। এবং এটাও ঠিক এক দিনে নয় দীর্ঘ দিনে একজন নন একটি চক্র এটা করেছেন। তদন্ত হলেই বেরিয়ে আসবে। কিছু কিছু কাগজ সরকারের হাতে এসেছে যার ফলে এক বা একাধিক ব্যক্তি আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। তদন্তের পর দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে। মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই ঘটনার আগে কতকগুলি ফিন্যান্সিয়্যাল রুলস্ সব অফিসারের জন্যই বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, ক্যাশ টাকা তোলা বন্ধ ছিল, তা সত্ত্বেও ঐ ভদ্রলোক কি করে তুললেন সব কিছুই বের করতে হবে। বামফ্রন্টের লোকদের এ ব্যাপারে কোন হাতই নেই। বরং প্রশাসনের মধ্যে যে সব সুখময় বাবুর আমল থেকে চোরগুলি রয়েছে তাদের বাঁকা হাত এখনও শুদ্ধ করতে পারিনি। আমরা যদি এই সব বাঁকা হাতগুলি শুদ্ধ করতে পারতাম, তাহলে যিনি কলিং এটেনশান এনেছেন.........তাদের লোকদের সরাতে পারতাম। শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এইসব দুর্নীতি বন্ধ করতে।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী কালী কুমার দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো-

'মেলেমা ব্লকে তৈতুমার চাকমাপাড়া, গঙ্গানগর, কর্ণমনি, সিদ্ধিপাড়া ইত্যাদি গাঁও সভাতে এস, আর. ই, পি কাজ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :- মিঃ স্পীকার স্যার. আমি সদস্য শ্রী কালিকুমার দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি

সালেমা ব্লকের অন্তর্গত মোট ৪৮ টি গাঁও সভা আছে। উক্ত ৪৮টি গাঁও সভার সবকয়টিতে বর্তমান আর্থিক বৎসরের ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ১, ৫২, ৪১৪ শ্রম দিবসের (যাহার অনুমিত ব্যয় ১৩, ২৫, ৬৭১ টাকা ৩৪ পয়সা) কাজ এস, আর. ই.পি. ও এন, আর ই, পি'-র প্রকল্প মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত ৪৮টি গাঁওসভার মধ্যে ৩৭ টি গাঁও সভায় বর্তমান সময়ে এস. আর. ই. পি, এন. আর. ই. পি প্রকল্পের কাজ চালু আছে এবং এই ৩৭ টি গাঁও সভার মধ্যে প্রশ্নে উল্লেখিত চাকমা পাড়া কর্ণমুনি পাড়া এবং গঙ্গানগরও অন্তর্ভুক্ত। বাকি এগারটি গাঁওসভায় এস. আর. ই, পি, এন. আর, ই. পি. প্রকল্পের কোন কাজ চালু অবস্থায় নাই। যার মধ্যে তেতৈমা এবং সিদ্ধিপাড়া গাঁওসভাও অন্তর্ভুক্ত। তবে গত অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে উক্ত সবকটি গাঁওসভাতে ধুতি শাড়ী প্রকল্প অনুসারে এস. আর. ই পিতে কাজ করান সম্ভব হইয়াছিল এবং আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যে যে গাঁও সভার ওয়ার্ক অর্ডার প্রস্তুতাধীন তার মধ্যে প্রশ্নে উল্লেখিত সিদ্ধিপাড়া এবং তেতৈমা গাঁও সভাও অন্তর্ভুক্ত।

৩৭টি গাঁও সভার এস. আর ই, পি., এন. আর ই. পি. প্রকল্পাধীন যে সমস্ত কাজ বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে তার বিস্তারিত বিবরণ উক্তরূপ। প্রকাশ থাকে যে বর্তমান মাসের ৩য় সপ্তাহে সালেমা ব্লকে এস. আর. ই. পি. প্রকল্পের কাজ রূপায়নের জন্য আরও ৫০ হাজার টাকা মজুরী দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী কালিকুমার দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পূজার সময় থেকে আজ পর্যন্ত কাজ দেওয়া হয়নি। আমি দেখেছি, ওখানে কোন প্যাডি ল্যাণ্ড নেই যে গরীব মানুষেরা বাঁচতে পারে। তার উপর এস. আর. ই. পি. বা এন. আর. ই. পি কাজ যদি ওখানে না দেওয়া হয় তাহলে সেখান কার গরীব মানুষের কি করে বাঁচবে? সেখানকার গরীব মানুষেরা যাতে বাঁচতে পারে তার জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— মীঃ স্পীকার স্যার, শুধু এই দুইটা গাঁও সভাই না, ঐ অঞ্চলে আরও ১০টা গাঁও সভা আছে। তার মধ্যে কোন কোন জায়গাতে বাঁধের কাজ চলছে, কোন কোন জায়গাতে ছোটখাট কাজ চলছে। তবে অসুবিধা হল তৈতুমায় ও সিদ্ধিপাড়া গাঁও সভা গঙ্গানগর বাজার থেকে অনেক দূরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। সেখানকার প্রধানরা সময়মতো বি. ডি. ওদের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন না বা যখন সেখানে বি, ডি ও বা ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার বা অন্যান্য কর্মীরা যান তখন প্রধানদের সেখানে পাওয়া যায় না। গত ১৬ই ডিসেম্বর সে অঞ্চলগুলিতে বি. ডি. ও. এবং এস ডি. ও. গিয়েছিলেন, তখন উনারা এই ঘটনাটি জানতে পারেন। তখন সেখানে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি দুঃখিত যে পূজার পরেও দুইমাস অতীত হয়ে গেল অথচ সেখানে কাজের কোন ব্যবস্থা হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি গত মাসে সেখানে একবার গিয়েছিলাম এবং সেখানে সমস্ত অফিসারদের নিয়ে একটা মিটিং করি। সেই মিটিং পি. ডাবলিউ. ডি, ফরেস্ট এস. ডি, ও

বি ডি.ও, কিছু পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এবং অন্যান্য কর্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই মিটিং-এ আমি পরিষ্কার ভাবে বলেছি, এই সমস্ত দুর্গম এলাকাতে যাতে সব সময় কাজ দেওয়া হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে এবং খুব তাড়াতাড়ি। তার জন্য আমি ৫০ হাজার টাকা পারটিকুলারলী এই সমস্ত জায়গাগুলিতে কাজ দেওয়ার জন্য মঞ্জুর করেছি।

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, দুর্গম এলাকাটি ব্লক থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। কিন্তু সব সময় সে অঞ্চলে কাজ দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : -মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় সদস্যদের আমি বলছি যে গঙ্গানগরকে ভিত্তি করে যে ১০টা গাঁও সভা আছে সেগুলি খুবই দুর্গমাঞ্চল এবং বাংলাদেশের কাছাকাছি। বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত দুস্কৃতকারীরা আসে তারা এই রোডটাকে ব্যবহার করে এবং গঙ্গানগর বাজারকেও তারা একবার আক্রমন করেছিল আমরা চেষ্টা করছি, একটা সাব ব্লকের মত গঙ্গানগরকে ভিত্তি করে করা যায় কিনা, যাতে এখানে একজন অফিসার রেখে কাজ তদারকি করা যায়। এই সব এলাকাতে এমনকি ট্রাইবেল শিক্ষক যারা আছেন তারাও এই এলাকায় থাকতে চাননা। এ্যাজ এ মেটার অব ফ্যাক্ট শিক্ষক যাদের আমরা দিয়েছিলাম অধিকাংশ স্কুল থেকে তারা চলে আসেন। তাদের উপর বিভিন্ন ভাবে চাঁদা আদায়ের জুলুম করা হয়। এই কারণেই এই এলাকায় গঙ্গানগরকে ভিত্তি করে একটা সাব-ব্লক করা হবে এবং তার সঙ্গে পঞ্চায়েতগুলিকে যুক্ত করা হবে যাতে তারা সেখানে যেতে পারেন এবং কাজের তদারকি করতে পারেন ও ঐ এলাকায় যে, ১০ টা পঞ্চায়েত আছে সেগুলির মধ্যে সারা বছর কাজের তদারকি করা যায়।

শ্রীজওহর সাহা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সালেমা ব্লকের অধীনে তৈদুমাস, চাকমাপাড়া, গঙ্গানগর, কর্ণমনি, সিদ্ধিপাড়া এই গাঁওসভাগুলি আছে সেগুলিতে দীর্ঘদিন যাবৎ এস. আর. ই. পি বা এন. আর ই. পিতে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। ঠিক এমনি করে অমরপুরের মধ্যে আমরা দেখেছি এস. আর. ই. পি বা এন আর. ই. পিতে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। এই সকল দুর্গম অঞ্চলগুলিতে কাজ দেওয়ার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়, সে টাকা দিয়ে এই এলাকাগুলিতে কোন কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে ভিন্ন বিষয় নিয়ে ক্ল্যারিফিকেশান চাইছেন, তার জবাবতো কোন মন্ত্রী মহোদয়ই দিতে পারবেন না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যে গ্রামগুলির কথা এখানে বলা হয়েছে, তার বাইরে কোন জায়গার নাম বললে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের উত্তর দিতে অসুবিধা হবে। আপনি উল্লিখিত গ্রামগুলির উপরেই আপনার ক্ল্যারিফিকেশান সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীজওহর সাহা : -সালেমা ব্লকের অধীনে যে গাঁওসভাগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলির উপর ভিত্তি করেই আমি বলছি যে আমার অমরপুর ব্লকের লোকেরাও কোন কাজ পাচ্ছে না। ফলে ব্লকের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, সালেমা ব্লকই বলুন, আর গঙ্গানগর বা

রাজনগর ব্লকই বলুন যে টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে সে টাকা দিয়ে এই সকল গাঁওসভাগুলিতে এস. আর. ই. পি.তে যে কাজ ৫ দিনের বেশী কাজ করানো সম্ভব হয় না। ফলে আমি জানতে চাইছি, এই সমস্ত ব্লকগুলিতে যাতে সব সময় কাজ দেওয়া যায় বিশেষ করে যখন খাদ্যাভাব থাকে, সালেমা ব্লক, অমরপুর ব্লক, গণ্ডাছড়া ব্লক তথা রাজ্যের সমস্ত ব্লকগুলিতে, তার ব্যবস্থা করা হবে কিনা এবং এই সমস্ত ব্লকগুলিতে আরও অতিরিক্ত টাকার বরাদ্ধ করে আরও সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—স্যার, এই প্রশ্নের সংগে এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই আমি এর জবাব দিতে পারছি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই সমস্ত গাঁওসভাগুলিতে প্রচুর জুমিয়ারা আছেন। যে সমস্ত জুমিয়ারা জুম চাষে বাধা হয়েছেন, জুম তাদের নষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্ত এস, আর, ই পি'র কাজে চাউল সরবরাহ করা খুবই কষ্ট হচ্ছে ব্লক অফিসারদের কারণ এস, আর, পিতে যে পরিমান চাউল দিতে হবে সেই পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে না। ফলে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার ফলে সেই সমস্ত এলাকাতে যে সমস্ত শ্রমিকরা এবং গ্রামের গরীবরা এস আর, ই পির কাজ পাচ্ছেন তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। নগদ টাকা পেয়েও তাদের পক্ষে অসুবিধে হচ্ছে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—স্যার, এই ব্যাপারে আমার কাছে তথ্য নেই, তবে চেষ্টা করবো খাদ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাতে গঙ্গানগরে আমাদের বর্ত্তমানে যে গোডাউন আছে সেই গো-ডাউন যাতে চাউল মজুত রাখা যেতে পারে তাঁর জন্য আমি চেষ্টা করবো।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণীতে নোটিশের উপর মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"সাব্রুমে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে রবিশষ্য উৎপাদনে জলসেচ বিঘ্নিত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : সাব্রুম মহকুমার মোহনছড়ায় ৪টি গভীর নলকূপ ও ৯টি বিদ্যুতের সাহায্যে রিভার লিফট এবং ৫টি ডিজেলের সাহায্যে রিভার লিফট চালু আছে। এই প্রকল্পগুলির সাহায্যে ৬৪১ হেকটার জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। তার মধ্যে গত বছর ২১৭ হেকটার জমিতে রবি ফসল হয়েছে। গত ২৮.১১.৮৩তে এই সমস্ত প্রকল্প পর্য্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে আমলীঘাটের রিভার লিফট প্রকল্প এবং মেরুছড়ার গভীর নলকূপ প্রকল্প বিদ্যুৎগুলির গোলযোগের জন্য সঠিকভাবে চালু রাখা যাচ্ছে না। বর্ত্তমানে মোহনছড়ার উন্নতি হয়েছে এবং সমস্ত প্রকল্প চালু আছে। প্রকল্পগুলির নাম দেওয়া হলো :—

১। সাতচাঁদ ২। সাতবাড়ী ৩। বুড়াতলী ৪। মেরুছড়া, বিদ্যুৎচালিত রিভার লিফট চালিত মনুবংকুল ১ নম্বর, ডলুবাড়ী, সিন্ধু পাথার, উত্তর বংকুল, বাবুগ্রাম, দেওয়ানডেপা, চাগ্রিতা মনুবংকুল ২নম্বর, আমতলীঘাট দক্ষিণ বুড়াতলী ডিজেল চালিত রিভার লিফট পদ্মপুর ১ নম্বর, পদ্মপুর ২ নম্বর, গোবিন্দমঠ ১ নম্বর, গোবিন্দমঠ ২ নম্বর, গোবিন্দ মঠ ৩ নম্বর।

৫টি ডিজেল চালিত পাম্পকে বৈদ্যুতিক পাম্পে পরিণত করার পরিকল্পনা আছে। তার জন্য আনুসঙ্গিক কাজ চলিতেছে। ইহা ব্যতীত ২১ টি অগভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে। তার মধ্যে ১৩ টি কো-অপারেটিভকে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। ১৩ টি এখনও একচুয়্যালি চলছে না। ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারীর আগে সাব্রুম মহকুমায় এইরূপ কোন পরিকল্পনা ছিল না। এই ১৮টি প্রকল্প গত ৬ বছরে করা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে বেতাগাতে একটি রিভার লিফট প্রকল্পের কাজ শুরু হইয়াছে এবং রূপাছড়িতে একটি গভীর নলকূপ খননের কাজ আরম্ভ হইবে। এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যে, সাব্রুম ত্রিপুরার বিদ্যুত উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার এক সুদূর প্রান্তে অবস্থিত। উদয়পুর-সাব্রুম-সড়ক পথে বরাবরই কিছু প্রতিবন্ধক রয়েছে। উদয়পুর হইতে সাব্রুমে দূরবর্তী পাম্পের দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। সবচেয়ে অসুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে অধিক দূরত্ব কখনও কখনও কারীগরী অসুবিধার সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে দুস্কৃতকারিদের অবৈধ ক্রিয়াকলাপের ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মুখ্য কারন। অসুবিধা সৃষ্টির জন্য গাছকাটা ও বাশ ছুড়ে মারা নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার। এলাকার লোকদের এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতির দ্বারা সমস্যার সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সঠিকতার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন মনুবাজার পর্যন্ত টানা হয়েছে। আরও কয়েকটি লাইন আমরা করেছি এবং মনুবাজার ও বগাফার মধ্যে ৬৪ কে, ভি সাব-ষ্টেশন করা হচ্ছে। ঐ কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে। শতকরা ৯০ ভাগের বেশী বিদ্যুৎ মিনারের কাজ বগাফা থেকে মনুবাজার পর্যান্ত স্থাপন করা হয়েছে এবং তার লাগানোর কাজও সহসাই শুরু করা হবে। সাব ষ্টেশন সহ বড বড় লাইন স্থাপন করলে সাব্রুমসহ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যে কেবলমাত্র বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত হবে তা নয়, ইহা এই এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহের সর্বাধিক উন্নয়ন ও সাহায্য করবে। সেচ প্রকল্পে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য পর্ষদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে অর্থাভাবে নিবিড উন্নয়নের জন্য পর্য্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা যাচ্ছে না, যার জন্য দূরবর্তী লাইনগুলি মেইনটেইন করা অসুবিধা হচ্ছে। বিদ্যুৎ লাইনের কাঠের খুটিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পর্য্যায়ক্রমে এইগুলি পি, সি, সি, লোহার খুটি বদলানো হচ্ছে। সেচ প্রকল্পের পরিচালনার জন্য স্কীম কমিটি, জেলাস্তরে এবং রাজ্যস্তরে পর্য্যালোচনা কমিটি গঠিত হয়েছে।

সুনীল কুমার চৌধুরী—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৪টি গভীর নলকূপ হয়েছে। সেই ৪টির মধ্যে একটা হচ্ছে মোহরছড়া। যেটার মধ্যে বিদ্যুতের কানেকশন এখনও সঠিকভাবে সেখানে পৌঁছায়নি। তারপর হচ্ছে লিফট ইরিগেশন ৫টি ডিজেল চালিত পাম্পকে বৈদ্যুতিক পাম্পে পরিনত করা এই স্কীমগুলি আছে, কিন্তু কথাটা

হচ্ছে গত বছর কি করেছেন সেটা আলাদা কথা। এই বছর জল সেচ হয়েছে কিনা এবং না হয়ে থাকলে কবে হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার আমি বলেছি এখানে মেরুছড়া যেটা শ্রীনগরের আমলীঘাটে সবচেয়ে দূরত্ব তাই প্রবলেমটা এখানে বেশী হচ্ছে এবং বাকীগুলি চালু আছে। সর্বশেষ খবর যেটা আমি লোক পাঠিয়ে এনেছি, বিদ্যুৎ যখন যখন যায় এই দু'টিতেও যায়। সেখানে পাম্প অপারেটার, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, গ্রাম-প্রধান এবং কালটিভেটার মিলে যে কমিটি করে দেওয়া হয়েছে সেই কমিটি যদি জলকে উইজ করে তাহলে করতে পারে।

স্যার, আমি একটা হিসাব নিয়েছিলাম, গেল মাসে একটা হিসাব নিয়ে দেখলাম আমাদের টোটেল যে স্কীম আছে তার মধ্যে লিফ্‌ট এবং ডিপ টিউবওয়েল তার মধ্যে ৪৯টা চালু ছিল না। তার মধ্যে কতগুলি হচ্ছে পাওয়ারের অভাবে, কতগুলি হচ্ছে মেশিনের নষ্ট হওয়ার কারণে। ইঞ্জীনিয়ারদের লিখলাম, সর্বশেষ তারা আমাকে জানিয়েছে, সব জায়গায় পরীক্ষা করে ৩০৫টা স্কীমের মধ্যে যেটা আমরা চালু করেছি, তার মধ্যে ১৬টা স্কীম অচল হয়ে আছে। এই তথ্য আমার কাছে সরবরাহ করেছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে স্কীমগুলি করা হয়েছে সেই স্কীমগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল ৬৪১ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা। কিন্তু গত বছর আমরা দেখেছি, ২১৭ হেক্টর জমিতে জলসেচ করেছে। তাও অনিয়মিত, নিয়মিত না। ১ মাসে ১ বার করেছে। ২১৭ হেক্টর জমিতে জলসেচ করেছে। তা আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই বৎসর কতটুকু করতে পারবেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে থেকে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সেটা ইউটিলাইজেশানের উপর নির্ভর করে। আমি বলেছি যে, সাউথে সাব্রুম, বিলোনীয়া যেটা ডিসটারব করছে। এত লম্বা যে, আর গাছ কাটার সমস্যা আছে। তাছাড়া আমরা মূলতঃ আসামের উপরেই নির্ভরশীল। আমাদের নিজস্ব যা বিদ্যুৎ লাগে তার তুলনায় আমাদের এখানে খুব কম পাওয়া যায়। আমাদের এখানে পাওয়া যায় সাড়ে আট মেগাওয়াট। বাকীটা আমাদের কিনতে হয়। তাও ঠিক ঠিকভাবে আসাম আমাদেরকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে না। প্রতিমাসে আমাদের ৪লক্ষ টাকার মত আমাদের দিতে হয় বিদ্যুতের দাম। দক্ষিণের লাইনটা আমরা ষ্টেবল করার চেষ্টা করছি। আমরা এক্সটেণ্ড করার চেষ্টা করছি। ৯০ পারসেন্ট আমরা এগিয়ে গেছি। সাউথেও আমরা অতি সত্বর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :-পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ২১৭ হেক্টর লাষ্ট ইয়ারে করা হয়েছে ; তার মধ্যে ডিজেল চালিত মেশিন দিয়ে কয়টি আর বিদ্যুৎ চালিত কয়টি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী কর্তৃক আনীত

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন ২৩টি গাঁওসভায় গত ১৫ দিন যাবৎ (৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর) পর্য্যন্ত রেশন ও এস. আর. ই. পি. এর কাজ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়া ব্লকে মোট ৪০টি গাঁওসভা আছে। তন্মধ্যে ৩৮টি গাঁও সভায় বর্তমানে এস, আর, ই, পি, এন, আর,ই.পি, কর্মসংস্থান প্রকল্পে কাজের আদেশ দেওয়া আছে। এই ৩৮টি গাঁওসভার মধ্যে ২০টি গাঁওসভার কাজ রীতিমত চলিতেছে এবং কাজ করিয়া শ্রমিকরা তাহাদের প্রাপ্য মজুরীর টাকা ও চাউল নিয়মিতভাবেই পাইতেছে। এই কাজগুলির বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ :—

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভার নাম	কাজের মোট ব্যয় বরাদ্ধ	শ্রম দিবস	চাউলের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১।	আঠারমুড়া আর এফ,—	৬৯৭০/-	৮৪৫—	১৬৯০ কে. জি.
২।	লক্ষ্মীনারায়ণপুর	৫৭৪৭/-	৬৯৫	১৩৯০ "
৩।	পূর্ব কুঞ্জবন	৭৫৫৩/-	৯১৫	৮৩০ "
৪।	পূর্ব লক্ষ্মীপুর	৪২০০/-	৫০০	১০০০ "
৫।	তুইচিন্দ্রাই	৮১৮৯/-	৮৬০	১৭২০ "
৬।	পশ্চিম তেলিয়ামুড়া	৪৮০০/-	৬০০	১২০০ "
৭।	হাওয়াই বাড়ী	৩৪৩৮/-	৪১৫	৮৩০ "
৮।	সাতুঁ করকরী	২৪০০/-	২৯৫	৫৯০ "
৯।	পশ্চিম কল্যাণপুর (এ,ডি,সি,)	৭১৪২/-	৮৬৫	১৭৩০ "
১০।	উত্তর গকুলনগর (")	৬৪০০/-	৭৭৫	১৫৫০ "
১১।	তুইচিংগ্রামবাড়ী (")	৫৪৫৯/-	৬৬০	১৩২০ "
১২	গয়ামনিবাড়ী (")	৭৪০০/-	৯০০	১৮০০ "
১৩।	দক্ষিণ পুলিনপুর (এ,ডি,সি)	৫৪৫৯/-	৬৬০	১৩২০ "
১৪।	উত্তর ঘোলাতলী (")	৪৪৫৫/-	৫৪০	১০৮০ "
১৫।	নুনাছড়া (")	৫৪৫৯/-	৬৬০	১৩২০ "
১৬।	দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট (")	৮৩০০/-	১০০৫	২০১৩ "
১৭।	রামদয়ালবাড়ী (")	৯২১২/-	১১১৫	২২৩০ "
১৮।	দক্ষিণ মহারানীপুর	৮৮০০/-	১০৬৫	২১৩০ "
১৯।	পশ্চিম তেলিয়ামুড়া (আর, এফ)	৯৪৪২০ -	৭১৫—এন,আর,ই.পি ওয়ারক্ নং ফুড গ্রেইন ইউটিলাইজড অ্যাজ দে আর স্কিলড লেবার	
২০।	পূর্ব তেলিয়ামুড়া	২৫,২২০	৮১৬—(ড্ৰ)	

বাকী ২০টি গাঁওসভার মধ্যে ১৫টি গাঁওসভায়ও এস, আর, ই. পি, এন, আর ই, পি প্রকল্পে কাজের আদেশ গত ১৯শে ডিসেম্বর এর অনেক পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে এবং কোন কোন গাঁওসভায় ১টি কাজ শুরু হওয়ার পর এবং অপর আর ১টি কাজ আরম্ভ হওয়ার অন্তবর্তী কালীন প্রস্তুতি পর্যায়ে যাহা অতি সত্বরই আরম্ভ হইবে। উক্ত ১৫টি গাঁওসভায় প্রদত্ত কাজ-গুলির বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ :—

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভার নাম	মোট কাজের ব্যয় বরাদ্দ	শ্রম দিবস	চাউলের পরিমান
১	২	৩	৪	৫
১)	লক্ষীপুর	১২, ০০০/—	১৪৬০	১৯২০ কে, জি,
২)	দুর্গাপুর	৭৫৩৪/—	৯১০	১৮২০কে. জি,
৩)	দ্বারিকাপুর	৮৬২০/—	৯১০	১৮২০কে. জি.
৪)	উত্তর কৃষ্ণপুর	৫৯৫০/—	৭২৫	১৪৫০ কে, জি,
৫)	বাদল্লাবাড়ী (এ,ডি,সি)	৫৪৫৯/—	৬৬০	১৩২০কে, জি;
৬)	পাগলাবাড়ী	৬৬০০/—	৮০০	১৬০০কে, জি,
৭)	দক্ষিণ গকুলনগর(,,)	৪৯০০/—	৪৭৫	৯৫০কে. জি.
৮)	উত্তর পুলিনপুর (,,)	৪৭৯০/—	৫৮০	১৬৩কে, জি,
৯)	শান্তিনগর	২৯৮৮/—	৩৬৪	৭২৮কে, জি,
১০)	ঘীলাতলা	৯৬০০/—	১১৬০	১৩২০কে, জি,
১১)	উত্তর মহারাণী	৪৮০০/—	৫৮০	১১৬০কে, জি,
১২)	পূর্ব কল্যানপুর	১৫৫২/—	১৮৫	৩৭০কে, জি,
১৩)	মোহরছড়া	৮২৮/—	৯৬	১৯২কে, জি,
১৪)	দক্ষিণ কৃষ্ণপুর	৩৭৭৬/—	৪৫৭	৯১৪কে, জি,
১৫)	পশ্চিম কুঞ্জবন	১৪০০/—	১৭০	৩৪০কে, কি,

অবশিষ্ট ৫টি গাঁওসভা যথা কল্যানপুরে ও পূর্ব লক্ষীপুরে; কাকড়াছড়া, শ্রীরামখরা ও কমলনগর। এই মুহূর্ত্তে কোন কাজ চালু অবস্থায় নাই। তবে অতি সত্বরই এই পাঁচটি গাঁওসভায়ও কাজ দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে কলিং অ্যাটেন-শানের যে বিষয়বস্তু আনা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ে ট্রাইবেল এলাকাগুলি আছে জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকা, সেখানে খাদ্য ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে, সেখানে অভাব অনটন শুরু হয়ে গেছে, আমি সেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে চাউল নেই, ৩ মাসের মধ্যে তারা ফসল তুলতে পারেনি। জুমিয়ারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাজেই ঐ এলাকাগুলিতে যদি নিয়মিত

কাজ না দেওয়া হয়, পূর্ব তৈছলং বা গণ্ডাছড়ার বিভিন্ন এলাকাতে তারা অনাহারে মারা যাবে। তার জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার অবগত আছেন যে যেসমস্ত ব্লকের বা যে সমস্ত গাঁওসভাতে টাকা কম বা চাউল কম যাচ্ছে, সেখানে আমরা বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলগুলিতে, বা দুর্গম এলাকার মধ্যে কাজ যাতে দেওয়া যাইতে পারে তার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে অনেক সময় টাকা থাকলেও বিভিন্ন কারণে আমাদের সেই চাউল যাইতে দেরী হয়ে যায়, অর্থাৎ সময়মত পোঁছায় না।

মিঃ স্পীকার : - আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—১২ই ডিসেম্বর ৮৩ ইং রাত্রে মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অগ্নি সংযোগ করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১২ | ১২ | ৮৩ ইং মধ্যে রাত্রে মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই ঘটনাটি গত ১৩ | ১২ | ৮৩ ইং আনুমানিক সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ সময় মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণীর প্রধান শিক্ষক শ্রী বি, এস, ভৌমিকের লিখিত অভিযোগক্রমে বিশালগড থানায় জি. ডি. নং ৬·৪ নথিভুক্ত করে এবং সি আর পি সির ১৫৭ ধারা অনুসারে তদন্ত আরম্ভ করা হয়।

অনুসন্ধানের সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানা যায় যে স্কুলের নাইটগার্ড শ্রীশিবচরন সেন আগুনের শিখা স্কুলের দুইটি কাঁচা ঘরের অংশে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করে এবং ঘন্টা বাজিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর ফলে লোকজন তথায় উপস্থিত হয়, কিন্তু নিকটে জলের অভাবের জন্য তাহারা আগুন নেভাতে সক্ষম হন নাই। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্কুলের ৭টি কাঁচা ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয় এবং একটি নূতন নির্ম্মিত টিনের ছাউনি মাটির ঘর আংশিকভাবে ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ টাকার উপরে।

নাইট গার্ড অগ্নি সংযোগকারী কাহাকেও দেখেন নাই এবং তদন্তকালে কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শেষ হয় এবং ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, পরীক্ষার ফল বাহির হতে পারে অনুমান। বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণীর দুইজন ছাত্র ধানীভক্তির সর্ব্বশ্রী সুবল সরকার এবং তপন সরকারকে প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সহিত দুর্ব্যবহারের জন্য গত ৮।১০।৮৩ ইং তারিখে ট্রান্সফারের সার্টিফিকেট দিয়ে দেন।

ইহা ছাড়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৩০ জন. ছাত্র-ছাত্রীকে (১১ জন ছাত্রী ও ১৯ জন ছাত্র) টেষ্ট পরীক্ষায় এলাউ করা হয় নাই। বার্ষিক পরীক্ষায় কিছু ছাত্র অকৃতকার্য হওয়ার আশংকা, দুইজন ছাত্রকে ট্রেন্সফার সার্টিফিকেট প্রদান এবং ৩০ জন ছাত্রকে টেষ্ট পরীক্ষায় সময় এলাউ না করার ঘটনা অগ্নি সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুলিশের অনুমান।

ঘটনাটি একটি অন্তর্ঘাত-মূলক কাজ বিবেচনা করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা মূলে বিশালগড় থানায় মোকদ্দমা নং ২১ (১২) ৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মধুপুর সহ সমগ্র অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ যে অবস্থা বিরাজ করছে তাকে বিঘ্নিত করার জন্য কমলপুরের দয়াময় দত্তের যে খুনী তিনি মধুপুরে অবস্থান করছেন এবং বিভিন্ন সমাজ বিরোধী যারা তাদের সঙ্গে মিলিয়ে এলাকায় অশান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং এই ছাত্রদেরকে কাজে লাগাচ্ছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভদ্রলোক চড়িলামে উপ নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেসকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন তারপরে কি কারণে মধুপুরে আশ্রয় নিয়েছেন সেটা জানা নাই। তবে মধুপুরে যে আছেন সেটা সরকার অবহিত আছেন এবং লক্ষ্য রাখছেন।

শ্রীভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই যে ১২-১২ ৮৩ মধুপুর স্কুল ভস্মিভূত হয়, তারপরে পুরাথল, রাজনগর, পাণ্ডবপুর প্রভৃতি স্কুলেও অগ্নিকাণ্ড হয়। এই সমগ্র ব্যাপারটার পেছনে ঐ ব্যক্তির হাত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে খবর আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে এই কথা বলা হয়েছে যে; এই স্কুলটি পোড়ানোর পেছনে বিক্ষিপ্ত একাংশের হাত আছে। যেসব ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন অপরাধ করার জন্য বিতাড়িত হয়েছে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, পরীক্ষার সময়ে এই স্কুল পোড়ানোর একটা ফিচার আগের থেকে ছিল। আজকে সেগুলি বাধা পেয়েছে। আজকেও আমি একটি চিঠি পেয়েছি, সেটা একটি থ্রেটেনিং লেটার। তাতে হেডমাষ্টারকে লেখা আছে, যদি আমাদের সমগ্র ক্লাসকে প্রমোশন না দেওয়া হয় তাহলে তোমাকে আমরা খুন করব। সেটা এখন পুলিশের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হয়েছে। আমার আবেদন যদি গার্জিয়ানরা এই স্কুল পোড়ানের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে না নামেন তাহলে শুধু পুলিশী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হবে না। মাননীয় সদস্যদের ও ত্রিপুরার সমস্ত জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করছি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এটা আগে থেকে চলে এসেছে যে, পরীক্ষা দিতে হবে না। পরীক্ষা না দিলেও চলবে, এটা কংগ্রেস (ই) রাজত্বে চালু ছিল। পরীক্ষা ভণ্ডুল করার জন্য এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে গিয়ে হামলা করা হত। তাই সমস্ত ছাত্র সংগঠনকেও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি আবেদন করছি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এই যে মধুপুরে অবস্থানরত ভদ্রলোকের কথা বলা হয়েছে তিনি কি কৈলাসহরের মওলানাকে খুন করেছিলেন? তার বিরুদ্ধে মামলা আছে কিনা, থাকলে কেন তাকে এরেষ্ট করা হয় না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন কোন সদস্য ঐ ভদ্রলোকের নাম জানতে চেয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম মানিক চক্রবর্তী। সে ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে মামলা ছিল। তিনি এখন জামিনে মুক্ত আছেন। তাই আইনানুসারে তার বিরুদ্ধে কিছুই আর এখন করা যায় না।

মি: স্পীকার :—আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "গত ২৭শে অক্টোবর উদয়পুর শহরে দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারশনের কর্মী সুনীল সূত্রধরের খুন হওয়া সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হল—"গত ২৭-১০-৮৩ ইং উদয়পুর শহরে দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী সুনীল সূত্রধরের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

গত ২৭-১০-৮৩ ইং সন্ধ্যা প্রায় ৬-৩০ মি: সময় সর্বশ্রী (১) নিরোদ দাস, (২) রতি দাস, (৩) শ্যামল ধর, (৪) রাখাল দাস. (৫) পরিচয় দাস (৬) নিত্য দাস এবং (৭) চন্দন পাল (সকলেই উদয়পুরের মাছুয়া পট্টি নিবাসী ও আরও ১৫/২০ জন বে-আইনী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে সুনীল সূত্রধরকে উদয়পুর শহরের সেন্ট্রাল রোডে আক্রমণ করে ছুরির আঘাতে আহত করে। ইহার ফলে ঘটনাস্থলেই তাহার মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫২(১০)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়। অনুসন্ধানের সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন এবং পরে তাহারা আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পান।

ক্রমিক নং	গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ	আদালত হইতে জামিনের তাং
১	২	৩	৪
১।	সুনীল শীল	৩০/১০/৮৩ ইং	২৯/১১/৮৩ ইং
২।	শ্যামল ধর	১৮/১১/৮৩ ইং	২৯/১১/৮৩ ইং
৩।	মোহনলাল দাস	১৪/১১/৮৩ ইং	১৬/১২/৮৩ ইং
৪।	সন্তোষ দাস	১৪/১১/৮৩ ইং	১৬/১২/৮৩ ইং

আসামী সর্বশ্রী মোহনলাল দাস ও সন্তোষ দাস মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রার্থী হওয়াতে আদালত গত ১৬-১২-৮৩ ইং তারিখ তাহাদের আগাম জামিন মঞ্জুর করেন।

যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছিল এমন আরও ছয় (৬) জন এখনও পলাতক আছে।

ঘটনাটি ব্যক্তিগত ঝগড়ার ফলশ্রুতি। ইহার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক নাই। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "কমলপুর মহকুমার মানিকভাণ্ডার এলাকার জনৈক কৃষ্ণ দেববর্মা গত ২৮-১১-৮৩ ইং তারিখে নিখোঁজ হওয়া এবং ১২-১২-৮৩ ইং তারিখে তার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে আহ্বান করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯-১১-৮৩ ইং তাং কমলপুর থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামের শ্রীমোহন কুমার দেববর্মা কমলপুর থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেন যে গত ২৮,১১,৮৩ ইং তারিখে কমলপুর থানাধীন সাধুবাড়ীর (মানিকভাণ্ডার) এর এলাকার জনৈক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা তীরবুনছড়ার গভীর জঙ্গলে তাহার স্ত্রী শ্রীমতি বীরজাবালা দেববর্মার শ্লীলতা হানী করে। এই অভিযোগমূলে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ । ৩২০ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮ (১১) নথিভুক্ত করা হয়।

ঐ দিন অর্থাৎ ২৯-১১-৮৩ ইং তাং সাধুবাড়ীর শ্রীউমেশ দেববর্মা এক লিখিত অভিযোগ কমলপুর থানায় দায়ের করেন যে তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দেববর্মা গত ২৮-১১-৮৩ ইং লাকড়ী সংগ্রহের জন্য যাওয়ার পর হইতে নিখোঁজ। এই অভিযোগ কমলপুর থানায় এই দিনই জি ডি, নং ১১২৯ নথিভুক্ত করা হয় এবং অভিযোগকারী সহ সম্ভাব্য সকল জায়গায় তল্লাসী চালানো হয়। কিন্তু নিখোঁজ কৃষ্ণ দেববর্মার কোন খোঁজ মিলে নাই।

গত ৩ ১২-৮৩ ইং তাং কমলপুর থানা কমলপুর মহকুমা শাসকের মারফত কৃষ্ণ দেববর্মার পিতা শ্রীউমেশ দেববর্মা এক লিখিত অভিযোগ পান যে; তিনি তাহার পুত্রের বিরুদ্ধে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪/৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮(১১)৮৩ অভিযোগটি জানিতে পারিয়াছেন এবং তিনি সন্দেহ পোষণ করেন যে, সেই মোকদ্দমার অভিযোগকারী শ্রীমোহন দেববর্মা এবং তাহার সহযোগীরাই তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দেববর্মাকে হত্যা করিয়াছে। এই অভিযোগ কমলপুর থানায় জি, ডি নং ৮৮ তাং ৩/১২/৮৩ নথিভুক্ত করা হয় এবং সি. আর, পি, সি'র ১৫৭ ধারামূলে শ্রীকৃষ্ণ দেববর্মার হত্যার তদন্ত কার্য আরম্ভ করা হয়।

তদন্তের সময় গত ১৩/১২/৮৩ ইং তারিখে তীরবুন ছড়ার রিজার্ভ ফরেষ্টের গভীর বনে পচনশীল ঝুলন্ত অবস্থায় এক মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতব্যক্তির মুখমণ্ডলে কোনরূপ মাংস ছিল না। শ্রীউমেশ দেববর্মা মৃতব্যক্তিকে তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা বলে সনাক্ত করেন। মৃতদেহটি কমলপুর হাসপাতালে পোষ্টমর্টেম-এর জন্য প্রেরণ করা হয়। গত ২৮/১১/৮৩ ইং তারিখে অথবা তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ দেববর্মাকে শ্রীরামপুরের শ্রীমোহন দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতী বিরজাবালা দেববর্মার শ্লীলতা হানির ঘটনার পরে হত্যা করা হইয়াছে বলে সন্দেহ করা হয়।

গত ১৭/১২/৮৩ ইং শ্রীরামপুরের শ্রীমোহন কুমার দেববর্মা এবং শ্রীনকুল দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেন। এবং ৭ দিন পুলিশ হাজতে রাখার জন্য পুনরায় থানায় আনা হয়। পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট না পাওয়ার ফলে মৃত্যুর কারণ নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই।

নিহত ব্যক্তি এবং গ্রেপ্তার হওয়া আসামীরা সি, পি, আই (এম)-এর সক্রিয় কর্মী বলে প্রকাশ।

অভিযোগটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, শ্রীউমেশ দেববর্মার ছেলে হারিয়ে যাবার পর শ্রীদেববর্মা শ্রীরামপুর গ্রামের প্রধান শ্রীহরি দেববর্মার নিকট বলেন। তখন শ্রীহরি দেববর্মা তাহাকে বলেন যে শ্রীউমেশ দেববর্মার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দেববর্মা একজন মহিলাকে গভীর জঙ্গলে শ্লীলতাহানী করেছে এবং শ্রীকৃষ্ণ দেববর্মা এখন শ্রীহরি দেববর্মার হেফাজতে আছে। শ্রীকৃষ্ণ দেববর্মার অপরাধের জন্য তাহার বিচার হইতেছে এবং সেজন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, শ্রীউমেশ দেববর্মা বারবার শ্রীহরি দেববর্মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার ছেলে জীবিত আছে কি না, উত্তরে শ্রীদেববর্মা বলেন যে তাহার পুত্র জীবিত আছে তাকে তাহার অপরাধের জন্য বিচার করে তাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। তবে পুলিশ তদন্ত করে যদি কাউকে সন্দেহমূলক পায় তবে তাকে অবশ্যই গ্রেপ্তার করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই শ্রীরামপুর গাঁওসভার প্রধান শ্রীহরি দেববর্মার একটি খুনে পার্টি আছে। গত বৎসরও এই রকম তার খুনে পার্টি দুই একটি খুন করেছে, সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সত্যি নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা একটা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী। তারা কোন্ রাজনৈতিক দলের কর্মী তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগে তো বলেছি যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা একটা রাজনৈতিক দলের সমর্থক বলে পুলিসের ধারণা।

মিঃ স্পীকার :—আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :

"গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং উদয়পুর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসে আনুমানিক ১১ টায় কতিপয় সমাজ-বিরোধী গুণ্ডাদের হামলা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ৩ ১২-৮৩ ইং তারিখে রাত্রি প্রায় ১১টায় কতিপয় অপরিচিত দুষ্কৃতকারী উদয়পুর বালিকা দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসের সীমানায় তরজার বেড়া ভাঙ্গিয়া বলপূর্বক ভিতরে প্রবেশ করে। গোলমাল শুনিয়া প্রহরারত নৈশ প্রহরী বাহির হইলে দুষ্কৃতকারীদল তাহাকে কোঠার দরজা খুলিয়া দেওয়ার জন্য বেদম প্রহার করে এবং ভয় দেখায়।

পরদিন অর্থাৎ ৪-১২-৮৩ইং তারিখে উক্ত স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা এক লিখিত ভাবে রাধাকিশোরপুর থানাকে ৩ ১২ ৮৩ ইং তারিখের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রী নিবাসের ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

এই অভিযোগটি রাধাকিশোরপুর থানায় জি, ডি, ১৪৪নং ৪ঠা ডিসেম্বর নথিভুক্ত করা হয় এবং ঘটনাটির তদন্ত করা হয়। তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে, ইহা আক্রমণজনিত ঘটনা নহে। ইহা একটি অসৎ উদ্দেশ্যমূলক কাজ। তরজার বেড়া অবিলম্বে মেরামতির জন্য ডেপুটি ডাইরেকটারকে (সাউথ) প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কাহাকেও এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ছাত্রী-নিবাসের নিরাপত্তার জন্য এলাকায় বিশেষ পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার :-আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :

"সম্প্রতি মেলাঘর ব্লকের গাঁওসভা এলাকাগুলিতে টিউবওয়েল মেরামত ও নতুন টিউবওয়েল বসানোর কাজ বন্ধ থাকার ফলে পানীয় সংকট সৃষ্টি সম্পর্কে।"

মিঃ নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মেলাঘর ব্লকের অধীনে মোট ৫০টি গাঁওসভায় এ পর্য্যন্ত ১৪৭৬টি টিউবওয়েল ও ৪৯২টি রিংওয়েল পানীয় জলের উৎস সৃষ্টির জন্য করা হইয়াছে। তদুপরি বর্ত্তমান বৎসরে নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে আরও ১২টি টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১। কলমছড়া, ২। কলসীমুড়া, ৩। ধনপুর, ৪। বড়দোয়ালী, ৫। তেলকাজলা, ৬। বকানগর, ৭। কুলোবাড়ী, ৮। জগৎরামপুর এবং ৯। মনাইপাথর। একমাত্র বড়দোয়ালীতে চারটি এবং অন্যান্য জায়গাগুলিতে একটি করিয়া বসানো হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে টিউবওয়েল মিস্ত্রিগন প্রথমে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল তবে তাহা সমাধান করে সমস্ত কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। ইতিমধ্যে একমাত্র জগৎরামপুর ও মনাইপাথর ছাড়া সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা

হইয়াছে। তবে বিভিন্ন গাঁওসভার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ২৯৩টি টিউবওয়েল অকেজো বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সীমিত আর্থিক বরাদ্দের উপর নির্ভর করে ১৩৮টি টিউবওয়েল মেরামত ও পুনঃ সংস্থাপনের জন্য ওয়ার্ক অরডার দেওয়া হইয়াছে।

মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, টিউবওয়েল এমন একটা জিনিষ যা প্রায়ই শতকরা ২০/২৫টি অচল হয়ে থাকে। আগে যন্ত্রাংশ না পাওয়ার দরুন এই ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হত। কিন্তু এখন আমাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ যন্ত্রাংশ রয়েছে তাই আর এই ধরণের অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গত ২২-১২-৮৩ ইং তারিখে একটি প্রশ্ন এনেছিলাম—ষ্টারড্ কোশ্চেন নাম্বার ৮৪। তার জবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন সেটা ঠিক নয়। আমি এখানে একটি জবাবের ফটোস্টেট কপি এনেছি। আমার প্রশ্ন ছিল—

১। বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জামের উপর আরোপিত বিক্রয় কর প্রত্যাহারের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীনে আছে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা বিক্রয়কর এ্যাক্ট ১৯৭৬ অনুযায়ী ক্রীড়া সরঞ্জাম বিক্রয় করের আওতায় পড়ে না।

এই তথ্য ঠিক নয়। আমি এটাতে স্বাধিকার ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করি এবং আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, যদি জবাবে কোন ভুল কিছু থাকে তবে আমি সেটা তদন্ত করে বিকেলে জানাব।

শ্রীজওহর সাহা :— * * * * * * * * * * *

প্রেজেন্টেশান অব দি রিপোর্ট অব দি ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশান।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টটি সভায় উপস্থাপিত করতে।

Shri Nripan Chakraborty :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the 10th Report of the Tripura Public Service Commission for the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এই রিপোর্টের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেন।

Expurged as ordered by the chair.

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশানস্

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে কয়েকটি প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান আছে। প্রথমটি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মার, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকারের এবং তৃতীয়টি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহার। আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মাকে তাঁর রিজলিওশনটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। শুধুমাত্র তাঁর রিজলিউশনটি মুভ করুন। তার উপর অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার রিজলিউশনটি মুভ করছি। "ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতি জুমিয়াদের রিগ্রুপিং করে কম্‌পেক্ট এরিয়াতে এনে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আগামী আর্থিক বৎসরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশনটির উপর মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা, সেন প্রসাদ মালসাই এবং বিদ্যা দেববর্মা মহোদয়গণ একত্রিতভাবে যে একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাবের প্রতিলিপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য পূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয়কে উত্থাপিত রিজাউলউশনটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবিত বিধান সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি। তাঁর অনুপস্থিতিতে মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রস্তাবটি প্রথম লাইনে সমস্ত শব্দটা বাদ যাবে এবং পরে রিগ্রুপিং করে কম্‌পেক্ট এরিয়াতে এনে, কথাগুলিও বাদ যাবে এবং প্রস্তাবটা হবে —"ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আগামী আর্থিক বছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

মিঃ স্পীকার—এবার আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার প্রস্তাবটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজ পিছিয়ে পড়া উপজাতিরা ১৯৫৬ সাল থেকেই পুনর্বাসন পাচ্ছে। কিন্তু আজও সুষ্ঠ পুনর্বাসন হচ্ছে বলে আমি মনে করি না। কারণ ছোট ছোট পরিবার—১০ ফেমিলী, ৫ ফেমিলী করে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। সেখানে না আছে রাস্তাঘাট, না আছে স্কুল, না আছে ডিসপেনসারী। কাজেই সেখানে উপজাতি জুমিয়ারা থাকতে পারছেন না। কাজেই এই রেজলিউশনটা আমি এনেছি। কারণ, সুষ্ঠ এবং পরিকল্পিত ভাবে রিগ্রুপিং করে চার পাঁচশ পরিবার করে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিতে হবে। সেখানে থাকবে হাসপাতাল স্কুল, বাজার এবং কারিগরী কলকারখানা তাদের বাঁচার জন্য।

আমরা লক্ষ্য করেছি, যেমন বিশ্রামগঞ্জ মডেল কলোনী, গুরুপদ কলোনী, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে আজকে শেয়াল, বাঘ

তাল্লুক বাস করছে। কাজেই আজকে সেগুলি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। কাজেই পিছিয়ে পড়া উপজাতি জুমিয়াদের বাঁচার জন্য এই প্রস্তাব এনেছি। আমি আশা করি আমার এই প্রস্তাবটা ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা গ্রহণ বা সমর্থন করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি তার কারণ হল ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে উপজাতি জুমিয়াদের জন্য যে সব উন্নয়নমূলক কাজ চলছে এবং এর ফলে উপজাতি জুমিয়ারা যে সব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এর পর আর রিগ্রুপিংয়ের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। স্যার, সেজন্য আমি উদাহরণ সহকারে বলতে চাই যে, বিভিন্ন সময়ে ১৯৭১ সাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ফরেষ্টের মাধ্যমে, এগ্রিকালচারের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ফলের বাগান ইত্যাদি করে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার করেছেন। এবং আজকে যে সব জুমিয়া ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়ার বাইরে আছেন সেই সব জায়গায় যদি আমরা বিভিন্ন ফ্যাক্টরী গড়ে তুলতে পারি তাহলে সেই সব জায়গাগুলিতে তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। এবং সেটা করতে গেলে আমরা যে আগামী আর্থিক বছরেই সেটা শেষ করে ফেলতে পারব—সেটা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি না। কারণ যেখানে কংগ্রেস সরকার গত ৩০ বছরে পারে নাই সেই কাজ এক বছরে শেষ হবে বলে আমি মনে করি না। তবে যতটুকু সম্ভব আমাদের ততটুকু করার জন্য চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের জন্য যে যে কাজ হাতে নেওয়া হবে সেগুলি যদি বামফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে করা যায় তাহলে আমরা তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন দিতে পারব বলে আমি আশা করি। সেজন্য আমি হাউসের মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব যেন তাঁরা আমি যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি সেটাকে সমর্থন জানাবেন এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই সব উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যেসব পরিকল্পনা হাতে নিবে সেগুলিকে রূপায়িত করার জন্য আপনারা পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এই আবেদন করছি। এবং সরকারের এই সব উন্নয়নমূলক কাজগুলি যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে রূপ দিতে চাই এবং আমরা যদি ত্রিপুরাতে অশান্তির সৃষ্টি না করি আমরা যদি ত্রিপুরাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা না করি তাহলে নিশ্চয় আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। এই বলে আমি যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি সেটাকে সমর্থন জানাবার জন্য মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এই হাউস বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা যে রিজিউলিশন যে প্রস্তাব জুমিয়া ট্রাইবেলদের রিগ্রোপিং করে কম্পেকট এরিয়াতে এনে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার জন্য অনুরোধ, এটাকে আমি সমর্থন করি। তবে ট্রেজারী বেনচের মাননীয় তিনজন সদস্য

একটা সংশোধনী এনেছেন সেটা আমি সঠিক বুঝতে পারলাম না এবং তাদের অ্যামেণ্ডমেন্ট স্পস্ট হয় নি বা ধারালো যুক্তি তারা খাড়া করতে পরেন নি। আমি আশা করব যে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এটার ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং যেটা ভাল সেটা গ্রহণ করা উচিত। রিগ্রোপিং জিনিসটা কি? এটা ত্রিপুরায় সঠিক ধারনা অনেকেরই নেই। রিগ্রোপিং আমাদের পাহাড়ী বিশেষ করে জুমিয়া চাষী তারা স্কাটার্ড বিচ্ছিন্ন আছেন। ১০/১২ পরিবার করে এক এক জায়গায় বাস করেন। যার ফলে পুনর্বাসনের কাজের প্রসারে, সরকারের কাছে যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে সেগুলির কাজ তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কোন রাস্তাঘাট নেই। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন যে গংগানগরে সেখানে নিয়মিত অফিস হচ্ছে না, কারণ যোগাযোগের অভাবে অফিসে আসতে পারে না এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাঘাত ঘটছে। ট্রাইবেল এলাকাতে যে সমস্ত পরিকল্পনা সরকারের আছে সেটা সঠিকভাবে কার্য্যকরী করা যাচ্ছে না। এই কারণে আমি মণিপুর, মিজোরাম, মিজোরামের কথা বলব, ১৯৬৬ সালে এ' মিজোরামে বিদ্রোহী মিজোদেরকে রিগ্রোপিং করে একটা কমপেকট এরিয়া করা হয়েছিল। এক একটা এরিয়াতে ৫০০/১০০০ পরিবারকে এইভাবে এনে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেই সমস্ত এলাকাতে রাস্তাঘাট, স্কুল এবং প্রাইমারী হেলথ সেনটার দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ট্রাইবেল পরিকল্পনা সেখানে আপনে আপনে গড়ে উঠেছে। সেই রকম না করলে ট্রাইবেলদের উন্নতি সম্ভব নয়। সেই জন্য মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা খুবই প্রয়োজনীয়। ট্রাইবেল পুনর্বাসন, ট্রাইবেল আপলিফটমেনট কি করে হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। ১৯৫৬ সন থেকে ১৯৮৩ সন পর্য্যন্ত কতটি ট্রাইবেল পরিবারের পুনর্বাসন হয়েছে? হাজার হাজার পরিবারের পুনর্বাসন হয়েছে। ১৯৭৭ সালে এই বিধানসভায় বলা হয়েছিল যে, ১৬ হাজার পরিবারের পুনরর্বাসন হয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয় সেটা বেড়ে বিশ হাজার হয়েছে। কিন্তু এই পুনর্বাসন যারা পেয়েছে তারা কি স্বাবলম্বী হয়েছে? যে সমস্ত পরিকল্পনা সরকার এদের পুনর্বাসনের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। সবই ব্যর্থ হয়েছে। গণ্ডাছড়ায় জগবন্ধু পাড়ায় অনেক জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন তারা কোথায়? কৈলাসহরে ছিচিং পাড়াতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল কতকগুলি রিয়াং পরিবারকে। তারা এখন কোথায়? হয় তো বা তারা আসামে চলে গেছে। ১০/২০ ঘর করে জংগলের মধ্যে পুনর্বাসন দিলে এদেরকে ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করেই কেটে যায়। তারপর তারা যে জিনিস প্রোডাকশন করে তার জন্য বাজার নেই। ইচ্ছা করলেও তারা সেখানে থাকতে পারে না। কাজেই পরিকল্পনা করলে শুধু হবে না, ইমপ্লিমেনটেশনের দিকটা দেখতে হবে।

স্বর্গীয় প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর যে ৫ দফা সেটা অনেকেরই জানা আছে। তিনি কি বলেছিলেন—Tribal people should develop along the lines of their own genius and we should avoid imposing anything on then. We should try to enccurage in every way, their own traditional Arts and culture.

এখানে উপজাতি পুনর্বাসনের নামে যে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে তার দ্বারা উপজাতীদের সংস্কৃতি, শিক্ষা, কিংবা রাস্তাঘাট কিছুই হয় নি। শুধু বড় বড় কর্মচারী নিয়োগ করে উপজাতীদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তার জন্য চাই এ' সমস্ত কর্মচারীদের ট্রাইবেলের উন্নয়নের জন্য সেক্রিফাইস। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্য্যন্ত কত টাকা ট্রাইবেলদের জন্য খরচ হয়েছে? কাজেই—We should judge result not by statistics or the amount of money spent, but by the quality of human character that is evolved.

১৯৭৭—৭৮ সালে ১২৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্য প্রদেশে ট্রাইবেলদের অর্থনৈতিক চিত্র খুবই খারাপ। শুধু পরিকল্পনা টাকা দিয়ে সেটা হয় না। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ৫ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫ এ ৭৫ কোটি টাকা, ১৯৭৫—৭৬ এর ৫৪ কোটি টাকা ১৯৭৭—৭৮ এ ২২৭ কোটি টাকা,১৯৭৮—৭৯ সালে ২৯০ টাকা খরচ করা হয়েছে। এর বদলে আমরা কি পেয়েছি? সাতটি সেন্টারে ভাগ করে নিয়েছেন।

৭টি সেকটরের মধ্যে ১৯৭৮-৭৯ সালে অ্যাগ্রিকালচারেল এলাইডে এখানে খরচ হয়েছে ১৬০ কোটি টাকা, কো-অপারেটিভে ১৮ কোটি টাকা, ওয়াটার অ্যাণ্ড পাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট খাতে খরচ করেছেন ৯৫ কোটি টাকা, ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড মিনারেল, তাতে ১৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন, ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড কমিউনিকেশানে ৩৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা, সোসিয়্যাল অ্যাণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসে ৭৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এবং ইকনমি অ্যাণ্ড জেনারেল খাতে ৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এই হচ্ছে হিসাব। মিঃ স্পীকার স্যার, এই জন্য বলছিলাম, পণ্ডিত নেহেরুজীর এই কথাই ঠিক, 'কেবলমাত্র' টাকা অঙ্কে আমাদের উন্নয়ণ কাজ না করে কাজ কি হয়েছে তা যদি দেখি তাহলে সেটাই সব চেয়ে বেশী কার্য্যকরী হবে এবং আমরা যদি আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাস্তবমুখী করি, তাহলে সেটা কার্য্যকরী হবে।'

এই ব্যাপারে আমাদের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসেন ১৯৮০ সালে তখন ট্রাইবেলদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী এবং গভর্ণরদের যে চিঠি দিয়েছেন সেই সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই। ২৫শে মার্চ, ১৯৮০ তিনি লিখেছেন "That, a critical requirement is the creation of a dedicated sensitive administrtaive frame-work for the Tribal areas. I believe, we are still lagging behind in creating the right type of or structure and posting of the right type of persons in the Tribal areas Equally important is the need to have a sufficiently strong and flexible marketing and credit mechanism which looks after heir consumption and prevent them from explotation from money lenders and middle men." এই পরিপ্রেক্ষিতেই তার কয়েক মাস পর, মিঃ স্পীকার স্যার, ১৮ই এপ্রিল আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং, তখন তিনি হোম মিনিষ্টার ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান মন্ত্রীকে এবং মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন যে,

1. "A High powered body such as Cabinet Sub-Committee should be set up to give policy direction's for implementation of the Tribal Sub-Plan and to revise and recast is to meet situation as they enerise during implementation.

(2) For quick and effection in plantation a simple administrative structure.

(3) A specially selected Senior officer may be placed in charge of the programe for the State as a whole." যাই হোক, এটা আর আমি বাড়াতে চাচ্ছি না। আমার কথা হলো, প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপজাতি মন্ত্রী তারা সবাই আমাদের জন্য চিন্তিত। উপজাতি জুমিয়া যারা দীর্ঘ দিন ধরে বঞ্চিত, যাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি তাদেরকে আমরা এই তথাকথিত উন্নয়নের অংশিদার করতে পারছি না। তাদের জন্য কতটুকু কার্য্যকরী ভূমিকা নেওয়া হয়েছে, এবং সেটা কতটুকুই বা বাস্তবমুখী হয়েছে কিংবা বাস্তবসম্মত হয়েছে সে কথা আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। সে জন্য মাননীয় বুদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা খুবই বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী হয়েছে এই কারণে, এক সঙ্গে সব উপজাতি মানে ২০ হাজার জুমিয়া পরিবারকে এখানে একত্র করার কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে. ৫০০/৬০০ পরিবারকে একত্রে জড় করে পুনর্বাসন দেওয়া যায়, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীগুলির সঠিক ভাবে সম্পন্ন হবে, এবং সরকার তাদের জন্য কাজ করতে পারবেন। এই জন্যই এইখানে যে প্রস্তাব এনেছে সে প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা : —মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আমি একটি সংশোধনী এনেছি। সংশোধনী এনেছি এই কারনে, ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থা যেরকম সেখানে এই রি-গ্রুপিং করে তাদের কোন উন্নতি করা যাবে না। তাতে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা হবে না। আমরা মিজোরামে রিগ্রোপিং দেখেছি, সেখানে কি ভাবে উপজাতিদের উপর অত্যাচার করা হতো।

মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজে দীর্ঘ দিন ধরে পাহাড়ী এবং বাঙালী একত্রে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। এই রকম এক অবস্থায় তাদের যদি রি-গ্রুপিং করে একটি জায়গার মধ্যে বসবাস করতে দেওয়া হয়, তাহলে উপজাতিরা শিক্ষা দীক্ষায় আরো পিঁছিয়ে পড়বে, এবং আরো অবহেলিত হবে। কাজেই আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যে রি গ্রুপিং করা সম্ভব নয়। এতে নানা দিক দিয়ে উপজাতিদের অসুবিধা ছাড়া কোন সুবিধাই হবে না। মিঃ স্পীকার স্যার সেই সব দিকগুলি যদি বিবেচনা করে দেখা হয়, তাহলে মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা মহাশয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটি এনে ঠিক করেননি বলেই আমার অভিমত। আমরা কংগ্রেস আমলে বিভিন্ন উপজাতি কলোনীগুলির অবস্থা ছিল সেটা দেখেছি এবং উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেই সব কলোনীগুলিতে উপজাতিরা থাকতে পারেননি।

তারা পুনর্বাসন পাওয়ার পরেও সেস্থান ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল। মিঃ স্পীকার স্যার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের জন্য কাজ করার নানা রকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। সেইগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করতে হয়, তাহলে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরো অধিক টাকা আনতে হবে, এবং এর জন্য সম্মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে বলে আমি মনে করি। এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

কক-বরক

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মানগীনাঙ সভা বুরাগীরা, তিনি অর' মানগীনাঙ সদস্য বৃদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব তিসামানি আব' ঠিক জরাঅন তুবুজাকথা হ'নাই আং খা' কাঅ। এবং অমনি উপর' যে দাইসন জাকমানি আব বিরোধীতা খীলাই আং,আনি বক্তব্য নারাকনা নাইঅ। আং নুকথা যে ত্রিপুরাঅ যত উপজাতিরগ ছুক তাং চানাই রগ বা ছুক খীলাইয়া বরক ব ত্রিপুরাঅ হা কীরাই নক-কীরাই তংগ হাজার হাজার পরিবার আবন' গণিবাই মানয়া। কিন্তু চাংঙ্কাই মান, বীখা অত্যান্ত দুঃখ নাংগ যে উপজাতিরগ একসময় অ হান' শাসন খীলাই তংমানি বরকনি বাগাই তাবুক এভাবে বরকনি পূর্ণবাসননি কক সাই মা তংগ। বীখা দুঃখ নাংমানি কক। অর অং সানা মুচুংগ যে দীর্ঘ তিরিশ বছর কংগ্রেসনি' শাসন ত্রিপুরা রাজ্যনি মুইয়া চানাইরগনি বাগাই অনেক চাং নকুখা যে উপজাতিরগনি বাগাই বরক অনেক কক-সাঅ সাথে সাথে অমব চাং মুকখা যে উপরজাতিরগণি রাং সগকাইথে সামংগ ফানাংমানি নুকয়া। হ'নকে তাবুক ব বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসনি আমল বরক বিরোধী দল তংফুরু বরক সামানি কক তংগ যে উপজাতিরগ কম্যুনিষ্ট খীলাই তংগ, চাং যদি সরকার ফুইথে চাং আবন সম্পূর্ণ মুক্ত খীলাইনাই এবং বরক হান চাং রক্ষা খীলাই নাই। ঠিক ঠিক ভাবে বরকন পূর্ণবাসন রীনাই অমতাই কক-সামা তংগ। কিন্তু চাং তাবুক তাম নুক? দীর্ঘ বছর কংগ্রেস শাসন বাই তাবুক বামফ্রন্ট সরকারনি কোন পার্থক্য কীরাই। এই রকম নমুনা একই শাসন নুকজাগ'। চাং তাবুক সারা ত্রিপুরা রাজ্য নুগ যে দীর্ঘ বছর কংগ্রেস শাসন পূর্ণবাসন রীমানি যে নমুনা আবন রক্ষা খীলাইনানি যে বামফ্রন্ট সরকার অব' ব্যর্থ আংখা। তেই সারা রাজ্য Scheduled Caste, Sch. Tribe নিয়ে যে সুযোগ সুবিধা বামফ্রন্ট সরকারনি বরক জাগা জাগা থাং সাঅ "উঃ কি দুঃখ অ হরিজন রগ" আং তিনি সানা নাইঅ উত্তর প্রদেশনি হরিজন রগনি বাগাই চাংব দুঃখ নাংগ। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরাবাসীরগনি বাগাই নরক দুঃখদা প্রকাশ খীলাইখা? আং তাবুক নরকন সানা নাইঅ অর' উত্তর প্রদেশ বিহারনি কক সাই তাম' খীলাইনাই বা, চিনিনি নিজিনি সমস্যা নায় নাইগীরাদি। তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য চাং নুগ' যে অ সমস্যা সারা ভারতবর্ষনি সমস্যা আব আং স্বীকার খীলাইঅ কিন্তু চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে সমস্যা আ সমস্যানসে সমাধান মা খীলাইনাই। আবানি বাং আং খা কাঅ যে ত্রিপুরা রাজ্য অ সমস্যা সবচেয়ে

বেশী। অ ত্রিপুরা রাজ্য অ সমস্যা সবচেয়ে বেশী। অ ত্রিপুরা রাজ্য চাং নুগ, যে Re-Grouping ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য সরকার একটা পরিকল্পনা চং মানয়া। দশ পরিবার, পনেরো পরিবার হাইযে চাং তাম হুক আর কোন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোন একটা স্কুল রাই মানয়া, পনেরো পরিবার বাহাইখে একটা স্কুল আং নাই। তামখে একটা লামা আং নাই, এইভাবে বরকনি উন্নতি লামা বন্ধ আং তংগ এবং বরক বঞ্চিত আং তংগ। তিনি অমন' চিন্তা খালাই না দরকার যে আসাক রাং কোটি কোটি ফাইমানি বরক তামংগাই আসাক শরীর হাময়া আং? বরকন আসাক সুযোগ সুবিধা রাজাকথা হানখে তামংগাই হাই আং বা? অতএব আ জাগাঅ সত্যিকারের সামুং আং য়া।

আসল সামুং যে খালাইজাকয়া আবন প্রমান আংগ। মাননীয় সভানি বুবাগারা আং তেইসা সানা মুচুংগ এই যে ডম্বুর শুধু মুইয়া চানাই সিমি চৌদ্দ হাজার বরক থাকজাগাই রহজাকমানি উচ্ছেদ খালাই রহজাকমানি বনি তাবুক পর্যন্ত কোন বন্দোবস্ত কারাই। দ চোং বুচিগা কংগ্রেস সরকার থালাইলিয়া নরক ত ছয় বছর আং থাংখা বাংল। নরক ফান কিসা মিসা খালাই ফুনুকদি। বরকনি বাগাই সাদি। তামান বরক মাচায়াসে আং তংগ তাবুক পর্য্যন্ত নরকনি কক থাইসা সামাসে কারাই। আবন পর্য্যন্ত নরক বিরোধী দলনি বররকগ রাজনীতি কক সাঅ হান; আর রাজনীতি কারাই। সমস্ত রাজনীতিনি উর্দ্ধ তংগাই আবন' চিন্তা খালাই না দরকার। তিনি আর তাবুক পর্যন্ত হাজার হাজার বরক সেই কাসক' পারা দাকাক, চেলাগাং প্রভৃতি বিভিন্ন জাগাঅ, সেই উয়ানজাই রকখে পাসামুখ বিলোনীয়া রাজনগর' পূনর্বাসন রামানি তাবুক বরক তংং? কারাই মাসাফান' কারাই খা। কারাই থাংনানি লামা না তাই সুবিধা হানাই বলেঙরগ' রাইথেইবা বাহান থালিয়া এই ভাবে বাস্তবাই যোগ কারাইথে সাকাংগ Research খালাইমাখে শুধুমাত্র রাং খরচ খালাই খা বাই আংয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার, অ জাগা সানা মুচুংগ ডম্বুর থেকে যারা উচ্ছেদ আংনাই, নাং অনুমতি রাখে আং অর' দুই হাজার বরক নি তালিকা রাইমান' বরকনি তাবুকফান কোন ব্যবস্থা নাজাকয়া। আবানি বাং আর বামফ্রন্ট সরকার ন অনুরোধ খালাই অ যে খতি অই নাইদি বরক বাছাইখে তং। বরকনি বাগাই বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ খালাই না দরকার। আবনি বাগাই চিনি যে উপজাতিরগ নি বাগাই মাসে মাসে রাং কোটি কোটি সগফাইমানি আব উংলতাগা কচগাই তংগ। আব সাকাংগ সগফাইয়া। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপ মুখ্যমন্ত্রী অব স্বীকার খালাইগা যে ৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা চাখা হানাই শ্যামসুন্দর দাস। আর একটা জাগাসে আবতাই অনেক জাগাঅ কোটি কোটি রাং উপজাতি রগ বাগাই ফাইমানি আবন' ব তদন্ত খালাই নাইনাইনি দরকার। আবনি বাগাই আং সানা নাইঅ একটা জাগয়া সায়া ত্রিপুরা তাবুক রাং গায়েব আং তংগ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সামানি আব নরকনি শিস্য, চিনি শিষ্যয়া নরকনি শিষ্য সে। একটা জাগা মানজাগাই সে নরক সাখে কিন্তু আবহাই অনেক জাগাঅ কোটি কোটি টকা চাই তংমানি আবন' খতিই নাইনানি আংথাং এবং মাননীয় বুদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব তুবুমানি আবন' সমর্থন খালাই কক-পাইরাখা। খুলুমখা।

বঙ্গানুবাদ :—

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :--মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য বৃন্দ দেববর্মা আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন সেটা সঠিক সময়েই উত্থাপিত হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং এর উপর যে সংশোধনী আনা হয়েছে সেগুলোর বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি দেখেছি যে ত্রিপুরায় যত উপজাতিরা, যারা জুম চাষ করে খায়, অথবা যারা জুম চাষ করে না, তারাই এখন বাস্তুহারা, জমিহারা হয়ে আছে হাজারে হাজারে যাদের গুণে শেষ করা যাবে না কিন্তু আমাদের দুঃখ লাগার কথা যারা এতোদিন এ রাজ্যটাকে শাসন করতেন সেই উপজাতিদের জনাই আজকে আমাদের এখানে পুনর্বাসনের কথা বলতে হচ্ছে, এটা দুঃখের কথা। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, দীর্ঘ তিরিশ বছরের কংগ্রেস শাসনকালে ত্রিপুরার উপজাতিদের উন্নতির নামে মুখে অনেক কথাই তারা বলেছেন অথচ এই উন্নতির জনা যে টাকা এসেছে সেগুলোকে ভালভাবে কাজে লাগাতে আমরা দেখি না। এখনও বামফ্রন্ট সরকার যারা কংগ্রেসী আমলে বিরোধী দল ছিলেন তখন তারা বলেছিলেন যে উপজাতিরা কমুনিষ্ট করে তাই আমরা যদি সরকার গঠন করি তাহলে তাদের সব সমস্যা সমাধান আমরা করবো এবং তাদের বাস্তুভিটা রক্ষা করবো, কিন্তু আমরা এখন কি দেখি। আমরা দেখি কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কোন পার্থক্য নেই। একই রকম এই শাসন দেখা যায়। আমরা এখন সারা রাজ্যে দেখতে পাই যে কংগ্রেস সরকার যেটুকু উপজাতি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন সেটা রক্ষা করতেও বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আর রাজ্য সরকার Sch Caste. Sch. Tribe-এর যে সুযোগ সুবিধা বামফ্রন্টের লোকেরা জায়গায় জায়গায় গিয়ে বলেন, "উঃ কি দুঃখ, এই হরিজনেরা" আজ আমি এখানে বলতে চাই, উত্তর প্রদেশের হরিজনদের জন্য আমাদেরও দুঃখ হয়, কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জনা আপনারা কোনদিন দুঃখ প্রকাশ করেছেন কি? আপনাদের আমি বলতে চাই এখানে উত্তর প্রদেশ, বিহারের কথা বলে কি হবে আগে নিজের সমস্যাটাকে দেখতে চেষ্টা করুন। এই সমস্যা আমরা দেখি সারা ভারতবর্ষের সমস্যা। কিন্তু ত্রিপুরার নিজস্ব সমস্যা রয়েছে সেদিকে নজর দেওয়া দরকার সবার আগে। এর জনাই আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাই সবচেয়ে বেশী। তাই এখানে Re-grouping ছাড়া সরকারের নানা পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। দশ পরিবার পনেরো পরিবার, এভাবে পুনর্বাসন দিয়ে আমরা দেখতে পাই সেখানে নাই একটা বিদ্যালয়, নাই পানীয় জল রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা। পনেরো পরিবারের জন্য কি করে একটা স্কুল চালানো সম্ভব? সেখানে কি করে একটা রাস্তা হবে? এভাবে তাদের সব উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে আছে। আজকে এটা চিন্তা করা দরকার যে এতো কোটি কোটি টাকা আসছে, খরচ হচ্ছে উপজাতিদের জনা অথচ উপজাতিরা এতো দরিদ্র কেন, এতো শীর্ণ শরীর কেন? আসল কথা হলো কাজের কাজ কিছুই হয় না। আসল কাজ যে হয় না তার প্রমাণ রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার এই যে ডম্বুর থেকে শুধু উপজাতিদের বাছাই করে চৌদ্দ হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের এখনো কিছুই হয়নি। আমরা ধরে নিলাম কংগ্রেস সরকার কিছুই

করেনি কিন্তু আপনাদের তো কিছু করা দরকার; আপনারা না হয় কিছু করে দেখান না কেন? মানুষ না খেয়ে আছে অথচ আপনাদের মুখে একটি কথাও নেই।

আপনাদেরও তো ছয় বছর হয়ে গেছে। এখানে আপনারা আবার বলছেন বিরোধী দলগুলো রাজনীতি করছে। এখানে রাজনীতি নেই। সমস্ত রাজনীতিক মতাদর্শের উর্দ্ধে থেকে এটাকেই চিন্তা করতে হবে। আজকে সেখানে এখনো হাজার হাজার মানুষ সেই কাসক পাড়া, দালাক, চেলাগাং প্রভৃতি জায়গায় বাঙ্গালীদের সেই খস্যমুখ, বিলোনীয়া, রাজনগরে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছিলো সেখানে এখন কোন মানুষ আছে? একজনও নেই। সেখানে নাই বাঁচার পথ, নেই রাস্তাঘাট, পাহাড়ের উঁচু উঁচু জায়গায় কি করে মানুষ থাকবেন, এভাবে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে আগেই Reserach না করে শুধুমাত্র টাকা খরচ করলেই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে ডম্বুর থেকে উচ্ছেদ হওয়া দুই হাজার মানুষের একটি তালিকা আমি পেশ করতে পারি যাদের জন্য এখনো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এই কারণে আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করি খতিয়ে দেখার জন্য তারা কিভাবে আছে। তাদের জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। এভাবে আমাদের উপজাতিদের জন্য যে টাকা আসছে সেগুলো পেছন দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেগুলো সামনে আসছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এখানে স্বীকার করেছেন যে ৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা খেয়ে ফেলেছেন শ্য মসুন্দর দাস। এটা তো মাত্র একটি ক্ষেত্রে। এরকম বহু ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা নিয়ে দালানের পর দালান তৈরী করে আছে এগুলো তদন্ত করে দেখা দরকার। আমি বলতে চাই এমন একটা জায়গায় নয় সারা ত্রিপুরায় এমন বহু ঘটনা ঘটছে। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন ওরা নাকি আমাদের শিষ্য, ওরা আমাদের শিষ্য নয়, আপনাদের শিষ্য। একটা ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে বলে আপনারা এ ধরণের কথা বলছেন কিন্তু এমন অনেক জায়গায় কোটি কোটি টকা লোপাট হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে খতিয়ে দেখা হোক এবং মাননীয় বুদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীজওহর সাহা : -মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা এই হাউসে "ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতি জুমিয়াদের রিগ্রুপিং করে কম্পেক্ট এরিয়াতে এনে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আগামী আর্থিক বছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে" 'এই যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, ত্রিপুরার উপজাতিদের দুরবস্থা এবং দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আজকে কারো অজানা নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে বা তাদের আর্থিক স্থায়িত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বিশেষ করে বিগত ৬ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বড় বড় বুলি ছাড়া এই জুমিয়াদের জন্য নুতন কিছু করতে পারেন নি। বরং আমরা দেখেছি এই জুমিয়াদের পুনর্বাসনের নাম করে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকেও এই হাউসে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ৮ লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এমনকি প্রতিটি স্তরেই আমরা দেখেছি আত্ম - সাতের চেষ্টা চলছে, স্পেশ্যাল এডুকেশান বলুন, পূর্ত দপ্তর বলুন, বিদ্যুৎ দপ্তর বলুন সমস্ত দপ্তরেই সরকারের কোটি কোটি টাকার অপচয় হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি স্পেসিফিক আলোচনা করুন।

শ্রীজওহর সাহা :—এই সকল অভিযোগগুলিকে যখনই আমরা হাউসে তুলতে যাই তখনই এইগুলি ধামা-চাপা দেবার জন্য চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যতই বলা হোক না কেন যে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে, তপশীল জাতি, উপজাতিদের উন্নতির জন্য চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কিছুই হচ্ছে না। তাহলে কি হচ্ছে? আজকে কথায় কথায় বলা হচ্ছে, কেন্দ্র অর্থ দিচ্ছে না, কেন্দ্র থেকে পর্য্যাপ্ত অর্থ আসছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি হাউসের মধ্যে এই প্রশ্ন করতে চাই যে, এই সরকার কত টাকা হলে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা দূর করতে পারবেন? আসল কথা হলো, যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন সেই সমস্যাকে দূর করার বদলে সেই সমস্যাটাকে এমন একটা পর্য্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যে সেটা তখন একটা বিরাট আকার ধারন করে।

মিঃ স্পীকার : —মাননীয় সদস্য, আপনি রিজলিউশানের উপর আলোচনা করুন।

শ্রীজওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি রিজলিউশনের উপরই আলোচনা করছি। আমরা দেখছি এই হাউসে যখনই দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন বিভিন্ন দিক থেকে চাপ আসে, তাই আমরা আবেদন করছি আপনার মাধ্যমে, সাধারণ মানুষের যাতে উন্নতি সাধন করা যায় তার জন্য আবেদন রাখছি। এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টে দেখেছি সেখানেও টাকা নিয়ে নয় ছয় করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসেন প্রসাদ মালসাই।

কক-বরক

শ্রীসেনপ্রসাদ মালসাই :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি অর' বিধান সভানি হল' মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব তুবুমানি আনন' সংশোধিত আকারে আং আলোচনা খালাইনাই। কারণ তাবুক ত্রিপুরানি যে বামফ্রন্ট সরকার অম ত্রিপুরা নি উপজাতিরগন' সুষ্ঠ জুমিয়া পুনর্বাসন রীনানি বাগাই বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ খালাইম। যেমন, ফলের বাগান, রাবার প্লেন্টেশান। এসব কাজ ইয়াগ' নামানি আব' অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কাজ, আব কাহাম হীনাই আনি মনে আংগ। মাননীয় Speker Sir, তিনি যে A D.C. এলাকারগ তাবুক শুধু ট্রাইবেল সমিয়া,, ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল মিলিই বাস খালাইমা জাগা তংগ। কাজেই এক জাগা

থেকে সরিয়াই অন্য জাগা তৌলাং পুনর্বাসন রীমানি আব' আনি মতে যুক্তিযুক্ত আংয়া। কাজেই তাবুক যেভাবে যেখানে জুমিয়ারগ তংমানি আব জুমিয়ানি সুষ্ঠ পুনর্বাসনবাই, ট্রাইবেল-নন-ট্রাইবেল পাশাপাশি বসবাস খীলাই তংমা বন সরিয়াই তুবুমানি আববাই ত্রিপুরা সরকারনি যে পরিকল্পনা সুষ্ঠ পুনর্বাসন নি যে চিন্তা আব গথকলাইয়া। কাজেই একটা জাগাও পাঁচশ' ঘর হাজার ঘর খীলাই যে Re-groupingখীলাই নামি কক মাননীয় বুদ্ধ দেববর্মা সামানি আব' ত্রিপুরানি ক্ষেত্রে গথকয়া সমর্থন যোগ্য য়া। কারণ ত্রিপুরানি অবস্থা বাই মিজোরামনি অবস্থা একয়া। তফাৎ তংগ। কাজেই ত্রিপুরা ন মিজোরাম বাই তুলনা খীলাই আংয়া। কাজেই বরক যেভাবে বাস খীলাইমানি আবনি উপর বামফ্রন্ট সরকারনি যে চিন্তা আব সত্যিকারের দরকার তংগ। সরকারনি যে সুষ্ঠ পরিকল্পনা আবন আং সমর্থন খীলাই অ।

কারণ, তাবুক আং নুগ' যে ধর্মনগর সাব-ডিভিশন' আনন্দনগর, দশদা আবতাই ট্রাইবেল এরিয়া, শুধু পাহাড়ে সমাজ বহু যে বাস খীলাইজ শুধু ট্রাইবেলরস। গানাগিনি সমতলে বাস খীলাই অ নন-ট্রাইবেলরগ। কাজেই আবন' তিসাই তৌলাং সুষ্ঠ পুনর্বাসন রীফিনাই আব আং চং মানয়া। আনি মত অর' পরিষ্কার। আমি মতে আর যে ভাবে বরক তংমানি আয়ন' বরকন সুষ্ঠ পুনর্বাসন মারীনাই। হীনথে সংশোধিত আকারে মাননীয় সদস্যানি যে প্রস্তাব বন' আং সমর্থন খীলাই অ। এই কারণে যে তাবুক হঠাৎ করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ খীলাই মানয়া। যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি লগে লগে বিভিন্ন পরিকল্পনা এক একটা ৫০০/১000 খীলাই তিসাফি নানি অনেক রাং নাংনাই। কাজেই জুমিয়া পুনর্বাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাং রীনাই আবনি কোন Suwrity কীরাই। বামফ্রন্ট সরকারনি সীদ্ধান্ত মতে আনি সমর্থন তংগ। কাজেই মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব তুবুমানি আবন' সমর্থন খীলাই আনি কক পাই রীখা। খুলুময়া।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীলেন প্রসাদ মালসই :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই বিধান সভার মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সংশোধিত আকারে আমি আলোচনা করবো কারন, এখন ত্রিপুরার যে বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। যেমন, ফলের বাগান, রাবার প্লেন্টেশান ইত্যাদি। এসব কাজ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কাজ এবং এগুলো সবটাই ভালো বলে আমার মনে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন আমাদের A D C এলাকার মতো এলাকাতেও এখন শুধু উপজাতিরাই বসবাস করেন না সেখানে অ-উপজাতি গোষ্ঠির লোকেরাও বাস করেন। কাজেই সেখান থেকে শুধু উপজাতিদের সরিয়ে এনে পুনর্বাসন দিতে গেলে যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই এখন যেখানে জাতি উপজাতি মিলে মিশে বসবাস করছেন সেখান থেকে সরিয়ে এনে পুনর্বাসন দিয়ে সরকারের নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা দুরূহ কাজ, এটা অসামঞ্জস্য। কাজেই একটা জায়গায় ৫00 ঘর, হাজার ঘর করে Re.Grouping করার যে কথা মাননীয় বুদ্ধ দেববর্মা বলেছেন সেটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়, সমর্থনযোগ্য নয়। কারন ত্রিপুরার সঙ্গে মিজোরামের অবস্থা এক নয়, তফাৎ রয়েছে। কাজেই ত্রিপুরাকে

মিজোরামের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কাজেই তারা এখন যেভাবে বাস করেন তার উপর বামফ্রণ্ট সরকারের যে চিন্তা সেটাই সত্যিকারের দরকারী। সরকারের যে সুষ্ঠ পরিকল্পনা সেগুলোকে আমি সমর্থন করি। কারন আমি দেখি ধর্মনগর মহকুমায় আনন্দনগর, দশদা প্রভৃতি জায়গায় পাহাড়ে বসবাস করেন উপজাতিরা আবার পাশাপাশি সমতলে বসবাস করেন অ-উপজাতিরা। কাজেই তাদের সবাইকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেয়া সম্ভব এটা আমি মনে করি না। এখানে আমার অভিমত পরিষ্কার। আমার মনে হয় তারা সেখানে যেভাবে আছেন সেভাবে পুনর্বাসন দিতে হবে। কাজেই সংশোধিত আকারে হলে মাননীয় সদস্য উত্থাপিত প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। এই কারনে, যে, এখন নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেহেতু বামফ্রণ্ট সরকার আসার পরে ৫০০/১০০ ঘর করে পুনর্বাসন দিতে অনেক টাকা লাগবে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে টাকা দেবেন এমন কেনে Sun'ty নাই। বামফ্রন্টের সিদ্ধান্তকেই আমি সমর্থন করি। কাজেই মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার : –মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত দেববর্মা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, এই প্রস্তাবের উপরে সংশোধনী এনেছেন তিনজন সদস্য। আমি এই সংশোধনীটাকে সমর্থন করি। মূল প্রস্তাবটাতে কোন বিরোধ নাই। তবে এইটাতে একটু অসুবিধা হয়েছে যে, যেভাবে লেখা হয়েছে আ্যাজ ইট ইজ গ্রহণ করলে অসুবিধায় পড়তে হবে। ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতি জুমিয়াদের রিগ্রুপিং করে কমপেক্ট এরিয়াতে এনে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আগামী আর্থিক বছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে। এইটাতে বুঝা যায় যে ট্রাইবেল জুমিয়ারা কমপেক্ট এরিয়ার বাইরে আছেন, বা এ, ডি, সি, এরিয়ার বাইরে যারা আছেন তাদের সেখান থেকে উঠিয়ে এনে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াতে পুনর্বাসনের ইঙ্গিত আছে। জানিনা তিনি কি মিন করছেন। তবে ইহা অবাস্তব। কারণ জুমিয়া বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে বেশীরভাগই এ.ডি সি কমপেক্ট এরিয়ার মধ্যে। আবার ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়ার বাইরেও থাকতে পারে। এবং সেখানে পুনর্বাসন দেওয়ার মত কিছু জমিও থাকতে পারে। এদেরকে সবাইকে উচ্ছেদ করে যদি আনতে হয় তাহলে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে অবাস্তব। কাজেই এইখানে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, ত্রিপুরা উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আগামী আর্থিক বৎসরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে এই বিধানসভা অনুরোধ জানাচ্ছে। কাজেই এখানে কোন প্রশ্ন নেই। কারণ রিগ্রুপিং করার দরকার নেই এই কথাটা বলছি না, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত রিগ্রুপিং করার দরকার আছে। সেখানে আমরা বেশী জমি পাব, সেখানে অন্যান্য এলাকা থেকে যারা জুমিয়া আছে, তাদেরে সেখান থেকে এনে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে। তাতে নীতিগত ভাবে কোন বাধা নাই। তবে সেখানে যারা আছে সেখানে যদি পুনর্বাসন দেওয়ার মত জায়গা পাওয়া যায় তাদের সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কাজেই রিগ্রুপিং

করা নির্ভর করে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে যদি বলা হয় রিগ্রুপিং করার ক্ষেত্রে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াতে এনে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য টাকা চাইলে আমরা নিজেদের গলায় নিজেরাই দড়ি দিলাম। কারণ এই অবস্থা হলে পরে কেন্দ্রীয় সরকার বলবে তোমরা এই অবস্থা করতে পারনা, অতএব তোমরা টাকা পাবে না। সুতরাং সেই জিনিসটা অর্থাৎ রিগ্রুপিং এর ব্যাপারটা আমরা নিজেরা বিচার বিবেচনা করে ব্যবস্থা করব। তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাইব। তবে অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, উপজাতি যুব সমিতির মেম্বাররা একটা জিনিস অন্ততঃপক্ষে বুঝতে পেরেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের টাকা চাইতে হবে। এর আগে রাস্তাঘাটের জন্য টাকা চাইলে, বা পুনর্বাসনের জন্য টাকা চাইলে, বা বন্যা হলে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার জন্য টাকা চাইলে তারা কেবল বিরোধিতা করতেন। তারা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দেন, বেশী টাকা দিলে তার সদ্ব্যবহার হয়না। অতএব আমরা বিরোধিতা করি তবে ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে তারা অন্ততঃ পক্ষে বুঝতে পেরেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের কোন উন্নয়নমূলক কাজ যাবে না। অন্ততঃপক্ষে এই প্রস্তাব এই ইঙ্গিত রাখে যে, যে টাকাটা বামফ্রন্ট সরকারের হাতে যাবে এবং পুনর্বাসনের জন্য যে টাকাটা গেলে পরে এই সরকারের মাধ্যমে সুষ্ঠু পুনর্বাসন হতে পারে। ইহা খুব ভাল কথা এবং আনন্দের কথা। তারপর আর একটা জিনিস রিগ্রুপিং এর কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে পুনর্বাসনের জন্য জুমিয়াদের ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াতে জায়গা কোথায়? এটাই কি বলে দিতে হবে যে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়া ছাড়া যেখানে নন ট্রাইবেল এরিয়া সেখানে ১ ইঞ্চিও জমি পাওয়া যাবে না। টিলা জমিই হোক, সমতল জমিই হোক। পুনর্বাসন মানেই হচ্ছে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াতে পুনর্বাসন দিতে হবে। এইটা সম্ভব। এবং এইখানে আর একটা জিনিস লক্ষ্যনীয় যে মাননীয় সদস্যরা মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ডের কথা বলেছেন। মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ডের যে রিগ্রুপিং- এর জন্য বিরাট বিরাট গ্রাম করা হয়েছিল এইটা পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে নয়। এটাই হল রাজনৈতিক কারণে এটাই নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। ৪00-৫00 বা হাজার পরিবারকে একটা গ্রামে কনসলোডেটেড করে গ্রামটাকে রাখা হল, তাদের জন্য গ্রামটাকে চারদিক থেকে মিলিটারী পাহারা থাকত। এইখানে তাদের জীবিকা অর্জনের কোন পথ নেই। অন্য জায়গায় গিয়ে তাদের জীবিকার জন্য যেতে হত। যেমন তারা অন্য জায়গায় গিয়ে জুম করে, জুম করতে যাওয়ার সময় তাদের সঙ্গে মিলিটারী যায়, আবার আসার সময় মিলিটারী পাহারা দিয়ে নিয়ে আসে। জুম করার সময়ও তাদেরকে মিলিটারী দিয়ে পাহারা রাখা হত। তারপর তাদের হাতের যে যন্ত্রপাতি টাকল, ইত্যাদি তা তারা আসার সময়ে মিলিটারী ক্যাম্পে জমা দিয়ে আসত। খালি হাতেই তাদের জায়গায় ফিরতে হত। এই ছিল প্রথম দিকে। এখন জানিনা কি হয়েছে। তবে আমি যখন এম, পি ছিলাম তখনই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। ইট ইজ নট ফর রিহেবিলিটেশান। যাই হোক এইভাবে বিরাট বিরাট গ্রাম করা হয়েছে। সোভিয়েটেও আমরা দেখছি, বিরাট বিরাট গ্রাম করছে, সেখানে সিনেমা হল, রিক্রিয়েশানের জন্য অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা

হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন স্কুল কলেজ তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে সেই সুযোগ নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষের সুযোগ এখনও আসেনি। আর ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা এখন সম্ভব হবে না। কারণ ৫০০/৬০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার মত এভেইলেবল ল্যাণ্ড আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও পাব না। কংগ্রেস আমলে ১০০/১৫০ পরিবারকে নিয়ে কলোনী করার প্ল্যান ছিল কিন্তু একটিও সাকসেসফুল হয়নি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যদি ভাল ল্যাণ্ড পাওয়া যায় তাহলে সেখানে কলোনী করা হবে। অন্ততঃ একটা পরিবারেরও বাঁচার ব্যবস্থা হয়। ৫০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার যদি জমি পাওয়া যায় তাহলে ভাল কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। ১৯৫৩ | ১৯৫৪ সালে জুম পুনর্বাসন চালু হয়েছিল তখন এই ধরণের অনেক জমি ছিল কিন্তু তখন করা হয়নি। খোয়াইর্তে ত আমার চোখের দেখা সেখানে বিরাট বিরাট এলাকা ছিল। এখন যেটা মোহনভড়া এলাকা সেটা সবটাই আগে খাস ছিল। আমি সর্ব প্রথম ১৯৫২ সালে এ ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তখন আমাকে ১০ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে বললেন। আমি বলেছিলাম যে ১০ মিনিটের মধ্যে সম্ভব না কারণ ইংরেজীতে হয়ত সংক্ষেপে বলা যায় কিন্তু আমি ত আর বিলেত গিয়ে ইংরেজী শিখি নাই আর এত বড় ট্রাইবেল সমস্যা ১০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরাও অসম্ভব। তারপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলে উঠলেন মাননীয় সদস্য আপনার যত সময় দরকার আপনি নেন। সেদিন আমি ৯০ মিনিট আমার বক্তব্য রেখেছিলাম। পণ্ডিত নেহেরু সেদিন হাউসের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন আপনার স্কীমটা কোথায় আমাকে দেন। যে স্কীম' আমি দিয়েছিলাম. পুনর্বাসন যদি গৃহীত হয়ে কার্যকরী করতে গিয়ে পরে সেটি হেরফের করা হয়। সেদিন যাদের উপর দায়িত্ব ছিল সেদিন তারা টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল। মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে চাই এই নিয়ে ডিসপিউট করার কোন কিছুই নাই। সবলেই জানেন যে সেদিন জুমিয়াদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয় নাই। আগে সেটি হয়নি এখন আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বর্তমানে ট্রাইবেলদের জন্য ট্রাইবেল রিহেবিলাইটেশান রাবার প্ল্যানটেশান কর্পোরেশান করেছি। এতে ১০ | ১৫ হাজার টাকা লাগবে। এতে শতকরা ২৫ ভাগ আমরা দিতে পারছি। শতকরা ৭৫ ভাগ আসতে হবে রাবার বোর্ড থেকে। তা না হলে সরকারের পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু রাবার বোর্ড প্রতি বছর ২০০/২৫০ পরিবারের বেশী দিতে রাজী হচ্ছেনা। আমাদের কিছু টেকনিশিয়ানের অভাব আছে তাই আরও মুস্কিল হয়েছে। তাই টাকনিশিয়ানের ব্যবস্থা করতে পারলে হবে। একজন বিরোধী সদস্য বলেছেন যে আমরা যখন বিরোধী ছিলাম তখন ত আমরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এবং তারজন্য এখনও আমরা লড়াই করছি। আপনারা বলতে পারেন যে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে কয়টি লোক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে? কিন্তু কংগ্রেসের আমলে ১৮০০০ (আঠার হাজার একর জমি জলের দরে বে-আইনিভাবে বিক্রী হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর

পর্য্যন্ত যে জমি হস্তান্তরিত হয়েছে সেটা ১৯৭৪ সালের আইনের মধ্যে নাই। আইন হয়েছে ১৯৬৮ সালের পর যদি জমি বে-আইনিভাবে হস্তান্তরিত হয় তাহলে সেটা রেষ্টোরেশন হবে। পুনর্বাসনের সে পুরান পদ্ধতি আমরা এখন আর নিচ্ছিনা। তাই অমরপুরে অনেকগুলি স্কীম তৈরী হয়েছে। রাবার প্ল্যানটেশনের মাধ্যমে পুনর্বাসন সকলকে দেওয়া সম্ভব না। ফিশারী স্কীম, পোটারি স্কিম, পোলট্রি স্কীম ইত্যাদি স্কীম নেওয়া হয়েছে আরও বেশী করে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য। তাছাড়া গরু পালনের মধ্য দিয়েও করা হবে। প্রিমিটিভ গ্রুপ নামে একটা টাকা আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাই। সেখানে রিয়াং কমিউনিটির উপর আণ্ডার লাইন করা আছে। আমরা যা টাকা পাই তা ফরেষ্ট করপোরেশনের হাতে দিই। ঝুম পুনর্বাসন দিতে গেলে ফরেষ্ট দপ্তর থেকেই করা সম্ভব। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট অ্যাক্ট যেটা ছিল সেটা পরবর্তী সময়ে সংশোধিত হয়েছে। তাতে ফরেষ্ট আইনটা কার্য্যকরী করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগে যখন রাজ্য সরকারের হাত ছিল তখন যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন করা হত। পুনর্বাসনের প্রয়োজনে ফরেষ্ট দপ্তর রিজার্ভের অংশ বিশেষ সময়ে ডিরিজার্ভ করা যেত।

অনেক জমি আমরা রিলিজ করে দিয়ে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিয়েছি। কিন্তু এখন এই সংশোধনীর ফলে এই আইনটা কার্যকরী করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে যাওয়ার ফলে একটা স্কুল বা একটা রাস্তা পর্যন্ত আমরা করতে পারি না। কয় বছর পরে আমরা অনুমোদন পাব জানি না। যারা ফরেষ্টে আছে জুমিয়া তাদের গাছ রোপন, ধানের চাষ, ফলের চাষ, ইত্যাদি দিয়ে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা এপ্রিহেনসান আছে যে, যে জমিতে তারা গাছ রোপন করছে তার মালিক তারা হতে পারবে কিনা। সুপারি বাগান হতে পারে। কিন্তু জমি তাদের যাতে হতে পারে তাদের সেই গ্যারান্টি দেবার জন্য আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলেছি এবং মোটামুটি সেটা হয়ে যাবে এই ভিত্তিতে দিচ্ছি। আর ডম্বুরের উচ্ছেদ প্রাপ্তদের সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার আসার পর প্রথম আমরা ৬৫১০ টাকার স্কীম চালু করেছি যেটা কংগ্রেস আমলে ৩,০০০ টাকার কিছু উপর ছিল। এবং যেহেতু আমরা তাদের খুঁজে পাইনি কে কোথায় আছে, আমরা একটা কমিটি করেছিলাম অফিসার-দের দিয়ে তদন্ত করার জন্য এবং বিভিন্ন কাগজপত্রের মাধ্যমে অ্যানাউনস দিয়ে যে যারা যারা ডম্বুরের উচ্ছেদ প্রাপ্ত লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা যদি নিজ নিজ এলাকার এস, ডি, ও, বা বি,ডি,ও—এর কাছে রিপোর্ট করে তাহলে আমরা নূতন করে তাদের পুনর্বাসন করব। এর ফলে হাজার খানেক রিপোর্ট পেয়েছি এবং তার জন্য নূতন করে স্কীম করা হবে। কাজেই তাদের জন্য জমি এলটমেন্টের দরকার আছে। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরও টাকার দরকার আছে। এখন যে ৬৫১০ টাকার স্কীম আছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলেছিলাম এই স্কীমটা পালটান, এটাকে বাড়ানো দরকার। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে প্রস্তাব এনেছেন জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য এটা খুবই উপযুক্ত সময়। কাজেই এই সংশোধনীটা যদি গ্রহণ করেন তাতে অর্থের কোন পার্থক্য

হবে না। তবে রিগ্রুপিংটার কোন দরকার নেই। কাজেই শ্রীবিদ্যা দেববর্মা সহ যে তিন জন সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনী সহ যেন আমরা প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তিনজন মাননীয় সদস্য যে আমার মূল প্রস্তাবের উপর সংশোধনী এনেছেন, এখানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে "সমস্ত" এই ওয়ার্ডটা বাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব এনেছেন। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এতে কি অসুবিধা ? মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এ, ডি, সি. এরিয়াতে সমস্ত জুমিয়াকে নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমি তা বলছি না। যেখানে এ, ডি, সি, এরিয়ার বাইরে যে জুমিয়া আছে তাদের এ, ডি, সি, এরিয়ার বাইরে বড স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য। মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ত্রিপুরাতে আর জায়গা নেই। এটা সত্যি কথা। ত্রিপুরাতো আর রাবার নয় যে টান দিলেই বাড়বে। মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন ত্রিপুরার এলাকা সম্পর্কে। আমরা ১০০/১৫০ পরিবার করে গ্রুপিং করে এমনিতেই থাকি। কাজেই এই রিগ্রুপিং করার অর্থ হলো যে সেখানে বড রকমের স্কীম নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কলকারখানা, ফিসারী, পিগারী ইত্যাদি স্কীম করে যাতে নানারকমভাবে জুমিয়াদের পুনর্বাসন হয়। সেজন্য আমি এই প্রস্তাব এনেছি। কাজেই এই যে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। এর সাথে আমি দেখেছি যে জুমিয়া নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছেন। যেমন উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের একজন ক্যাশিয়ার তহবিল তছরুপ করেছে ৮ লক্ষ টাকা। তাহলে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে ড্রয়িং অফিসার এস, বি, সরকার তাকে জামাই আদরে কেন রাখা হয়েছে। আমরা দেখি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মাসে তিনবার করে বদলী হয়েছে এক একটা কর্মচারী। কিন্তু সেই এস, বি. সরকারকে ১৪ বৎসর রাখা হয়েছে। জানি না, সেখানে কি বিষয় আছে। হরির লুঠের বাতাসার প্রসাদ তিনিও পেয়েছেন কিনা ! যাই হোক এই যে উপজাতি. তাদের মরণ বাঁচন সমস্যা, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই যে ২৩ তারিখে এগ্রিকালচার মার্কেট অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল আনার সময় উপজাতিদের জন্য অনেক দরদ দেখিয়েছেন সেটা খুবই ভাল। যাদের গোলা ভরা ধান ছিল তারা আজ পথের ভিখারী।

কাজেই এই যে তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রাই এলাকায় এয়ার ফিল্ড রয়েছে সেটাই উপজাতি কমপেক্ট এরিয়াতে ছিল। কাজেই আমি মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যেহেতু উনি সেই দপ্তরের দায়িত্বে আছেন সেজন্য উনাকে এবং হাউসের কাছে এই আবেদন রাখছি যেন উপজাতিদের রিগ্রুপিংয়ের প্রস্তাবটি সমর্থন জানান এবং যাঁরা এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন উনারাও আমার প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আলোচনা শেষ হলো। আমি এখন মাননীয় সদস্য পূর্ণমোহন ত্রিপুরা, সেনপ্রসাদ মালসাই এবং বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা আনীত এমেণ্ডমেন্টটি ভোটে দিচ্ছি তারপর আমি মূল রিজোলিউশানটি ভোটে দেব। এমেণ্ডমেন্টটি হল :—"In the first line the

word 'সমস্ত' and subsequent portion "রিগ্রুপিং করে কমপেক্ট এরিয়াতে এনে" may be deleted.

(সংশোধনীটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

এখন আমি মূল রিজোলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধিত আকারে রিজোলিউশানটি হল "ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়াদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আগামী আর্থিক বছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

(রিজোলিউশানটি ধ্বনিভোটে সভায় গৃহীত হয়।)

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২২শে ডিসেম্বর মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদারের একটা প্রশ্নের ক্ল্যারিফিকেশান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দেবেন জানিয়েছিলেন। যেহেতু বিষয়টি আমার দপ্তরের সম্পর্কে সেজন্য আমি সেই ক্ল্যারিফিকেশানটি দিতেছি। ত্রিপুরা বিক্রয় একটি, ১৯৭৬ অনুযায়ী ক্রীড়া সরঞ্জাম বিক্রয় করের আওতায় আসে না। রাজ্য সরকারের কোন এনট্রিতে কোন ক্রীড়া সরঞ্জাম কোন সময়ে ঢুকে থাকলে তা প্রত্যাহারের জন্য বিধান সভায় কোন প্রশ্ন উঠে নাই। কাজেই আমি যে উত্তর দিয়েছিলাম সেই জবাবই বহাল রইল। (এর পর মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার কিছু বলতে চাইলে মিঃ স্পীকার জানান)।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এর উপর কোন বিতর্ক চলে না। আর একটি ব্যাপারে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। I have noticed for the last few days that the Reporters. Press Representatives discuss with the MALs inside the House. Press Gallery is of course out side the House. But discussion or talk with the Members in the House while Assembly is in session is objectionable and it is rather Breach of Privilege of the House. I do not like to proceed with this further. I would like to inform the press Representatives that they should attend their duties for which passes have been given to them and should not talk or discuss with the MLAs from the press Gallery:.

এখন আমি মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয়কে উনার প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাব এই বিধানসভায় উত্থাপন করতে চাই সেটা হয়েছে" সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার জন্য সর্বাধুনিক আণবিক অস্ত্রসমূহ ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে মজুত করে, পশ্চিম এশিয়ায় পাকিস্তান সমেত বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধঘাঁটি তৈরী করে, ফকল্যাণ্ড ও গ্র্যানাডার মত ছোট স্বাধীন দেশগুলোর স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে পৃথিবীব্যাপী যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং পরিস্থিতিকে ক্রমশঃ যুদ্ধের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভা তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা লক্ষ্য করছে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল যুদ্ধ বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের এই যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ আরো ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-এ সামিল হচ্ছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা ত্রিপুরার সকল অংশের যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে তাঁরা যাতে পৃথিবীর এই যুদ্ধ বিরোধী শক্তির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে সমবেত হোন।

ত্রিপুরা বিধানসভা দৃঢ়ভাবে মনে করে জীবন জীবিকার সংগ্রাম, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রজাতিয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও শান্তির জন্য সংগ্রাম এক এবং অভিন্ন।"

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাব বিধানসভার সামনে উত্থাপন করছি এই জন্য যে, এই বিধানসভা হচ্ছে রাজ্যের জনগণের কল্যানের জন্য আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

আমরা আমাদের বিধান সভার মতামত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন এবং বিধানসভাগুলি তাদের ক্ষমতার চৌহদ্দীর মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্যের সামগ্রিক কল্যাণ করতে পারেন না এবং বিধানসভার বাইরেও তার কিছু কাজ বাকী থেকে যায় ইচ্ছা থাকলেও সেখানে কিছু করতে পারে না। তা সত্বেও যে সমস্ত বিষয় সামগ্রিক জনজীবনের সঙ্গে জড়িত সেগুলি সম্পর্কে বিধানসভায় আমাদের আলোচনা করতে হয়, সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাতে মানুষকে আরও ভালভাবে থাকার সুযোগ করে দেওয়া যায়—যাতে রাজ্যের এবং দেশের মংগলের জন্য আর; কিছু ভাল পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি আমার প্রস্তাব এনেছি। এবং এই সমস্যাটা শুধু যে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের জীবনের প্রশ্ন জড়িত বা ভারতবর্ষের ৬৮ কোটি মানুষের ভাগ্য জড়িত তাই নয় এই সমস্যার সঙ্গে গোটা পৃথিবীর 800 কোটি মানুষের জীবনের প্রশ্ন জড়িত, গোটা মানব সভ্যতার প্রশ্ন জড়িত—যাদের তিল তিল রক্তের বিনিময়ে এই মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে সেই মানব সভ্যতার স্বার্থেই আজকে এই বিধান সভায় আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই সমস্যাটা হচ্ছে আজকে বিশ্বে যে যুদ্ধের উন্মাদনা বেড়ে চলেছে, এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার মজুত করে চলেছে। এবং এই যুদ্ধ যদি বেধেই যায় তাহলে সেই যুদ্ধ হবে ১ম এবং ২য় মহাযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ। মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮১ সলে বৃটেনের কেমব্রিজ শহরে একটা সম্মেলন হয়েছিল এবং সেই সম্মেলনের আলোচনার বিষয় ছিল। আণবিক বিশ্ব যুদ্ধ থেকে কিভাবে বিশ্বকে রক্ষা করা যায়। সেখানে বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক চিকিৎসক পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এসে মিলিত হয়েছিলেন। সাতদিন সেখানে আলোচনা চলেছিল তারা অভিমত দিয়েছিলেন যে আণবিক বোমা সমস্ত বিশ্বের চেহারাটা পাল্টে দিতে পারে। পৃথিবীর চেহারাটা বিকৃত করে দিতে পারে। এমনও হতে পারে জল স্থল হতে পারে, স্থল জল হতে পারে পাহাড় সমতলে আর সমতল পাহাড়ে রূপান্তরিত হতে পারে। একটা অঞ্চলে যদি দশ লাখ লোক বাস করে তাহলে সেখানে মুহূর্তের মধ্যে ৩/8 লক্ষ লোক মরে যাবে, সেই বোমায় ৩/8

লক্ষ লোক বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না, পঙ্গু হয়ে যাবে, জীবনী শক্তি হারিয়ে যাবে। আর ৩/৪ লক্ষ মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে। তাদের কর্মক্ষমতা থাকবে না এবং এদের যারা বংশধর হবে তাদেরকে মানুষ হিসাবে চেনা মুশকিল হবে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি তো ১ম, ২য় বিশ্ব যুদ্ধ দেখেছেন এখন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হলে পৃথিবীর চেহারাটা কি হবে বলুন তো? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলেছিলেন যে, তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে পৃথিবী পাথরময় হবে, গাছের ডাল খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী শ্মশানের রূপ ধারণ করবে। ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ সম্বন্ধে এখানে যে আলোচনা করছি সেটা চার দেয়ালের আলোচনা নয়, এটা একাডেমিক ডিসকাশন নয়। প্রশ্ন হল এটা কে বা কারা বাঁধাতে চাইছেন? আণবিক অস্ত্র তো নিজেই যুদ্ধ করবে না, আণবিক অস্ত্রকে চালানো হবে। আজকে বিশ্ব মূলতঃ দুটো শিবিরে বিভক্ত। একটা দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আর একদিকে ধনতান্ত্রিক শিবির পুঁজিবাদী আমেরিকান সাম্রাজ্য। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ মুহূর্ত্ত পর্যান্ত সারা পৃথিবীতে চলেছিল ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃত্ব। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প বাণিজ্য সমস্ত কিছুর উপর তাদের কতৃত্ব ছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালের পর থেকে সোভিয়েত দেশ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশ তাদের সামনে চেলেঞ্জ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। তারপর পৃথিবীর বহু ধনতান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে। আমাদের ভারতবর্ষ অনেক দিন হয়েছে স্বাধীন হয়েছে। এর কিছু হয়নি। কিন্তু অপর দিকে গোটা পৃথিবীর চেহারাটা পালটে গেছে। পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ দেশের শ্রমিক, কৃষক, মজুর এবং মেহনতী মানুষ আজ মুক্তির নিশান নিয়ে সংগ্রাম করছে। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভীত সন্ত্রস্ত। আজকে গোটা ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলির কি চেহারা? সেখানে আজকে বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটনে সেখানে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং বি এ পাশ করে সেখানে চাকুরী পাচ্ছে না এবং তার জন্য তাদেরকে আন্দোলন করতে হচ্ছে। শুধু মাত্র ইউরোপে নয়, সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির চেহারা এই রকম। কিন্তু সোভিয়েত দেশে সেখানে বেকার নেই, সবের জন্য কাজ আছে, সেখানে খাদ্য সমস্যা নেই, সেখানে বিনা চিকিৎসায় লোক মরে না। সেখানে শিক্ষার সব কিছুতে একটা সুপ্রিমেসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি শিল্প সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজ অনেক উন্নত। কিন্তু তার পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা, জার্মান, জাপান বৃটেন, ইটালী দেশগুলি ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে, সেখানে অর্থনৈতিক সংকট, শিল্পের শিক্ষার সব দিক দিয়ে সমস্যায় জর্জরিত। এই হচ্ছে ঘটনা। পৃথিবীর মধ্যে আমরা দেখছি ৩৬টি দেশের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা জানি, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ১ কোটি মানুষ মারা গেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ৩ কোটি মানুষ মারা গেছে, আর ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ তো এখনও শুরু হয় নি, তার আগেই ২ থেকে ২½ কোটি মানুষ মারা গেছে। আজকে সমগ্র

পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে বিপন্ন। তাই আজকে পৃথিবীর দিকে দিকে দেখা যায় ৩য় বিশ্বের যুদ্ধের ভাবনায় অস্থির। এই হচ্ছে ঘটনা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভীত, সন্ত্রস্ত, বিহ্বল এবং এই যুদ্ধের প্রতিবাদে তারা মুখর। খোদ ওয়াশিংটনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী, মানুষ মিছিল করে বলে, আমরা বন্দুক চাই না, অস্ত্র চাই না, আমরা চাকুরী চাই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তোমার সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করো। তোমাদের চক্রান্ত থেকে তোমরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখ। মার্কিন দেশকে শত্রু দেশ বলে পরিচিত হতে এই রকম ঘৃণ্য কাজ বন্ধ কর। খোদ ওয়াশিংটনে ওরা মিছিল করে। এই যে ঘটনা এই ঘটনার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, তারপরেও দেশের মানুষ আমাদের দেশের মানুষ যে দেশের মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সেই শান্তি কামী মানুষের, মতামত উপেক্ষা করে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে পদানত করবার জন্য, পৃথিবীর মানুষকে পদদলিত করবার জন্য সমাজ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যা তাদের চোখের কাটা, চোখের বালি তা নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যদি তা না করতে পারে, তাহলে গোটা পৃথিবীকে পদানত করা যাবে না। আপনারা জানেন, জেনেভার বৈঠক ভেঙ্গে যাবার পেঁছনেও ঐ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত দায়ী। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এই ঘটনার নিন্দা করেছে। তাই আজকে এই বিধান সভায় ঘটনা উপস্থাপন করতে গিয়ে বলছি আমরা এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের প্রতিবাদ করছি। কেননা, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের রক্ত ঘামের জল করা পরিশ্রমে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই শান্তির বাতাবরণ। সেটা কোন মতেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত ভেঙ্গে দিতে আমরা রাজী নই। কাজেই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, এই জায়গায় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে, শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে, ঠিকমত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আজ হয়ত প্রশ্ন উঠবে, কিভাবে? আজকে আমি বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাই না। পৃথিবীর ১০১টি দেশকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল নির্জোট আন্দোলন। এবং কিছুদিন আগে দিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নির্জোট আন্দোলনের সম্মেলন। সেখানে যতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং যা কিছু আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে ২৩/২৪ বার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, নিন্দাবাদ করা হয়েছে। এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ বাধিয়ে পৃথিবীকে যাতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে না যায় তার বিরুদ্ধে ১০১টি দেশের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রেখেছেন। এই নির্জোট আন্দোলনের ৬/৭ মাসের ব্যবধানে কমনওয়েলথ সম্মেলন হয়ে গেল। ৪০টি দেশ সেখানে অংশ নিয়েছিল। এই সম্মেলনের কিছুদিন আগেই গ্রেনাডা নামে একটি ছোট দেশ—একটি দ্বীপের মত দেশ সেখানে কোটি কোটি মানুষ বাস করে না, সেখানে বাস করে কম সংখ্যক লোক। সেই ছোট্ট স্বাধীন দেশ গ্রেনাডা, সেখানে রাতের অন্ধকারে চোরের মত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হামলা করে সে দেশের স্বাধীনতা দখল করে নিল। সমগ্র বিশ্বের মানুষ এই ঘৃণ্যতম কাজে লজ্জায় অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু

শ্রীমতী গান্ধী ননএলাইনের চেয়ারম্যান, ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী, ভারতের মানুষ যুদ্ধের বিরোধীতা করে সেই দেশের প্রধান মন্ত্রী হয়েও সম্মেলনের যিনি সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করেন, সেখানে তিনি এই গ্রেনাডা আক্রমনের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। এতে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। এখানে শ্রীমতী গান্ধী শান্তির পক্ষে মুখে যাই বলুন না কেন, মনের দিক থেকে ততটা নিষ্ঠাবান নন। কেন না, তিনি কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না। তিনি গ্রেনাডা আক্রমনের নিন্দা করেন নি, এই কারণে, তাহলে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণপ্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যাবে। সেখান থেকে ঋণ এনে তিনি দেশের অর্থ নৈতিক সংকটের মোকাবিলা করেন। কারণ, ভোট পেতে হবে তো। মিঃ স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে ঘটনা। আজকে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। কেন না, দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আজকে এই যুদ্ধের চক্রান্তে বিপন্ন হতে চলেছে। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি, সেখানে এই ব্যাপারে শাসক দলের কোন কার্য্যকরী ভূমিকাই নেই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে। অবশ্য থাকবার কথাও নয়। কারণ, শাসক দল এন্‌সা, নাসার মতই শুধু বিল করে ক্ষান্ত হন নি, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিধান সভার নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন। আমরা জানি, রাষ্ট্রপতির শাসন মানে বকলমে কেন্দ্রের শাসন এবং কেন্দ্রের শাসন মানে শ্রীমতী গান্ধীর শাসন, শ্রীমতী গান্ধীর শাসন মানে যারা ১৯৭৫ সালের যা করিয়েছিলেন, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের নির্বাচনে হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করেছি। তারা মহাত্মা গান্ধীর নাম নিয়ে বড়াই করে, জওহরলাল নেহরুর নাম নিয়ে বড়াই করে সেই যে কংগ্রেস তার যে নেত্রী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলছেন না আজকে। গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার, জাতীয় সরকারের অধিকার যা অনেক কষ্টে অর্জিত হয়েছিল তা আজকে হরণ করার চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলছে, বাক্ স্বাধীনতা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, সমালোচনার অধিকার, বিরোধী দলের অধিকারকে হস্তক্ষেপ করতে। এই সব পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অঞ্চল, মহকুমা, রাজ্য নির্বিশেষে যখন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তারা আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে। কাজেই বর্তমান সরকারের এই আচরনে হয়ত সম্ভব হবে না। আমরা যদি আজকে ভারতবর্ষের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব ভারতবর্ষ কি অবস্থার মধ্যে আছে। তার চারিদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ফুঁসে উঠছে। আমরা দেখেছি, পাকিস্তান সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘাটি গেড়ে বসে আছে, আফগানিস্তান সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্সি সক্রিয় হবার চেষ্টা করছে পাকিস্তানকে সামনে রেখে, শ্রীলঙ্কায় কিছুদিন আগে মানুষকে পাখীর মত হত্যা করা হয়েছে, সেখানে মার্কিন এজেন্সি কাজ করছে। থাইল্যাণ্ডে মার্কিন এজেন্সি কাজ করছে। ভারতের চারিদিকে সমস্ত জায়গায় মার্কিন এজেন্সি ঘাটি গেড়ে বসে আছে তা আমরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ করেন নি। বরং দিল্লিতে যখন নির্জোট সম্মেলন হয়, তখন বামপন্থী শক্তিগুলি বলেছিল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিছিল করবে। কিন্তু

শ্রীমতী গান্ধী সরকার তার অনুমতি দেন নি। যখন দিল্লীতে কমনওয়েলথ সম্মেলন শুরু হয়, তখনও যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্বের দেশগুলিকে সচেতন করার জন্য বামপন্থী শক্তিগুলি দিল্লীতে মিছিল করতে চেয়েছিল। কিন্তু তখনও তিনি রাজী হন নি। কারণ, মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন মিছিল দিল্লিতে দেওয়া যাবে না। এই হচ্ছে ঘটনা। ভারতের সার্বভৌমত্বই বলুন, স্বাধীনতাই বলুন এদের কাছে কোনটাই নিরাপদ নয়। আজকে ভারতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে অর্থনৈতিক দিক থেকে যে পদক্ষেপ সরকার নিতে যাচ্ছেন তাতে সম্ভব হবে না। বরং সেটাই হবে বিনষ্টের জন্য দায়ী। সমগ্র ভারতবাসীকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়।

এখানকার সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর দলের লোকেরা বিভিন্ন নির্বাচনে আঁতাত করছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে তাকালে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমরা লক্ষ্য করেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে ঐক্যের সেতুকে ভেঙ্গে চৌচির করে দিয়ে একটা সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছিল। যারা মানুষের রক্ত নিয়ে হোলী খেলে তাদের সংগে শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী বিধানসভার আসন দখল করবার জন্য নির্লজ্জের মত আঁতাত করে। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেন এখানকার জনপ্রতিনিধিদেরকে ধ্বংস করবার জন্য। আসামের মধ্যে আসু-গণসংগ্রাম পরিষদ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। তাদেরই সংগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আঁতাত করে। সেখানে বামপন্থীরা নোমিনেশান পেপার সাবমিট করতে পাবেন না। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর দলের লোকেরা নির্বিঘ্নে নির্বাচনে জিতে যাচ্ছেন। সেটা কি করে সম্ভব? আজকে পাঞ্জাবের দিকে তাকান, সেখানে এক্সট্রিমিষ্টরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকে পাঞ্জাব গোটা ভারত-বর্ষকে গ্রাস করতে চাইছে। এরজন্য দায়ী কে? কেরলের নির্বাচন, সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ জানেন সেখানে জামেত-ই-ইসলামের সংঙ্গে আঁতাত করে বামপন্থী শক্তিকে প্রতিহত করে বিধানসভার আসন দখল করবার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই ছিল তাঁর লক্ষ্য, স্বপ্ন এবং বাসনা। ব্যাক্তিগত ভাবে যে কোন ধর্মের প্রতি তার আকর্ষণ থাকতে পারে, শ্রদ্ধা থাকতে পারে। জনগণ ভোট দেওয়ার আগে তিনি মন্দিরে যাবেন, গীর্জায় যাবেন, এতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এর দ্বারা কি বুঝায়? যে ধর্মের লোক দেখেন, সেই ধর্মের মানুষের মন জয় করবার জন্য তাদের আচার অনুষ্ঠান মাফিক সেখানে গিয়ে পূজা অর্চনা করেন। এটা কি তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার নিদর্শন? এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা করলে দেশের বিভিন্ন ধর্ম, কর্ম, জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের ঐক্যবদ্ধ রাখা যাবে? যে সাম্প্রদায়িক শক্তি ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল, যারা ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে চাইছে, ভারতবর্ষকে উপনিবেশে পরিণত করতে চাইছে, ভারতবর্ষকে ছত্রখান করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, শ্রীমতী গান্ধীর এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা দিয়ে কি তাদেরকে আরও সুযোগ করে দেওয়া হয় না? আমরা ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষের ৮০ কোটি মানুষের কাছে এই কথাই বলতে চাই যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠীর হাতে ভারতবর্ষের সার্বভৌমিকতা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্ব তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি

বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার আমাদের যে প্রস্তুতি সে প্রস্তুতির দায়িত্ব আমরা ভারতবর্ষে শাসকগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। ভারতবর্ষের সমস্ত গণতন্ত্র সমর্থক মানুষদের দল, মত, জাতি নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে আমি আহ্বান জানাই। আহ্বান জানাই ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। ত্রিপুরা বিধানসভা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম, যে বিধানসভা এই ধরনের আন্তর্জাতিক ঘটনায় একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে গোটা বিশ্বের একটা জ্বলন্ত সমস্যাকে সামনে রেখে এই ধরণের আবেদন সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে রাখতে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এই বিধানসভায় আমরা যারা আছি, বিরোধীই হোন আর শাসক গোষ্ঠীই হোন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সারা ভারতবর্ষের মানুষের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারব। আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ঘোষণা করতে পারবো যে—আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। যারা মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রতিবাদ ও ধিক্কারে সোচ্চার হচ্ছি। সমস্ত শান্তিকামী মানুষের কাছে আমরা এই ঘোষণা করছি। এই কথা বলে প্রস্তাবটি সভার সামনে বিবেচনার জন্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আবেদন করছি।

কক-বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মান গানাং স্পীকার স্যার—অর মান গানাং সদসা শ্রীমানিক সরকার যে কক তিসামানি আবন তৌয়াই আং কক ছানানি নাইথ। আব ঠিকন যে তাবুক অ হা সাকা অ বিশেষ করে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তাকজাক যে রাজ্যরগ তংমানি আরনিঅ বরক বুথারজাকনাই অস্ত্রশস্ত্র পুংঅই তংবাই থা। অম কিরিমা সিনসা আংগাই তংথা। যদি ন অর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাংগাই থাংলাহা হানখেলাই অ হা সাকাঅ ত বরক মুইনসু খরকসাসাক দা ফাথাং তবগ ন আব' উানসুকনানি কক। যারা বৈজ্ঞানিক বরক রগ-ন ছাঅই তংবাই অ। যদি পারমানবিক যুদ্ধ নাংলাহা হানখেলার আহাইখেই ন অ হা সাকা অ তেই বরক তংগাই মানগালাক। বেবাক কামাই থাংবাই নাই। কাজেই অমত নিশ্চয় যাতে অমতাই যুদ্ধ আংগাই মানয়াতাই, যাতে অমতাই কিরিমা সিনসা অস্ত্ররগ বরক বুথারজাকনানি ছামুঙ্গ ফানাংজাকয়াতাই বনি বাগাই বরক বাই বরক চাবজাকনানি নাংগাই তংগ। এবং অর যতন অমনি সম্পর্কে সিসানানি নাংগাই তলাহা, কিন্তু তাবুক যে চাঙ নুগাই তংগ—যে অরনিঅ মাননীয় সদসা মানিক সরকার যে কক তিসামানি ব অমন' আলোচনা খালাইথানি অর' ঠিক যুদ্ধনি বিরুদ্ধে ব বেশী ছায়া। সাকা বনি দলনি নীতিরীতি তৌয়াই। তাবুকনি যে সময় সারা আফ্রিকা, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়া কিংবা নাইজেরিয়া মতাইরগ অমতাই খালাইজাকঅই তংগ। হানখে অমতাই-রগনি বাগাই ন বরগ ব জানি যা স্বাধীনতানি বাগাইহা নায়-নাইন'। আবনি বাগাই বরগ যুদ্ধ রাঅই তংগ। চাঙ ব যুদ্ধ বিরোধী ফাইসিং চিনি ব নিশ্চয়

সমর্থন তংগ। এবং চিনি ব্রাক্ বরগবাই চাকজাকঅই তংগ। চিনি তাবুক কক আংখী 'ব' যেটা সামানি শ্রীমতী গান্ধীনি বিরুদ্ধে যে সব কক সামানি আব' রাজনীতি উদ্দেশ্য তৗয়ৗই সামানি, না হয় সামানি আবনি কোন যুক্তি কৗয়ৗই। যুদ্ধ ন কিরিঅই বা যুদ্ধ নাংয়া আংয়াতৗই বনি বাগৗই কক ছামানি আংসকয়া। এটা বন' আও নিশ্চয় যে যুদ্ধ কিরিমা সিনসা বন' তৗয়ৗই সাদি থানসা আংলাইয়ানৗ। কিন্তু অরনি অ যদি ব ঠিকখেই সালাহা হৗনখেলাই যে, জাতীয় ঐক্য, সংহতি নানা রকম ব তিসাঅ। কিন্তু অরনিঅ যে বামফ্রন্ট সরকার চালকঅই তংনাই বন তাম খৗলাই। সেই যে আব' জাতীয় সংহতি হৗনৗই সাঅই তংনাই, সাম্প্রদায়িক মত বিরোধী হৗনৗই যে সাঅই তংনাই ব আশি সালনি চবা নাংলাই ফুরু বনি তমুও তাম? আচুরু সরকারনি পুলিশ বরগ তাম' খৗলাই খা এই বামফ্রন্টনি বিরুদ্ধে। আফুরু এই যে চিনি মুয়া চানাই রগনি বিরুদ্ধ অস্ত্র তৗয়ৗই তংগ। সরকারছে আফুরু উপজাতি রগনি বিরুদ্ধে। অরনি অ যারা জাতীয় ঐক্য, সংহতি হৗনৗই ছাঅই তংনাইরগ—এই সে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী বাচাঅই কক খাইসা দা ছাঅই মানখা—যে আনি পুলিশরগ ছামুও হাময়া তাংখা। অমতৗই খেই চিনি উপজাতি রগন বুথার কা। অ জাগা অ অন্যায় খৗলাইকা জেল খানা অ চবঅই বুথার খা, আব' চায়া হৗনৗই ব উইসাফান' বুখুকতৗই খুক পেয়অই মানখা'? তাবুক পর্যন্ত পেরয়া।

মান সৗনাও স্পীকার স্যার, —তেইব চাও হুগঅ, অরনি অ এই যে শ্রীমতি গান্ধীবাই যে অংতাত খৗলাইমানি, সমঝোতা খৗলাইমানি অ ব্যাপারে ব কিসা সাকা, হৗনখে অর' তাম' যে, ৬ষ্ঠ তপশীল রৗই মানয়ানি বাগৗই উপজাতি যুব সমিতি মতী গান্ধী বাই সমঝোতা অ থাংগ'। এই ৬ষ্ঠ তপশীল ন তামংগৗই চাজাকয়া আও? ৫ষ্ঠ তপশীল আংখা আব' দেশ ন থানসা খৗলাইন'নি। বনি বাগৗইছে ৬ষ্ঠ তপশীল। ছৗকাং অ এন, আর, লস্কর পার্লামেন্ট অ অতিরিক্ত প্রশ্ননি উত্তর' ব সাকা ৬ষ্ঠ তপশীল বিবেচনা খৗলাইজাকনা আংখোং। কাজেই আব যদি তিনি টি, ইউ, জে, এস, ঐ ৬ষ্ঠ তপশীল ন, হামজাক অই এবং প্রধানমন্ত্রীনি ককবাই সমঝোতা খৗলাই লাহা হৗনখেলাই অমকি সাম্প্রদায়িকতা অমকি উানসানি বিরুদ্ধে নাকি সরকারনি বিরুদ্ধে? কাজেই অম' আংখা জাতি উপজাতি যাতে থানসাখে থাংগৗই মাননাতৗই, বরগ কুচুক অ কাঅই মাননাতৗই বনি বাগৗই থানসাখে ছামুও তাংলাইনানি আবছে।

মান সৗনাও স্পীকার স্যার, —তেইব' নাইদি এই কামাল ঘাট' মিয়া ফুরু ২৪ তারিখনি ছিমি আরনি অ দাঙ্গ মামলা প্রত্যাহার দাবী ন তৗয়ৗই আর' অনশন ধর্মঘট চলিই তংখা। শত শত বরক আরনি অ চাবজাকলাই তংগ, আচুকলাই তংগ, দাঙ্গা প্রত্যাহার খৗলাইদি হৗনৗই। কারণ চাও নাই অ অরনি অ থানসা তংলাইনানি হৗনখেলাই ও মামলা ন তৗয়ৗই চলিয়া কারণ অ ফনা তান' অ ফন। বুথার, অম হাইখে যদিন কোর্ট অ থাংগৗই ছালাইলাহা হৗনখেলাই আব' কখনো আংগৗই মানয়া। তেই যে সমস্ত উপজাতি বরক রগ রমজাকমানি বেবাক ন-ন নাই-নাই রমখা। উদয়পুরনি যারা আনি কামি নগ ছকছাইনাই আনি তাখুক বুখুক ন তানৗই নাই বরগন পুলিশছে রময়া। শুধুমাত্র যারা বড়মুড়া, আঠারমুড়া বেছেও অ তংনাই বরগন পাইকারী হারে রমুই তুইফাকা।

তেই মিনিট কাইসা—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তৃতা তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—বনি বাগাই গামছা ক'র্‌য়া তাবুক অনশন ধর্মঘট চলিই তংগ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই বক্তৃতা ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপনি ত প্রস্তাবের উপর বলছেন না। আলোচনা কিভাবে করতে হয় জানেন ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—Last Paragraph ভাঁয়াই ছাঅই তংগ।

মিঃ স্পীকার :—আপনি শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—Last Paragraph নুদা নুকখা ?

মিঃ স্পীকার :—আপনার সময় শেষ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আঙ Challange খ'লাই অ নি্রগ Last Paragraph নুদা নুকখা ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ।

…… ……… (গণ্ডগোল)।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে নিয়ে আমি বক্তব্য রাখতে চাই। এটা ঠিকই বর্তমানে এই পৃথিবীতে যে সমস্ত রাজ্যে অস্ত্রসস্ত্র তৈরী হচ্ছে সে সমস্ত দেশে মরনাস্ত্র অনেক বেড়েছে। এটা বিরাট ভয়ংকর হয়ে রয়েছে। এটা যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেধে যায়—লেগে যায় তাহলে এই দেশে বসবাস করতে পারবে কিনা সেটা চিন্তা করার বিষয়। যারা বৈজ্ঞানিক তারাই বলেছেন যদি পরমাণবিক যন্ত্র দ্বারা যুদ্ধ হয় তাহলে এ দেশে কেহ জীবিত থাকবে না, সব জীবজন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কাজেই এরকম যুদ্ধ যাহাতে না হয়, যাতে এসব ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত না হয়, যাতে মানুষকে ধ্বংস করতে না পারে তার জন্য একটা সর্বদলীয় বৈঠক বসার প্রয়োজন হয়ে রয়েছে, এবং তার জন্য সবাই এ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব তুলেছেন তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ঠিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বেশী কথা বলেন নি। শুধু তার দলের রীতি নীতি নিয়েই বলেছেন। এখন যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নাইজেরিয়া এসমস্ত দেশগুলি এখন এরকম অবস্থা হয়ে রয়েছে। তারপর এরকম হওয়ার জনাই নিজের স্বাধীনতার জন্য তারা সংগ্রাম করবেই; তারজন্যই তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও যুদ্ধের বিরোধীতা করি। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে শ্রীমতি গান্ধীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলেছেন সেটা রাজনীতি উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছেন, তার কোন যুক্তি নেই। যুদ্ধকে বন্ধ করা বা যাতে যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে তার জন্য যেটা বলেছেন তা সঠিক হয়নি। কেননা যুদ্ধ হলেই ভয়ঙ্কর হবেই। তারজন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ এরকম তার বর্তৃতায় কোন উল্লেখ নেই। এই হাউসে তিনি জাতীয় ঐক্য সংহতি নানারকম

কথা বলেছেন। এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে কি করছেন? এই যে জাতীয় সংহতি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বলে যারা এসব কথা বলছেন— বিগত ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গার সময়ে তাদের ভূমিকা কি ছিল?

সে সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশের কি ভূমিকা নিয়েছিল? সে সময়ে বিশেষ করে আমাদের উপজাতিদের উপর পুলিশ অস্ত্র দিয়ে অত্যাচার করেছে। সরকারই সে সময়ে উপজাতিদের বিরোদ্ধে ছিল। এই হাউসে যারা জাতীয় সংহতি, জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছেন এবং এই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দাঁড়িয়ে কোন বিবৃতি দিতে পেরেছেন? যে আমার পুলিশরা খারাপ কাজ করেছে'। এভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশরা আমাদের উপজাতিদের মেরেছে। "অন্যায় ভাবে জেলে দৈহিক নির্যাতন করে মেরেছে সেটা উচিত হল না" মুখে দিয়ে একবারও তো মুখ দিয়ে ফুটল না। এখনো বলছেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার শ্রীমতি গান্ধীর এবং আমাদের উপজাতি যুব সমিতি যে আঁতাত সমঝোতা করেছে সে সম্পর্কে কিছু বলেছেন। তাহলেও রাজ্যে কেন আপনারা ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে পারছেন না? ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে পারছেন না বলেই আমরা শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে আঁতাত করতে বাধ্য হয়েছি। এই ৬ষ্ঠ তপশীলকে আপনারা সমর্থন করতে পারছেন না কেন? আমরা বলব ৬ষ্ঠ তপশীল হল দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা। তার জনাই ৬ষ্ঠ তপশীল কয়েকদিন আগে এন, আর, লস্কর পাল্যমেন্টে অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে—বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যেয় ৬ষ্ঠ তপশীল বিবেচনাধীন আছে। কাজেই এটা যদি আজকে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য শ্রীমতি গান্ধীর সাথে সমঝোতা করে তাহলে কি সাম্প্রদায়িকতা হয়? এটা কি অবাঙ্গালী বিরুদ্ধে নাকি সরকারের বিরুদ্ধে? কাজেই ৬ষ্ঠ তপশীল হল জাতি উপজাতি যাতে একসাথে বসবাস করতে পারে এবং যারা এখনো শিক্ষিত হতে পারেনি, যাতে একসাথে কাজ করতে পারে তারজনাই ৬ষ্ঠ তপশীল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরো দেখুন এই যে সদরের কামাল ঘাটে গতকাল অর্থাৎ ২৪ তারিখ থেকে সেখানে দাঙ্গার মামলা প্রত্যাহার দাবী নিয়ে সেখানে অনশন ধর্মঘট চলছে। শত শত নরনারী অনশন করছে জুনের দাঙ্গার মামলা প্রত্যাহার করার জন্য। কারণ আমরা চাই এ রাজ্যে বসবাস করতে হলে এই সমস্ত মামলা তুলে নেওয়া দরকার। যদি অমোক লোক হত্যা করেছে, অমোক লোক কেটেছে লোকে গিয়ে বলে তাহলে কি সুস্থ বিচার হবে? উপজাতি গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের কি বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, উদয়পুরের যারা আমার গ্রামের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে এবং আমার আত্মীয় স্বজনকে মেরেছে তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না। যারা বড়মুড়া আঠারমুড়ার আনাচে কানাচে ছিল শুধু তাদেরকেই পাইকারী হারে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। আরও এক মিনিট।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—তারজন্য এখন গামছা করয়াই অনশন ধর্মঘট চলছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই বক্তৃতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপনি ভ প্রস্তাবের উপর বলছেন না, আলোচনা কিভাবে করতে হয় জানেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—Last Paragraph নিয়েই বলছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনি শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আপনারা Last Paragreph দেখেছেন কি?

মিঃ স্পীকার :—আপনার সময় শেষ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আপনারা Last Paragraph দেখেছেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ, (গণ্ডগোল)।.........

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য—শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার একটি বে-সরকারী প্রস্তাব, যুদ্ধ বিরোধী যে প্রস্তাব আজকে সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে বিশ্বে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির জাগ্রত যে জনমত সেই জনমত এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে গণতান্ত্রিক চেতনা সেই চেতনা আজকে এই হাউসের মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এটা সময়োচিত অলোচনার সূত্রপাত আজকে এই বিধান সভায় এসেছে। মিঃ স্পিকার স্যার, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যে চক্রান্ত, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেব যে চক্রান্ত, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যে উন্মাদনা এটা পৃথিবীতে নূতন কিছু নয়। আমরা দেখেছি ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭ যে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সেই সময় সেই সাম্রাজ্যবাদের শক্তিরা পৃথিবীতে যে অনুন্নত দেশগুলি আছে সেই সমস্ত দেশগুলিতে নিজেদের দেশের যে উৎবৃত্ত পন্য সেই সমস্ত পন্য বিক্রির জন্য, মুনাফা করার জন্য সেই সমস্ত অনুন্নত দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেবার জন্য বাজার দখলের যে লড়াই, সেই বাজার দখলের যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতা থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থাই তারা তৈরী করেন। সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সেখানে আমরা দেখেছি, কি প্রথম সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধে, কি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধে সেখানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ বলি হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুস প্রাণ হারিয়েছে। কাজেই এই যে যুদ্ধেব প্রচেষ্টা এটা সব সময়ই নিন্দনীয়। এবং এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে তখনও আমরা দেখেছি বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ প্রতিবাদ করেছে, মিটিং করেছে, লড়াই করেছে এবং শান্তির আবেদন করেছে। কিন্তু যুদ্ধ এক দিকে আর শান্তির আবেদন আর এক দিকে। যুদ্ধবাদীদের কাছে, এই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যতই শান্তির আবেদন করা হোক না কেন শান্তির পায়রা উড়ান হোক না কেন সেই যুদ্ধ এই ভাবে থামে না। সেই জন্যই আমরা শুনি মহামানব কমরেড লেনিন তিনি প্রথম এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রথম এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর যে ব্যবস্থা, এই দেশের যে ধনবাদী শক্তি তাকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করে নিজ দেশে সেই সমাজতান্ত্রিক যে ধনবাদী শক্তি তাকে উচ্ছেদ করার জন্য তিনি আহ্বান

জানালেন বিশ্বের সাধারণ মানুষের কাছে, খেটে খাওয়া মানুষের কাছে, শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের কাছে যে তোমরা সাম্রাজ্যবাদী যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধকে গৃহ যুদ্ধে পরিণত কর এবং পৃথিবীতে তোমরা মুক্ত দুনিয়া তৈরী কর। নতুবা সমাজবাদীদের যে চক্রান্ত সেই চক্রান্তের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যখন সারা বিশ্বে সাম্রাজ্য বাদের নেতৃত্বে এই ধরনের একটা যুদ্ধের শিবিরে তৈরী হচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে থেকে এই যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরী করার জন্য নানারকম ভয়াবহ যুদ্ধের প্রচেষ্টায় ক্ষেপনাস্ত্র তৈরী হচ্ছে। তাই আমরা যারা লড়াই করছি এবং শ্রমিক শ্রেণী লড়াই করেছে তারা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছে না। তাই আজকে শ্রমজীবি অংশের মানুষ এবং আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের যে ঘৃণা সেই ঘৃণা আজকে এই বিধানসভার প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, যে কথাটা বলছিলাম যে, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ সেই যুদ্ধ থেকে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজাক বিভিন্ন জায়গায়, যেমন গ্রেনাডার কথা, গ্রেনাডা একটি ছোট দেশ হয়েও জঘণ্যভাবে সাম্রাজ্যবাদী তার যে স্বার্থকায়েমী স্বার্থ সেই কায়েমী স্বার্থ সেখানে নিয়ে সেই গণতন্ত্রকে তার যে নোংরা চক্রান্ত সেই চক্রান্তের দ্বারা যারা তাবেদার সরকার সেখানে কায়েম করছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অংশের শ্রমজীবি মানুষ এবং গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যেটা লক্ষণীয় বিষয়, সেটা হলো এই যে সাম্রাজ্যবাদের যে চক্রান্ত তারা আজকে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জায়গায় তার তাবেদার রাষ্ট্রের মধ্যে সেখানে নানারকম ভাবে চক্রান্ত করে ক্ষেপণাস্ত্র মজুত করে সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিতে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে একটা যুদ্ধের উত্তেজনা তৈরী করা, এটাই তাদের কাম্য। আর. এস. পি. মনে করেন, এই যে যুদ্ধ সেটা ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না তখন যুদ্ধ লাগিয়ে নিজের দেশের যে সংকট সেই সংকটকে মোকাবিলা করতে চায় এবং সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাদের যে সংকট এই ধনবাদের বিরুদ্ধে তাই তারা আন্দোলন করতে চায়, লড়াই করতে চায় এবং এই ধনবাদ ব্যবস্থার মূলে আঘাত হানতে চায়। তখন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে এই ধনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ থেকে মানুষকে অন্যদিকে ধাবিত করবার জন্যই লড়াই করে সেই কেন্দ্রবিন্দুকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে চায়।

পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরার শ্রমজীবি মানুষের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট যখন এই ধনবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, তার দেখাদেখি যখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ যখন এর বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে তখন শ্রীমতি গান্ধী বড়ই আতংকিত। সবাই যখন এর বিরুদ্ধে তখন শ্রীমতী গান্ধী চেষ্টা করছেন যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। যুদ্ধ লাগিয়ে সাধারন মানুষের যে আন্দোলন, সাধারন মানুষের যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, সেই সংগ্রামকে দুর্বল করার জন্য। এইটাই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি। শ্রমজীবি মানুষ হিসাবে, শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে, আমাদেরও দায়িত্ব আছে। সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই শ্রীমতী গান্ধীর যে পুঁজিবাদী চক্রান্ত, সেই চক্রান্তকে পদর্যুস্ত করা যায় এবং বন্ধ করা যায়। প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় আমরা দেখেছি সোভিয়েট রাশিয়ার যে সামাজতান্ত্রিক বিপ্লব, জার্মান বামফ্রন্ট

দল বলে একটি দল লেনিনের আহবানে সে দিন সাড়া না দিয়ে, ধনবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির যে আহ্বান সেই আহ্বানে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে আরও সুযোগ দিয়ে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। তাতে আমাদেরও শিক্ষনীয় ব্যাপার আছে। আমরাও যদি এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি তাহলে দেশের পক্ষে মহা বিপদজনক। আজকে ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, পুঁজিবাদীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের সামিল হয়ে ভারতবর্ষের মূল যে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব, সেই বিপ্লবকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই তার পক্ষে সুফল পাওয়া যাবে। এই প্রস্তাবের শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, "জীবন জীবিকার সংগ্রাম, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, বিচ্ছিনতাবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য সংগ্রাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য সংগ্রাম এক এবং অভিন্ন, আমি এর সঙ্গে একমত। কারণ মানুষের জীবন জীবিকার জন্য যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। কাজেই জীবন জীবিকার সংগ্রামের সংগে যুদ্ধ বিরোধী যে সংগ্রাম পুঁজিবাদীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, পুঁজিবাদীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, ভারতের যে মেহনতী মানুষ সেই সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে হবে, সেটা জাতীয়তার প্রশ্নেই হোক আর সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেই হোক। জীবন জীবিকার যে সংগ্রাম এটা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এক কেন্দ্রেই সেই সংগ্রাম। কাজেই আজকের এই যে প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তার জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র মেহনতী মানুষের আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য, আমি আমি আমাম বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যুদ্ধ বিরোধী যে প্রস্তাব এনেছেন, যদিও উনার প্রস্তাবের মধ্যে, উনার বক্তব্যের মধ্যে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা পরিলক্ষিত হয়েছে তবুও বিশ্বের সমগ্র যুদ্ধ বিরোধীর কথা বিবেচনা করে, যুদ্ধের ভয়াবহতাকে নিন্দা করে আমি এই প্রস্তাবের সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা নতুন কোন জিনিস নয়, এই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ায় পর, ভারত-বর্ষের প্রথম যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, তখন থেকে ভারতবর্ষের ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর থেকে বিশ্বযুদ্ধের অবসানের জন্য তার যে অবদান বা আমরা ভুলতে পারি না। সেদিন মনে পড়ে বিশ্ব যুদ্ধের বিরুদ্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তখনকার সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কেনেডির সংগে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং যুদ্ধের অবসানের জন্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে উজ্জল হয়ে থাকবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার পূর্ববর্তী বক্তা, অর্থাৎ প্রস্তাবের যিনি উত্থাপক তিনি বলেছেন যে, সমগ্র পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত। কিন্তু আমি বলতে চাই, দুটি শিবিরে নয়, ৩টি শিবিরে বিভক্ত। একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আর

একদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং আর একদিকে এই ভারতবর্ষের নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি। যার নেতৃত্ব করছে ভারতবর্ষ। যেটার মধ্যে ১০১টি দেশ অন্তর্ভূক্ত। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর, তার মধ্যে একটা ভয়াবহতা সৃষ্টি করার জন্য মার্কিনীদের যে অপচেষ্টা আজকে কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। আজকে যে প্রধানমন্ত্রী আজকে যার বিরুদ্ধে বিষদগার করা হচ্ছে জেলাসির জন্যই হোক, রাজনীতি ক্ষমতা লোভের স্বার্থেই হোক; ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী; সেই চিলির কথাই বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার কথাই বলেন; জিম্বাবুয়ের কথাই বলেন, আর একদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া, আফগানিস্থান আছে তার কথাই বলুন, তিনি প্রতিবাদ করেছেন। আজকে সারা পৃথিবীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিবাদ করেছেন। আজকে আমরা জোর করে বলতে পারি, ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে নষ্ট করার জন্য সেই ১৯৬২ সালে কারা ভারতবর্ষ আক্রমন করেছিল? সেই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কথা যারা বলছেন, সেই চীন ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে নষ্ট করার জন্য আক্রমন করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কারা বিরোধীতা করেছিল? আজকে সাম্রাজ্যবাদীদের যে চক্রান্ত সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। সেখানে জীবন ও জীবিকার সংগ্রামেরও প্রশ্ন আছে।

কারণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের নীতি। আজকেও ভিয়েতনামে যে ভয়াবহ চিত্র আমেরিকা সৃষ্টি করেছিল তা থেকে ভিয়েতনাম মুক্ত নয়। সেখানকার লোকগুলি আজকেও ভুগছে। ২য় বিশ্ব যুদ্ধের যে বিভীষিকাময় তাণ্ডবের ফলে আজকেও জাপান ভুগছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বামফ্রন্টের আমলে যা হয়েছে তা সম্পূর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই হয়েছে। ইউ, এন ওর মহাধ্যক্ষ পর্যন্ত বিশ্ব রাষ্ট্রনেতারা শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর শান্তির প্রয়াসকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। ভারতবর্ষের নির্জোট আন্দোলনের সম্মেলন থেকে যে প্রস্তাব উঠেছিল সেটাকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চলবে না। এই যুদ্ধের বিরুকে সমস্ত দলীয় নীতি পরিহার করে সোচ্চার হতে হবে। এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মানগীনাও স্পীকার স্যার, তিনি অ হাউস' মাননীয় সদস্য মানিক সরকার আলোচনা খীলাইনা বাং যে প্রস্তাব তুবুমানি অ প্রস্তাব ন' আলোচনা খীলাই না বাং বাচাঅ। মিঃ স্পীকার স্যার, চাং সিঅ সারা দেশনি বরক সারা ভারতবর্যনি বরক যুদ্ধ নীতি ন সমর্থন খীলাইমা শান্তি বাই থাংনা নাই অ। কারণ চোং নুগ' বিভিন্ন জাতি যেখানে শান্তি নাইঅ আর, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফানাংনানি চেষ্টা আং তংগ। অপর দিকে যুদ্ধ ফানাংনাই যে চক্র আর চক্রবাই ন শত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাংখা। ফলে

চাং নুকথা অা যুদ্ধ অথাই কচকমানি, বরক থাইমানি বন' মাথাংফিনা বাগাই সারা দুনিয়ানি বরক চিন্তা খালাই ফিকা। বনি চিন্তা ফলে চাং নুকথা "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ"। আহাইখে আচাইমানি ফলে বিশ্ব শান্তিনি চেষ্টা চলিই তংগ। তাবুক ফান যারা নিজিনি শান্তিন' কুক্ষিগত খালাই, বুইনি সিকিলিকনা নাই তংগ, যে শ্রেণী সারা দুনিয়া করায়ত্ত খালাইনা নাই তংগ, যারা মাচায়া মানাংয়া অগ' মাই কারাই, চাংগ রি কারাই যে অবস্থা বরকন মাথাংনা নাইয়া তাবুক ফান বরক নাই তংগ তাই উয়াইসা যুদ্ধ নাংকিথাং হানাই। কাজেই যুদ্ধ ন যারা নাই নাই বরকনি পক্ষে চাং কোন প্রকারে থাং মানয়া। তবে অর অ কক সামানি লগে লগে এই যে প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে কক সামানি কাঁধে কাঁধ মিলিঅই ইযাপিরি সেনা নাংনাই। কারণ, এ ব্যাপারে বিরোধী কিংবা যে কোন দল একই কক সানা বানতা। কিন্তু চাং নকুথা তাবুক অর প্রস্তাবনি পক্ষে যে কক সামানি আর একটা গণ্ডগোল তংগ। ব সাঅ যে কোন একটা মত ন বিশ্বাস থালাইনানি। আং হিন্দু ধর্ম ন বিশ্বাস খালাই অ ব বৌদ্ধ ধর্মন বিশ্বাস খোলাইঅ, কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হানাই সানা থাং থানি সাঅ যে অমতাই বরক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বনি বিরুদ্ধে কারণ ও দলনি বিভিন্ন দল যে ভাবে বিশ্বাস থালাই অ সেইভাবে আগগ্ নাই অব তো সমালোচনা নি বানতা কারাই। কাজেই আং খা কাঅ ধর্মনি উপর আলোচনা খালাইয়াঅই যাতে করে জন মিলিই ইয়াপিরি সেলাই যে কক প্রস্তাবক সানা দরকার, সমালোচনা খালাইমানি ন আং গাপ মানয়া। তাই কাইসা অবাক আংগ এই কারণে যে যুদ্ধ বিরোধী জায়গায় জায়গায় মিছিল মিটিং খালাই বরক সাঅ "যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই" কিন্তু চাং নুগ' এই যে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন একমাত্র সমন্বয় কমিটি কিংবা বামপন্থী দলনী ব্যাপার, বাম বিরোধী দল রগন বরক রিংয়া, বরক নি বিরুদ্ধে সে বরক বক্তব্য তিসাঅ। এভাবে কোন প্রকারেই একটা সার্বিক আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ খালাই মানয়া। বাসকাং—এক ভাবে আগক মানয়া এই যুদ্ধ বিরোধী ঘোষণা যেটা সর্বগ্রাহ্য অাংনা দরকার আং খা কাঅ। অমনি লগে লগে জাতীয় সংহতি এক এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিনি প্রতিটি বরক এক অভিন্ন অাংনা বানতা হানাই আং খা কাঅ। অ কক সাই আং পাইগ্লাখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এ হাউসে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার আলোচনা করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাব নিয়ে আমি আলোচনা করবো। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা জানি আমাদের সারা দেশের মানুষ, সারা ভারতবর্ষের মানুষ যুদ্ধকে সমর্থন করে না। শান্তিতে বসবাস করতে চায়। কারণ, আমরা দেখি বিভিন্ন জাতি যেখানে শান্তি চাইছে সেখানে কি করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানো যায় সে চেষ্টা চলছে। অপরদিকে যুদ্ধকামী যে চক্র সে চক্রের দ্বারাই গত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ঘটে গেছে। ফলে আমরা দেখেছি যুদ্ধে যে রক্তের ধারা বয়ে গেছে তাকে মুছে দেবার জন্য, মৃত্যুকে রোধ করার

জন্ম মানুষই আবার নতুন করে চিন্তা শুরু করেছে, এভাবে জন্ম নিয়েছে "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ"। এভাবে বিশ্ব শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখনো চলছে। এখনো যারা সমস্ত শক্তি কুক্ষিগত করতে চায়, অন্যকে শোষণ করতে চায়, যে শ্রেণী সারা দুনিয়া করায়ত্ত করতে চায় যারা নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন তাদের বাঁচাতে চায় না। তারা এখনো যুদ্ধ বাধানোর মতলবে রয়েছে। কাজেই আমরা কোন প্রকারেই যুদ্ধকামীদের পক্ষে যেতে পারি না। তবে এসব কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রস্তাবক যা বলেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে কারন, এই বিষয়ে বিরোধী কিংবা যে কোন দলের একই বক্তব্য থাকা উচিৎ। কিন্তু আমরা দেখি এই প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্যে একটা গণ্ডগোল রয়েছে। তিনি বলেছেন যে কোন একটা মতকে বিশ্বাস করতে হবে। আমি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী, আর এক জন বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস করে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কথা বলতে গিয়ে—উনি ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন।

যেহেতু বিভিন্ন দলগুলো বিভিন্ন মত'ক নিয়ে এগুবে সেহেতু অন্য দলকে সমালোচনা করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কাজেই ধর্মের উপর আলোচনা না করে কি ভাবে সকলে মিলে এগুনো যায় সেই চিন্তা করা দরকার, সমালোচনা করা সঙ্গত নয়। আর একটি বিষয় দেখে আমি অবাক হয়ে যাই যুদ্ধ বিরোধী মিছিল জায়গায় জায়গায় সংগঠিত করে "যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই" বলা হয় সেটা যেন শুধু "সমন্বয় কমিটি" কিংবা বামপন্থী দলগুলোর ব্যাপার অন্য দলকে তারা আমন্ত্রণ করেন না, বাম বিরোধী দলগুলোকেও তারা সেখানে সমালোচনা করেন। এভাবে কোন প্রকারেই ঐক্যবদ্ধ মত তৈরী করা সম্ভব হয় না। সামনে একত্র হয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। এই যুদ্ধ বিরোধী ঘোষণা সর্বগ্রাহ্য হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংহতি এক এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রতিটি মানুষ এক অভিন্ন হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। এ বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রাইভেট রিজলিউশান এনেছেন সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। এখানে উনি যে ৪টি ভাগে বিভক্ত করে ওনার বক্তব্য রেখেছেন সেটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। তিনি বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে রেখেছেন, সেটা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এটা মনে করে অবাক লাগে যে, ভূতের মুখে হরি নাম শুনছি। তিনি ওনার বক্তব্যে সারা বিশ্বের কথা তুলে ধরেছেন। আমি মনে করি, এই ত্রিপুরা রাজ্য বিশ্বের বাইরে নয়। আজকে টাকার অভাব নেই। আজকে তার যে অস্ত্র সেটা কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে তা নিয়ে সচেষ্ট থাকে। আজকে সারা পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই তাই দেখছি। তবে এখানে আমাদের বিচার করা উচিত, যদি আজকে যুদ্ধটা লাগে তাহলে যুদ্ধ যারা লাগাবে তারাও বাঁচবে না এমনি পরমাণু অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। সুতরাং যুদ্ধবিরোধী কথাটা নিয়ে শুধু যদি কেউ রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগী নিয়ে বসে থাকলে তাহলে ভুল হবে। আজকে যুদ্ধবিরোধী চীৎকার করার পরে আমরা

কি দেখতে পাই ? মাননীয় সদস্য মানিক সরকারের দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে আমি লক্ষ করেছি যে একটা রাজনৈতিক অংশকে উনি ঘায়েল করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমবঙ্গের যে কংগ্রেস সম্মেলন হচ্ছে সেখানে রাশিয়াপন্থী সি.পি, আই.-এর একটি অংশ সেখানে নিমন্ত্রিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ত্রিপুরা শান্ত এবং সেজন্য আমরা লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুকগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছি। আবার জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মবার্ষিকীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে আবার গণ্ডোগোল লাগছে। এইরকম সুড়সুড়ি কেন ? বাস্তবে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন দাঙ্গা লেগে গেল, শুধু একটা অংশের লোক নিয়ে সম্মেলন করলেন রবীন্দ্র ভবনে। এটা তো যুদ্ধবিরোধী কথা নয়। এভাবেই শান্তি ফিরিয়ে আনবেন ? হবে না। একটা সম্প্রদায়ের মানুষকে আড়ালে রেখে আর একটা সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে লেলিয়ে দিলে এটাকে যুদ্ধবিরোধী বলা যায় না। উদয়পুরে শুধু মুসলমানদের নিয়ে একটা সম্মেলন করা হয়েছে। এটা কি যুদ্ধ বিরোধী কথা ? শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, সারা পৃথিবী, ভারত এবং ভারতের বাইরেও আমরা দেখি, বিভিন্ন জায়গায় এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চলছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তির ব্যবস্থা না করে যদি আমরা যুদ্ধবিরোধী মনোভাব নিয়ে বসে থাকি তাহলে চলবে না এই বিধানসভায় বার বার প্রশ্ন এসেছে এবং রিজলিউশান পাশ হয়েছে। এর পরেও আজকে রিজলিউশন হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের দাঙ্গা হাঙ্গামার কেসগুলো আমরা প্রত্যাহার করে নেব। তারপরেও যখন নূতন কেস করা হয়, এটা কি যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ? এটা স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠে। বিশ্বের শান্তি আমরা চাই। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তিটাও আমাদের সেই সঙ্গে দেখতে হবে। তারপরে আমরা বিশ্বের কথা ভাবতে পারব। সুতরাং আগে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনুন এই আবেদন রেখেই আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার : —মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনগণকে যে আহ্বান জানানো হয়েছে, ত্রিপুরার লোকদের সেই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ, বে আইনী ঘোষিত কম্যুনিস্টরা যারা জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াত তারাই গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে যুদ্ধের প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল।

এই প্রস্তাবে যে যুদ্ধবিরোধী কথা বলা হয়েছে সেটা অত্যন্ত বাস্তব। আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। পাকিস্তান পর্যন্ত তার ষড়যন্ত্র বিস্তৃত। সেখান থেকে সোভিয়েট এম্বেসীকে এবং তার স্টাফকে সরিয়ে নেবার জন্য চাপ দিচ্ছে। ভারতবর্ষের চারিদিকে, নেপাল, শ্রীলংকায় আজ কি হচ্ছে ? পাকিস্তানে হারপুন পাঠিয়েছে। পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘাঁটিগুলিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। যতবার পাকিস্তান অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে ততবার ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়েছে। তারপরেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছে। যত আন্তর্জাতিক চুক্তি ছিল সেই সমস্ত চুক্তিকে অগ্রাহ্য করছে। সারা বিশ্ব

ইউরোপ, আফ্রিকায়, এশিয়াতে যুদ্ধ ঘাঁটি তৈরী করছে। আন্তর্জাতিক সীমানা চুক্তি পর্যন্ত লংঘন করে সীমান্তে ঘাঁটি তৈরী করছে। এখন মুখোমুখি কনফ্রন্টেশান। স্যার, যখন জার্মানীতে পারমাণবিক মিসাইল বসানো হচ্ছে, সেই পারমাণবিক মিসাইলের যুদ্ধে ভারতবর্ষের মানুষ নিরাপদ নয়। সারা পৃথিবীর মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই চেষ্টা করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েট রাশিয়া তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া চেষ্টা করছে না। নিজের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু প্রস্তুতি নিচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া।

ভারতবর্ষে যেমন ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে বলেন আর সংগে সংগেই সুপার পাওয়ারকে বন্ধু বলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তা মনে করে না। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষ তা মনে করে না। সারা পৃথিবীর মানুষ তা মনে করে না।

সারা পৃথিবীর মানুষ তাকিয়ে দেখেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট রাশিয়া কি ভাবে সেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন। আমরা দেখেছি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে কিভাবে এ' আফ্রিকাতে, ল্যাটিন আমেরিকায় প্রতিরোধ করার চেষ্টা চলছে। আজকে সারা বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেভাবে আধুনিক আণবিক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে গোটা বিশ্বের মানব সভ্যতা আজকে বিপন্ন হয়ে পড়ছে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিরোধ করে গোটা বিশ্বের মুক্তির জন্য সোভিয়েট রাশিয়া যে আয়োজন করছেন তাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং এর ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা হবে। স্যার, আমি বিস্মিত হয়ে যাই—এই জন্য যে শ্রীমতী গান্ধী নিরস্ত্রিকরণের প্রসঙ্গে ভাল ভাল কথা বলেন—স্যার, ননএলায়েন্স কনফারেন্স দিল্লীতে হয়ে গেল সেখানে শ্রীমতী গান্ধী খুব তাঁর ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু তারপরই দৌড়ে গিয়ে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এলেন এবং সঙ্গে রাণীকেও নিয়ে আসলেন। শুধু কি তাই? সেই ন্যাটো ভুক্ত দেশগুলিকেও আনা হল,—জামাই আদরে তাদের রাখা হল। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হল, তা পরোক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে মদত দেওয়া হল, যুদ্ধের পরিবেশ আরও ছড়িয়ে পড়ল স্যার, এই তো শ্রীমতী গান্ধীর চেহারা, এই তো শ্রীমতী গান্ধীর পলিসি স্যার, আই, এম, এফ, থেকে টাকা এনে বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা, ভারতবর্ষকে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে আর অন্য দিকে কি প্রচণ্ড গতিতে বেড়ে যাচ্ছে বেকারের সংখ্যা। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কি রকম জঘন্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শিল্পের ক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতা চলছে—১৯৪৭ সালে যেখানে মাথাপিছু মার্কিন কাপড়ের উৎপাদন ছিল মাত্র ১১ মিটার আজ স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরেও এক ইঞ্চি কাপড়ও বাড়ে নাই। এই হচ্ছে স্যার ভারতবর্ষের অবস্থা। ঠিক এই পরিস্থিতিতে আমাদের ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে—বিশ্বের জনগণের স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে তারজন্য আমাদের যুদ্ধবিরোধী শক্তিগুলির সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে হবে। নইলে বিশ্বের মানুষ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে

না। মাননীয় স্পীকার স্যার, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হচ্ছে। এ বৃটেনে কি হচ্ছে? সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে বলছে যে, না আর যুদ্ধ নয়, এ' যে সব অস্ত্র তোমরা মজুত করে রেখেছ সেগুলি যদি তোমরা ছুড়তে চাও তাহলে আমরা রাস্তার উপর বসে থাকব। ঠিক এইভাবে আমাদের ত্রিপুরার মানুষকেও সেই গণ-আন্দোলনে সামিল হতে হবে। এই বলে প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের তরফ থেকে এমন কিছু বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে যাতে মানুষের মনে বিভ্রান্তি আসতে পারে। তাই সেই বিষয়গুলির মধ্যে দুই একটি আমি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উল্লেখ করছি। এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, যুদ্ধ দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা সেটা নাকি আমরা চেপে যাচ্ছি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে প্রচেষ্টা সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। বাস্তবে আমরা কি দেখছি? শ্রীমতী গান্ধীর সরকার গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সঠিক ভূমিকা নিচ্ছেন আমরা সেটাকে সমর্থন করছি, কিন্তু গণতন্ত্র বিরোধী, মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেগুলি জনসাধারণের স্বার্থে দেশের স্বার্থে আমরা তার বিরোধীতা করছি। তাতে যদি বিরোধী দলের বন্ধুরা অখুশী হন তাহলে আমাদের করার কিছু নেই। এখানে বিরোধী দলের এক বন্ধু বলেছেন যে, এখানে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধেই বলা হচ্ছে, কিন্তু চীন সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না। কারণ চীন নাকি এই যুদ্ধের জন্য বিপদের একটা কারণ। কিন্তু তাদের যে নেতা শ্রীমতী গান্ধী তিনি কিন্তু এখন চীনকে তাদের মত দেখেন না। আগে আমাদেরকে নাকি গালি দেওয়া হত যে আমরা নাকি চীনের দালাল। কিন্তু মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি আগে থেকেই বলে এসেছে যে, ভারত-চীন সীমান্তের যে সমস্যা সেটা আলোচনার মধ্যে দিয়েই করা উচিত। শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু এখন সেই পথেই চলেছেন এবং তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, চীনকে কি আমরা কোথাও যুদ্ধের সংগে লিপ্ত হতে দেখেছি? সমাজতান্ত্রিক কোন দেশের সৈন্য কোন দেশে নেই। আফগানিস্তান, সেখানে শ্রমিক কৃষক, জনগণের সংগে সেখানকার সরকারের বিরোধ হয় এবং সেখানে জনগণের স্বার্থে সেখানে সোভিয়েত সরকার কিছু সৈন্য পাঠিয়েছেন এবং সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে যে সংগ্রাম চলছিল সমাজবাদের জন্য সেটাকে বানচাল করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছিল। সেটার হাত থেকে সেখানকার জনগণের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্য সেই দেশের জনগণ যখন সোভিয়েত দেশের হস্তক্ষেপ চায় তখনই সোভিয়েত দেশ সেখানে গিয়েছিল। তারা বলছে যে যেদিন দেখব দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে তখন আমরা সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে আসব। অন্যদিকে আমরা কি দেখি? আমেরিকার প্রায় ১৫/১৩ হাজার সৈন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে আছে। কাজেই

'ভূতের মুখে রাম নাম' শুনছি। এই সমস্ত বলে মানুষকে ভুলানো যায় না। এখানে বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, আমরা নাকি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছি। বামফ্রন্ট সরকার উপজাতি সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থা এবং ধর্মকে নিরপেক্ষ নির্বিঘ্ন রাখার জন্য যে গ্যারেন্টি সেটা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে যেটা কংগ্রেস আমলে কোনদিন হয়নি। উদয়পুর, সোনামুড়া, কৈলাসহর ও অমরপুরে প্রায় সমস্ত মহকুমায়ই সংখ্যালঘু মুসলিমদের একটা সম্মেলন সংগঠিত হয়েছিল, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে উপমুখ্যমন্ত্রী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আমরা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে ধর্মের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না। এটা শ্রীমতী গান্ধীর ঠাকুরের চরণামৃত খাওয়া নয়। ভূতের মুখে রাম নাম। উনারা নিজেরাই এক একজন ভূত। শান্তির কথা বলে, গৈরিক বসন পরে এবং ভিতরে ভিতরে অস্ত্রের চোরাকারবারী করে, এ ধরণের ধার্মিক দেশের শত্রু। এই কথা বলে আমি যে প্রস্তাব এনেছি সেটাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছি এবং আমি আশা করছি এই প্রস্তাব হাউস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

মিঃ স্পীকার :—প্রস্তাবটির উপর আলোচনা শেষ হল। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার কতৃ'ক উত্থাপিত রিজিলিউশনটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিলিউশনটির বিষয়বস্তু হল :—"সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবার জন্য সর্বাধুনিক আণবিক অস্ত্রসমূহ ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে মজুত করে পশ্চিম এশিয়ার পাকিস্তান সমেত বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধঘাঁটি তৈরী করে, ফকল্যাণ্ড ও গ্র্যানাডার মত ছোট্ট স্বাধীন দেশগুলোর স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে পৃথিবী ব্যাপী যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে এবং পরিস্থিতিকে ক্রমশঃ যুদ্ধের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরার বিধানসভা তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে। ত্রিপুরার বিধানসভা লক্ষ করছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল যুদ্ধবিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের এই যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ আরও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে সামিল হচ্ছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা ত্রিপুরার সকল অংশের যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে তারা যাতে পৃথিবীর এই যুদ্ধবিরোধী শক্তির সাথে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই এর ময়দানে সমবেত হোন।

ত্রিপুরা বিধানসভা দৃঢ়ভাবে মনে করে জীবনজিবীকার সংগ্রাম, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাতির ঐক্য ও সংহতির জন্য সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির জন্য সংগ্রাম এক এবং অভিন্ন।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল আরেকটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতাহুলাল সাহাকে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশনটা সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমি যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করছি সেটা হল—"ত্রিপুরার বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, সকলের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হোক"। আজকে আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। সেটা হল স্বাধীনতার ৩১ বৎসর পর একটা অঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরার বিধানসভায় এই ধরণের একটা প্রস্তাব আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তার কারণ হল আমাদের দেশে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে এবং তার মূল দৃষ্টিভঙ্গী হল সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। আমরা যে দেশে আছি সে দেশ আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ধনতান্ত্রিক হিসাবে রয়েছে। যার মূল দৃষ্টিভঙ্গী হলো, পুঁজিপতীদের সেবা করা। এই পুঁজিপতিদের সেবা করার জন্য অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করা। এবং এটা করতে গেলে শিক্ষার উন্নতি করলে চলবে না। কারণ, শিক্ষার উন্নতি হলেই, সবাই শিক্ষা পেলে সবার জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং তাতে ধনবাদীরা সস্তায় মজুর পাবে না। আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর হইতে অনেক বড় বড় বুলি সংবিধানে বলা হয়েছ, বলা হয়েছে ১৯৬০ সালে ৮ থেকে ১৪ বৎসর পর্যান্ত ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ২৩ বৎসর পরেও দেখা যায়, অশিক্ষিতের হার গোটা ভারতবর্ষে ৩৫ ভাগ। এই জিনিষ দেখে এটা পরিষ্কার হয় যে; কেন্দ্রীয় স্তরে সার্বজনীন শিক্ষার জন্য যদি কিছু আন্তরিকতা থাকত, তাহলে শিকার এই করুন চিত্র আমাদের দেখতে হতো না। গোটা পৃথিবীতে যত নিরক্ষর লোক আছে, তার অর্ধেকের বেশী আছে আমাদের এই রাষ্ট্রে। যত দিন যাচ্ছে তাতে শিক্ষার হার কিছুটা বাড়লেও প্রাক্ স্বাধীনতাকালে যে জনসংখ্যা ছিল সামগ্রিক ভাবে বর্ত্তমানে জনসংখ্যা অনেক বেশী। আমরা দেখি, ভারতবর্ষে শিক্ষার সম্প্রসারনের জন্য যে সব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে সেগুলিকে কার্যকরী করার জন্য উৎসাহিত করার পরিবর্ত্তে কেন্দ্রীয় সরকার নিরুৎসাহ্ করেছেন। আমাদের এই রাজ্যে, বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা সম্প্রসারনের যে কার্যসূচী নিয়েছেন তা উল্লেখ করার মত। প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেছেন, প্রচুর স্কুল অনুমোদন করেছেন, হাই স্কুল বাড়িয়েছেন, মহাবিদ্যালয় বাড়িয়েছেন, ছাত্র সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ছাত্রদের উৎসাহদানে মিড ডে মিল চালু করেছেন, ক্লাস টুয়েলভ্ পর্যান্ত অবৈতনিক ঘোষণা করেছেন, প্রচুর মাষ্টার নিয়োগ করেছেন। কিন্তু এইসব কার্য্যসূচী রূপায়নের জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার "না" করে দিয়ে থাকেন। সামগ্রিগ ভাবে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও আসবাবপত্র দেওয়ার জন্য আরো ৪ কোটি টাকা চাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। সার্ব্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকলেও প্রতি পদে পদে বাধা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে আচার্য্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যে নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে চলছে তা সঠিক নীতি নয়। এই শিক্ষাকে আরো সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। কিন্তু কবে করবেন? বিশ্বভারতীর মঞ্চের মধ্যে যে বক্তৃতা তা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমরা দেখি, আজও

ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ণ মন্ত্রী নেই, উপমন্ত্রী দিয়ে কাজ চালান হয়। এতেই বুঝা যায়, এই শিক্ষা ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কতটুকু আন্তরিকতা আছে। আমরা নিশ্চই দাবী করব, সংবিধানের প্রিন্সিপলের মধ্যে যা বলা হয়েছিল, তা শুধু লেখাই যেন না থাকে। আজকে সারা ভারত ছাত্র সংগঠন এবং বামপন্থী সংগঠনগুলি দাবী করছেন, সবার জন্য সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা করতে হলে সংবিধানের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে, এবং এই জন্যই আমি এখানে এই প্রস্তাব এনেছি। আমরা যদি আজকে কর্মসংস্থানের দিকে তাকাই, তাহলে সেখানেও আমরা দেখছি, ভারতের ৭০ কোটি মানুষের দেশে রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা, ২ কোটি ২০ লক্ষ। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার ৮২ হাজার। এইগুলি হচ্ছে, রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার। আর যারা রেজিস্ট্রি করেননি তাদের সংখ্যা যদি আমরা ধরি, তাহলে গোটা ভারতবর্ষে তার সংখ্যা ১০ কোটির উপর এবং আমাদের এই রাজ্যে ২ লাখের উপর হবে। তাদের জন্য কর্ম-সংস্থানের কোন সুযোগ নেই। ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে বা অন্য কিছুতে দেশের মানুষকে কাজ দেওয়া যায়, সেই রকম পরিকল্পনা আমাদের দেশে নেওয়া হচ্ছে না। একটার পর একটা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, একটার পর একটা পরিকল্পনাতে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাদের হাতে আর মাত্র এক মিনিট সময় আছে। অবশ্য ইচ্ছা করলে আমরা হাউস বাড়াতে পারি, নয়ত ক্যারি ওভার করতে পারি ন্যাক্স্টস্ সেসানের জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—সেটাই করা হউক স্যার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমাদের কোন্ আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :—ন্যাক্স্টস্ সেসানে আপনি আলোচনার সুযোগ পাবেন এবং মাননীয় সদস্যরাও পাবেন। সভার কার্য্যসূচী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রহিল।